



The sweetest Children!
Manmana Bava! Mathyaji Bava!
Daily Murli Bengali
August 2020

"মিষ্টি বাচ্চারা — তোমাদের ঈশ্বরীয় পঠন-পাঠনের দ্বারা নিজের কর্মাকীর্ণ অবস্থা তৈরী করতে হবে, তার সাথে পতিত থেকে পবিত্র হওয়ার পথও বলে দিতে হবে, রুহানী সার্ভিস করতে হবে"

প্রশ্নঃ - — কোন্ মন্ত্র স্মরণে রাখলে পাপ কর্ম থেকে বাঁচতে পারবে ?

উত্তরঃ - — বাবা মন্ত্র দিয়েছেন — না খারাপ কথা শুনবে, না খারাপ কিছু দেখবে...এই মন্ত্র স্মরণে রাখতে হবে। তোমাদের কর্মেন্দ্রিয় দ্বারা যেন কোনো পাপ না হয় । কলিযুগেই সর্বাধিক পাপ কর্ম হয়ে থাকে, সেইজন্যই বাবা এই যুক্তির কথা বলেছেন, পবিত্রতার গুণ ধারণ করো — এটাই হল নম্বর ওয়ান গুণ।

ওম্ শান্তি । বাচ্চারা কার সামনে বসে আছে, বুদ্ধিতে অবশ্যই থাকে যে আমরা পতিত-পাবন সবার সঙ্গতি দাতা, অসীম জগতের বাবার সামনে বসে আছি । যদিও ব্রহ্মা শরীরে অবস্থানরত তবুও তাঁকেই স্মরণ করতে হবে। মানুষ কখনও সবার সঙ্গতি করতে পারে না। মানুষকে পতিত-পাবন বলা যায় না। বাচ্চাদের নিজেকে আত্মা মনে করতে হবে। সমস্ত আত্মাদের পিতা তিনি । পিতা যিনি আমাদের স্বর্গের মালিক করে তোলেন। এই বিষয়ে বাচ্চাদের জানা উচিত এবং খুশিও হওয়া উচিত। বাচ্চারা এও জানে আমরা নরকবাসী থেকে স্বর্গবাসী হতে চলেছি । অতি সহজ পথের হদিশ প্রাপ্ত হয়ে চলেছে । শুধুমাত্র স্মরণ করতে হবে আর নিজের মধ্যে দৈবীগুণ ধারণ করতে হবে। নিজেকে যাচাই করতে হবে। যেমন নারদের দৃষ্টান্ত রয়েছে। এইসব দৃষ্টান্ত, জ্ঞানের সাগর বাবাই দিয়েছেন। সন্ন্যাসীরা যে দৃষ্টান্ত দিয়ে থাকে , সবই বাবার দেওয়া। ভক্তি মার্গে শুধু গাওয়া হয়। যদিও তারা কচ্ছপ, সর্প ,ভ্রমর ইত্যাদির দৃষ্টান্ত ও দিয়ে থাকে , কিন্তু নিজেরা কিছু করতে অসমর্থ । বাবার দেওয়া দৃষ্টান্ত পুনরায় ভক্তি মার্গে রিপিট হতে থাকে। ভক্তি মার্গ হলো অতীতের। এই সময় যা প্র্যাকটিকালি হচ্ছে তারই গায়ন পরে গিয়ে হবে। যদিও দেবতাদের জন্মদিন পালন করে থাকে কিন্তু এ বিষয়ে কিছুই জানে না। এখন তোমরা বুঝেছ। বাবার কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে পতিত থেকে পাবনও হচ্ছে আবার পতিতদের পাবন হওয়ার পথও বলে দিচ্ছ । এই হলো তোমাদের প্রধান রুহানী সার্ভিস। প্রথমে কাউকে আত্মা সম্পর্কে জ্ঞান প্রদান করতে হবে। বলতে হবে তুমি আত্মা। আত্মা সম্পর্কে কারো জানা নেই। আত্মা তো অবিনাশী। যখন সময় হয় আত্মা শরীরে এসে প্রবেশ করে সুতরাং প্রতি মূহর্তে নিজেকে আত্মা বলে স্মরণ করতে হবে। আমরা আত্মাদের পিতা পরমপিতা পরমাত্মা। তিনি প্রধান টিচারও ,এটাও বাচ্চাদের সবসময় স্মরণে থাকা উচিত। ভুলে যাওয়া উচিত নয়। তোমরা জান এখন ফিরে যেতে হবে। বিনাশ সামনেই অপেক্ষা করছে। সত্যযুগে দৈবী পরিবার খুব ছোট হয় । কলিযুগে অসংখ্য মানুষ। অনেক ধর্ম, অনেক মত । সত্যযুগে এসব কিছুই নেই । বাচ্চাদের সারাদিন বুদ্ধিতে এইসব বিষয় মনন করতে হবে। এটা ঈশ্বরীয় পড়াশোনা তাইনা। লৌকিক পড়াশোনাতে কত বইপত্র ইত্যাদি প্রয়োজন হয় । প্রতিটি ক্লাসে নতুন-নতুন বইপত্র কিনতে হয়। এখানে তো কোনো বই বা শাস্ত্র ইত্যাদির বিষয়ই নেই। এখানে একটাই বিষয়, একটাই পড়া । যখন ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট ছিল , রাজাদের রাজ্য ছিল , সেইজন্য স্ট্যাম্পও রাজা-রানী ছাড়া অন্য কারো ছবি দেওয়া হতো না। আজকাল দেখ ভক্ত ইত্যাদি যারা আছে তাদের ছবি দিয়ে স্ট্যাম্প তৈরি করা হয়। এই লক্ষ্মী-নারায়ণের রাজ্য যখন হবে চিত্রও একই মহারাজা-মহারানীর হবে। এমনটা নয় যে অতীতে যারা দেবতা হয়ে চলে গেছে তাদের চিত্র মুছে গেছে । তা নয়, অতি পুরানো দেবতাদের চিত্রও অন্তর থেকে গ্রহণ করা হয়। কেননা শিববাবার পরেই হলো দেবতার। এইসব বিষয় বাচ্চারা তোমরা ধারণ করে চলেছ অন্যদেরও পথ বলে দিতে। এ হলো সম্পূর্ণ নতুন ঈশ্বরীয় পঠন-পাঠন । তোমরাই এই পঠন-পাঠন দ্বারা পদ প্রাপ্ত করেছিলে, এ বিষয়ে আর কেউ-ই জানে না। পরমপিতা তোমাদের রাজযোগ শেখাচ্ছেন। মহাভারতের লড়াই প্রসিদ্ধ। কি হতে চলেছে সে তো এগিয়ে যেতে-যেতে দেখতেই পাবে । কেউ একটা কিছু বলবে, কেউ অন্য কিছু করবে । প্রতিদিনই মানুষের একটু-একটু করে অনুভব হতে থাকবে। বলবে বিশ্বযুদ্ধ লাগবে। এর আগেই বাচ্চারা তোমাদের পড়াশোনা করে কর্মাকীর্ণ অবস্থা প্রাপ্ত করতে হবে। অসুর আর দেবতাদের মধ্যে কখনোই লড়াই হয়না। এই সময় তোমরা ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ভুক্ত যারা, পরে গিয়ে দৈবী সম্প্রদায় যুক্ত হবে। সেইজন্যই এই জন্মে দৈবীগুণ ধারণ করে চলেছ । নম্বর ওয়ান দৈবীগুণ হলো পবিত্রতা। তোমরা এই শরীর দ্বারা কত পাপ করে এসেছ । আত্মাকেই বলা হয় পাপ-আত্মা, আত্মা এই কর্মেন্দ্রিয় দ্বারা কত পাপ করতে থাকে। এখন খারাপ কিছু না দেখা, খারাপ কিছু না শোনা কাকে বলা হয় ? আত্মাকে বলা হয়। আত্মাই কান দ্বারা শোনে ।

বাবা তোমাদের স্মরণ করিয়ে দেন যে বাচ্চারা, তোমরাই সেই আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্মের ছিলে, চক্র সম্পূর্ণ করে

এসেছ আবারও তোমাদের দেবী-দেবতা হতে হবে। এই মধুর স্মৃতি স্মরণ হলে পবিত্র হওয়ার প্রেরণা যোগায়। তোমাদের বুদ্ধিতে আছে যে আমরা ৮৪ চক্রের ভূমিকা কীভাবে পালন করে আসছি। এটাই তো কাহিনি, তাইনা। বুদ্ধিতে আসা উচিত ৫ হাজার বছর পূর্বে আমরা দেবতা ছিলাম। আমরা পরমধাম নিবাসী। প্রথমে বিন্দুমাত্র এই ধারণা ছিল না — আমরা আত্মাদের ওটাই ঘর। ওখান থেকে আমরা আসি ভূমিকা পালন করতে। সূর্য বংশী-চন্দ্র বংশী হই। এখন তোমরা ব্রহ্মার সন্তান ব্রাহ্মণ বংশীয়। তোমরা ঈশ্বরীয় সন্তান হয়েছ। ঈশ্বর বসে তোমাদের শিক্ষা প্রদান করছেন। ইনি সুপ্রিম পিতা, সুপ্রিম টিচার এবং সুপ্রিম গুরু।

আমরা ওঁনার মত দ্বারা সব মানুষকে শ্রেষ্ঠ করে তুলি। মুক্তি-জীবনমুক্তি দুই-ই শ্রেষ্ঠ। আমরা এখন নিজের ঘরে ফিরে যাব, তারপর পবিত্র আত্মারা এসে রাজত্ব করবে। এটাই চক্র, তাইনা। একেই বলে স্বদর্শন চক্র। এ হলো জ্ঞানের বিষয়। *বাবা বলেন তোমাদের এই স্বদর্শন চক্র বন্ধ হওয়া উচিত নয়। ঘুরতে থাকলে বিকর্ম বিনাশ হবে।* তোমরা রাবণের উপর বিজয় প্রাপ্ত করতে পারবে। পাপ মুছে যাবে। এখন স্মৃতি এসেছে স্মরণ করার জন্য। এমন নয় যে, বসে বসে মালা জপ করতে হবে। আত্মার ভিতরে জ্ঞান সঞ্চিত আছে, যা বাচ্চারা, তোমাদের অন্য ভাইবোনদেরও বোঝাতে হবে। বাচ্চারা তো সহযোগী হবে, তাই না! বাচ্চারা, আমি তোমাদেরই স্বদর্শন চক্রধারী করে তুলি। এই জ্ঞান আমার মধ্যেই আছে, সেইজন্যই আমাকে জ্ঞানের সাগর মনুষ্য সৃষ্টির বীজরূপ বলা হয়। ওঁনাকে মালীও বলা হয়। দেবী-দেবতা ধর্মের বীজ শিববাবাই রোপন করেছেন। এখন তোমরা দেবী-দেবতা হতে যাচ্ছ। এটাই যদি সারাদিন সিমরণ করতে থাক তাতেও তোমাদের কল্যাণ হবে। দৈবীগুণ ধারণ করতে হবে। পবিত্র হতে হবে। স্ত্রী-পুরুষ একত্রে থেকেও তোমরা পবিত্র হয়ে ওঠো। অন্য কোনও ধর্মে এমন হয় না। নিবৃত্তি মার্গে শুধু পুরুষ। ওরা বলে স্ত্রী-পুরুষ দুজন একত্রে পবিত্র থাকতে পারে না, এটা কঠিন। কিন্তু সত্যযুগে কী ছিল না! লক্ষ্মী-নারায়ণের মহিমা কিতীত হয়।

এখন তোমরা জান, বাবা আমাদের শূদ্র থেকে ব্রাহ্মণ তারপর দেবতা করে তোলেন। আমরাই পূজ্য থেকে পূজারী হব। তারপর যখন বামমার্গে যাব, তখন শিবের মন্দির তৈরি করে পূজা হবে। বাচ্চারা, তোমাদের নিজের ৮৪ জন্মের জ্ঞান আছে। বাবাই বলেন তোমরা নিজেদের জন্মকে জানতে না, আমিই বলে থাকি। এমন কথা কোনও মানুষ বলতে পারে না। বাবা তোমাদের স্বদর্শন চক্রধারী করে তুলছেন। তোমরা আত্মারা পবিত্র হতে চলেছ। শরীর তো এখানে পবিত্র হতে পারবে না। আত্মা পবিত্র হয়ে গেলে অপবিত্র শরীর ত্যাগ করে চলে যেতে হয়। পবিত্র দুনিয়া স্থাপন হচ্ছে। বাকি আত্মারা সুইট হোমে চলে যাবে। এটাই স্মরণে রাখা উচিত।

বাবাকে স্মরণ করার সাথে-সাথে ঘরকেও অবশ্যই স্মরণ করতে হবে। কেননা এখন ঘরে ফিরে যেতে হবে, ঘরেই বাবাকে স্মরণ করতে হবে। যদিও তোমরা জান বাবা ব্রহ্মা তনে এসে আমাদের শোনাচ্ছেন। তাই বুদ্ধি পরমধাম সুইট হোম থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া উচিত নয়। টিচার ঘর ছেড়ে তোমাদের পড়াতে আসেন। পড়াশোনা করিয়ে তারপর অনেক দূরে চলে যান। সেকেন্ডেই যেখানে খুশি যাওয়া যায়। আত্মা কত ছোট বিন্দু। অবাক হওয়ারই তো কথা। বাবা এসে আত্মার জ্ঞান প্রদান করেছেন। তোমরা জান স্বর্গে কোনও দুর্গন্ধময় জিনিস থাকে না, যার মাধ্যমে হাত-পা অথবা পোশাক ইত্যাদি ময়লা হবে। দেবতাদের পোশাক কত চমতকার। ধোয়ার কোনও প্রয়োজন পড়ে না। এসব দেখেও কতই না খুশি হওয়া উচিত। আত্মা জানে ভবিষ্যতে ২১ জন্ম আমি এমনই হব। এটাই দেখতে থাকা উচিত। এই চিত্র সবার কাছেই থাকা উচিত। অতীব খুশি হওয়া উচিত — বাবা আমাকে এমন (দেবতা) বানাচ্ছেন। এমন বাবার বাচ্চা আমরা, তারপরও কেন কাল্লাকাটি করি! আমাদের তো কোনো চিন্তাই থাকা উচিত না। দেবতাদের মন্দিরে গিয়ে মহিমা করে — সর্বগুণ সম্পন্ন অচ্যুতম্ কেশবম্ কত নাম বলে থাকে। এইসব শাস্ত্রে লেখা আছে যা স্মরণ করে। শাস্ত্রে কে লিখেছে? ব্যাসদেব। কেউ নতুন-নতুনও তৈরি করে থাকে। গ্রন্থ সাহেব প্রথমে অনেক ছোট ছিল হাতে লেখা। এখন তো কত বড়-বড় তৈরি হয়েছে। নিশ্চয়ই এডিশন করেছে। গুরু নানক তো আসেন ধর্ম স্থাপন করতে। কিন্তু জ্ঞান প্রদানকারী তো একজনই। ক্রাইস্টও আসেন শুধুমাত্র ধর্ম স্থাপন করার জন্য। যখন সবাই এসে যায় তারপর তো ফিরে যেতেই হবে। ঘরে কে পাঠান? ক্রাইস্ট? না, সে তো ভিন্ন নাম-রূপে তমোপ্রধান অবস্থায় আছে। সত্যো, রজো হয়ে তমোতে আসে, তাইনা।

এই সময় সবাই তমোপ্রধান। সবারই জরাজীর্ণ অবস্থা। পুনর্জন্ম নিতে নিতে এই সময় সব ধর্মাবলম্বীরাও তমোপ্রধান হয়ে গেছে। এখন সবাইকেই অবশ্যই ফিরে যেতে হবে। পুনরায় চক্র ঘুরবে। প্রথমে নতুন ধর্মই প্রয়োজন যা সত্য যুগে ছিল। বাবাই এসে আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্মের স্থাপনা করেন। তারপর আবার বিনাশ হবে। স্থাপনা, বিনাশ তারপর পালনা। সত্যযুগে একটাই ধর্ম হবে। এই স্মৃতি আসে তাইনা। সম্পূর্ণ চক্র স্মৃতিতে আনতে হবে। এখন আমরা ৮৪ চক্র সম্পূর্ণ করে ঘরে ফিরে যাব। তোমরা চলতে-ফিরতে স্বদর্শন চক্রধারী হয়ে উঠেছ। লৌকিকে বলে কৃষ্ণের স্বদর্শন চক্র

ছিল, যা দিয়ে সবাইকে মেরেছে। অকাসুর বকাসুরের চিত্র দেখানো হয়েছে। কিন্তু এমন কোনো ঘটনা নেই।

বাচ্চারা, তোমাদের এখন স্বদর্শন চক্রধারী হয়ে থাকতে হবে। কেননা স্বদর্শন চক্র দ্বারাই তোমাদের পাপ বিনষ্ট হবে। আসুরিক প্রবৃত্তি বিনষ্ট হবে। দেবতা আর অসুরের লড়াই তো হতে পারে না। অসুর হলো কলিযুগে, দেবতারা সত্যযুগে। মাঝখানে সপ্তম যুগ। শাস্ত্র হলো ভক্তি মার্গের জন্য। সেখানে জ্ঞানের বিন্দুবিসর্গও নেই। সবার জন্য একজনই জ্ঞানের সাগর বাবা। বাবা ছাড়া কোনও আত্মা পবিত্র হয়ে ফিরে যেতে পারবে না। সকলকে অবশ্যই নিজ নিজ ভূমিকা পালন করতে হবে। সুতরাং এখন নিজের ৮৪ চক্রকে স্মরণ করতে হবে। আমরা এখন সত্যযুগে নতুন জন্মে যেতে চলেছি। এমন জন্ম আর কখনোই পাওয়া যাবে না। শিববাবা তারপর ব্রহ্মা বাবা। লৌকিক (বাবা), পারলৌকিক আর ইনি হলেন অলৌকিক বাবা। এই সময়েরই কথা যাকে অলৌকিক বলা হয়। তোমরা বাচ্চারা শিববাবাকে স্মরণ করে থাক। ব্রহ্মাকে নয়। যদিও ব্রহ্মা মন্দিরে গিয়ে মানুষ পূজা করে, তবে সেটাও তখন, যখন সূক্ষ্মবতনে সম্পূর্ণ অব্যক্ত অবস্থায় বিরাজ করেন। শরীরধারী পূজার যোগ্য নয়। তখন সে হল মানুষ, তাইনা। মানুষের পূজা হয়না। ব্রহ্মার দাড়ি দেখানো হয়েছে, তাতেই বোঝা যায় ইনি কোথাকার। দেবতাদের দাড়ি হয়না। এইসব বিষয়েই বাচ্চাদের বোঝানো হয়েছে। তোমাদের নাম প্রসিদ্ধ, সেইজন্যই তোমাদের মন্দিরও তৈরি হয়েছে। সোমনাথ মন্দির কত উচ্চ থেকে উচ্চ। সোমরস পান করেছিল তারপর কি হলো? তারপর দিলওয়ারা মন্দিরকেও দেখ। মন্দির হুবহু স্মরণিক হিসেবে নির্মিত হয়েছে। নিচে তোমরা বসে তপস্যা করছ, উপরে স্বর্গ। মানুষ মনে করেছে স্বর্গ উপরে। *মন্দিরের নিচে স্বর্গ কি করে নির্মাণ করবে! সেইজন্যই উপরের ছাদে দেখানো হয়েছে। নির্মাণকারীরা কেউ-ই বোঝেনি এ বিষয়ে। *কোটিপতি যারা তাদের বোঝাতে হবে এই বিষয়ে। তোমরা এখন জ্ঞান পেয়েছ, সুতরাং অবশ্যই বোঝাতে পারবে। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ স্মরণ আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ঔঁনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ

১) ভিতরের আসুরিক প্রবৃত্তিকে সমাপ্ত করতে চলতে -ফিরতে স্বদর্শন চক্রধারী হয়ে থাকতে হবে। সম্পূর্ণ চক্রকে স্মৃতিতে আনতে হবে।

২) বাবাকে স্মরণ করার সাথে-সাথে বুদ্ধি যেন পরমধাম ঘরেও যুক্ত থাকে। বাবা যে স্মৃতি স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন তা স্মরণ করে নিজের কল্যাণ করতে হবে।

বরদানঃ — সম্পূর্ণ আহুতি দ্বারা পরিবর্তন সমারোহ পালনকারী দূঢ় সংকল্পধারী ভব*
যেমন কথিত আছে, যদি মৃত্যুও আসে, তবুও নিজ ধর্মকে ত্যাগ করা উচিত নয়, পরিস্থিতি যেমনই হোক না কেন, মায়ারূপী মহাবীর সামনে এসে দাঁড়ালেও নীতি থেকে যেন সরে না যায়। সংকল্প দ্বারা ত্যাগ করা অকেজো বস্তু যেন সংকল্পেও স্থান না পায়। সবসময় নিজের স্বমান, শ্রেষ্ঠ স্থিতি, আর শ্রেষ্ঠ জীবনের সমর্থ স্বরূপ দ্বারা শ্রেষ্ঠ পার্টধারী হয়ে শ্রেষ্ঠতম ভূমিকা পালন করে যাও। দুর্বলতার সব খেলা যেন সমাপ্ত হয়ে যায়। যখন এমনই সম্পূর্ণ আহুতির সংকল্প দূঢ় হবে, তখনই পরিবর্তন সমারোহ হবে। এই সমারোহ পালনের তারিখ সংগঠিত রূপে নিশ্চিত করো।

শ্লোগানঃ — প্রকৃত ডায়মন্ড হয়ে নিজের ভাইব্রেশনের উজ্জ্বলতা বিশ্বে প্রতিফলিত করো*

মধুবন

“*হ'লি (পবিত্ৰ) হংস বুদ্ধি, বৃত্তি, দৃষ্টি আৰু মুখ*”

আজি বাপদাদাই সকলো হ'লি (পবিত্ৰ) হংসসকলৰ সভা চাই আছেহঁক। এয়া সাধাৰণ সভা নহয়। কিন্তু আত্মিক হ'লি (পবিত্ৰ) হংসসকলৰ সভা হয়। বাপদাদাই প্ৰতিগৰাকী হ'লি (পবিত্ৰ) হংসক চাই আছে যে সকলো কিমানলৈকে হ'লি (পবিত্ৰ) হংস হৈছে। হংসৰ বিশেষত্ব ভালদৰে জানানে? সকলোতকৈ প্ৰথমে ‘হংস বুদ্ধি’ অৰ্থাৎ সদায় প্ৰত্যেক আত্মাৰ প্ৰতি শ্ৰেষ্ঠ আৰু শুভ চিন্তা কৰোঁতা। হ'লি (পবিত্ৰ) হংস অৰ্থাৎ পাথৰ আৰু বন্ধক ভালদৰে চিনোঁতা আৰু তাৰপাচত ধাৰণা কৰোঁতা। প্ৰথমতে প্ৰত্যেক আত্মাৰ মনৰ ভাৱক চিনোঁতা আৰু তাৰপাচত ধাৰণ কৰোঁতা। কেতিয়াও বুদ্ধিত কোনো আত্মাৰ প্ৰতি অশুভ বা সাধাৰণ ভাৱ ধাৰণ কৰোঁতা যাতে নোহোৱা। সদায় শুভ ভাৱ আৰু শুভ ভাৱনা ধাৰণ কৰিবা। ভাৱ জানিলে কেতিয়াও কাৰো সাধাৰণ স্বভাৱ বা ব্যৰ্থ স্বভাৱৰ প্ৰভাৱ নপৰিব। শুভ ভাৱ, শুভ ভাৱনা, যাক ভাৱ-স্বভাৱ বুলি কোৱা, যি ব্যৰ্থ হয় তাক পৰিৱৰ্তন কৰিব লাগে। বাপদাদাই চাই আছে - এনেকুৱা হংস বুদ্ধি কিমানলৈকে হৈছে? এনেকৈয়ে ‘হংস বৃত্তি’ অৰ্থাৎ সদায় সকলো আত্মাৰ প্ৰতি শ্ৰেষ্ঠ কল্যাণৰ বৃত্তি। প্ৰত্যেক আত্মাৰ অকল্যাণৰ কথা শুনি, দেখিও অকল্যাণক কল্যাণৰ বৃত্তিৰে পৰিৱৰ্তন কৰি দিয়া - ইয়াক কোৱা হয় হ'লি (পবিত্ৰ) হংস বৃত্তি। নিজৰ কল্যাণৰ বৃত্তিৰে আনকো পৰিৱৰ্তন কৰিব পাৰা। তেওঁলোকৰ অকল্যাণৰ বৃত্তিক নিজৰ কল্যাণৰ বৃত্তিৰে পৰিৱৰ্তন কৰি দিয়া - এয়াই হ'লি (পবিত্ৰ) হংসৰ কৰ্তব্য। এইদৰে দৃষ্টিত সদায় প্ৰত্যেক আত্মাৰ প্ৰতি শ্ৰেষ্ঠ শুদ্ধ স্নেহৰ দৃষ্টি হওঁক। যেনেকুৱাই নহওঁক কিন্তু নিজৰ ফালৰ পৰা সকলোৰে প্ৰতি আত্মিকস্নেহৰ দৃষ্টি ধাৰণ কৰিবা। ইয়াক কোৱা হয় “হ'লি (পবিত্ৰ) হংস দৃষ্টি”। এইদৰে বাণীতো আগতে শুনাইছোঁবেয়া বাণী বেলেগ বস্তু। সেয়াতো ব্ৰাহ্মণসকলৰ পৰিৱৰ্তন হৈ গ'ল কিন্তু ব্যৰ্থ বাণীকো হ'লি (পবিত্ৰ) হংস মুখ বুলি কোৱা নক'ব। মুখো “হ'লি (পবিত্ৰ) হংস মুখ” হওঁক। যাৰ মুখৰ পৰা কেতিয়াও ব্যৰ্থ বাণী উদ্ভাৱিত নহয়, ইয়াক কোৱা হ'ব হংস মুখ স্থিতি। তেন্তে হ'লি (পবিত্ৰ) হংস বুদ্ধি, বৃত্তি, দৃষ্টি আৰু মুখ। যেতিয়া এইকেইটা পবিত্ৰ অৰ্থাৎ শ্ৰেষ্ঠ হৈ যায় তেতিয়া স্বতঃ হ'লি (পবিত্ৰ) হংসৰ স্থিতি প্ৰত্যক্ষ প্ৰভাৱ দেখিবলৈ পোৱা যায়। গতিকে সকলোৱে নিজক নিজে চোৱা যে কিমানলৈকে সদায় হ'লি হংস হৈ চলা-ফুৰা কৰা? কিয়নো স্ব-উন্নতিৰ সময় বেছি বাকী নাই, সেয়েহে নিজে নিজক চেক (পৰীক্ষা) কৰা আৰু চেঞ্জ (পৰিৱৰ্তন) কৰা।

এই সময়ৰ পৰিৱৰ্তনে বহুকালৰ পৰিৱৰ্তনৰ গ'ল্ডেন (স্বৰ্ণিম) সৃষ্টিৰ অধিকাৰী কৰি তুলিব। এইটো ইংগিত বাপদাদাই আগতেও দিছে। নিজৰ প্ৰতি সকলোৰে ডবল আঙাৰ লাইনেৰে (বিশেষ) এটেনশ্বন (মনোযোগ) আছেনে? অলপ সময়ৰ এটেনশ্বন (মনোযোগ) আছে আৰু বহুকালৰ এটেনশ্বনৰ (মনোযোগৰ) ফলস্বৰূপ শ্ৰেষ্ঠ প্ৰাপ্তিৰ প্ৰালব্ধ আছে সেয়েহে এই অলপ সময় বহুত শ্ৰেষ্ঠ স্বৰ্ণিম হয়। পৰিশ্ৰমো নাই কেৱল পিতাই যি ক'লে সেয়া ধাৰণ কৰিলা। আৰু ধাৰণ কৰিলে প্ৰেক্টিকেলত (বাস্তৱত) স্বতঃ হ'ব। হ'লি (পবিত্ৰ) হংসৰ কামেই হ'ল ধাৰণ কৰা। গতিকে এনেকুৱা হ'লি (পবিত্ৰ) হংসৰ সভা হয় নহয় জানো। ন'লেজফুল (জ্ঞানেৰে পৰিপূৰ্ণ) হৈ গ'লা। ব্যৰ্থ বা সাধাৰণক ভালদৰে বুজি পাই গৈছা। গতিকে বুজি পোৱাৰ পাচত কৰ্মত স্বতঃ আহে। এনেও সাধাৰণ ভাষাত এনেকৈয়ে কোৱা নহয় যে এতিয়া মই বুজি পালোঁ। তেতিয়া নকৰাকৈ থাকিব নোৱাৰা। গতিকে প্ৰথমে এইটো চেক (পৰীক্ষা) কৰা যে সাধাৰণ অথবা ব্যৰ্থ কি হয়? কেতিয়াবা ব্যৰ্থ বা সাধাৰণকে শ্ৰেষ্ঠ বুলিতো ভাবি নোলোৱা? সেইবাবে প্ৰথমতে মুখ্য হ'ল হ'লি (পবিত্ৰ হংস) বুদ্ধি। তাত স্বতঃ চিনাক্তকৰণৰ শক্তি আহিয়েই যায় কিয়নো ব্যৰ্থ সংকল্প আৰু ব্যৰ্থ সময় তেতিয়া যায় যেতিয়া তাক চিনি পোৱা নাযায় যে এইটো ৰাইট (শুদ্ধ) নে ৰং (অশুদ্ধ)। নিজৰ ব্যৰ্থক, ৰঙক (অশুদ্ধক) ৰাইট (শুদ্ধ) বুলি ভাবি লয় তেতিয়াহে ব্যৰ্থত বেছি সময় ওচি যায়। হয় ব্যৰ্থ, কিন্তু এনেকৈ ভাবে যে মই সমৰ্থ, ৰাইট (শুদ্ধ) ভাবি আছোঁ। যিটো মই ক'লোঁ সেয়াটোৱে ৰাইট (শুদ্ধ) হয়। এই ক্ষেত্ৰত চিনাক্তকৰণৰ শক্তি নোহোৱাৰ কাৰণে মনৰ শক্তি, সময়ৰ শক্তি, বাণীৰ শক্তি সকলো ওচি যায়। আৰু আনৰ পৰা পৰিশ্ৰম লোৱাৰ বোজাও বাঢ়ি যায়। কাৰণ? কিয়নো হ'লি (পবিত্ৰ) হংস বুদ্ধিৰ হোৱা নাই। সেয়েহে বাপদাদাই সকলো হ'লি (পবিত্ৰ) হংসক পুনৰাই এইটোৱে ইংগিত দি আছে যে ওলোটো ওলোটো নকৰিবা। এয়া হয়েই ওলোটো, এনেকৈ নাভাবিবা কিন্তু ওলোটাক চিহ্ন কেনেকৈ কৰোঁ এইটো ভাবা। ইয়াক কোৱা হয় কল্যাণৰ ভাৱনা। শ্ৰেষ্ঠ ভাৱ, শুভ ভাৱনাৰে নিজৰ ব্যৰ্থ ভাৱ-স্বভাৱ আৰু আনৰ ভাৱ-স্বভাৱক পৰিৱৰ্তন কৰাৰ বিজয় প্ৰাপ্ত কৰিবা। বুজিলা। প্ৰথমে নিজৰ ওপৰত বিজয়ী তাৰপাচত সকলোৰে ওপৰত বিজয়ী আৰু তাৰপাচত প্ৰকৃতিৰ ওপৰত বিজয়ী হ'বা। এই তিনিওটা বিজয়ে

তোমালোকক বিজয় মালাৰ মণি কৰি তুলিব। প্ৰকৃতিত বায়ুমণ্ডল, ভায়ব্ৰেশ্বন (প্ৰকম্পন) আৰু স্থূল প্ৰকৃতিৰ সমস্যাবোৰ সকলো আহি যায়। তেন্তে তিনিওটিৰে ওপৰত বিজয়ী হোৱানে? এইটো আধাৰতে বিজয় মালাত নিজৰ নম্বৰ (স্থান) চাব পাৰা, সেইবাবে নামেই বৈজয়ন্তী মালা ৰখা হৈছে তেন্তে সকলো বিজয়ী হোৱানে? বাৰু!

আজি অষ্ট্ৰেলিয়া নিবাসীৰ টাৰ্ণ (পাল)। অষ্ট্ৰেলিয়া নিবাসীসকলক মধুবনৰ পৰাও গ'ল্ডেন চাঞ্চেলৰ হোৱা চাঞ্চ প্ৰাপ্ত হয় কিয়নো সকলোকে আগত ৰখাৰ চাঞ্চ (সুযোগ) দিয়া, এইটো বিশেষত্ব হয়। আনক আগত ৰখা এইটো চাঞ্চ (সুযোগ) দিয়া অৰ্থাৎ চাঞ্চেলৰ হোৱা। চাঞ্চ (সুযোগ) লওঁতা, চাঞ্চ (সুযোগ) দিওঁতা দুয়োকে চাঞ্চেলৰ বুলি কোৱা হয়। বাপদাদাই সদায় প্ৰত্যেক সন্তানৰ বিশেষত্বক চায় আৰু বৰ্ণনা কৰে। অষ্ট্ৰেলিয়াত পাণ্ডুৰসকলৰ সেৱাৰ বিশেষ চাঞ্চ (সুযোগ) প্ৰাপ্ত হৈছে। বেছি চেণ্টাৰৰো (সেৱাকেন্দ্ৰৰো) পাণ্ডুৱে তত্বাৱধান লয়। শক্তিসকলে পাণ্ডুৰসকলক চাঞ্চ (সুযোগ) দিছে। আগত ৰাখোঁতাসকল সদায় আগত থাকেই। এইটোও শক্তিসকলৰ বিশালতা হয়। কিন্তু পাণ্ডুৰসকলে সদায় নিজক নিমিত্ত বুলি ভাবি সেৱাত আগবাঢ়ি গৈ আছা নহয়! সেৱাত নিমিত্ত ভাৱেই সেৱাৰ সফলতা আধাৰ হয়। বাপদাদাই তিনিটা শব্দ কয় নহয়, যিকেইটা সাকাৰৰ দ্বাৰাও লাষ্টত (অন্তিমত) উচ্চাৰণ কৰিলে। 'নিৰাকাৰী', 'নিৰ্বিকাৰী' আৰু 'নিৰহংকাৰী'। এই তিনিওটি বিশেষত্ব নিমিত্ত ভাৱেৰে স্বতঃ আহি যায়, নিমিত্ত ভাৱ যদি নাই তেন্তে এই তিনিওটি বিশেষত্বৰ অনুভৱ নহয়। নিমিত্ত ভাৱে অনেক প্ৰকাৰৰ 'মই ভাৱ' 'মোৰ ভাৱ'ক সহজে সমাপ্ত কৰি দিয়ে। ময়ো নহয়, মোৰো নহয়। স্থিতিত যি অস্থিৰতা হয় সেয়া এই এটি অভাৱৰ কাৰণেই হয়। সেৱাতো পৰিশ্ৰম কৰিবলগীয়া হয় আৰু নিজৰ উৰন্ত কলাৰ স্থিতিতো পৰিশ্ৰম কৰিবলগীয়া হয়। নিমিত্ত হয় অৰ্থাৎ নিমিত্ত কৰাওঁতাজন সদায় স্মৃতিত থকা। গতিকে এইটো বিশেষত্বৰে সদায় সেৱাৰ বৃদ্ধি কৰি আগবাঢ়ি গৈ আছা নহয়। সেৱাৰ বিস্তাৰ হোৱা এয়াও সেৱাৰ সফলতাৰ লক্ষণ। এতিয়া অচল-অটল স্থিতিৰ ভাল অনুভৱী হৈ গৈছে। বুজিলা - অষ্ট্ৰেলিয়া অৰ্থাৎ কিবা একটো (অতিৰিক্ত), যিটো আনৰ নাই। অষ্ট্ৰেলিয়াত অন্য ভেৰায়টি (ভিন্নতা) ওজৰাটি আদি নাই। 'চেৰিটি বিগিনচ এট হোম' (ঘৰৰ পৰাই কল্যাণ কৰা আৰম্ভ কৰা)ৰ কাম বেছিকৈ কৰিছা। সমগোত্ৰিয়সকলক জগাই তুলিলা। কুমাৰ-কুমাৰীসকলৰ ভাল কল্যাণ হৈ আছে। এইটো জীৱনত নিজৰ জীৱনৰ শ্ৰেষ্ঠ সিদ্ধান্ত ল'বলগীয়া হয়। নিজৰ জীৱন গঢ়ি ল'লা গতিকে চিৰকালৰ বাবে শ্ৰেষ্ঠ হৈ গ'লা। ওলোটা ছিৰি বগোৱাৰ পৰা হাত সাৰি গ'লা। বাপদাদা আনন্দিত হয় যে ইজন-সিজনৰ পৰা অনেক দীপক জ্বলাই 'দীপমালা' তৈয়াৰ কৰি আছে। ভাল উৎসাহ-উদ্দীপনা আছে। সেৱাত বিজী (ব্যস্ত) হৈ থকা বাবে ভাল উন্নতি কৰি আছে।

এটোতনিমিত্ত ভাৱৰ কথা শুনালাঁ, দ্বিতীয়তে যিসকল সেৱাৰ নিমিত্ত হয় তেওঁলোকৰ বাবে স্ব-উন্নতি বা সেৱাৰ উন্নতিৰ প্ৰতি এটি বিশেষ শ্লোগান চেফটীৰ (নিৰাপত্তাৰ) সাধন হয়। আমি নিমিত্ত হোৱাসকলে যি কৰিম আমাক দেখি সকলোৱে কৰিব। কিয়নো সেৱাৰ নিমিত্ত হোৱা অৰ্থাৎ ষ্টেজত (মঞ্চত) অহা। যিদৰে কোনো পাৰ্টধাৰী (ভাৱৰীয়া) যেতিয়া ষ্টেজত (মঞ্চত) আহে তেতিয়া কিমান এটেনশ্বন (মনোযোগ) দিয়ে। গতিকে সেৱাৰ নিমিত্ত হোৱা অৰ্থাৎ ষ্টেজত (মঞ্চত) ভূমিকা পালন কৰা। ষ্টেজৰ (মঞ্চৰ) ফালে সকলোৰে দৃষ্টি থাকে। আৰু যিয়ে যিমান হিৰ' এক্টৰ (মুখ্য ভাৱৰীয়া) হয় তেওঁৰ প্ৰতি বেছি দৃষ্টি থাকে। গতিকে এইটো শ্লোগান চেফটীৰ (নিৰাপত্তাৰ) সাধন হয়, ইয়াৰ দ্বাৰা স্বতঃ উৰন্ত কলাৰ অনুভৱ কৰিব। এনেয়েতো চেণ্টাৰত (সেৱাকেন্দ্ৰত) থাকি বা য'তেই থাকি সেৱা কৰা। সেৱাধাৰীতো সকলো হয়। কোনোবাই নিজৰ নিমিত্ত স্থানত থাকি সেৱাৰ চাঞ্চ (সুযোগ) লয় তেৱোঁ সেৱাৰ ষ্টেজত (মঞ্চত) আছে। সেৱাৰ বাহিৰে নিজৰ সময়ক ব্যৰ্থ নষ্ট কৰিব নালাগে। সেৱাৰ হিচাপো বহুত জমা হয়। সঁচা অন্তৰেৰে সেৱা কৰোঁতাসকলে নিজৰ হিচাপ বহুত ভালদৰে জমা কৰি আছে। বাপদাদাৰ ওচৰত প্ৰত্যেক সন্তানৰ আদিৰ পৰা অন্তলৈকে সেৱাৰ হিচাপ আছে আৰু অটোমেটিকেলি (স্বতঃ) তাত জমা হৈ থাকে। এজন এজনৰ একাউন্ট (হিচাপ) ৰাখিবলগীয়া নহয়। একাউন্ট (হিচাপ) ৰাখোঁতাসকলৰ ওচৰত বহুত ফাইল (নথিপত্ৰ) থাকে। পিতাৰ ওচৰত স্থূল ফাইল একো নাই। এক চেকেণ্ডত প্ৰত্যেকৰে আদিৰ পৰা এতিয়ালৈকে ৰেজিষ্টাৰ ইমাৰ্জ (নথিপত্ৰ প্ৰকট) হৈ যায়। অটোমেটিকেলি (স্বতঃ) জমা হৈ থাকে। এনেকৈ কেতিয়াও নাভাবিবা যে মোকতো কোনেও দেখা নাপায়, বুজি নাপায়। পিতাৰ ওচৰততো যি যেনেকুৱা হয়, যিমান কৰে, যি ষ্টেজেৰে (স্থিতিৰে) কৰে সেই সকলো জমা হয়। ফাইল (নথিপত্ৰ) নাই কিন্তু ফাইনেল (চূড়ান্ত) হয়। অষ্ট্ৰেলিয়াত শক্তিসকলে পিতাৰ হোৱাৰ আৰু পিতাক চিনি পিতাৰ সৈতে স্নেহ বজাই ৰখাত ভাল সাহস দেখুৱাইছে। অস্থিৰতাৰ ভুল হয় সেয়াতো কোনো স্থানৰ, ধৰণীৰ বা টোটেল (সম্পূৰ্ণ ৰূপে) পূৰ্ব জীৱনৰ সংস্কাৰৰ কাৰণে অস্থিৰতা আহে। সেইবোৰো অতিক্ৰম কৰি স্নেহৰ বন্ধনত আগবাঢ়ি গৈ থাকে সেইবাবে বাপদাদাই শক্তিসকলৰ সাহসৰ বাবে অভিনন্দন জনায়। "এক বল এক ভৰসা"ই আগবঢ়াই লৈ গৈ আছে। গতিকে শক্তিসকলৰ সাহস আৰু পাণ্ডুৰসকলৰ সেৱাৰ উদ্যম দুয়োখন ডেউকা পৰিপক্ব হৈ গ'ল। সেৱাৰ ক্ষেত্ৰত পাণ্ডুৰসকলো মহাবীৰ হৈ আগবাঢ়ি গৈ আছে। অস্থিৰতাক অতিক্ৰম কৰাত হুচিয়াৰ হয়। সকলো চিত্ৰ সেয়াই হয়। পাণ্ডুৰসকলক শকত-আৱত, ওখ-পাখ দেখুৱায় কিয়নো স্থিতি এনেকুৱা উচ্চ আৰু মজবুত হয় সেইবাবে পাণ্ডুৰক উচ্চ আৰু

বৰ সাহসী দেখুৱাইছে। অষ্ট্ৰেলিয়া নিবাসীসকল বেছি দয়াশীলো হয়, দিগব্রান্ত আত্মাসকলৰ প্ৰতি দয়াশীল হৈ সেৱাত আগবাঢ়ি গৈ আছে। তেওঁলোক কেতিয়াও সেৱাৰ অবিহনে থাকিব নোৱাৰে। বাপদাদা সন্তানসকলৰ আগবাঢ়ি যোৱাৰ বিশেষত্ব দেখি সদায় আনন্দিত হয়। বিশেষ সৌভাগ্যশালী হোৱা। প্ৰত্যেক সন্তানৰ উৎসাহ-উদ্দীপনাত বাপদাদা হৰ্ষিত হয়। কিদৰে প্ৰত্যেকে শ্ৰেষ্ঠ লক্ষ্যৰে আগবাঢ়ি গৈ আছে আৰু গৈ থাকিব। বাপদাদাই সদায় বিশেষত্বকহে চায়। প্ৰত্যেকে ইজন সিজনতকৈ বেছি স্নেহৰ। তোমালোকেও সকলোকে এইটো বিধিৰে চোৱা নহয়! যাকেই চোৱা ইজন সিজনতকৈ বেছি স্নেহৰ হওঁক কিয়নো 5 হাজাৰ বছৰৰ পাচত বিচ্ছেদ হোৱাসকল পৰস্পৰ মিলিত হৈ আছে গতিকে কিমান স্নেহৰ হয়। পিতাৰ প্ৰতি থকা স্নেহৰ চিন এয়া যে সকলো ব্ৰাহ্মণ আত্মা স্নেহৰ হ'ব। প্ৰত্যেক ব্ৰাহ্মণ স্নেহৰ হোৱা অৰ্থাৎ পিতাৰ প্ৰতি স্নেহ আছে। মালাত ইজন সিজনৰ সম্বন্ধততো ব্ৰাহ্মণেই আহিব। পিতাইতো ৰিটায়াৰ হৈ (অৱসৰ লৈ) চাব সেয়েহে পিতাৰ সৈতে থকা স্নেহৰ চিন সদায় অনুভৱ কৰা। সকলো পিতাৰ স্নেহৰ হয় গতিকে আমাৰো স্নেহৰ হয়।

পাৰ্টিসকলৰ প্ৰতি:-

1) সকলোৱে নিজক বিশেষ আত্মা বুলি ভাবানে? বিশেষ আত্মা হওঁ, বিশেষ কাৰ্যৰ নিমিত্ত হওঁ আৰু বিশেষত্ব দেখুৱাব লাগে - এনেকৈ যাতে সদায় স্মৃতিত থাকে। বিশেষ স্মৃতিয়ে সাধাৰণ স্মৃতিকো শক্তিশালী কৰি তোলে। ব্যৰ্থকো সমাপ্ত কৰি দিয়ে। গতিকে সদায় এই 'বিশেষ' শব্দটি স্মৃতিত ৰাখিবা। ক'বও লাগে বিশেষ, চাবও লাগে বিশেষ, কৰিবও লাগে বিশেষ, ভাবিবও লাগে বিশেষ। প্ৰত্যেক কথাতে এই 'বিশেষ' শব্দটি আনিলে স্বতঃ পৰিৱৰ্তন হৈ যাব। আৰু এইটো স্মৃতিৰে স্ব-পৰিৱৰ্তন বিশ্ব পৰিৱৰ্তন সহজ হৈ যাব। প্ৰতিটো কথাত 'বিশেষ' শব্দটি এড (সংযোজন) কৰি যাব। ইয়াৰ দ্বাৰা যি সম্পূৰ্ণতাক প্ৰাপ্ত কৰাৰ লক্ষ্য আছে, লক্ষ্যস্থান আছে সেয়া প্ৰাপ্ত কৰি ল'বা।

2) সদায় পিতা আৰু সেৱাৰ স্মৃতিত থাকানে? শ্ৰেষ্ঠ স্মৃতিৰ দ্বাৰা শ্ৰেষ্ঠ স্থিতিৰ অনুভৱ হয়নে? স্থিতিৰ আধাৰ হৈছে স্মৃতি। স্মৃতি দুৰ্বল হ'লে তেতিয়া স্থিতিও দুৰ্বল হৈ যায়। স্মৃতি যাতে সদায় শক্তিশালী হৈ থাকে। সেই শক্তিশালীস্মৃতি হৈছে - "মই পিতাৰ আৰু পিতা মোৰ"। এইটো স্মৃতিৰে স্থিতি শক্তিশালী হৈ থাকিব আৰু আনকো শক্তিশালী কৰি তুলিব। গতিকে সদায় যাতে স্মৃতিৰ ওপৰত বিশেষ এটেনশ্বন (মনোযোগ) থাকে। সমৰ্থ স্মৃতি, সমৰ্থ স্থিতি, সমৰ্থ সেৱা যাতে স্বতঃ হৈ থাকে। স্মৃতি, স্থিতি আৰু সেৱা তিনিওটাই সমৰ্থ হওঁক। যিদৰে চুইটচ অন কৰিলে পোহৰ হৈ যায়, অফ কৰিলে আন্ধাৰ হৈ যায় সেইদৰে এই স্মৃতিও একপ্ৰকাৰৰ চুইটচ হয়। স্মৃতিৰ চুইটচ যদি দুৰ্বল হয় তেন্তে স্থিতিও দুৰ্বল হয়। সদায় স্মৃতিৰূপী চুইটচৰ প্ৰতি এটেনশ্বন (মনোযোগ) দিবা। ইয়াতে নিজৰ আৰু সকলোৰে কল্যাণ আছে। নতুন জন্ম হ'ল গতিকে নতুন স্মৃতি হওঁক। পুৰণি স্মৃতিবোৰ সকলো সমাপ্ত। গতিকে এইটো বিধিৰে সদায় সিদ্ধি প্ৰাপ্ত কৰি গৈ থকা।

3) সকলোৱে নিজকে ভাগ্যৱান বুলি ভাবানে? বৰদান ভূমিলৈ অহা এইটো মহান ভাগ্য হয়। এটা ভাগ্য বৰদান ভূমিত উপস্থিত হোৱাৰ প্ৰাপ্ত কৰিলা, এই ভাগ্যক যিমান বিচৰা শ্ৰেষ্ঠ কৰি তুলিব পাৰা। শ্ৰেষ্ঠ মতেই ভাগ্যৰ ৰেখাঅংকন কৰাৰ কলম হয়। ইয়াত যিমানেই নিজৰ শ্ৰেষ্ঠ ৰেখা অংকন কৰি যাবা সিমান শ্ৰেষ্ঠ হৈ যাব। গোটেই কল্পৰ ভিতৰত এয়াই ভাগ্যৰ ৰেখা অংকন কৰাৰ শ্ৰেষ্ঠ সময়। এনেকুৱা সময়ত আৰু এনেকুৱা স্থানত আহি উপস্থিত হ'লা। গতিকে অলপতে আনন্দিত হওঁতা নহয়। যেতিয়া দিওঁতা দাতাই দি আছে লওঁতা ভাগৰিব কিয় লাগে! পিতাৰ স্মৃতিয়েই শ্ৰেষ্ঠ কৰি তোলে। পিতাক স্মৰণ কৰা অৰ্থাৎ পাৱন হোৱা। জন্মৰ জন্মৰ সম্বন্ধ আছে তেন্তে স্মৃতিত থাকিবলৈ কি কঠিনতা আছে? কেৱল স্নেহৰে আৰু সম্বন্ধেৰে স্মৰণ কৰা। য'ত স্নেহ থাকে ত'ত স্মৃতিলৈ নাহিব, এয়া হ'ব নোৱাৰে। পাহৰিবলৈ চেষ্টা কৰা তথাপিও স্মৃতিলৈ আহে। ভালবাসু!

বৰদান: মস্তকৰ দ্বাৰা সন্তুষ্টিৰ চিকমিকনিৰ ৰেঙনি দেখুওতা সাক্ষাৎকাৰ মূৰ্ত হোৱা
যি সদায় সন্তুষ্ট হৈ থাকে, তেওঁলোকৰ মস্তকত সন্তুষ্টিৰ ৰেঙনি সদায় চিকমিকাই থাকে, তেওঁলোকক কোনো উদাস আত্মাই যদি দেখা পায় তেন্তে তেওঁ আনন্দিত হৈ যায়, তেওঁৰ বিষন্নতা নাইকিয়া হৈ যায়। যাৰ ওচৰত সন্তুষ্টিৰ খাজনা আছে তেওঁৰ প্ৰতি স্বতঃ সকলো আকৰ্ষিত হয়। তেওঁলোকৰ আনন্দিত চেহেৰা চৈতন্য ব'ৰ্ড (ফলক) হৈ যায় যিয়ে অনেক আত্মাক গঢ়ি তোলাৰ পৰিচয় দিয়ে। গতিকে এনেকৈ সন্তুষ্ট হৈ থকা আৰু সকলোকে সন্তুষ্ট কৰোঁতা সন্তুষ্টমণি হোৱা যাৰ দ্বাৰা অনেকৰ সাক্ষাৎকাৰ হওঁক।

স্লোগান: আঘাত দিওঁতাসকলৰ কাম হৈছে আঘাত দিয়া আৰু তোমালোকৰ কাম হৈছে নিজক ৰক্ষা কৰা।

!! ওম্ শান্তি !!

"মিষ্টি বাচ্চারা --- তোমাদের সার্ভিসের অতি দ্রুত বৃদ্ধি হওয়া উচিত, যদি জ্ঞান আর যোগ থাকে, তবে অন্যদেরও শেখাও, সার্ভিসের বৃদ্ধি করো"

প্রশ্ন:- সার্ভিসের দ্রুত বৃদ্ধি না হওয়ার কারণ কি ? কোন্ বিঘ্নের কারণে দ্রুত বৃদ্ধি হয় না ?

উত্তর:- সর্বাপেক্ষা বড় বিঘ্ন হলো কুদৃষ্টি (ক্রিমিনাল আই)। এই রোগ সার্ভিসের দ্রুত বৃদ্ধি হতে দেয় না। এ অতি কঠিন রোগ। যদি কুদৃষ্টি শীতল না হয়, তবে গৃহস্থ-জীবনের দুটি চাকা সঠিকভাবে চলতে পারে না, তখন গৃহস্থ-জীবন বোঝ-সদৃশ হয়ে পড়ে, পুনরায় হাল্কা হয়ে সেবায় দ্রুত অগ্রসর হতে পারে না।

গীত:- জাগো সজনীরা জাগো/নবযুগ এসেছে... এসেছে সজনীরা জাগো....

ওম্ শান্তি । মিষ্টি-মিষ্টি বাচ্চারা এ'গান শুনেছে। এরকম দুই-চারটি ভাল গান আছে যা সকলের কাছে থাকা উচিত বা টেপ-রেকর্ডারে ভরে রাখা উচিত। এখন এটাই বলা হবে যে এই গান মানুষের তৈরী করা। ড্রামানুসারে (এই গান) মন ছুয়ে যায় যা পুনরায় বাচ্চাদের কাজে আসে। এরকম গান শুনে বাচ্চাদের নেশা চড়ে। বাচ্চাদের নেশা চড়ে থাকা উচিত যে এখন আমরা নতুন রাজ্য স্থাপন করছি। রাবণের থেকে ছিনিয়ে নিচ্ছি। যেমন কেউ যখন লড়াই করে তখন মনে রাখে, তাই না! --- এদের রাজত্ব ছিনিয়ে নিতে হবে। এদের গ্রাম আমরা করায়ত্ত করবো। এখন ওরা (লৌকিক) সকলে পার্থিব বিষয়ের জন্য লড়াই করে। বাচ্চারা, তোমাদের লড়াই হলো মায়ার সঙ্গে, যে বিষয়ে, তোমরা ব্রাহ্মণেরা ব্যতীত আর কেউ জানে না। তোমরা জানো যে, আমাদের এই বিশ্বে গুপ্তভাবে রাজ্য স্থাপন করতে হবে অথবা বাবার থেকে উত্তরাধিকার নিতে হবে। বাস্তবে একে লড়াইও বলা যাবে না। ড্রামানুসারে তোমরা যে সতোপ্রধান থেকে তমোপ্রধান হয়েছো পুনরায় সতোপ্রধান হতে হবে। তোমরা নিজেদের জন্মকে জানতে না। এখন বাবা বুঝিয়েছেন। আর যেসকল ধর্ম রয়েছে সেগুলি এই নলেজ পাবে না। বাচ্চারা, বাবা তোমাদেরকেই বসে বোঝান। গায়নও করা হয়, ধর্মের মধ্যেই শক্তি নিহিত রয়েছে। ভারতবাসীদের একথা জানা নেই যে, আমাদের ধর্ম কী ? তোমরা বাবার মাধ্যমেই জেনেছো যে আমাদের ধর্ম হলো আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্ম। বাবা এসে পুনরায় তোমাদের সেই ধর্মে ট্রান্সফার করেন। তোমরা জানো যে, আমাদের ধর্ম কত সুখ প্রদান করে। তোমাদের কারোর সঙ্গে লড়াই ইত্যাদি করতে হবে না। তোমাদের নিজেদের স্বধর্মে স্থির হতে হবে আর বাবাকে স্মরণ করতে হবে, এতেও সময় লাগে। এমনও নয় যে বললেই স্থিতি হয়। *অন্তরে এই স্মৃতি থাকা উচিত যে --- আমি আত্মা শান্ত-স্বরূপ। আমি আত্মা এখন তমোপ্রধান পতিত হয়ে গেছি। আমরা আত্মারা যখন শান্তিধামে ছিলাম তখন পবিত্র ছিলাম, পুনরায় (নিজ) ভূমিকা পালন করতে-করতে তমোপ্রধান হয়ে গেছি। এখন পুনরায় পবিত্র হয়ে আমাদের ঘরে ফিরে যেতে হবে। বাবার থেকে উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করার জন্য নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করে বাবাকে স্মরণ করতে হবে। তোমাদের এই নেশা চড়বে যে, আমরা ঈশ্বরের সন্তান। বাবাকে স্মরণ করলেই বিকর্ম বিনাশ হয়। কত সহজ --- স্মরণের দ্বারাই আমরা পবিত্র হয়ে পুনরায় শান্তিধামে চলে যাবো।* দুনিয়া এই শান্তিধাম, সুখধামকে জানে না। এ'কথা কোনো শাস্ত্রে নেই। জ্ঞানসাগরের কাছে রয়েছেই একমাত্র গীতা, যার নাম বদল করে নিয়েছে। সকলের সঙ্গতিদাতা, জ্ঞানের সাগর সেই পরমপিতা পরমাত্মাকেই বলা হয়। আর কাউকে জ্ঞানবান বলা যাবে না। যখন তিনি জ্ঞান প্রদান করেন তখন তোমরা জ্ঞানবান হও। এখন সকলে ভক্তিবান। তোমরাও ছিলে। এখন পুনরায় জ্ঞানবান হতে চলেছো। পুরুষার্থের নব্বরের ক্রমানুসারে জ্ঞান কারোর মধ্যে রয়েছে, কারোর মধ্যে নেই। কি আর করা যাবে ? সেই হিসাবে উচ্চপদ লাভ করতে পারবে না। বাবা সার্ভিসের জন্য কত দ্রুত এগিয়ে দেন। বাচ্চাদের মধ্যে এখনও পর্যন্ত সেই শক্তি আসে নি যে কাউকে ভালভাবে বোঝাতে পারে। এমন-এমন যুক্তি রচনা করো। যদিও বাচ্চারা পরিশ্রম করে কনফারেন্স ইত্যাদি করে, গোপেদের(পান্ডব) মধ্যে কিছু শক্তি রয়েছে, তাদের মনে থাকে যে সংগঠন হোক, যেখানে যুক্তি বের করা যাবে। সার্ভিসের বৃদ্ধি কীভাবে হবে ? মাথা চাপড়াতে থাকে। নাম যদিও শক্তিসেনা কিন্তু লেখা-পড়া করে নি। কোথাও আবার নিরক্ষরও শিক্ষিতদের ভাল পড়ায়। বাবা বলেছেন, 'ক্রিমিনাল আই' অনেক ক্ষতি করে দেয়। এই রোগ বড় কঠিন, দ্রুত এগিয়ে যেতে দেয়না। বাবা জিজ্ঞাসা করেন, তোমরা হলে যুগল, দুটি চাকা সঠিকভাবে চলো তো ? ওইদিকে কত বড়-বড় সেনা রয়েছে, স্ত্রীদেরও জোট রয়েছে, তারা শিক্ষিত। তারা সহায়তাও পায়। তোমরা হলে গুপ্ত। কেউ জানেনা যে, এই ব্রহ্মাকুমার-কুমারীরা কি করে। তোমাদের মধ্যেও নব্বরের ক্রমানুসারে রয়েছে। গৃহস্থ-জীবনের বোঝা মাথার উপর থাকার জন্য ঝুকে পড়েছে। ব্রহ্মাকুমার-কুমারী বলা হয় কিন্তু সেই *ক্রিমিনাল আই* শীতল হয় না। দুটি চাকার একসমান হওয়া বড় মুশকিল। বাবা বাচ্চাদের সার্ভিসে দ্রুত এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য বোঝাতে থাকেন। কেউ ধনবান -- তথাপি

দ্রুত এগিয়ে যায় না। ধনের ক্ষুধা, সন্তান না হলেও দওক নেয়। দ্রুত এগিয়ে যায় না, বাবা আমরা বসে আছি। আমরা বড় ঘর দিয়ে দিই।

দিল্লীর উপরে বাবার বিশেষ নজর রয়েছে, কারণ দিল্লী হলো রাজধানী, হেড অফিস। বাবা বলেন, বিশেষ সেবা হেতু দিল্লীকে ঘেরাও করো অর্থাৎ দিল্লীর প্রতি ধ্যান কেন্দ্রীভূত করো। কাউকে বোঝানোর জন্য গভীরে প্রবেশ করা উচিত। গায়নও রয়েছে যে পান্ডবরা কৌরবদের কাছ থেকে তিন পা জমিও পায় নি। এই *কৌরব* শব্দটিও গীতার-ই। ঈশ্বর এসে রাজযোগ শিখিয়েছেন, তার নাম গীতা রাখা হয়েছে। কিন্তু গীতার ভগবানকে ভুলে গেছে তাই বাবা প্রতিমুহূর্তে বলে থাকেন, মুখ্য এই পয়েন্টকেই নিতে হবে। পূর্বে বাবা বলতেন, বেনারসের বিদূত-মন্ডলীদের বোঝাও। বাবা যুক্তি বলতে থাকেন। সঠিকভাবে প্রচেষ্টা করতে হবে। বাবা বার-বার বোঝাতে থাকেন। দিল্লী প্রথমস্থানে, তাই এর জন্যই যুক্তি রচনা করো। সংগঠনেও এর বিচার-বিবেচনা করো। মুখ্য কথা, বড় মেলা ইত্যাদি দিল্লীতে কিভাবে করবো ? ওরা (অজ্ঞানীরা) তো দিল্লীতে অনেক অনশনাদি করে। তোমরা তো এমন কোনো কাজ করো না। লড়াই-ঝগড়া কিছু করো না। তোমরা শুধু নিদ্রাচ্ছলকে জাগরিত করো। দিল্লীবাসীদের-কেই পরিশ্রম করতে হবে। তোমরা জানো, আমরা ব্রহ্মান্ডেরও মালিক আবার কল্প-পূর্বের মতন সৃষ্টিরও মালিক হবো। অবশ্যই এটা পাকা। বিশ্বের মালিক হতেই হবে। এখন তোমাদের তিন পা জমিও রাজধানীতেই চাই, যাতে সেখানে জ্ঞানের গোলাবর্ষণ করা যায়। নেশা চাই, তাই না! গন্যমান্যদের আওয়াজ চাই, তাই না! এ'সময় সমগ্র ভারত গরীব। গরীবের সেবা করার জন্যই বাবা আসেন। দিল্লীতে অত্যন্ত ভাল সেবা হওয়া উচিত। বাবা ইঙ্গিত দিতে থাকেন। দিল্লীবাসীরা মনে করে, বাবা আমাদের ধ্যান আকর্ষিত করেন। পরস্পর ক্ষীরখন্ড(দুধ-চিনির ন্যায় মিলেমিশে) হয়ে থাকা উচিত। নিজেদের অর্থাৎ পান্ডবদের দুর্গ তো নির্মাণ করো। দিল্লীতেই নির্মাণ করতে হবে। এরজন্য মস্তিষ্ক অতি তীক্ষ্ণ হওয়া চাই। অনেককিছু করতে পারো। ওরা (লৌকিকে) তো অনেক গায় যে, ভারত আমাদের দেশ, আমরা এভাবে করবো। কিন্তু নিজের মধ্যেই কোনো শক্তি নেই। বিদেশের সাহায্য ব্যতীত উঠে দাঁড়াতে পারে না। তোমরা অসীম জগতের পিতার কাছ থেকে অনেক সহায়তা পাচ্ছে। আর কেউ এত সহায়তা প্রদান করতে পারে না। এখন শীঘ্রই দুর্গ নির্মাণ করতে হবে। বাচ্চারা বাবা তোমাদের বিশ্বের রাজস্ব দেন তাই অধিক মনোবল চাই। পরনিন্দা-পরচর্চায় অনেকের বুদ্ধি আটকে থাকে। মাতাদের উপর বন্ধনের সংকট আসে। পুরুষদের কোনো বন্ধন নেই। মাতাদের অবলা বলা হয়। পুরুষ বলবান হয়। পুরুষ যখন বিবাহ করে তখন তাকে ক্ষমতা দেওয়া হয় --- তুমিই গুরু, ঈশ্বর সর্বকিছু। স্ত্রী যেন লেজ অর্থাৎ অবশিষ্টাংশ। শেষে এসে ঝোলে অর্থাৎ সম্বন্ধে যুক্ত হয় সত্যিকারেই তাই লেজ হয়েই ঝুলে থাকে। স্বামীর প্রতি মোহ, সন্তানের প্রতি মোহ, পুরুষের এত মোহ থাকে না। তারা(পুরুষ) তো একটা জুতো যদি চলে যায় দুটো তিনটে নিয়ে নেবে(এক স্ত্রী-র অবর্তমানে দু-তিনটি বিবাহ করে নেয়)। অভ্যাস হয়ে গেছে। বাবা বোঝাতে থাকেন --- এমন-এমন কথা সংবাদপত্রে লেখো। বাচ্চাদের বাবার প্রদর্শনী(শো) করতে হবে। এ'কথা বোঝানো তোমাদের কাজ। বাবার সঙ্গে দাদাও রয়েছে। তাই এরা চলে যেতে পারবে না। তারা বলবে, শিববাবা এটা বলো -- আমাদের উপর এই বিপদ এসেছে, এরজন্য তুমি পরামর্শ দাও। এমন-এমন কথা জিজ্ঞাসা করে। বাবা এসেছেন পতিতদের পবিত্র করতে। বাবা বলেন -- বাচ্চারা, তোমরা সব নলেজ পাও। প্রচেষ্টায় থাকো যে, পরস্পর মিলিত হয়ে পরামর্শ করবে। বাচ্চারা, তোমাদের এখন বিহঙ্গ-মাগীয়া সেবার জাদু দেখানো উচিত। পিপীলিক-মাগীয়া সেবা(ধীরগতিতে সেবা) তো এখনো পর্যন্ত চলছে। কিন্তু এমন জাদু দেখাও যেন অনেকের কল্যাণ হয়ে যায়। বাবা এ'কথা কল্প-পূর্বেও বুঝিয়েছিলেন, এখনও বোঝান। অনেকের বুদ্ধি কোথায় না কোথায় আটকে রয়েছে। উৎসাহ নেই। অতি শীঘ্র দেহ-অভিমাণে চলে আসে। দেহ-অভিমানই সর্বনাশ করেছে। এখন সত্য-পিতা উচ্চ করার কত সহজ কথা বলেন। বাবাকে স্মরণ করো তবেই শক্তি আসবে। তা নাহলে শক্তি পাবে না। যদিও সেন্টার দেখাশোনা করে কিন্তু নেশা নেই কারণ দেহ-অভিমান চলে আসে। দেহী-অভিমানী হলে নেশা চড়বে। আমরা কোন্ পিতার সন্তান। বাবা বলেন -- যত তোমরা দেহী-অভিমানী হবে ততই শক্তি আসবে। আধাকল্প দেহ-অভিমানের নেশা চড়ে রয়েছে তাই দেহী-অভিমানী হতে অধিক পরিশ্রম লাগে। বাবা শুধু-শুধুই জ্ঞানের সাগর নন, (তাঁর থেকে) আমরাও জ্ঞান প্রাপ্ত করেছি, অনেককে বোঝাই কিন্তু স্মরণের তীক্ষ্ণতাও চাই। জ্ঞানের তলোয়ার রয়েছে। স্মরণের আবার যাত্রা রয়েছে। দুটি পৃথক বস্তু। জ্ঞানে স্মরণের যাত্রার ধার(তীক্ষ্ণতা) চাই। তা না থাকলে তা কার্ঠের তলোয়ার হয়ে যায়। শিখরা তলোয়ারের কত মর্যাদা রক্ষা করে। কিন্তু সে তো হিংসক ছিল, যার দ্বারা লড়াই করা হয়। বাস্তবে গুরুরা কি লড়াই করতে পারে, না তা পারে না। গুরু তো অহিংসক হওয়া উচিত, তাই না! লড়াই-এর মাধ্যমে কি সঙ্গতি হয়, না তা হয় না। তোমাদের হলো যোগের কথা। স্মরণের শক্তি ব্যতীত জ্ঞানের তলোয়ার কাজ করতে পারবে না। ক্রিমিনাল আই অনেক ক্ষতি করে দেয়। আত্মা কানের মাধ্যমে শোনে, বাবা বলেন, তোমরা স্মরণে মত্ত থাকো তবেই সেবা বৃদ্ধি পাবে। কখনো-কখনো তারা বলে -- বাবা, মিত্র-সম্বন্ধীয়-রা শোনে না। বাবা বলেন, স্মরণের যাত্রায় কাঁচা তাই জ্ঞান-তলোয়ার কাজ করে না। স্মরণের জন্য পরিশ্রম করো। এখানের পরিশ্রম হলো গুপ্ত। মুরলী শোনানো তো

প্রত্যক্ষ (সেবা)। স্মরণই গুপ্ত পুরুষার্থ, যারফলে শক্তি প্রাপ্ত হয়। জ্ঞানের দ্বারা শক্তি পাওয়া যায় না। তোমরা পতিত থেকে পবিত্র স্মরণের শক্তির দ্বারা হও। উপার্জনের জন্যই পুরুষার্থ করতে হবে।

বাচ্চাদের স্মরণ যখন একরস (একাগ্র) থাকে, স্থিতি ভাল থাকে তখন অত্যন্ত খুশীতে থাকে, কিন্তু যখন স্মরণ সঠিকভাবে হয় না, ঝিমিয়ে পড়ে, তখন খুশী হারিয়ে যায়। স্টুডেন্টদের কি টিচারকে মনে পড়ে না ! এখানে তো ঘরে থেকেও, সবকিছু করেও টিচারকে স্মরণ করতে হবে। এই টিচারের থেকে তো অতি উচ্চপদ প্রাপ্ত হয়। গৃহস্থ-ব্যবহারেও থাকতে হবে। টিচার যদি স্মরণে থাকে তবে বাবা এবং গুরুও অবশ্যই স্মরণে থাকবে। কতরকমভাবে বোঝান হয়। কিন্তু ঘরে পুনরায় ধন-দৌলত, সন্তানাদি দেখে ভুলে যায়। অনেক বোঝান হয়। তোমাদের আধ্যাত্মিক সেবা করতে হবে। বাবাকে স্মরণ করাই হলো সর্বোচ্চ সেবা। মন-বাণী-কর্মে বুদ্ধিতে যেন বাবার স্মরণই থাকে। মুখেও জ্ঞানের কথা শোনাও। কাউকে দুঃখ দেওয়া উচিত নয়। অকরণীয় কিছু করা উচিত নয়। প্রথম কথা অল্ফ অর্থাৎ বাবাকে না বুঝলে আর কিছুই বুঝবে না। প্রথমে অল্ফ-কে পাক্ষা করাও ততক্ষণ পর্যন্ত আর এগিয়ে যাওয়া উচিত নয়। শিববাবা রাজযোগ শিখিয়ে বিশ্বের মালিক করে দেন। এই খারাপ(ছিঃ ছিঃ) দুনিয়ায় মায়ার শো(প্রদর্শন) অনেক। কত ফ্যাশন হয়ে গেছে। খারাপ দুনিয়ার প্রতি ঘৃণা আসা উচিত। এক পিতাকে স্মরণ করলেই তোমাদের বিকর্ম বিনাশ হয়ে যাবে। তোমরা পবিত্র হয়ে যাবে। সময় নষ্ট করো না। ভালভাবে ধারণা করো। শত্রু-রূপী মায়া অনেকের বুদ্ধি ভ্রষ্ট করে দেয়। কমন্ডার যখন গাফিলতি করে তখন তাকে বরখাস্ত (ডিসমিস) করে দেওয়া হয়। স্বয়ং কমন্ডারও লজ্জিত হয় তখন রেজিগনেশনও(ইস্তুফা) দিয়ে দেয়। এখানেও এমন হয়। ভাল-ভাল কমন্ডাররাও(মহারথী) অবসর নিয়ে নেয়। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ওঁনার আত্মা-রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) স্মরণের জন্য গুপ্তভাবে পরিশ্রম করতে হবে। স্মরণের নেশায় মত্ত থাকলে সার্ভিস স্বততঃ-ই বৃদ্ধি পেতে থাকবে। মন-বাণী-কর্মের দ্বারা স্মরণে থাকার পুরুষার্থ করতে হবে।

২) মুখ দ্বারা জ্ঞানেরই কথা শোনাতে হবে, কাউকে দুঃখ দেবে না। কোনও অকরণীয় কাজ করা উচিত নয়। দেহী-অভিমানী হওয়ার পুরুষার্থ(পরিশ্রম) করতে হবে।

বরদান:- বিজয়ী হওয়ার নেশায় সদা প্রফুল্লিত থাকা সর্ব আকর্ষণমুক্ত ভব*

ব্যখ্যা :- বিজয়ী-রত্নের স্মরণ-চিহ্ন -- বাবার গলার মালার আজ পর্যন্ত পূজা হয়। তাই সদা এই নেশা যেন থাকে যে, আমরা বাবার গলার মালা 'বিজয়ী-রত্ন', আমরা বিশ্বের মালিকের বালক অর্থাৎ সন্তান। আমরা যা পেয়েছি তা আর কেউই পেতে পারে না --

এই নেশা এবং খুশী যদি চিরস্থায়ী হয় তবে যেকোনো প্রকারের আকর্ষণ থেকে মুক্ত থাকবে। যে সদা বিজয়ী সে সদা প্রফুল্লিত। একমাত্র বাবার স্মরণের আকর্ষণেই আকৃষ্ট।

শ্লোগান:- একের মধ্যে বিলীন হয়ে যাওয়া অর্থাৎ একান্তবাসী হওয়া।*

০৪-০৮-২০২০ প্রাতঃ মুরলী ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

প্রশ্ন:- বুদ্ধিমান বাম্ভারা কোন্ রহস্যকে বুঝে অন্যদেরও ঠিক মতো করে বোঝাতে পারে?

উত্তর:- ব্রহ্মা কে? আর তিনি ব্রহ্মা তথা বিষ্ণু কিভাবে হন। প্রজাপিতা ব্রহ্মা এখানে আছেন, তিনি কোনো দেবতা নন। ব্রহ্মাই ব্রাহ্মণদের দ্বারা জ্ঞান যন্তু রচনা করেছেন। এই সমস্ত রহস্য বুদ্ধিমান বাম্ভারাই বুঝে অন্যদেরও বোঝাতে পারে। ঘোড়সওয়ার আর পেয়াদা তো এতে দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে যাবে।

গীত:- ওম্ নমঃ শিবায়...

ওম্ শান্তি। ভক্তিমার্গেও সেই এক-এর মহিমা করা হয়। মহিমা তো গাওয়া হয়, তাই না, কিন্তু না তাঁকে জানে, না তাঁর যথার্থ পরিচয় জানে। যদি যথার্থ মহিমা জানতো তাহলে অবশ্যই বর্ণনা করতো। বাম্ভারা, তোমরা জানো যে, উঁচুর থেকেও উঁচু হলেন ভগবান। মুখ্য চিত্র হলো তাঁরই। ব্রহ্মার সন্তান তো থাকবে, তাই না। তোমরা সবাই হলে ব্রাহ্মণ। ব্রহ্মাকেও ব্রাহ্মণরাই জানবে, আর কেউই জানে না, তাই দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে যায়। ইনি কিভাবে ব্রহ্মা হতে পারে। ব্রহ্মাকে তো সূক্ষ্ম বতনবাসী দেখানো হয়েছে। এখন প্রজাপিতা তো সূক্ষ্ম বতনে থাকতে পারেন না। ওখানে তো কোনো রচনা হয় না। এই নিয়ে তোমাদের সঙ্গে অনেক বাদ-বিবাদও করে। ওদের বোঝা উচিত যে - ব্রহ্মা আর ব্রাহ্মণ আছে, তাই সঠিক, তাই না। ক্রাইস্ট থেকে যেমন খ্রীস্টান শব্দটি এসেছে। বুদ্ধ থেকে বৌদ্ধ আবার ইব্রাহিম থেকে ইসলামী। তেমনই প্রজাপিতা ব্রহ্মার থেকে ব্রাহ্মণরা হলো প্রসিদ্ধ। আদি দেব হলেন ব্রহ্মা। বাস্তবে ব্রহ্মাকে দেবতা বলতে পারো না। এও ভুল। যারা নিজেদের ব্রাহ্মণ বলে পরিচয় দেয়, তাদের জিজ্ঞাসা করা উচিত যে, ব্রহ্মা কোথা থেকে এলেন? তিনি কার রচনা? ব্রহ্মাকে কে সৃষ্টি করেছেন? একথা কেউই বলতে পারবে না, জানেই না। এও তোমরাই জানো যে -- শিববাবার যে রথ, যাতে তিনি প্রবেশ করেন। ইনি হলেনই সেই আত্মা, যিনি কৃষ্ণ প্রিন্স হয়েছিলেন। ৮৪ জন্মের পরে ইনিই আবার ব্রহ্মা হন। জন্মপত্রীর নাম তো এনার আলাদাই হবে, কেননা ইনি তো মনুষ্য, তাই না। তারপর এনার মধ্যে যখন বাবা প্রবেশ করেন, তখন ব্রহ্মা নাম রেখে দেন। এও বাম্ভারা জানে যে --- ওই ব্রহ্মাই হলো বিষ্ণুর রূপ। নারায়ণ তো তৈরী হন, তাই না। ৮৪ জন্মের অন্তিম তো সাধারণ রথ হবেন, তাই না। এই শরীর হলো সমস্ত আত্মাদের রথ। অকাল মূর্তির চলন্ত আসন, এখানে বসেই তিনি বলেন। শিখরা আবার একে আসন (তখত) বানিয়ে দিয়েছে। একে অকালতখত বলা হয়। এ তো সবই অকালতখত। আত্মারা সব অকালমূর্ত। উঁচুর থেকেও উঁচু ভগবানের এই রথ তো চাই, তাই না। এই রথে প্রবেশ করে তিনি এই জ্ঞান দেন। তাঁকেই নলেজফুল বলা হয়। তিনি রচনার আদি, মধ্য এবং অন্তের জ্ঞান দেন। নলেজফুলের অর্থ কোনো অন্তর্যামী বা 'জানি জাননহার' নয়। সর্বব্যাপীর অর্থ আলাদা, 'জানি জানানহারের' অর্থ আলাদা। মানুষ তো সবকিছু মিলিয়ে যা মনে হয় তাই বলে দেয়। বাম্ভারা, এখন তোমরা জানো যে, আমরা সব ব্রাহ্মণরাই ব্রহ্মার সন্তান। আমাদের কুল সবথেকে উচ্চ। ওরা তো দেবতাদের উচ্চ রাখে, কেননা সত্যযুগ আদিতে দেবতারা ছিলেন। প্রজাপিতা ব্রহ্মার সন্তান ব্রাহ্মণ হয় -- একথা বাম্ভারা, তোমরা ছাড়া আর কেউই জানে না। তারা কিভাবে জানবে? যেখানে তারা ব্রহ্মাকে সূক্ষ্ম বতনে মনে করে। ওর কুলজাত ব্রাহ্মণ, যারা পূজা করে, তারা আলাদা, তারা ভোজের নিমন্ত্রণ খায়। তোমরা তো আর ভোজের নিমন্ত্রণ ইত্যাদি খাও না। ব্রহ্মার রহস্য এখন খুব ভালোভাবে বোঝাতে হয়। তোমরা বলো যে, অন্য সব বিষয় ত্যাগ করে, বাবা, যার থেকে পতিত থেকে পবিত্র হতে হবে, প্রথমে তো তাঁকে স্মরণ করো। তারপর এইসব বিষয়ও বুঝে যাবে। অল্পকিছুতে সংশয় এলেই তখন বাবাকে ছেড়ে দেয়। প্রথম মুখ্য কথা হলো অল্ফ (আল্লাহ) আর বে (বাদশাহী)। বাবা বলেন যে আমাকে (মামেকম) স্মরণ করো। আমি তো অবশ্যই কারোর মধ্যে আসবো, তাই না। তাঁর নামও তো থাকা উচিত। আমি এসে তাঁকে রচনা করি। ব্রহ্মার জন্য তোমাদের বোঝানোর জন্য অনেক বুদ্ধির প্রয়োজন। পেয়াদা, ঘোড়সওয়ার তো দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে যায়। অবস্থা অনুসারে তো বোঝানো হয়, তাই না। প্রজাপিতা ব্রহ্মা তো এখানেই আছে। ব্রাহ্মণের দ্বারা জ্ঞান যন্তুর রচনা করেন, তাই ব্রাহ্মণ তো অবশ্যই চাই, তাই না। প্রজাপিতা ব্রহ্মাও তো এখানেই প্রয়োজন, যার দ্বারা ব্রাহ্মণ তৈরী হতে পারে। ব্রাহ্মণরা তো বলে যে, আমরা ব্রহ্মার সন্তান। তারা মনে করে, আমাদের কুল পরম্পরা ধরে চলে আসছে, কিন্তু ব্রহ্মা কবে ছিলো, তা কেউই জানে না। এখন তোমরা হলে ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণ তারাই, যারা ব্রহ্মার সন্তান। ওরা তো বাবার কর্তব্য সম্বন্ধে জানেই না। ভারতে প্রথমে ব্রাহ্মণরাই থাকে। ব্রাহ্মণদের হলো উঁচুর থেকেও উঁচু কুল। ওই ব্রাহ্মণরাও মনে করে যে, আমাদের কুল অবশ্যই ব্রহ্মার থেকেই এসেছে, কিন্তু তা কিভাবে এবং কখন -- তা বর্ণনা করতে পারে না। তোমরা জানো যে, প্রজাপিতা ব্রহ্মাই ব্রাহ্মণদের

রচনা করেন। যেই ব্রাহ্মণদেরই পুনরায় দেবতা হতে হবে। বাবা এসেই ব্রাহ্মণদের পড়ান। ব্রাহ্মণদের রাজত্বকাল নেই। ব্রাহ্মণদের হলো কুল, রাজত্ব তখনই বলা হবে, যখন রাজা - রানী হবে, যেমন সূর্যবংশী রাজত্বকাল। তোমাদের অর্থাৎ ব্রাহ্মণদের মধ্যে তো আর রাজা হয় না। ওরা যে বলে যে, কৌরব আর পাণ্ডবদের রাজ্য ছিলো, দুইই ভুল। এই দুইয়েরই তো কোনো রাজত্ব থাকে না। প্রজার প্রজার উপর রাজত্ব, তাদের রাজধানী বলা হবে না। মুকুট তো নেই। বাবা বুঝিয়েছেন যে - প্রথমে ডবল মুকুট ভারতেই ছিলো, তারপর সিঙ্গেল মুকুট। এই সময় তো কোনো মুকুটই নেই। এও খুব ভালোভাবে প্রমাণ দিয়ে বলতে হবে, যারা সম্পূর্ণ সুন্দর ধারণার হবে, তারা খুব ভালোভাবে বোঝাতে পারবে। ব্রহ্মার সম্বন্ধেই খুব বেশী করে বোঝাতে হয়। বিষ্ণুকেও কেউ জানে না। এও বোঝাতে হয়। বৈকুণ্ঠকে বিষ্ণুপুরী বলা হয়, অর্থাৎ সেখানে লক্ষ্মী - নারায়ণের রাজ্য ছিলো। কৃষ্ণ প্রিন্স হলে তো বলবে, তাই না যে -- আমার বাবা রাজা ছিল। এমন নয় যে, কৃষ্ণের বাবা রাজা ছিলেন না। কৃষ্ণকে প্রিন্স বলা হয়, তাহলে অবশ্যই তাঁর রাজ পরিবারে জন্ম হয়েছিলো। বিত্তবানের ঘরে জন্ম হলে তাঁকে তো প্রিন্স বলবেই না। রাজার পদ আর বিত্তবানের পদের মধ্যে রাত - দিনের তফাৎ হয়ে যায়। কৃষ্ণের বাবা যে রাজা, তার অত নাম নেই। কৃষ্ণের কতো নাম। বাবার উচ্চ পদ বলা হবে না। সেই পদ হলো সেকেণ্ড ক্লাসের পদ, যিনি কৃষ্ণকে জন্ম দেওয়ার নিমিত্ত হন। এমন নয় যে কৃষ্ণের আত্মার থেকেও তিনি বেশী পড়েছেন। তা নয়। কৃষ্ণই আবার নারায়ণ হন। বাকি বাবার নাম লুপ্ত হয়ে যায়। তিনিও অবশ্যই ব্রাহ্মণ কিন্তু পড়াতে কৃষ্ণের থেকে কম। কৃষ্ণের আত্মা তাঁর বাবার থেকে উচ্চ পড়া পড়েছিলেন, তাই তো তাঁর নামের এতো মহিমা হয়। কৃষ্ণের বাবা কে ছিলেন - একথা কেউই জানে না। এরপরে জানতে পারবে। এখান থেকেই তো তাঁকে তৈরী হতে হবে। রাধারও তো মা - বাবা থাকবেন, তাই না, কিন্তু তাঁদের থেকে রাধার নামের মহিমা বেশী। কারণ মা - বাবা কম পড়েছিলেন। রাধার নাম তাঁদের থেকে উচ্চ হয়ে যায়। এ হলো বাচ্চাদের বোঝানোর জন্য সম্পূর্ণ কথা। সমস্তকিছুই এই পড়ার উপর নির্ভর করে। ব্রহ্মার সম্বন্ধেও বোঝানোর মতো বুদ্ধি চাই। তিনিই হলেন কৃষ্ণ, যাঁর আত্মা ৮৪ জন্ম ভোগ করে। তোমরাও ৮৪ জন্মগ্রহণ করো। সবাই তো আর একসঙ্গে আসবে না। যারা এই পড়ায় প্রথমের দিকে থাকে, তারাই প্রথমে আসবে। নশ্বরের ক্রমানুসারে তো আসে, তাই না। এ অতি সূক্ষ্ম কথা। কম বুদ্ধির যারা, তারা তো ধারণা করতেই পারে না। নশ্বরের ক্রমানুসারে তারা যায়। তোমরা নশ্বরের ক্রমানুসারে ট্রান্সফার হয়ে যাও। যারা পরের দিকে যাবে, তাদের কতো বড় লাইন। নশ্বরের ক্রম অনুযায়ী সবাই নিজের নিজের স্থানে গিয়ে নিবাস করবে। সকলের স্থানই নির্দিষ্ট আছে। এ অনেক বড় আশ্চর্যজনক খেলা, কিন্তু তা কেউই বোঝে না। একে বলা হয় কাঁটার জঙ্গল। এখানে সবাই একে অপরকে দুঃখ দিতেই থাকে। ওখানে তো স্বাভাবিক ভাবেই সুখ থাকে। এখানে তো নকল সুখ। প্রকৃত সুখ এক বাবাই দেন। এখানে হলো কাক বিষ্ঠার সমান সুখ। এখানে দিনে দিনে মানুষ তমোপ্রধান হয়ে যায়। এখানে কতো দুঃখ। বলতে থাকে - বাবা, মায়ার তুফান অনেক আসে। মায়া বিদ্ধান্ত করে দেয়, অনেক দুঃখের অনুভব হয়। সুখদাতা বাবার বাচ্চা হয়েও যদি দুঃখের অনুভব হয়, তখন বাবা বলেন - বাচ্চারা, এ তোমাদের অনেক বড় কর্মের ভোগ। বাবাকে যখন পেয়েছো তখন দুঃখের ফিলিং আসা উচিত নয়। যে পুরানো কর্মভোগ আছে, তা যোগবলের দ্বারা শোধ করো। যদি যোগবল না থাকে তাহলে আছাড় খেয়ে শোধ করতে হবে। সাজা খেয়ে পদ পাওয়া তো ভালো কথা নয়। তোমাদের পুরুষার্থ করা উচিত না হলে বিচার সভা বসবে। প্রজা তো অনেকই হবে। এ তো ড্রামা অনুসারে সকলে গর্ভজেলে অনেক সাজা ভোগ করে। আত্মারা অনেক বিভ্রান্ত হতে থাকে। কোনো - কোনো আত্মা অনেক ক্ষতি করে -- যখন কারোর মধ্যে অশুদ্ধ আত্মার প্রবেশ হয়, তখন কতো হয়রান হয়। নতুন দুনিয়াতে এমন কথা হয় না। এখন তোমরা নতুন দুনিয়াতে যাওয়ার জন্য পুরুষার্থ করো। ওখানে গিয়ে তোমাদের নতুন নতুন মহল বানাতে হবে। তোমরা রাজার ঘরে জন্মগ্রহণ করো, যেমন কৃষ্ণ রাজার ঘরে জন্মগ্রহণ করে, কিন্তু এতো মহল ইত্যাদি প্রথম থেকে থাকেই না। ও তো পরে বানাতে হয়। কে রচনা করে - যার কাছে জন্ম নেয়। এমন গায়নও আছে যে - রাজার ঘরে জন্ম হয়। কি হবে, তা তো পরের দিকে দেখতে হবে। এখন তো বাবা বলবেনই না। সে তো তাহলে নকল নাটক হয়ে যাবে, তাই তিনি কিছুই বলেন না। ড্রামাতে এই বলে দেওয়ার কথা লিপিবদ্ধ নেই। বাবা বলেন যে, আমিও পাটধারী। ভবিষ্যতের কথা যদি পূর্ব থেকেই জানতাম, তাহলে অনেক কিছুই বলে দিতাম। বাবা অন্তর্যামী হলে প্রথম থেকেই বলে দিতেন। বাবা বলেন যে -- এই ড্রামাতে যা কিছু হয়, তা সাক্ষী হয়ে দেখতে থাকো, আর এর সঙ্গে সঙ্গে স্মরণের যাত্রায় মস্ত থাকো। এতেই ফেল করে যায়। জ্ঞান কখনোই কমবেশী হয় না। এই স্মরণের যাত্রাই কখনো কম, কখনো আবার বেশী হয়। জ্ঞান তো যা পেয়েছো, তাই আছে। এই স্মরণের যাত্রায় কখনো উৎসাহ থাকে, কখনো আবার টিলেমি এসে যায়। যাত্রা নীচ - উপর হতে থাকে। জ্ঞানে তো তোমরা সিঁড়িতে চড়ে যাও না। জ্ঞানের যাত্রা বলা হয় না। যাত্রা হলো স্মরণের। বাবা বলেন যে, স্মরণে থাকলে তোমরা সেফটি থাকবে। দেহ অভিমানে আসলে তোমরা ধোকা খেয়ে যাও। বিকর্ম করে দাও। কাম হলো মহাশত্রু। এতে ফেল হয়ে যায়। ক্রোধ আদি সম্বন্ধে বাবা এতো কথা বলেন না। জ্ঞানে তো হলো এক সেকেণ্ডে জীবনমুক্তি, না হলে বলে যে, সাগরকে কালি বানাও তাও এই জ্ঞান সম্পূর্ণ করা যাবে না। না হলে বলে, কেবল অক্ষকে স্মরণ করো। স্মরণ করা কাকে

বলা হয়, এ তো জানেই না। কেবল বলতে থাকে, কলিযুগ থেকে আমাদের সত্যযুগে নিয়ে চलो। পুরানো দুনিয়াতে কেবল দুঃখ আছে। তোমরা দেখো যে বর্ষাকালে কতো বাড়ী ভেঙ্গে পড়ে যায়, কতো বাড়ী ডুবে যায়। বর্ষা ইত্যাদি এইসব প্রাকৃতিক বিপর্যয়ও হবে। এইসব হঠাৎই হতে থাকবে। *মানুষ এখন কুস্কর্ণের নিদ্রায় নিদ্রিত আছে। বিনাশের সময় এলে তখন আর কি করতে পারবে। তখন সব মারা যাবে। এই ধরিত্রীও খুব জোরে দুলতে থাকবে। ঝড়, বর্ষা ইত্যাদি সব হয়। বসন্তও ফেলে, কিন্তু এখানে অতিরিক্ত হলো সিভিলওয়ার....রক্তের নদী বইবে এমন বলা আছে। এখানে মহামারী হয়। একে অপরের উপর কেস করতে থাকে। তাই অবশ্যই এরা লড়াই করবে।* এখানে সবাই নির্ধন, তোমরা হলে ধনী (বাবার)। তোমাদের কোনো লড়াই আদি করতে হবে না। ব্রাহ্মণ হওয়াতে তোমরা ধনী (বাবার) হয়ে গেছো। ধনী বাবাকে বা পতিকে বলা হয়। শিববাবা তো হলেন পতির পতি। বিয়ের আশীর্বাদ হয়ে গেলে তখন বলে, আমরা এমন পতির সঙ্গে কবে মিলিত হবো? আত্মারা বলে - শিববাবা, আমাদের তো তোমার সঙ্গে বিয়ের আশীর্বাদ হয়ে গেছে। এখন আমরা তোমার সঙ্গে কিভাবে মিলিত হবো? কেউ কেউ তো সত্যি কথা লেখে, আবার কেউ কেউ অনেক কথা লুকিয়ে রাখে। সত্যি কথা লেখে না যে, বাবা আমাদের দ্বারা এই ভুল হয়ে গেছে। ক্ষমা করো। কেউ যদি বিকারে পড়ে যায়, তাহলে তার বুদ্ধিতে ধারণা হতে পারবে না। বাবা বলেন যে, তোমরা যদি এমন কড়া ভুল করো তাহলে চুরমার হয়ে যাবে। আমি তোমাদের সুন্দর (পবিত্র) বানাতে এসেছি, তাহলে তোমরা কিভাবে মুখ কালো করো? তাহলে তো তোমরা তখন স্বর্গে এলেও পাই - পয়সার পদ পাবে। এখন তো রাজধানী স্থাপন হচ্ছে, তাই না। কেউ কেউ তো হেরে গিয়ে জন্ম - জন্মান্তরের জন্য পদভ্রষ্ট হয়ে যায়। তখন বাবা বলবেন, তোমরা বাবার কাছে এই পদ প্রাপ্ত করতে এসেছো, বাবা এতো উচ্চ হয়েছেন, তাহলে আমরা বাচ্চারা প্রজা হবোই না। বাবা সিংহাসনে বসবেন, আর বাচ্চারা দাস - দাসী হবে, এ কতো লজ্জার কথা। পরের দিকে তোমাদের সব সাক্ষাৎকার হবে। তখন অনেক অনুতাপ করবে। নাটক এমনই বানানো আছে, সন্ন্যাসীরাও যখন ব্রাহ্মচর্যতে থাকে তখন সমস্ত বিকারী মানুষ তাঁদের সামনে মাথা নত করে। পবিত্রতার অনেক মান। কারোর যদি ভাগ্যে না থাকে তাহলে বাবা পড়ালেও বারে বারে গাফিলতি বা ভুল করে ফেলে। বাবাকে স্মরণই করে না। অনেক বিকর্ম তৈরী হয়ে যায়। বাচ্চারা, তোমাদের উপর এখন বৃহস্পতির দশা। এর থেকে উঁচু দশা আর কিছুই হয় না। বাচ্চারা, তোমাদের উপর এই দশা চক্র লাগাতে থাকে। আচ্ছা।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ঔঁনার আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) এই ড্রামার প্রতিটি সিন সাক্ষী হয়ে দেখতে হবে, এক বাবার স্মরণে আনন্দে থাকতে হবে। স্মরণের যাত্রায় কখনো যেন উৎসাহ কম না হয়।

২) পড়াতে কখনো গাফিলতি ক'রো না, নিজের উচ্চ ভাগ্য বানানোর জন্য অবশ্যই পবিত্র হতে হবে। হেরে গিয়ে জন্ম - জন্মান্তরের জন্য পদভ্রষ্ট হয়ো না।

বরদান:- "মন্মনাভবের" মহামন্ত্র দ্বারা সর্ব দুঃখ থেকে উদ্ধার থেকে সদা সুখ স্বরূপ ভব*

যখন কোনো প্রকারের দুঃখ আসবে, তখন মন্ত্র নিয়ে নাও, যাতে দুঃখ দূর হয়ে যায়। স্বপ্নেও যেন সামান্যতমও দুঃখের অনুভব না হয়। শরীর অসুস্থ হোক কিম্বা আর্থিক অবস্থা টালমাটাল হোক, যা কিছুই হোক না কেন, অন্তরে দুঃখের ঢেউ আসা উচিত নয়। সাগরে যেমন ঢেউ আসে আর চলে যায়, কিন্তু যারা সেই ঢেউয়ে সাঁতার কাটতে জানে, তারা তাতেই সুখের অনুভব করে। এই ঢেউয়ে ঝাঁপ দিয়ে এমনভাবে ভেঙ্গে দেয় যেন খেলা করছে। তাই তোমরা সাগরের সন্তান সুখ স্বরূপ, দুঃখের ঢেউ যেন তোমাদের না আসে।

স্লোগান:- প্রতিটি সঙ্কল্পে দৃঢ়তার বিশেষত্বকে প্রত্যক্ষ ভাবে নিয়ে এসো, তাহলেই প্রত্যক্ষতা হয়ে যাবে।*

“মিষ্টি বাচ্চারা - এই পুরুষোত্তম সঙ্গম যুগ হল কল্যাণকারী যুগ, এই সময়েই তোমাদেরকে শ্রীমতে চলে শ্রীকৃষ্ণপুরীর মালিক হতে হবে”

- *প্রশ্ন:- বাবা মাতাদেরকেই কেন জ্ঞানের কলস দিয়েছেন ? কোন্ পদ্ধতিটি কেবলমাত্র ভারতেই প্রচলিত আছে ?*
- *উত্তর:- পবিত্রতার রাখী বন্ধন করে সবাইকে পতিত থেকে পাবন বানানোর জন্য বাবা মাতাদের উপর জ্ঞানের কলস রেখেছেন। রক্ষা-বন্ধনের এই পবিত্র উৎসবটি ভারতেই প্রচলিত আছে। বোন ভাইকে রাখী বাঁধে। এটা হল পবিত্রতার প্রতীক। বাবা বলছেন যে - বাচ্চারা, তোমরা শুধু আমাকেই স্মরণ করো, তাহলে পবিত্র হয়ে পবিত্র দুনিয়ার মালিক হয়ে যাবে।*
- *গীত:- ভোলানাথের থেকে অনন্য আর কেউ নেই...*

ওম্ শান্তি । এই হলো ভোলানাথের মহিমা, যাঁকে দাতা বলা হয়। বাচ্চারা, তোমরা জানো যে শ্রীলক্ষ্মী-নারায়ণকে এই রাজ্য-ভাগ্য কে দিয়েছেন! অবশ্যই ভগবান দিয়েছেন, কেননা স্বর্গের স্থাপনা তো তিনিই করেন। স্বর্গের রাজস্ব ভোলানাথ যেরকম লক্ষ্মী-নারায়ণকে দিয়েছেন, সেরকম কৃষ্ণকেও দিয়েছেন। রাধা-কৃষ্ণ বা লক্ষ্মী-নারায়ণ, কথা তো একই। কিন্তু রাজধানী তো নেই। পরমপিতা পরমাত্মা ছাড়া তাদেরকে অন্য কেউ এই রাজ্য দিতে পারে না। তাঁদের জন্ম স্বর্গতেই হবে। বাচ্চারা, এটা তোমরাই জানো। বাচ্চারা, তোমরাই সবাইকে জন্মাষ্টমীর বিষয়ে বোঝাবে। কৃষ্ণের জন্মাষ্টমী হলে তো রাধারও হওয়া উচিত, কেননা দুজনেই স্বর্গবাসী ছিলেন। রাধা-কৃষ্ণই স্বয়ংবরের পর লক্ষ্মী-নারায়ণ হন। মুখ্য কথাই হল, তাদেরকে এই রাজ্য কে দিয়েছেন ? এই রাজযোগ কবে আর কে শিখিয়েছেন ? স্বর্গতে তো শেখানো হয় না। সত্যযুগে তো তাঁরা হলেনই উত্তম পুরুষ। কলিযুগের পর আসে সত্যযুগ। তো অবশ্যই কলিযুগের অন্তেই এই রাজযোগ শেখানো হয়েছে। যার কারণে নতুন জন্মে রাজস্ব প্রাপ্ত হয়। পুরানো দুনিয়া থেকেই নতুন পবিত্র দুনিয়া স্থাপন হয়। অবশ্যই পতিত-পাবন আসেন। এখন সঙ্গম যুগে কোন্ ধর্ম হয়, এটাও কারো জানা নেই। পুরানো দুনিয়া আর নতুন দুনিয়ার এটা হল পুরুষোত্তম সঙ্গমযুগ, যার মহিমা করা হয়ে থাকে। এই লক্ষ্মী-নারায়ণ হলো নতুন দুনিয়ার মালিক। এঁনার আত্মাকে অবশ্যই আগের জন্মে পরমপিতা পরমাত্মা রাজযোগ শিখিয়েছিলেন, যার পুরুষার্থের প্রালব্ধ পুনরায় নতুন জন্মে প্রাপ্ত হয়, এই যুগের নামই হল কল্যাণকারী পুরুষোত্তম সঙ্গম যুগ। অবশ্যই অনেক জন্মের অন্তিম জন্মে এঁনাদেরকে কেউ রাজযোগ শিখিয়েছিলেন। কলিযুগে হলো অনেক ধর্ম, সত্যযুগে ছিল এক দেবী-দেবতা ধর্ম। সঙ্গমে কোন্ ধর্ম থাকে, যার কারণে তোমরা পুরুষার্থ করে, রাজযোগ শিখে, সত্যযুগের প্রালব্ধ ভোগ করো। বোঝা যায় যে, সঙ্গম যুগে ব্রহ্মার দ্বারাই ব্রাহ্মণদের জন্ম হয়। চিত্রতেও আছে যে, ব্রহ্মার দ্বারা কৃষ্ণপুরীর স্থাপনা। বিষ্ণু অথবা নারায়ণপুরী, ব্যাপারটা তো একই। এখন তোমরা জেনে গেছ যে, আমরা এই পড়াশোনা করে, পবিত্র থেকে কৃষ্ণপুরীর মালিক হতে চলেছি। শিব ভগবানুবাচ, তাইনা! কৃষ্ণের আত্মাই অনেক জন্মের অন্তিম জন্মে পুনরায় এই (ব্রহ্মা) হন। ৮৪ জন্ম গ্রহণ করেন, তাই না! এটা হল ৮৪ তম জন্ম, এঁনারই নাম ব্রহ্মা রাখা হয়। না হলে, ব্রহ্মা কোথা থেকে আসবে ! ঈশ্বর রচনা করেন, তো ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শংকর কোথা থেকে আসেন! কিভাবে রচনা করেন ? কি ছু মন্ত্র করলেন, যার কারণে এঁনাদের জন্ম হয়ে গেল ! বাবা-ই এঁনাদের ইতিহাস বলে দেন। দত্তক নেওয়া হয়, তাই তাদের নামও বদলে যায়। এঁনার নাম তো ব্রহ্মা ছিল না, তাই না ! বলা হয় অনেক জন্মের অন্তিম জন্মে..... তাহলে তো অবশ্যই তিনি পতিত মানুষ হয়ে গিয়েছিলেন। ব্রহ্মা কোথা থেকে এসেছেন, কারোরই এ বিষয়ে জানা নেই। অনেক জন্মের অন্তিম জন্ম কার হয়েছে ? লক্ষ্মী-নারায়ণই অনেক জন্ম নিয়েছেন। নাম, রূপ, দেশ, কাল সবই পরিবর্তিত হয়ে যায়। কৃষ্ণের চিত্রতে ৮৪ জন্মের কাহিনী পরিষ্কার করে লেখা আছে। জন্মাষ্টমীতে কৃষ্ণের চিত্রও অনেক বিক্রি হয়, কেননা কৃষ্ণের মন্দিরে তো সবাই যাবে, তাই না! রাধা-কৃষ্ণের মন্দিরেই সবাই যায়। কৃষ্ণের সাথে রাধা অবশ্যই থাকবেন। রাধা-কৃষ্ণ, প্রিন্স-প্রিন্সেসই লক্ষ্মী-নারায়ণ মহারাজা-মহারানী হন। তাঁরাই ৮৪ জন্ম নিয়ে পুনরায় অন্তিম জন্মে ব্রহ্মা-সরস্বতী হন। অনেক জন্মের অন্তিম জন্মে বাবা এসে তাঁর মধ্যে প্রবেশ করেন, আর এঁনাকে বলেন যে - তুমি নিজের জন্মকে জানো না। তুমি প্রথম জন্মে লক্ষ্মী-নারায়ণ ছিলে। পুনরায় এই জন্ম নিয়েছ। তারা তো অর্জুনের নাম বলে দিয়েছে। তারা বলে যে অর্জুনকে রাজযোগ শেখানো হয়েছে। অর্জুনকে আলাদা করে দিয়েছে। কিন্তু তার নাম তো অর্জুন নয়। ব্রহ্মার তো জীবন চরিত্র চাই, তাই না ! কিন্তু ব্রহ্মা আর ব্রাহ্মণদের বর্ণনা কোথাও নেই। এই সমস্ত কথা বাবা-ই বসে বোঝাচ্ছেন। সমস্ত বাচ্চারা শুনছে, পুনরায় বাচ্চারা অন্যান্যদেরকে বোঝাবে। ভক্তিমার্গে কাহিনী শুনে তারা পুনরায় অন্যান্যদেরকে বসে শোনায়। তোমরাও এখন শুনছো, পুনরায় অন্যান্যদেরকে শোনাবে। এটা হল পুরুষোত্তম সঙ্গম যুগ,

লিপ যুগ। অতিরিক্ত যুগ। পুরুষোত্তম মাস হলে তো ১৩ মাস হয়ে যায়। এই সঙ্গমযুগের উৎসবই প্রত্যেক বছর তারা পালন করে। এই পুরুষোত্তম সঙ্গম যুগের বিষয়ে কারোরই জানা নেই। এই সঙ্গম যুগেই বাবা এসে বাচ্চাদের থেকে পবিত্র থাকার প্রতিজ্ঞা করিয়ে নেন। পতিত দুনিয়ার থেকেই পবিত্র দুনিয়া স্থাপন করেন। রক্ষা বন্ধনের প্রচলন ভারতের মধ্যেই আছে। বোন ভাইকে রাখি বাঁধে। কিন্তু সেই কুমারিও একসময় অপবিত্র হয়ে যায়। মাতা-রা, এখন বাবা তোমাদের উপর জ্ঞানের কলস রেখেছেন। যাঁদের কাছে ব্রহ্মাকুমার-ব্রহ্মাকুমারিরা বসে পবিত্রতার প্রতিজ্ঞা করে রাখি বাঁধে। বাবা বলেন যে, মামেকম্ স্মরণ করো তো তোমরা পবিত্র হয়ে পবিত্র দুনিয়ার মালিক হয়ে যাবে। তখন তো আর রাখি ইত্যাদি বাঁধার কোনো দরকারই হবে না। এটাই বোঝানো হয়। যেরকম সাধু-সন্ন্যাসীরা দান প্রার্থনা করে। কেউ বলে ক্রোধের দান দাও, কেউ বলে পেঁয়াজ খেওনা। যে নিজে খায় না, সেই দান গ্রহণ করে। *এইসবের থেকে শ্রেষ্ঠ প্রতিজ্ঞা তো অসীম জগতের বাবা করান। তোমরা পবিত্র হতে চাও তো পতিত-পাবন বাবাকে স্মরণ করো*। দ্বাপর যুগ থেকে তোমরা পতিত হয়ে এসেছো, এখন সমগ্র দুনিয়া পবিত্র চাই, সেটা তো বাবা-ই বানাতে পারেন। সকলের গতি সঙ্গতি দাতা কোনও মানুষ হতে পারে না। বাবা-ই পবিত্র হওয়ার প্রতিজ্ঞা করান। ভারত পবিত্র স্বর্গ ছিল, তাই না! পতিত-পাবন হলেন সেই পরমপিতা পরমাত্মা। কৃষ্ণকে পতিত-পাবন বলা যায় না। তাঁর তো জন্ম হয়। তাঁর তো মা-বাবাও দেখানো হয়। এক শিব বাবার-ই অলৌকিক জন্ম হয়। তিনি নিজেই নিজের পরিচয় দেন যে, আমি সাধারণ শরীরে প্রবেশ করি। শরীরের আধার অবশ্যই নিতে হয়। আমি জ্ঞানের সাগর পতিত-পাবন, রাজযোগ শেখাই। বাবা-ই হলেন স্বর্গের রচয়িতা আর নরকের বিনাশ করেন। যখন স্বর্গ থাকে, তখন নরক থাকে না। এখন তো সবটাই হল অতি-নরক, যখন একদম তমোপ্রধান নরক হয়ে যায়, তখনই বাবা এসে সতোপ্রধান স্বর্গ তৈরি করেন। ১০০ শতাংশ পতিত থেকে ১০০ শতাংশ পবিত্র বানান। প্রথম জন্ম অবশ্যই সতোপ্রধানই প্রাপ্ত হবে। বাচ্চাদেরকে বিচারসাগর মন্ডন করে ভাষণ করতে হবে। প্রত্যেকের বোঝানোর প্রক্রিয়াও তো আলাদা আলাদা হয়। বাবাও তো আজ একটি কথা বোঝাচ্ছেন, কাল আবার অন্য কথা বোঝাবেন। একই রকম বোঝানো তো হয় না। মনে করো, টেপ রেকর্ডারের দ্বারা কেউ নিখুঁতভাবে শুনেও কিন্তু হুবহু একই কথা শোনাতে পারে না, পার্থক্য অবশ্যই হয়ে যায়। বাবা যা কিছু শোনাচ্ছেন, তোমরা জানো যে এসব কিছুই ড্রামার মধ্যে পূর্বনির্দিষ্ট হয়ে আছে। পূর্ব কল্পের মতই প্রতিটি শব্দ আজ পুনরায় শোনাচ্ছেন। এই রেকর্ড ভরা আছে। ভগবান নিজে বলছেন যে, আমি পাঁচ হাজার বছর পূর্বে যা কিছু শুনিয়েছিলাম সেই সব শব্দ অবিকৃত ভাবে পুনরায় শোনাচ্ছি।

এটা হল পূর্বের শুট করা ড্রামা। এরমধ্যে বিন্দুমাত্রও পার্থক্য থাকে না। এত ছোট আত্মার মধ্যে রেকর্ড ভরা আছে। এখন, কৃষ্ণ জন্মাষ্টমী কবে হয়েছিল, এটাও বাচ্চারা বুঝে গেছে। আজ থেকে পাঁচ হাজার বছরের কিছু দিন কম, বলবে কেননা এখন তোমরা পড়াছো। নতুন দুনিয়ার স্থাপনা হচ্ছে। বাচ্চাদের মনে খুশী হচ্ছে। তোমরা জানো যে, কৃষ্ণের আত্মা ৮৪ বার জন্ম-মৃত্যুর চক্র লাগিয়ে এখন পুনরায় কৃষ্ণের নাম রূপে আসছেন। চিত্রতে দেখানো হয়েছে যে কৃষ্ণ পুরানো দুনিয়াকে লাখি মারছে। নতুন দুনিয়া তাঁর হাতে আছে। এখন পড়াশোনা করছে, এইজন্য বলা যায় - শ্রীকৃষ্ণ আসছে। অবশ্যই বাবা অনেক জন্মের অন্তেই এসে পড়াচ্ছেন। এই পড়া সম্পূর্ণ হয়ে গেলে কৃষ্ণ জন্ম নেবে। এখন, খুবই অল্পসময় অবশিষ্ট আছে। অবশ্যই অনেক ধর্মের বিনাশ হওয়ার পর কৃষ্ণের জন্ম হয়। সেটাও একটি কৃষ্ণের কথা নয়, সমগ্র কৃষ্ণপুরী হবে। এই ব্রাহ্মণেরাই পুনরায় এই রাজযোগ শিখে দেবতা পদ প্রাপ্ত করবে। এই জ্ঞান ধারণের দ্বারাই দেবতা পদ প্রাপ্ত হয়। বাবা-ই এসে এই পড়ার আধারে মানুষ থেকে দেবতা বানাচ্ছেন। এটা হল পাঠশালা, এখানে সব থেকে বেশি সময় লাগে। পড়া তো হলো খুবই সহজ, কিন্তু যোগেতেই পরিশ্রম আছে। তোমরা বলতে পারো যে, কৃষ্ণের আত্মা এখন রাজযোগ শিখছে - পরমপিতা পরমাত্মার দ্বারা। শিববাবা ব্রহ্মার দ্বারা আমাদের অর্থাৎ আত্মাদেরকে পড়াচ্ছেন - বিষ্ণুপুরীর রাজ্য দেওয়ার জন্য। আমরা প্রজাপিতা ব্রহ্মার বাচ্চারা হলাম ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণী। এটা হল সঙ্গম যুগ। এই যুগ হলো অত্যন্ত ছোট। মাথার টিকি খুব ছোট হয়, তাইনা! তারপর তো তার থেকে মুখ হল বড়, তার থেকেও বড় হয় বাহু, তার থেকে বড় হয় পেট, আবার তার থেকেও বড় হয় পা। বিরাট রূপ দেখিয়েছে, কিন্তু সে বিষয়ে কেউ বোঝাতে পারেনি। বাচ্চারা তোমাদেরকেই এই ৮৪ জন্মের রহস্য বোঝাতে হবে, শিব জয়ন্তীর পরই আসে কৃষ্ণ জয়ন্তী।

বাচ্চারা, তোমাদের জন্য এটাই হল সঙ্গম যুগ। তোমাদের জন্য কলিযুগ সম্পূর্ণ হয়ে গেছে। বাবা বলছেন যে - মিষ্টি বাচ্চারা, এখন আমি এসেছি তোমাদেরকে সুখ ধাম, শান্তিধামে নিয়ে যাওয়ার জন্য। তোমরা সুখ ধামের বাসিন্দা ছিলে, পুনরায় এই দুঃখ ধামে এসেছো। তোমরা ডেকেছিলে যে বাবা এসো, এই পুরানো দুনিয়াতে। তোমাদের দুনিয়া তো নেই। এখন তোমরা কি করছ ? যোগবলের দ্বারা নিজেদের দুনিয়া স্থাপন করছ। বলা হয় যে, অহিংসা পরম দেবী-দেবতা ধর্ম। তোমাদেরকে অহিংসক হতে হবে। না কাম কাটারি চালাবে, আর না নিজেদের মধ্যে লড়াই-ঝগড়া করবে। বাবা বলছেন যে, আমি প্রত্যেক পাঁচ হাজার বছর পরে আসি। লক্ষ বছরের তো কোনও কথাই নেই। বাবা বলেন যে, যজ্ঞ, তপ, দান,

পূণ্য আদি করে তোমরা নিচে নেমে গেছো। জ্ঞানের দ্বারাই তোমাদের সঙ্গতি হয়। মানুষ তো কুস্কর্ণের নিদ্রায় শুয়ে আছে, জাগরিত হতেই চায় না। এইজন্য বাবা বলেন যে, আমি কল্প-কল্পে আসি, আমারও ড্রামাতে পার্ট নির্দিষ্ট আছে। পার্ট ছাড়া আমি কিছুই করতে পারিনা। আমিও ড্রামার বন্ধনে বাঁধা আছি। আমি সময় অনুসারে আসি। ড্রামার প্ল্যান অনুসারে বাচ্চারা, তোমাদের পুনরায় বাড়ি ফিরিয়ে নিয়ে যাই। এখন বলছি - মন্মনা ভব। কিন্তু এর অর্থ কেউই জানে না। বাবা বলছেন যে, দেহের সকল সম্বন্ধকে ছেড়ে মামেকম্ স্মরণ করো, তাহলে তোমরা পবিত্র হয়ে যাবে। বাচ্চারা বাবাকে স্মরণ করার জন্য পরিশ্রম করতে থাকে। এটা হল ঐশ্বরীয় বিশ্ববিদ্যালয়, সমগ্র বিশ্বের সঙ্গতি দাতা দ্বিতীয় কোনও বিশ্ববিদ্যালয় হতে পারে না। ঐশ্বর বাবা নিজে এসে সমগ্র বিশ্বকে পরিবর্তন করছেন। নরক থেকে স্বর্গে পরিণত করছেন। তোমরা পুনরায় যেখানে রাজত্ব করবে। শিবকে বাবুলনাথও বলা হয়। কেননা তিনি এসে তোমাদেরকে কাম কাটারি থেকে মুক্ত করে পবিত্র বানাচ্ছেন। ভক্তি মার্গে তো অনেক শো (show) দেখায়, কিন্তু এখানে তোমাদের শান্ত হয়ে স্মরণ করতে হবে। তারা তো অনেক প্রকারের হটযোগ আদি করতে থাকে। তাদের নিবৃত্তি মাগই হল আলাদা। তারা ব্রহ্মকে মানে। তারা হল ব্রহ্মযোগী, তত্ত্বযোগী। কিন্তু সেটা তো হল আত্মাদের থাকার স্থান, যাকে ব্রহ্মাও বলা হয়। তারা তো আবার এই ব্রহ্মাওকে ভগবান মনে করে। সেখানেই লীন হয়ে যায়। তারা আত্মাকে বিনাশী, নশ্বর বলে দেয়। বাবা বলেন যে, আমি এসে সকলের সঙ্গতি করি। শিব বাবা-ই সকলের সঙ্গতি করেন, তাই তো তিনি হলেন হীরের মত। তিনি তোমাদেরকে পুনরায় সুবর্ণ যুগে নিয়ে যাচ্ছেন। তোমাদের এই জন্ম হল হীরের মত, তারপর তোমরা স্বর্ণযুগে আসো। এই জ্ঞান বাবা-ই এসে তোমাদেরকে পড়ান, যার দ্বারা তোমরা দেবতা তৈরি হও। পুনরায় এই জ্ঞান প্রায়ঃলোপ হয়ে যায়। এই লক্ষ্মী নারায়ণের মধ্যেও রচয়িতা আর রচনার জ্ঞান নেই। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ওঁনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) এই পুরানো দুনিয়াতে থেকেও ডবল অহিংসক হয়ে যোগবলের দ্বারা নিজেদের নতুন দুনিয়া স্থাপন করতে হবে। নিজের জীবনকে হিরে তুল্য বানাতে হবে।

২) বাবা যা কিছু শোনাচ্ছেন, তার উপর বিচার সাগর মন্ডন করে অন্যদেরকেও শোনাতে হবে। সর্বদা এই নেশা যেন থাকে যে, এই পড়া সম্পূর্ণ হয়ে গেলেই আমরা কৃষ্ণপূরীতে যাবো।

বরদানঃ:- ব্যর্থকেও শুভ ভাব আর শ্রেষ্ঠ ভাবনার দ্বারা পরিবর্তন করে যথার্থরূপে মরজীবা ভব*

ব্যখ্যা :- বাপদাদার শ্রীমত হল - বাচ্চারা ! ব্যর্থ কথা শুনবে না, অন্যদেরকেও শোনাতে না আর ব্যর্থ চিন্তাও করবে না। সর্বদা শুভ ভাবনা সহকারে চিন্তা করো, শুভ কথা বলো। ব্যর্থকেও শুভ ভাবনা দিয়ে শোনো। শুভ চিন্তক হয়ে বাণীর ভাবনাকেও পরিবর্তন করে দাও। সর্বদা ভাব আর ভাবনাকে শ্রেষ্ঠ রাখো, নিজের পরিবর্তনের কথা চিন্তা করবে নাকি অন্যদের পরিবর্তনের কথা চিন্তা করবে! স্ব-পরিবর্তন করাই হল অন্যদের পরিবর্তন করা, এক্ষেত্রে সর্ব প্রথম আমি - এই মরজীবা হওয়াতে অনেক মজা আছে। একেই মহাবলী বলা যায়। এক্ষেত্রে খুশীর সাথে মৃত্যবরণ করো - এই মৃত্যুই হল জীবিত থাকা, এটাই প্রকৃত অর্থে জীবনদান।

স্লোগানঃ:- সংকল্পের একাগ্রতা শ্রেষ্ঠ পরিবর্তনে তীব্রগতি নিয়ে আসে।*

"মিষ্টি বাচ্চারা -- সকাল-সকাল উঠে এই চিন্তন করো যে, আমি এতো সূক্ষ্ম আত্মা এই বিরাট দেহকে সঞ্চালন করি, আমি আত্মা আমার মধ্যে অবিনাশী পার্ট ভরা আছে"

প্রশ্ন:- শিববাবার কোন্ বিষয়ে অভ্যাস আছে, আর কোন্ বিষয়ে নেই?

উত্তর:- আত্মাকে জ্ঞান রঞ্জের দ্বারা শৃঙ্গার করার অভ্যাস শিববাবার আছে, কিন্তু শরীরের শৃঙ্গার করার অভ্যাস তাঁর নেই। কারণ বাবা বলেন, আমার তো নিজস্ব শরীরই নেই। আমি এঁনার শরীর যদিও ভাড়া নিয়েছি কিন্তু এই শরীরের শৃঙ্গার এই আত্মা নিজেই করে, আমি করি না। আমি হলাম সর্বদাই অশরীরী।

গীত:- দুনিয়া বদলে যাক, আমরা বদলাব না...

ওম্ শান্তি। বাচ্চারা এই গান শুনলো। কারা শুনলো? আত্মা এই শরীরের কান দিয়ে শুনলো। বাচ্চারাও এই কথা জানে যে, আত্মা হলো সূক্ষ্ম। আত্মা শরীরে না থাকলে শরীর কোনো কাজের থাকে না। এতো সূক্ষ্ম আত্মার আধারে এই বিরাট দেহ সঞ্চালিত হয়। দুনিয়ায় কেউ জানেনা যে আত্মা কি জিনিস যে এই দেহ রূপী রথে বিরাজিত আছে। অকালমূর্তি আত্মার এ হলো আসন। বাচ্চাদের এই জ্ঞান প্রাপ্ত হয়। কতখানি রমণীয়, রহস্যযুক্ত এই জ্ঞান। যখন কোনো এমন রহস্যযুক্ত কথা শোনা হয় তখন চিন্তন চলতে থাকে। বাচ্চারা, তোমাদেরও এই চিন্তন চলতে থাকে - এই সূক্ষ্ম আত্মা বিরাজিত আছে বিরাট শরীরে। আত্মায় ৮৪ জন্মের পার্ট ফিক্সড আছে। শরীর তো বিনাশ হয়ে যায়। বাকি থেকে যায় আত্মা। এই হলো বিচার করার বিষয়। সকালে উঠে এই চিন্তন করা উচিত। বাচ্চাদের স্মরণে এসেছে আত্মা খুবই সূক্ষ্ম, তারই অবিনাশী পার্ট প্রাপ্ত হয়েছে। আমি আত্মা খুব ওয়ান্ডারফুল। এই হলো নতুন জ্ঞান। যে জ্ঞান দুনিয়ায় কারো নেই। বাবা নিজে এসে বলে দেন, কি স্মরণ করতে হবে। আমরা সূক্ষ্ম আত্মারা কীভাবে পার্ট প্লে করি। এই শরীর ৫ তন্ত্র দ্বারা নির্মিত। ব্রহ্মাবাবা জানেন না শিববাবার আত্মা কীভাবে আসা যাওয়া করে। এমন তো নয়, সর্বদা এতেই থাকেন। সুতরাং এই চিন্তন করতে হবে। বাচ্চারা, বাবা তোমাদের এমন জ্ঞান প্রদান করেন যে কেউ কখনও প্রাপ্ত করতে পারেনা। তোমরা জানো এই জ্ঞান ব্রহ্মাবাবার আত্মায় ছিলো না। অন্য সংসঙ্গে এইসব কথায় কারো চিন্তা থাকে না। আত্মা ও পরমাত্মার একটুও জ্ঞান থাকে না। কোনো সাধু সন্ন্যাসী ইত্যাদি এই কথা বোঝে না যে আমি আত্মা এই শরীর দ্বারা অন্য আত্মাকে মন্ত্র প্রদান করি। আত্মা শরীর দ্বারা শাস্ত্র পাঠ করে। একটি মানুষও আত্ম-অভিমানী নয়। আত্মার জ্ঞান কারো নেই, তাহলে পিতার জ্ঞান কীভাবে থাকবে।

তোমরা বাচ্চারা জানো আমরা আত্মা আমাদের বাবা বলেন মিষ্টি মিষ্টি বাচ্চারা! তোমরা কতখানি বুদ্ধিমান হয়েছে। এমন কোনো মানুষ নেই যে বুঝবে এই শরীরে যে আত্মা আছে, তাকে পরমপিতা পরমাত্মা বসে পড়ান। কথাটি কতটা বুঝতে হবে। কিন্তু তবুও ব্যবসা ইত্যাদিতে গিয়ে কথাটি বিস্মৃত হয়ে যায়। সর্ব প্রথমে বাবা আত্মার জ্ঞান প্রদান করেন যে জ্ঞান কোনো মানুষ মাত্রের নেই। গায়নও আছে - আত্মা-পরমাত্মা দূরে থেকেছে বহুকাল হিসেব আছে তাইনা। তোমরা বাচ্চারা জানো আত্মা ই কথা বলে শরীর দ্বারা। আত্মা ই শরীর দ্বারা ভালো খারাপ কাজ করে। বাবা এসে আত্মাদের গুলগুল অর্থাৎ ফুলে পরিণত করেন। সর্বপ্রথমে বাবা বলেন সকাল বেলা ঘুম থেকে উঠে এই প্র্যাক্টিস বা চিন্তন করো যে আত্মা কি? যে এই শরীর দ্বারা শোনে। আত্মার পিতা হলো পরমপিতা পরমাত্মা, যাঁকে পতিত-পাবন, জ্ঞানের সাগর বলা হয়। তাহলে কোনও মানুষ সুখের সাগর, শান্তির সাগর বলে কেন। লক্ষ্মী-নারায়ণকে কি বলবে সদা পবিত্রতার সাগর? না। একমাত্র বাবা হলেন সদা পবিত্রতার সাগর। মানুষ তো বসে শুধুমাত্র ভক্তি মার্গের শাস্ত্রের বর্ণনা করে। প্রাক্টিক্যাল অনুভব নেই। এমন বুঝবে না আমরা আত্মা এই শরীর দ্বারা বাবার মহিমা গান করি। তিনি তো হলেন আমাদের খুব মিষ্টি বাবা। তিনিই সুখ প্রদান করেন। বাবা বলেন - হে আত্মারা, এখন আমার শ্রীমৎ অনুসারে চলো। অবিনাশী আত্মার অবিনাশী পিতা দ্বারা অবিনাশী শ্রীমৎ প্রাপ্ত হয়। বিনাশী দেহধারীর বিনাশী দেহধারীদের মতামত ই প্রাপ্ত হয়। সত্যযুগে তোমরা এখানকার প্রালব্ধ প্রাপ্ত করো। সেখানে কখনও উল্টো মতামত প্রাপ্ত হয় না। এখনকার শ্রীমৎ-ই অবিনাশী হয়ে যায়, যা অর্ধকল্প চলে। এই হল নতুন জ্ঞান, বিশাল বুদ্ধির প্রয়োজন আছে এই জ্ঞান ধারণ করার জন্য। তা কর্মে পরিলক্ষিত হওয়া উচিত। যারা শুরু থেকে ভক্তি করেছে তারাই ভালো ভাবে ধারণ করতে পারবে। এই কথা বুঝতে হবে - যদি আমাদের বুদ্ধিতে সঠিকভাবে ধারণা না হয় তাহলে নিশ্চয়ই আমরা শুরু থেকে ভক্তি করিনি। বাবা বলেন, কিছু না বুঝতে পারলে বাবাকে জিজ্ঞাসা করো। কারণ বাবা হলেন অবিনাশী সার্জন। তাঁকে সুপ্রীম সোল বলা হয়। আত্মা পবিত্র

হলে তার মহিমা হয়। আত্মার মহিমা হলে শরীরেরও মহিমা হয়। আত্মা তমোপ্রধান হলে শরীরেরও মহিমা হয় না। এই সময় বাচ্চারা তোমরা খুব গুহ্য বুদ্ধি প্রাপ্ত করো। আত্মার ই প্রাপ্তি হয়। আত্মাকে খুব মিষ্টি হওয়া উচিত। সবাইকে সুখ দেওয়া উচিত। বাবা হলেন খুব মিষ্টি। আত্মাদেরও খুব মিষ্টি করে দেন। আত্মা কোনো অ কর্তব্য যেন না করে - এই প্র্যাক্টিস করতে হবে। চেক করতে হবে যে আমার দ্বারা কোনো অকর্তব্য হয় না তো? শিববাবা কি কখনও অকর্তব্য করবেন ? না। তিনি আসেনই উত্তম থেকে উত্তম কল্যাণকারী কাজ করতে। সবাইকে সদগতি প্রদান করেন। অতএব বাবা যেমন কর্তব্য করেন, বাচ্চাদেরও তেমন কর্তব্য করা উচিত। এই কথাও বোঝানো হয়েছে, যে শুরু থেকে অনেক ভক্তি করেছে, তাদের বুদ্ধিতে এই জ্ঞান স্থির থাকবে। এখনও দেবতাদের ভক্তের সংখ্যা অনেক আছে। নিজের মস্তক দান করতেও প্রস্তুত থাকে। অনেক ভক্তি যারা করেছে, তাদের পিছনে থাকে যারা কম ভক্তি করেছে। তাদের মহিমা বর্ণনা করে। তাদেরকে তো স্থূল রূপে দেখতে পায়। এখানে তোমরা তো হলে গুপ্ত রূপে। তোমাদের বুদ্ধিতে সৃষ্টির আদি-মধ্য-অন্তের সম্পূর্ণ জ্ঞান আছে। এই কথাও বাচ্চারা জানে - বাবা আমাদের পড়াতে এসেছেন। এখন আমরা ঘরে অর্থাৎ পরমধাম ফিরে যাব। যেখানে সব আত্মারা বাস করে, সেই হলো আমাদের ঘর। সেখানে কোনো শরীর থাকে না তাই আওয়াজও হয় না। আত্মা না থাকলে শরীর জড় হয়ে যায়। মানুষের শরীরের প্রতি খুব মোহ থাকে ! আত্মা শরীর ত্যাগ করে গেলে ৫ তন্ত্র পড়ে থাকে, তার প্রতিও অনেক ভালোবাসা থাকে। স্ত্রী নিজের স্বামীর চিতায় বসতে রাজী হয়ে যায়। শরীরের প্রতি অনেক মোহ থাকে। এখন তোমরা বুঝেছো মোহমুক্ত হতে হবে, সম্পূর্ণ দুনিয়ার থেকে। এই শরীর তো শেষ হবেই। তাই এই শরীরের প্রতি মোহ না থাকাই উচিত, তাইনা। কিন্তু অনেক মোহ থাকে। ব্রাহ্মণদের ভোজন করানো হয়। স্মরণ করা হয় - অমুকের শ্রাদ্ধ কার্য। এবারে সে তো আর ভোজন গ্রহণ করছে না। বাচ্চারা, তোমাদের এইসব বিষয় থেকে দূরত্ব বজায় রাখা উচিত। ড্রামায় প্রত্যেকে নিজের পার্ট প্লে করে। এই সময় তোমাদের জ্ঞান আছে, আমাদের মোহমুক্ত হতে হবে। মোহজিত রাজার কাহিনীও আছে যদিও কোনো মোহজিত রাজা হয় না। এইরকম অনেক কাহিনী লেখা আছে। সেখানে অকাল মৃত্যু হয় না। তাই জিজ্ঞাসা করার কোনো প্রশ্ন থাকে না। এইসময় তোমাদের মোহজিত বানানো হয়। স্বর্গে মোহজিত রাজারা ছিলো, যথা রাজা রানী তথা প্রজা ছিলো। ওই হলো মোহমুক্ত রাজধানী। রাবণের রাজ্যে মোহ থাকে। সেখানে তো বিকার থাকে না, রাবণ রাজ্য-ই নেই। রাবণের রাজত্ব শেষ হয়। রাম রাজ্যে কি হয়, সেই জ্ঞানও থাকে না। বাবা ব্যতীত এই জ্ঞান কেউ প্রদান করতে পারে না। বাবা এই দেহে উপস্থিত থেকেও দেহী-অভিমানী থাকেন। লোন বা ভাড়া করা বাড়ি নিলে তাতেও মোহ থাকে। বাড়ি টি সুন্দর করে সাজিয়ে রাখা হয়, এনাকে সাজানোর দরকার নেই। কারণ বাবা তো হলেন অশরীরী তাইনা। বাবার কোনোরকম শৃঙ্গার ইত্যাদি করার কোনো প্র্যাক্টিস-ই নেই। ঔনার তো কেবলমাত্র অবিনাশী জ্ঞান রত্ন দ্বারা বাচ্চাদের শৃঙ্গার করার প্র্যাক্টিস আছে। সৃষ্টির আদি-মধ্য-অন্তের রহস্য বুঝিয়ে দেন। শরীর তো হলো অপবিত্র, ঔনার যখন অন্য নতুন দেহ প্রাপ্ত হবে তখন পবিত্র হবেন। এই সময় তো এই হলো পুরানো দুনিয়া, যা শেষ হয়ে যাবে। সেই কথাও দুনিয়ায় কেউ জানে না। ধীরে ধীরে সবাই জানবে। নতুন দুনিয়ার স্থাপনা এবং পুরানো দুনিয়ার বিনাশ - এটা তো বাবারই কর্তব্য। বাবা এসে ব্রহ্মা দ্বারা প্রজা রচনা করে নতুন দুনিয়া স্থাপন করছেন। তোমরা কি নতুন দুনিয়ায় আছো ? না, নতুন দুনিয়া স্থাপন হচ্ছে। সুতরাং ব্রাহ্মণদের শিখাও উঁচুতে। বাবা বুঝিয়েছেন, বাবার সম্মুখে এলে সবচেয়ে প্রথমে স্মরণ করবে যে আমরা ঈশ্বর পিতার সম্মুখে যাই। শিববাবা তো হলেন নিরাকার। তাঁর সম্মুখে আমরা কীভাবে যাবো। অতএব পিতাকে স্মরণ করে তারপরে পিতার সম্মুখে আসবে। তোমরা জানো উনি ঔনার মধ্যে বিরাজিত আছেন। এই শরীর তো পতিত। শিববাবার স্মরণে না থেকে কোনো কাজ করলে সেই কাজ পাপে পরিণত হয়। আমরা শিববাবার কাছে যাই। পরে অন্য জন্মে অন্য আত্মীয়স্বজন থাকবে। সেখানে দেবতাদের কোলে জন্ম হবে। এই ঈশ্বরীয় সান্নিধ্য বা ঈশ্বরীয় কোল একবারই প্রাপ্ত হয়। মুখে বলে বাবা তোমার আপন হয়েছি। অনেকে এমন আছে যারা এখনও সাক্ষাৎ করেনি। বাইরে থাকে, তারা লেখে শিববাবা আমরা তোমার কোলের সন্তান হয়েছি। বুদ্ধিতে জ্ঞান আছে। আত্মা বলে - আমরা শিববাবার সন্তান হয়েছি। এর আগে আমরা পতিত কোলে ছিলাম। ভবিষ্যতে পবিত্র দেবতাদের কোলের সন্তান হয়ে যাবো। তোমাদের এই জন্ম হল দুর্লভ জন্ম। তোমরা এখানে সঙ্গমযুগে হীরে তুল্য হও। সঙ্গমযুগ জলের সাগর ও নদীর মিলনকে বলা হয় না। রাত দিনের পার্থক্য। ব্রহ্মপুত্র হলো বিশাল নদী, সাগরে মিলিত হয়। সব নদী সাগরে গিয়ে মিলিত হয়। তোমরাও তো জ্ঞান সাগর থেকে বের হয়েছো তোমরা হলে জ্ঞান-নদী। জ্ঞান সাগর হলেন শিববাবা। বিশাল নদী হলো ব্রহ্মপুত্র। তাঁর নাম হলো ব্রহ্মা। সাগরের সঙ্গে মিলন হয়। তোমরা জানো নদী কোথা থেকে বের হয়। সাগর থেকে বেরিয়ে আবার সাগরে এসে মিলিত হয়। সাগর থেকে মিষ্টি জল প্রাপ্ত করে। সাগরের সন্তান এসে সাগরের সঙ্গে মিলিত হয়। তোমরাও জ্ঞান সাগর থেকে বের হয়ে সবাই সেখানে চলে যাবে যেখানে তারা থাকে, তোমরা আত্মারাও সেখানেই থাকো। জ্ঞান সাগর এসে তোমাদের পবিত্র মিষ্টি করেন। আত্মা যে লবনাক্ত হয়ে গেছে তাদের মিষ্টি করেন। ৫ বিকার রূপী লবণ তোমাদের মধ্যে থেকে দূর হয় তখন তোমরা তমোপ্রধান থেকে সতোপ্রধান হয়ে যাও। বাবা পুরুষার্থ করান। তোমরা সতোপ্রধান ছিলে, স্বর্গে ছিলে। তোমরা এখন ছিঃ ছিঃ হয়েছো।

রাবণ তোমাদের কি বানিয়েছে। ভারতেই গায়ন আছে হীরে সম জন্ম অমূল্য।

বাবা বলেন, তোমরা কড়ি অর্থাৎ অর্থ উপার্জন করতে এত অস্থির কেন হও। কড়ি বেশী মাত্রায় তো প্রয়োজন নেই। গরিব মানুষ অতি শীঘ্র বুঝে যায়। ধনী মানুষ বলে আমাদের জন্যে তো এখানেই স্বর্গ। তোমরা বাচ্চারা জানো - মানুষ মাত্রই এখন সবারই কড়ি সম জন্ম। আমরাও এইরকম ছিলাম। এখন বাবা আমাদের কি বানিয়েছেন। মুখ্য উদ্দেশ্য তো আছে তাইনা। আমরা নর থেকে নারায়ণ হই। ভারত এখন কড়ি সম কাণ্ডাল হয়েছে তাইনা। ভারতবাসী নিজেরা তো জানেনা। এখানে তোমরা হলে খুব সাধারণ অবলা। কোনও ধনী মানুষের এখানে বসার ইচ্ছে হবে না। যেখানে বড় লোক মানুষ সন্ধ্যাসী গুরু ইত্যাদি থাকবে সেখানকার বড় বড় সভায় যাবে। বাবাও বলেন আমি হল্যাম দীনের নাথ (গরিব নিবাজ)। বলা হয় ভগবান গরীব মানুষকে রক্ষা করেন। এখন তোমরা জানো - আমরা খুব ধনী ছিলাম। এখন আবার পরিণত হচ্ছি। বাবা লেখেন তোমরা পদ্মপতি হও। সেখানে কোনো মারামারি নেই। এখানে দেখো টাকা পয়সার জন্য কত মারামারি হয়। ঘুষ দেওয়া হয়। মানুষের টাকা তো চাই তাইনা। তোমরা বাচ্চারা জানো বাবা আমাদের খাজানা ভরপুর করে দেন। অর্ধকল্পের জন্য যত চাই তত ধন প্রাপ্ত করো, কিন্তু পুরো পুরুষার্থ করো। গাফিলতি কোরোনা। বলা হয় ফলো ফাদার করো তাইনা। ফাদারকে ফলো করলে তবে এমন স্বরূপে পরিণত হবে। নর থেকে নারায়ণ, নারী থেকে লক্ষ্মী, খুব কঠিন এই পরীক্ষা। এতে একটুও গাফিলতি করা উচিত নয়। বাবা শ্রীমং দেন অতএব সেই অনুযায়ী চলতে হবে। নিয়ম কায়দা উলঙ্ঘন করবে না। শ্রীমং দ্বারা তোমরা শ্রী স্বরূপে পরিণত হও। লক্ষ্য খুবই উঁচুতে। নিজের প্রতিদিনের খাতা রাখো। উপার্জন জমা হয়েছে নাকি ক্ষতি হয়েছে? বাবাকে কতক্ষণ স্মরণ করেছে? কতজনকে পথ বলেছে? তোমরা হলে অন্ধের লাঠি তাইনা। তোমরা গুণের তৃতীয় নেত্র প্রাপ্ত করো। আচ্ছা!

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ঔনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) যেমন বাবা হলেন মিষ্টি, তেমনই মিষ্টি হয়ে সবাইকে সুখ প্রদান করতে হবে। কোনোরকম অকর্তব্যের কাজ করবে না। সর্বোত্তম কল্যাণের কাজই করতে হবে।

২) কড়ির পিছনে বিভ্রান্ত হবে না। পুরুষার্থ করে নিজের জীবন হীরে তুল্য করতে হবে। গাফিলতি করবে না।

বরদান:- চ্যালেঞ্জ এবং প্রাক্টিক্যালকে সমান করে নিজেকে পাপমুক্তকারী বিশ্ব সেবাধারী ভব*

ব্যখ্যা: তোমরা বাচ্চারা যা চ্যালেঞ্জ করো সেই চ্যালেঞ্জ এবং প্রাক্টিক্যাল জীবনে যেন সম্ভাব থাকে, তা নাহলে পুণ্য আত্মার পরিবর্তে ভারযুক্ত আত্মায় পরিণত হবে। এই পাপ এবং পুণ্যের গতিকে জেনে নিজেকে সুরক্ষিত রাখো কারণ সঙ্কল্পেও কোনো বিকারের দুর্বলতা, ব্যর্থ কথা, ব্যর্থ ভাবনা, ঘৃণা বা ঈর্ষা যুক্ত ভাবনা পাপের খাতা বৃদ্ধি করে। তাই পুণ্য আত্মা ভব-র বরদান দ্বারা নিজেকে সুরক্ষিত বা সেফ রেখে বিশ্ব সেবাধারী হও। সংগঠিত রূপে একমত, একরস স্থিতির অনুভব করাও।

স্লোগান:- পবিত্রতার আলো চারিদিকে প্রস্রবিত করো, তাহলে বাবাকে সহজে দেখতে পাবে।*

“মিষ্টি বাচ্চারা - শ্রীমৎ অনুসারে চলে সবাইকে মুক্তি জীবনমুক্তি পাওয়ার রাস্তা দেখাও, সারাদিন কেবল এই কাজ-ই করতে থাকো”

প্রশ্নঃ - বাবা এমন কোন্ সূক্ষ্ম বিষয়ের জ্ঞান শুনিয়েছেন যেটা ভালোভাবে বুঝতে হবে ?

উত্তরঃ - ১) সত্যযুগ হলো অমরপুরী, ওখানে আত্মা একটা শরীর ত্যাগ করে অন্য শরীর ধারণ করে কিন্তু মৃত্যুর নামও সেখানে থাকবে না। তাই ওই দুনিয়াকে মৃত্যুপুরী বলা হয় না। ২) শিববাবার রচনা সীমাহীন। বর্তমান সময়ে কেবল তোমরা ব্রাহ্মণরাই হলে ব্রহ্মার রচনা। ত্রিমূর্তি শিব বলা হয় কিন্তু ত্রিমূর্তি ব্রহ্মা বলা হয় না। বাবা এইসব সূক্ষ্ম বিষয়ের জ্ঞান শুনিয়েছেন। এইসব বিষয়ের ওপর চিন্তন করে নিজেকেই বুদ্ধির জন্য খাদ্য প্রস্তুত করতে হবে।

ওম্ শান্তি । ত্রিমূর্তি শিব ভগবানুবাচ। কিন্তু দুনিয়ার মানুষ ত্রিমূর্তি ব্রহ্মা বলে দেয়। বাবা বলছেন - ত্রিমূর্তি শিব ভগবানুবাচ। ত্রিমূর্তি ব্রহ্মা ভগবানুবাচ তো বলে না। তোমরাও ত্রিমূর্তি শিব ভগবানুবাচ বলতে পারো। ওরা শিব-শঙ্করকে মিলিয়ে দিয়েছে। এই বিষয়টা তো একেবারে স্পষ্ট। ত্রিমূর্তি ব্রহ্মার পরিবর্তে ত্রিমূর্তি শিব ভগবানুবাচ বলতে হবে। দুনিয়ায় মানুষ বলে যে শঙ্কর চোখ খুললেই বিনাশ হয়ে যায়। কিন্তু এগুলো বুদ্ধি দিয়ে বুঝতে হবে। তিনজনের ভূমিকাই প্রধান। ব্রহ্মা এবং বিষ্ণুর তো ৮৪ জন্মের অনেক বড় ভূমিকা আছে। বিষ্ণু এবং প্রজাপিতা ব্রহ্মার অর্থও তোমরা বুঝেছ। এই তিনজনেরই মূখ্য ভূমিকা রয়েছে। ব্রহ্মা জন্য গায়ন আছে আদম বা আদিদেব। প্রজাপিতার মন্দিরও আছে। এটা হলো বিষ্ণুর অথবা কৃষ্ণের অন্তিম ৮৪ তম জন্ম। এই জন্মে নাম রাখা হয়েছে ব্রহ্মা। প্রমাণ করে দেখাতে হবে - ব্রহ্মা থেকেই বিষ্ণু। ব্রহ্মা হলেন শিববাবার দত্তক নেওয়া সন্তান। এরা দুজনে হলেন শিববাবার সন্তান। প্রকৃতপক্ষে সন্তান তো একজনই। আসলে ব্রহ্মাই হলো শিববাবার সন্তান। বাবা এবং ঠাকুরদাদা। এখানে বিষ্ণুর নামই আসে না। প্রজাপিতা ব্রহ্মার দ্বারা শিববাবা স্থাপন করছেন। বিষ্ণুর দ্বারা তো স্থাপন করছেন না। শিববাবার যেমন সন্তান রয়েছে, সেইরকম ব্রহ্মাবাবারও সন্তান রয়েছে। কিন্তু বিষ্ণুর ক্ষেত্রে সন্তান বলা যাবে না। লক্ষ্মী-নারায়ণের তো এত সন্তান হওয়া সম্ভব নয়। এগুলো হলো বুদ্ধির খাদ্য। নিজেকেই খাবার বানাতে হবে। সবথেকে বেশি ভূমিকা আছে বিষ্ণুর। তাই ৮৪ জন্মের বিরাট রূপ বিষ্ণুর ক্ষেত্রেই দেখানো হয়, ব্রহ্মার নয়। তবে বিরাট রূপের চিত্র বিষ্ণুর ক্ষেত্রে দেখানো হলেও আগে ব্রহ্মার নাম উচ্চারণ করা হয়। ব্রহ্মার খুব অল্প সময়ের ভূমিকা আছে। তাই বিরাট রূপের চিত্রে বিষ্ণুকে দেখানো হয়। বিষ্ণুরই চারটে হাত দেখানো হয়। বাস্তবে ওইসব অলংকার তো তোমাদের জন্যই। এগুলো সব ভালোভাবে বোঝার বিষয়। কোনো মানুষ এগুলো বোঝাতে পারবে না। বাবা নুতন নুতন পদ্ধতিতে বোঝাচ্ছেন। বাবা বলছেন - ত্রিমূর্তি শিব ভগবানুবাচ কথাটাই তো ঠিক, তাই না ? *বিষ্ণু, ব্রহ্মা এবং শিব।* এদের মধ্যে প্রজাপিতা ব্রহ্মাকেই সন্তান বলা যাবে। বিষ্ণুকে সন্তান বলা যাবে না। হয়তো বিষ্ণুকেও রচনা বলা হয়, কিন্তু প্রথমে তো ব্রহ্মার রচনা হবে। তারপর তিনি ভিন্ন নাম, রূপ ধারণ করেন। বিষ্ণুই মূখ্য ভূমিকা পালন করেন। ব্রহ্মার ভূমিকা তো বর্তমানে অতি সামান্য সময়ের জন্য। বিষ্ণুর অনেক সময় ধরে রাজত্ব চলে। আর শিববাবা হলেন গোটা বৃক্ষের বীজরূপ। তাঁর রচনাদেরকে শালিগ্রাম বলা হয়। ব্রহ্মার রচনাকে ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণী বলা হয়। শিববাবার যত রচনা, ব্রহ্মার তো অত রচনা নয়। শিববাবার অনেক রচনা। সকল আত্মাই তাঁর সন্তান। আর ব্রহ্মার রচনা কেবল তোমরা ব্রাহ্মণরা। তাই সংখ্যায় সীমিত। শিববাবার রচনা অসীম, সকল আত্মা। তিনি অসীম জগতের আত্মাদের কল্যাণ করেন। ব্রহ্মার দ্বারা স্বর্গের স্থাপন করেন। তোমরা ব্রাহ্মণরাই স্বর্গবাসী হও। এছাড়া আর কাউকে স্বর্গবাসী বলা যাবে না। তবে সকলেই নির্বাণধাম অথবা শান্তিধামের নিবাসী। সবথেকে শ্রেষ্ঠ সেবা তো শিববাবা করেন। সকল আত্মাকে নিয়ে যান। সকলের ভূমিকা আলাদা আলাদা। শিববাবা বলছেন- আমার ভূমিকা একেবারে আলাদা। সকলের হিসাব সমাপ্ত করে তোমাদেরকে পবিত্র বানিয়ে নিয়ে যাই। তোমরা এখন এখানে পবিত্র হওয়ার জন্য পুরুষার্থ করছ। অন্যরা সবাই বিনাশের সময়ে হিসাব মিটিয়ে ফেরত যাবে। সৃষ্টিচক্র তো আবর্তিত হবেই।

তোমরা বাচ্চারা ব্রহ্মার দ্বারা ব্রাহ্মণ হও এবং তারপর দেবতা হয়ে যাও। তোমরা ব্রাহ্মণরা শ্রীমৎ অনুসারে সেবা করছ। দুনিয়ার মানুষকে রাস্তা দেখাচ্ছ - মুক্তি এবং জীবনমুক্তি পেতে চাইলে এইভাবে পেতে পারো। দুটো চাবিই হাতে আছে। তোমরা এটাও জানো যে কারা মুক্তিলাভ করবে আর কারা জীবনমুক্তি পাবে। সারাদিন তোমাদের এই একটাই কাজ। কেউ যদি সবজি বিক্রি করে তাহলে তার বুদ্ধিতে সারাদিন সেটাই থাকে। তোমাদের কাজ হলো এই রচনার আদি, মধ্য

এবং অষ্টমকালকে জানা এবং অন্যকে মুক্তি, জীবনমুক্তির রাস্তা দেখানো। যারা এই ধর্মের হবে, তারা অবশ্যই বেরিয়ে আসবে। এমন অনেক ধর্ম আছে যারা তাদের নিজের ধর্ম পরিবর্তন করে না। প্রাথমিকভাবে হয়তো মেনে নেবে কিন্তু এমন নয় যে তাদের চেহারা পাল্টে যাবে। কেবল ধর্মটাকে মেনে নেবে। অনেকে এইরকম বৌদ্ধধর্মকে মেনে চলে কারণ দেবীদেবতা ধর্ম তো এখন প্রায় লুপ্ত। এমন একজন ব্যক্তিও নেই যে নিজেকে দেবীদেবতা ধর্মের বলবে। কেবল দেবতাদের ছবিগুলোই কাজে আসে। আত্মা তো অবিনাশী, কখনো মৃত্যু হয় না। একটা শরীর ত্যাগ করে অন্য শরীর নিয়ে ভূমিকা পালন করে। ওই দুনিয়াটাকে মৃত্যুপুরী বলা হয় না। ওটা হলো অমরপুরী। কেবল শরীর পরিবর্তন করে। এই সূক্ষ্ম বিষয়গুলো ভালোভাবে বুঝতে হবে। এগুলো কোনো স্থূল বিষয় নয়। বিয়ের সময়ে কাউকে অল্প কিছু দেওয়া হয়, আবার কাউকে অনেক কিছু দেওয়া হয়। কেউ সবাইকে দেখিয়ে উপহার দেয়, আবার কেউ বন্ধ বাস্তবের মধ্যে দেয়। কত রকমের মানুষ আছে। তোমরা অনেক উত্তরাধিকার লাভ করো। কারণ তোমরা হলে কনে। বাবা হলেন বর। তোমাদের মতো বাচ্চাদেরকে সাজিয়ে তিনি অসীম বিশ্বের রাজত্ব দিয়ে দেন। তোমরাই বিশ্বের মালিক হও। মুখ্য বিষয় হলো - স্মরণ। জ্ঞান তো খুবই সহজ। স্মরণের ক্ষেত্রে কেবল বাবাকে স্মরণ করতে হয়। কিন্তু দেখা যায় যে স্মরণ করতেই ভুলে যায়। অনেকেই বলে - বাবা, স্মরণ করতে ভুলে যাই। তোমরা যখন কাউকে বোঝাবে, সর্বদা 'স্মরণ' শব্দটা ব্যবহার করো। 'যোগ' শব্দটা ঠিক নয়। স্টুডেন্টদের কথা তো টিচারের মনে থাকে। বাবা হলেন সুপ্রীম সোল (পরম আত্মা)। তোমরা আত্মারা সুপ্রীম নয়। তোমরা পতিত হয়ে গেছ। তাই এখন বাবাকে স্মরণ করো। টিচার, বাবা এবং গুরুকে স্মরণ করতে হয়। দুনিয়ায় তো গুরুরা বসে বসে শাস্ত্র পাঠ করে, মন্ত্র দেয়। বাবা এখানে একটাই মন্ত্র দিচ্ছেন - "মন্বনা ভব"। তারপর কি? মধ্যাজী ভব। তোমরা বিষ্ণুপুরীতে চলে যাবে। তোমরা সবাই তো রাজা রানী হবে না। রাজা রানীর সাথে প্রজাও থাকবে। মুখ্য হলো ত্রিমূর্তি। শিববাবার পরেই আছেন ব্রহ্মাবাবা, যিনি মনুষ্য সৃষ্টি অর্থাৎ ব্রাহ্মণদের রচনা করেন। তারপর নিজে বসে থেকে ব্রাহ্মণদেরকে শিক্ষা দেন। এগুলো সব নতুন কথা। *তোমরা ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণীরা হলে পরস্পরের ভাই-বোন। বৃদ্ধ ব্যক্তিও বলবে আমরা ভাই-বোন। এই বিষয়টা আন্তরিক ভাবে বুঝতে হবে। সবাইকে অযথা বলে বেড়ানো উচিত নয়।* স্বয়ং ভগবান প্রজাপিতা ব্রহ্মার দ্বারা রচনা করেছেন। সুতরাং প্রজাপিতা ব্রহ্মার সন্তান হওয়ার জন্য পরস্পরের ভাই-বোন হয়ে গেলাম। এটাই বোঝার বিষয়। বাচ্চারা, তোমাদের তো খুবই খুশি হতে হবে। আমাদের কে পড়াচ্ছেন? শিববাবা। ত্রিমূর্তি শিব। ব্রহ্মার ভূমিকা খুবই অল্প সময়ের জন্য। বিষ্ণুর তো সত্যযুগের রাজধানীতে ৮ জন্ম ধরে ভূমিকা থাকবে। ব্রহ্মার ভূমিকা কেবল একটা জন্মের জন্য। বিষ্ণুর ভূমিকা অনেক বড়। ত্রিমূর্তি শিববাবার ভূমিকাই মুখ্য। তারপর আছে ব্রহ্মার ভূমিকা, যিনি তোমাদের মতো বাচ্চাদেরকে বিষ্ণুপুরীর মালিক বানাচ্ছেন। ব্রহ্মার দ্বারা ব্রাহ্মণ রচনা হয়, তারপর ব্রাহ্মণ থেকে দেবতা হয়। তাই ইনি হলেন অলৌকিক পিতা। বর্তমান সময়ে খুব অল্প সময়ের জন্য ইনি পিতা থাকেন। আদিদেব বা আদম এবং বিবি। এঁাদের ছাড়া সৃষ্টি কিভাবে রচিত হবে? এঁারা হলেন আদিদেব এবং আদিদেবী। কেবল এই সপ্তমযুগেই ব্রহ্মার ভূমিকা রয়েছে। দেবতাদের ভূমিকা অনেক সময় ধরে থাকে। তবে কেবল সত্যযুগেই দেবতাদের ভূমিকা থাকে। ত্রেতাযুগে তো ক্ষত্রিয় বলা হবে। এখানে এইরকম খুব সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম পয়েন্টস শুনতে পাওয়া যায়। সবকিছু তো একসঙ্গে বর্ণনা করা সম্ভব নয়। দুনিয়ার মানুষ ত্রিমূর্তি ব্রহ্মা বলে দেয়। শিববাবাকে সরিয়ে দিয়েছে। কিন্তু আমরা ত্রিমূর্তি শিব বলি। এইসব ছবি তো ভক্তিমার্গের। ব্রহ্মার দ্বারা প্রজাদের রচনা হয়। তারপর তোমরা দেবতা হয়ে যাও। বিনাশের সময়ে প্রাকৃতিক বিপর্যয় আসবে। বিনাশ তো হবেই। কলিযুগের পরে আবার সত্যযুগ আসবে। এত শরীরের বিনাশ তো অবশ্যই হবে। সবকিছুই প্র্যাকটিক্যাল হবে। কেবল চোখ খুললেই কি এইসব হওয়া সম্ভব? *যখন স্বর্গ হারিয়ে যায়, তখনও ভূমিকম্প ইত্যাদি হবে। তাহলে কি সেই সময়েও শঙ্কর এইরকম চোখ খুলবে? গায়ন আছে, দ্বারকা অথবা লঙ্কা জলের নীচে চলে গেছে। বাবা এখন বোঝাচ্ছেন, আমি পাথরের মতো বুদ্ধিকে পরশসম বানানোর জন্য এসেছি। মানুষ চিংকার করে ডাকছে - হে পতিত-পাবন তুমি এসো, এসে এই দুনিয়াকে পবিত্র করে দাও। কিন্তু মানুষ এটা বোঝে না যে এখন কলিযুগ চলছে এবং এরপরে সত্যযুগ আসবে। বাচ্চারা, তোমাদের তো খুশিতে নৃত্য করা উচিত। ব্যারিস্টাররা যখন পরীক্ষায় পাস করে, তখন তারা ভাবে যে এরপর আমি অনেক উপার্জন করব, তারপর বাড়ি বানাব, আরো কত কিছু। তোমরা এখন সত্যিকারের উপার্জন করছ। স্বর্গে তোমরা সবকিছু নতুন পাবে। ভেবে দেখ, সোমনাথ মন্দিরে কত কিছু ছিল। এইরকম কেবল একটা মন্দির তো থাকবে না। ওই মন্দির স্থাপনের পর ২৫০০ বছর হয়ে গেছে। বানানোর জন্য সময়ও লেগেছে। তারপর নিশ্চয়ই পূজাও হয়েছে। তারপরে সেই মন্দির এসে লুণ্ঠ করে নিয়ে গেছে। সঙ্গে সঙ্গে তো লুণ্ঠ করতে আসবে না। এইরকম অনেক মন্দির ছিল। পূজা করার জন্য মন্দির বানানো হত। তোমরা এখন জানো যে আমরা বাবাকে স্মরণ করতে করতে স্বর্ণযুগে চলে যাব। আত্মা পবিত্র হয়ে যাবে। পরিশ্রম তো করতেই হবে। পরিশ্রম না করলে চলবে না। এক সেকেন্ডে জীবনমুক্তির গায়ন রয়েছে। কিন্তু এইভাবে কি পাওয়া যায়? এটা বোঝা যায় যে বাচ্চা হলে অবশ্যই পাওয়া যায়। তোমরা এখন মুক্তিধামে যাওয়ার জন্য পুরুষার্থ করছ। বাবাকে স্মরণ করতে হয়। দিনে দিনে বাবা তোমাদের মতো বাচ্চাদের বুদ্ধিকে পরিশ্রুত করছেন। বাবা বলছেন, আমি তোমাদেরকে খুব গুহ্য বিষয়ের জ্ঞান শোনাই।

আগে এইরকম বলিনি যে আত্মাও বিন্দু আর পরমাণুও বিন্দু। তোমরা হয়তো বলবে যে আগে কেন বলিনি। এটা তো ড্রামাতে ছিল না। যদি আগেই তোমাদেরকে এটা বলে দিতাম তাহলে তোমরা বুঝতেই পারতে না। ধীরে ধীরে বাবা বোঝাচ্ছেন। এটা হলো রাবণের রাজত্ব। রাবণের রাজত্বে সবাই দেহ-অভিমানী হয়ে যায়। সত্যযুগে আত্ম-অভিমানী থাকবে, নিজেকে আত্মা বলে জানবে। আমার শরীরের অনেক বয়স হয়েছে, এবার এটা ত্যাগ করে ছোট শরীর নেব। আত্মার শরীর প্রথমে ছোট থাকে, পরে বৃদ্ধি হয়। এখানে তো সকলের আয়ু সমান নয়। অনেকের অকালে মৃত্যু হয়ে যায়। কারোর আবার ১২৫ বছর পর্যন্ত আয়ু হয়। বাবা বোঝাচ্ছেন, তোমরা বাবার কাছ থেকে উত্তরাধিকার নিষ্ক, তাই খুব খুশি হওয়া উচিত। *গন্ধর্ব মতে বিয়ে করা কোনো খুশির ব্যাপার নয়, এটা তো দুর্বলতা। কোনো কুমারী যদি বলে যে আমি পবিত্র থাকতে চাই, তাহলে কি কেউ তাকে মেরে ফেলবে ? কিন্তু জ্ঞান কম থাকার জন্য ভয় পেয়ে যায়।* একজন ছোট কুমারীকেও যদি কেউ আঘাত করে রক্ত বের করে দেয়, তাহলে পুলিশের কাছে অভিযোগ করলে তাকে শাস্তি পেতে হবে। কোনো জন্তু-জানোয়ারকেও যদি কেউ মারে তাহলে সেটার জন্যও মামলা হয়, শাস্তি পেতে হয়। তাই *বাচ্চারা, তোমাদেরকেও কেউ মারতে পারবে না। কুমারদেরকেও কেউ মারতে পারবে না। ওরা তো নিজেরাই উপার্জন করতে পারবে। নিজের শরীর নির্বাহ করতে পারবে। পেট তো খুব বেশি খাবার খায় না। একজন মানুষের খাওয়ার জন্য ৪-৫ টাকা খরচ হয়, আবার একজনের ৪০০-৫০০ টাকা প্রয়োজন হয়। অনেক টাকা থাকলেই লোভ বেড়ে যাবে। গরিবের টাকা নেই, তাই লোভও নেই। ওরা শুকনো রুটিতেই খুশি। বাচ্চাদেরকে খুব বেশি খাওয়া-দাওয়ার ঝামেলায় যাওয়া উচিত নয়। খাওয়ার বিষয়ে শোখিন হওয়া উচিত নয়। তোমরা তো জানো যে ওখানে আমরা সবকিছুই পাব। সীমাহীন রাজত্ব আর সীমাহীন সুখ পাওয়া যায়। ওখানে কোনো রোগ-জ্বালা হবে না। সুস্বাস্থ্য, সমৃদ্ধি, সুখ সবকিছুই থাকবে। বার্ধক্য অবস্থাতেও ওখানে খুব সুন্দর থাকবে, খুশিতে থাকবে। কোনো রকম সমস্যা হবে না। প্রজারাও এইরকম হবে। কিন্তু তাই বলে এটা ভাবা উচিত নয় যে আত্মা, তাহলে তো প্রজা হলেই চলবে। এইরকম ভাবলে এই দুনিয়ার ভীল-দের (একটি বিশেষ জাতি) মতো হয়ে যাবে। সূর্য বংশের লক্ষ্মী-নারায়ণ হওয়ার জন্য তো সেইরকম পুরুষার্থও করতে হবে। আত্মা !

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ওঁনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) খুব বেশি খাওয়া-দাওয়ার ঝামেলায় যাওয়া উচিত নয়। লোভ ত্যাগ করে সীমাহীন উত্তরাধিকারের সুখকে স্মরণ করতে হবে।

২) আমরা হলাম ব্রহ্মার নূতন রচনা অর্থাৎ পরম্পরের ভাই-বোন। এই বিষয়টা আন্তরিক ভাবে বুঝতে হবে, কাউকে বলার প্রয়োজন নেই। শিববাবা আমাদেরকে পড়াচ্ছেন - এটা স্মরণে রেখে সর্বদা খুশিতে থাকতে হবে।

বরদান:- মায়াবী সম্বন্ধগুলোকে ত্যাগ করে বাবার সাথে সম্বন্ধ স্থাপনের সওদা করে মায়াজিৎ, মোহজিৎ ভব*
এখন স্মৃতির দ্বারা পুরাতন সওদাগুলোকে বাতিল করে সিঙ্গল হয়ে যাও। পরম্পরের সহযোগী থাকো কিন্তু সাথী নয়। কেবল একজনকেই সাথী বানিয়ে নিলে মায়াবী সম্বন্ধগুলোর সাথে ডিভোর্স হয়ে যাবে। মায়াজিৎ, মোহজিৎ এবং বিজয়ী থাকবে। যদি কারোর প্রতি একটুও মোহ থাকে, তাহলে তীর পুরুষার্থীর পরিবর্তে সাধারণ পুরুষার্থী হয়ে যাবে। তাই যে কোনো ঘটনাই ঘটুক না কেন, সর্বদা খুশিতে নাচতে থাকো। কারোর পৌষ মাস তো কারোর সর্বনাশ - এইরকম অবস্থাকেই মোহমুক্ত অবস্থা বলা হয়। এইরকম মোহমুক্ত অবস্থায় থাকলেই বিজয় মালার দানা হওয়া যায়।

স্লোগান:- সত্যের বিশেষত্বের দ্বারা হীরার ঔজ্জ্বল্য বৃদ্ধি করো।*

"মিষ্টি বাচ্চারা - বাবা যেমন গাইড, সেই রকম গাইড হয়ে সকলকে বাড়ীর রাস্তা বলে দিতে হবে, অন্ধের লাঠি হয়ে উঠতে হবে"

প্রশ্নঃ - এই পূর্ব নির্ধারিত অনাদি ড্রামার রহস্য কি, যা তোমরা অর্থাৎ বাচ্চারা জানো?

উত্তরঃ - এ হলো পূর্ব-নির্ধারিত অনাদি ড্রামা, এতে না তো কোনো অ্যাক্টর অ্যাড হতে পারে, আর না কেউ ছেড়ে চলে যেতে পারে। মোক্ষ কারোরই প্রাপ্তি হয় না। কেউ বলে আমি এই আবাগমনের (যাওয়া-আসার) চক্রে আসিই না। বাবা বলেন - হ্যাঁ কিছু সময়ের জন্য হলেও সকলকেই এই চক্রে আসতে হয়। কিন্তু পার্টের থেকে কেউ বিচ্ছিন্ন হতে পারে না। এটাই হল ড্রামার রহস্য, বাচ্চারা তোমরাই তা জানো।

ওম্ শান্তি। মিষ্টি মিষ্টি বাচ্চারা জানে যে, ভোলানাথ কাকে বলা হয়। তোমরা অর্থাৎ সঙ্গমযুগী বাচ্চারা জানতে পারো, কলিযুগী মানুষ সামান্যতমও জানে না। জ্ঞানের সাগর হলেন একমাত্র বাবা, তিনিই সৃষ্টির আদি-মধ্য-অন্তের জ্ঞান বোঝান। নিজের পরিচয় দেন। বাচ্চারা, তোমরা এখন বুঝতে পারো, পূর্বে কিছুই জানতে না। বাবা বলেন আমিই এসে ভারতকে স্বর্গে পরিণত করি, অসীম জগতের উত্তরাধিকার প্রদান করি। যা তোমরা এখন গ্রহণ করছো। জানি যে আমরা অসীম জগতের পিতার থেকে অসীম জগতের সুখের উত্তরাধিকার গ্রহণ করছি। এইটা হলো পূর্ব নির্ধারিত ড্রামা, এক জন অ্যাক্টরও না অ্যাড হতে পারে, না কম হতে পারে। সবারই নিজস্ব পার্ট প্রাপ্ত হয়েছে। মোক্ষ প্রাপ্ত করতে পারে না। যে-যে সেই ধর্মের আবার সেই ধর্মে চলে যাবে। বৌদ্ধ বা খ্রীস্টান ইচ্ছা করলেও স্বর্গে যেতে পারে না। যখন তাদের ধর্ম স্থাপক আসে তখনই তার পার্ট থাকে। বাচ্চারা, এটা তোমাদের বুদ্ধিতে আছে। সমগ্র দুনিয়ার মানুষ মাত্র এই সময় হলো নাস্তিক অর্থাৎ অসীম জগতের পিতাকে জানতে অক্ষম। মানুষই তো জানবে যে না! এই নাট্যশালা হলো মানুষেরই। প্রত্যেক আত্মা নির্বাণধাম থেকে আসে পার্ট করতে। আবার পুরুষার্থ করে, নির্বাণধামে যাওয়ার জন্য। বলে থাকে বুদ্ধ নির্বাণ গিয়েছে। এখন বুদ্ধের শরীর তো যায়নি, আত্মা গেছে। কিন্তু বাবা বোঝান, কেউই যায় না। নাটক থেকে বেরোতেই পারে না। মোক্ষ প্রাপ্ত করতে পারে না। এটা পূর্ব নির্ধারিত ড্রামা যে। কোন মানুষ মনে করে মোক্ষ প্রাপ্তি হয়, সেইজন্য পুরুষার্থ করতে থাকে। যেমন জৈন ধর্মে লোকেরা পুরুষার্থ করতে থাকে, তাদের নিজস্ব নিয়ম-রীতি আছে, তাদের নিজেদের গুরু আছে, যাকে মাননা করে। এছাড়া মোক্ষ কারোরই প্রাপ্ত হতে পারে না। তোমরা তো জানো যে এই ড্রামাতে আমরা হলাম পার্টধারী। আমরা কবে এসেছি, আবার ফিরে যাবো কীভাবে, এটা কারোর জানা নেই। জানোয়ার তো আর জানবে না। মানুষই বলে আমরা হলাম অ্যাক্টর, পার্টধারী। এটা হলো কর্মক্ষেত্র, যেখানে আত্মারা থাকে। নির্বাণধামকে কর্মক্ষেত্র বলা যাবে না। ওটা তো হলো নিরাকারী দুনিয়া। ওখানে কোনো খেলা-ধূলা নেই, অ্যাক্ট (কর্ম) নেই। নিরাকারী দুনিয়া থেকে সাকারী দুনিয়াতে আসে ভূমিকা পালন করতে, যার আবার রিপিট (পুনরাবৃত্তি) হতে থাকে। কখনো কখনো হয়ই না। শাস্ত্রে দেখানো হয় - মহাভারত লড়াইতে যাদব আর কৌরব মারা গেছে, বাকি পঞ্চ পান্ডব বেঁচে গেছে, তারাও আবার পাহাড়ী পথে গলে গিয়ে মারা গেছে। বাকি কিছুই থাকেনি। এর থেকে মনে করে, প্রলয় হয়ে গেছে। এই সব কথা বসে বানানো হয়েছে, আবার দেখানো হয়েছে অশ্বখ পাতার উপর এক বাচ্চা আঙুল চুষতে চুষতে আসছে। এখন এর থেকে কীভাবে দুনিয়া জন্মাবে। মানুষ যা কিছু শোনে সেটা সত্যি-সত্যি করতে থাকে। বাচ্চারা, তোমরা এখন জানো যে শুরু থেকে কি না কি লিখে দিয়েছে। এই সব হলো ভক্তি মার্গের শাস্ত্র। ভক্তকে ফল দিতে পারেন একমাত্র ভগবান বাবা। কেউ মুক্তিতে কেউ জীবন মুক্তিতে চলে যাবে। প্রত্যেক পার্ট ধারী আত্মার যখন পার্ট আসবে, তখন তারা পুনরায় এই সৃষ্টি রঙ্গমঞ্চে এসে অভিনয় করবে। ড্রামার এই রহস্য তোমরা অর্থাৎ বাচ্চারা ব্যতীত কেউ জানে না। তারা বলে যে, আমি রচনা আর রচয়িতাকে জানি না। তোমরা ড্রামার অ্যাক্টর হয়েছো আর ড্রামার আদি-মধ্য-অন্ত, ডিউরেশন ইত্যাদি না জানলে তো অবুঝ বলবে যে, না! বোঝালেও বোঝে না। ৬৪ লক্ষ জন্ম মনে করার কারণে ডিউরেশনও লক্ষ বছর করে দেয়।

এখন তোমরা বুঝে গেছো যে, বাবা আমরা আপনার কাছে প্রতি কল্পে এসে স্বর্গের বাদশাহী প্রাপ্ত করি। ৫ হাজার বছর পূর্বেও আপনার সাথে মিলিত হয়েছিলাম, অসীম জগতের উত্তরাধিকার গ্রহণ করতে। যথা রাজা-রানী তথা প্রজা, সবাই বিশ্বের মালিক হয়ে ওঠে। সেখানে প্রজারাও বলবে, আমরা হলাম বিশ্বের মালিক। তোমরা যখন বিশ্বের মালিক হয়ে ওঠো, সেই সময় চন্দ্রবংশী রাজ্য থাকে না। তোমরা অর্থাৎ বাচ্চারা ড্রামার সমগ্র আদি-মধ্য-অন্তকে জানো। মানুষ ভক্তি মার্গে যাকে পূজা করে, তাঁকেও যথার্থ রীতি জানে না। যাঁকে ভক্তি করতে হয় তো তাঁর বায়োগ্রাফীও জানা উচিত। বাচ্চারা,

তোমরা এখন বাবার মাধ্যমে সকলের বায়োগ্রাফী জেনেছো। তোমরা বাবার হয়েছো। বাবার বায়োগ্রাফী জানা আছে। সেই বাবা হলেন পতিত-পাবন, লিবারেটর (মুক্তিদাতা), গাইড (পথপ্রদর্শক)। তোমাদের বলা হয় পান্ডব। তোমরা সকলের গাইড হয়ে ওঠো, অন্ধের লার্ডি হয়ে ওঠো সকলকে পথ- নির্দেশ দিতে। বাবা যেমন গাইড তোমাদের অর্থাৎ বাচ্চাদেরও সেই রকম গাইড হতে হবে। সকলকে পথ বলে দিতে হবে। তোমরা হলে আত্মা, তিনি হলেন পরমাত্মা, ঊঁনার থেকে অসীম জগতের উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করা যায়। ভারতে অসীম জগতের রাজ্য ছিলো, এখন নেই। বাচ্চারা, তোমরা জানো যে আমরা অসীম জগতের পিতার থেকে অপরিসীম সুখের উত্তরাধিকার গ্রহণ করি অর্থাৎ মানুষ থেকে দেবতা হই। আমরাই দেবতা ছিলাম আবার ৮৪ জন্ম গ্রহণ করে শূদ্র হয়েছি। বাবা এসে শূদ্র থেকে ব্রাহ্মণ করেন। যজ্ঞে অবশ্যই ব্রাহ্মণের দরকার। এটা হলো জ্ঞান-যজ্ঞ, ভারতে অনেক যজ্ঞ রচনা করা হয়। এখন এটা তো হলো রুদ্র জ্ঞান যজ্ঞ, যেখানে সমগ্র পুরানো দুনিয়া স্বাহাঃ অর্থাৎ পরিত্যাগ হবে। এখন বুদ্ধির দ্বারা কার্য করতে হয়। কলিযুগে তো অনেক মানুষ থাকে, এই সমগ্র পুরানো দুনিয়া নিঃশেষ হয়ে যাবে।

কোনো জিনিসই কাজে আসবে না। সত্যযুগে তো সব কিছু আবার নূতন হবে। এখানে তো কতো নোংরা আছে। মানুষ কতো নোংরা থাকে। ধনবান খুব ভালো অট্টালিকাতে থাকে। বেচারি গরীব নোংরাতে, ঝুপড়িতে থাকে। এখন এই ঝুপড়ি গুলি গভর্নমেন্ট ডেস্ট্রয়(ধ্বংস) করতে থাকে, আবার তাদের অন্য জায়গা দিয়ে সেই জমি বিক্রিও করতে থাকে। না উঠলে তখন জোর করে উঠিয়ে দেয়। গরীব দুঃখী অনেক আছে, যে সুখী আছে সেও স্থায়ী ভাবে সুখী নয়। সুখ যদি থাকে তো কেন বলে যে, এটা হলো কাক বিষ্ঠা সম সুখ।

শিব ভগবানুবাচ : *আমি এই মায়েদের দ্বারা স্বর্গের দ্বার উন্মুক্ত করছি। তারা আবার সকলকে জ্ঞান অমৃত পান করায়।* তোমাদের হলো প্রবৃত্তি মার্গ। তোমরা হলে সত্যিকারের ব্রাহ্মণ, তাই সবাইকে জ্ঞান-চিতার উপর বসাও। এখন তোমরা দৈবী সম্প্রদায়ের হয়ে উঠছো। আসুরিক সম্প্রদায় অর্থাৎ রাবণ রাজ্য। গান্ধীও বলতেন রাম রাজ্য হবে। মানুষ ডাকে, হে পতিত পাবন এসো, কিন্তু নিজেকে কি আর পতিত মনে করে। বাবা বাচ্চাদের সচেতন করেন, তোমরা ঘোর অন্ধকার থেকে আলোতে এসেছো। মানুষ তো মনে করে গঙ্গা স্নান করলে পবিত্র হয়ে যাবে। এমনিই গঙ্গাতে হরিদ্বারের সমস্ত আবর্জনা পড়ে। বলে, আবার সেই সব আবর্জনা সমস্ত জমিতে নিয়ে যাওয়া হয়। সত্যযুগে এরকম কাজ হয় না। সেখানে তো প্রচুর পরিমাণে শস্য হয়। পয়সা কি আর খরচ করতে হয়! বাবা হলেন অনুভবী। প্রথমে চাল-ডাল কতো সস্তা ছিলো। সত্যযুগে খুবই কম মানুষ থাকে, সব জিনিস সস্তা হয়। তাই বাবা বলেন - মিষ্টি বাচ্চারা, এখন তোমাদের পতিত থেকে পবিত্র হতে হবে। যুক্তি হল খুবই সহজ, নিজেকে আত্মা মনে করে বাবাকে স্মরণ করো। আত্মাতেই খাদ পড়ার কারণে আত্মা কলুষিত হয়ে পড়ে। যারা দিব্য বুদ্ধি সম্পন্ন ছিলো, তারাই পাথর বুদ্ধি সম্পন্ন হয়েছে। তোমরা অর্থাৎ বাচ্চারা এখন বাবার কাছে এসেছো পাথরনাথ থেকে পরশনাথ হতে। অসীম জগতের পিতা তোমাদের বিশ্বের মালিক করে তোলেন, তাও আবার গোল্ডেন এজড্ বিশ্বের মালিক। এটা হলো আয়রণ এজড্ বিশ্ব। বাবা বসে বাচ্চাদের পরশপুরীর মালিক করে তোলেন। তোমরা জানো যে এখানকার এতো মহল- অট্টালিকা ইত্যাদি কোনো কাজে আসবে না। সব নিঃশেষ হয়ে যাবে। এখানে কি রাখা আছে! আমেরিকার কাছে কতো সোনা আছে! এখানে তো যে যৎ-সামান্য সোনা মাতাদের কাছে আছে, সেটাও নিয়ে নিতে থাকে। কারণ লোন করার জন্য তাদের তো সোনা দিতে হবে। ওখানে তোমাদের কাছে সোনা আর সোনা হবে। এখানে কড়ি, ওখানে হীরে হবে। একে বলা হয় আয়রণ এজড্। ভারতই হলো অবিনাশী ভূমি, কখনও বিনাশ হয় না। ভারত হলো সবচেয়ে উচ্চতম। তোমরা অর্থাৎ মাতারা সমগ্র বিশ্বের উদ্ধার করে থাকো। তোমাদের জন্য অবশ্যই নূতন দুনিয়া চাই। পুরানো দুনিয়ার বিনাশ চাই। কতো বোঝার ব্যাপার আছে। শরীর নির্বাহ করার জন্য ব্যবসা ইত্যাদিও করতে হবে। কিছুই ছাড়তে হবে না। বাবা বলেন সব কিছু করেও আমাকে স্মরণ করতে থাকো। ভক্তি মার্গেও তোমরা আমাকে তোমাদের প্রিয়তম হিসেবে স্মরণ করে এসেছো, আর বলেছিলে যে - আমাদের কুৎসিত থেকে সুন্দর করো। ঊঁনাকে মুসাফির বা পর্যটক বলা হয়। তোমরা তো সকলে হলে পর্যটক। তোমাদের বাড়ী হলো পরমধাম, যেখানে সব আত্মারা থাকে।

তোমরা সবাইকে জ্ঞান চিতার উপর বসাও। সমস্ত হিসাব-নিকাশ সমাপ্ত করে ফিরে যাওয়ার জন্য সবাই তৈরী হয়। আবার তোমরা নূতন শরীরে আসবে, যত স্মরণে থাকবে ততো পবিত্র হয়ে উঠবে আর উচ্চ পদ প্রাপ্ত করবে। মাতাদের তো অবসর সময় থাকেই। পুরুষদের বুদ্ধি ব্যবসা ইত্যাদির দিকে ঘুরপাক খেতে থাকে। সেইজন্য বাবা মাতাদের উপর জ্ঞানের কলস রেখেছেন। এখানে তো স্ত্রীকে বলে যে পতিই তোমাদের ঈশ্বর, গুরু - সব কিছু। তোমরা হলে তার দাসী। এখন বাবা মাতাদের কতো উচ্চ মানের করে তুলছেন। তোমরা, এই নারীরাই ভারতের উদ্ধার করো। কেউ-কেউ বাবাকে

জিজ্ঞাসা করে- আবাগমনের থেকে মুক্ত হতে পারি ? বাবা বলেন - হ্যাঁ পারো, কিন্তু কিছু সময়ের জন্য। বাচ্চারা, তোমরা তো অলরাউন্ডার, আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত ভূমিকা পালন করো। অন্যান্য যারা আছে তারা মুক্তিধামে থাকে। ড্রামাতে তাদের পার্টই অল্প থাকে। স্বর্গে তো যাওয়ার মতো কেউ নেই। *আবাগমন অর্থাৎ আসা-যাওয়া থেকে মোক্ষ প্রাপ্তি তাদেরই হবে, যারা শেষ সময়ে কেবলমাত্র এক জন্মের জন্য আসে আর তৎক্ষণাৎ ফিরে যায়। তারা জ্ঞান ইত্যাদি তো শুনতে পারবে না। শুনতে তারাই পারবে যারা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ভূমিকা পালন করে এসেছে।* কেউ বলে - আমার তো এটাই পছন্দ। আমি ওখানেই বসে থাকি। এ'রকম তো আর হতে পারে না। ড্রামাতে স্থির হয়ে আছে, গিয়ে শেষের দিকে অবশ্যই আসবে। এছাড়া পুরো সময় শান্তিধামে থাকে। এটা হলো অসীম জগতের ড্রামা। আচ্ছা !

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ঔঁনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মূখ্য সার:-

১) সত্যিকারের ব্রাহ্মণ হয়ে সবাইকে জ্ঞান অমৃত পান করাতে হবে। সবাইকে জ্ঞান চিতার উপর বসাতে হবে।

২) শরীর নির্বাহ করার জন্য ব্যবসা ইত্যাদি সব কিছু করেও পতিত থেকে পবিত্র হওয়ার জন্য, বাবার স্মরণে থাকতে হবে আর সবাইকে বাবার কথা স্মরণ করাতে হবে।

বরদান:- নিরন্তর স্মরণ আর সেবার ব্যালেন্স দ্বারা ছেলেমানুষী অনর্থক খেলাগুলিকে সমাপ্ত করে বাণপ্রস্তুী ভব* ছোট ছোট ব্যাপারে সঙ্গমের অমূল্য সময়কে অতিবাহিত করা হলো ছেলেমানুষী, অনর্থক খেলা। এখন এই ছেলেমানুষী অনর্থক খেলা শোভনীয় নয়। বাণপ্রস্তুতে শুধুমাত্র একটাই কাজ থেকে যায় - বাবার স্মরণ আর সেবা। এছাড়া আর কিছু যেন স্মরণে না আসে। ঘুম থেকে ওঠার পরে তখনও স্মরণ আর সেবা, ঘুমালে তখনও স্মরণ আর সেবা - নিরন্তর এই ব্যালেন্স ধরে রাখতে হবে। ত্রিকালদর্শী হয়ে ছেলেবেলার কথা বা সংস্কারের সমাপ্তি-সমারোহ পালন করো, তবে বলা হবে বাণপ্রস্তুী।

স্লোগান:- সর্ব প্রাপ্তি দ্বারা সম্পন্ন আত্মার চিহ্ন হলো সন্তুষ্টতা, সন্তুষ্ট থাকো আর সন্তুষ্ট করো।*

সর্বশ্রেষ্ঠ রচনার ফাউন্ডেশন - স্নেহ

আজ বাপদাদা নিজের শ্রেষ্ঠ রচনা, আত্মাদের দেখে উৎফুল্ল হচ্ছেন। এই শ্রেষ্ঠ বা নতুন রচনা সারা বিশ্বে সর্বশ্রেষ্ঠ এবং অতি প্রিয়, কারণ এই রচনা পবিত্র আত্মাদের। পবিত্র আত্মা হওয়ার কারণে এখন বাপদাদার প্রিয়, নিজের রাজ্যে সবার প্রিয় হবে। দ্বাপরে ভক্তদের প্রিয় দেব আত্মা হবে। এই সময় তোমরা পরমাত্ম-প্রিয় ব্রাহ্মণ আত্মা। আর সত্যযুগে ও ত্রেতায় হবে রাজ্য অধিকারী পরম শ্রেষ্ঠ দৈবী আত্মা এবং দ্বাপর থেকে এখন কলিযুগ পর্যন্ত তোমরা হও পূজ্য আত্মা। তিনের মধ্যে এই সময়ে তোমরা অধিকতম শ্রেষ্ঠ - পরমাত্ম-প্রিয় ব্রাহ্মণ তথা ফরিস্তা আত্মা। এই সময়ের শ্রেষ্ঠত্বের আধারে তোমরা সারা কল্প শ্রেষ্ঠ থাক। দেখছ, এই লাস্ট জন্মেও তোমরা সব শ্রেষ্ঠ আত্মাদের ভক্তরা কতো আহ্বান করছে ! কতো ভালোবাসার সাথে তারা ডাকছে। জড় চিত্র জানা সত্ত্বেও তারা তাদের ভাবনা থেকে পূজা করে, ভোগ অর্পণ করে, আরতি করে। তোমরা ডবল বিদেশি ভাবছ যে আমাদেরই সব চিত্র পূজা হচ্ছে ? বাবার কর্তব্য-কর্ম ভারতে হয়েছে, সেইজন্য বাবার সঙ্গে তোমাদের সবার চিত্র ভারতেই আছে। তারা অধিকাংশ মন্দির ভারতে বানায়। এই নেশা আছে তো যে তোমরাই পূজ্য আত্মা ! সেবার জন্য বিশ্বের চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছিলে ! কেউ আমেরিকা তো কেউ আফ্রিকা পৌঁছে গেছ। কিন্তু কিসের জন্য গেছ ? এই সময় তোমাদের সেবার সংস্কার, স্নেহের সংস্কার আছে। সেবার বিশেষত্বই হলো স্নেহ। যতক্ষণ পর্যন্ত সেবার সাথে তোমাদের অতীন্দ্রিয় স্নেহের অনুভূতি না হবে, ততক্ষণ জ্ঞান কেউ শুনবে না।

যখন তোমরা সব ডবল বিদেশি বাবার হতে এসেছিলে, তোমাদের ফাউন্ডেশন কি ছিল ? বাবার স্নেহ, পরিবারের স্নেহ, হৃদয়ের স্নেহ, নিঃস্বার্থ স্নেহ। এটাই ছিল যা তোমাদের শ্রেষ্ঠ আত্মা বানিয়েছে। সুতরাং, সেবার প্রথম সফলতার স্বরূপ ছিল স্নেহ। যখন স্নেহ বশে বাবার হয়ে যাও, তখন যে কোনও জ্ঞানের পয়েন্ট সহজে স্পষ্ট হয়ে যায়। যারা স্নেহবশে আসে না তারা শুধু জ্ঞান ধারণ করে, অগ্রচালিত হতে সময়ও নেয়, পরিশ্রমও নেয়, কারণ তাদের বৃত্তি 'কেন, কি, এভাবে কীভাবে' - এতেই বেশি চলে যায়। আর যখন স্নেহের মধ্যে ডুবে যাও (লাভলীন), তখন তোমাদের স্নেহের কারণে বাবার প্রতিটা বোল স্নেহী মনে হয়। কোশ্চেন সমাপ্ত হয়ে যায়। বাবার স্নেহ আকর্ষণ করার কারণে তারা যদি কোশ্চেন জিজ্ঞাসাও করে, সেটা কিছু বুঝে নেওয়ার চেষ্টা রূপে করবে। তোমরা অনুভাবী, তাই না ! ভালোবাসায় যারা আত্মহারা হয়ে যায়, তাদের যার প্রতি ভালবাসা থাকে, তার বলা সবকিছুতে ভালোবাসাই নজরে আসবে। সুতরাং সেবার মূল আধার স্নেহ। বাবাও সদাসর্বদা বাচ্চাদের স্নেহে স্মরণ করেন। তিনি স্নেহে ডাকেন, স্নেহে সব সমস্যা থেকে তোমাদের পার করে দেন। সুতরাং, এই ঈশ্বরীয় জন্মের, ব্রাহ্মণ জন্মের ফাউন্ডেশনই স্নেহ। যাদের স্নেহের ফাউন্ডেশন থাকে, তাদের কোনকিছুই কখনো কঠিন ব্যাপার মনে হয় না। স্নেহের কারণে তাদের উৎসাহ-উদ্দীপনা থাকবে। বাবার যা কিছু শ্রীমৎ, আমাদের অনুসরণ করতেই হবে। দেখব, করব, এসব স্নেহী লক্ষণ নয়। বাবা আমার জন্য বলেছেন, আমাকে করতেই হবে। এটাই স্নেহী অনুরাগী (আশিক) আত্মাদের স্থিতি। স্নেহী চঞ্চল হবে না। সদা বাবা আর আমি, তৃতীয় কেউ নয়। বাবা যেমন সর্বাপেক্ষা মহান, স্নেহী আত্মাদেরও সদাই উদার হৃদয়। যাদের সঙ্কীর্ণ-হৃদয় তারা ছোট ছোট ব্যাপারে বিভ্রান্ত হবে। ছোট বিষয়ও বড় হয়ে যাবে। যারা উদার হৃদয় তাদের কাছে বড় বিষয় ছোট হয়ে যাবে। ডবল বিদেশি সবাই তোমরা দরাজদিল, তাই না ! বাপদাদা ডবল বিদেশি সব বাচ্চাকে দেখে আনন্দিত হন। কতো দূর দূরান্ত থেকে এসে পতঙ্গরা বহিঃশিখায় আত্ম-সমর্পণ করতে পৌঁছে যায় ! প্রকৃত পতঙ্গ !

আজ, যারা আমেরিকা থেকে আগত তাদের টার্ন। যারা আমেরিকা থেকে তাদেরকে বাবা বলেন, "আ মেরে।" আমেরিকা থেকে আগতরাও বলে, "আ মেরে।" এটা বিশেষত্ব, তাই না ! বৃক্ষের চিত্রে আদি থেকে বিশেষ শক্তি রূপে আমেরিকাকে দেখানো হয়েছে। যখন থেকে স্থাপনা শুরু হয়েছে আমেরিকাকে বাবা স্মরণ করেছেন। তোমাদের বিশেষ পার্ট, তাই না ! যেমন, বিনাশের শক্তি শ্রেষ্ঠ, অন্য কি বিশেষত্ব আছে ? স্থানের তো বিশেষত্ব আছে। কিন্তু আমেরিকার বিশেষত্ব এটাও - একদিকে বিনাশের প্রস্তুতিও বেশি, অন্যদিকে ওখানে ইউ.এন. আছে বিনাশ সমাপ্ত করার জন্য। একদিকে বিনাশের শক্তি, অপরদিকে সবাইকে মিল-মিশ করানোর শক্তি। তাহলে তো ডবল শক্তি হয়েই গেল, তাই না ! ওখানে সবাই সম্ভাব করানোর জন্য সচেতন, সুতরাং ওখান থেকেই আবার এই অতীন্দ্রিয় মিলনের আওয়াজও তীব্র হবে। সেই সমস্ত লোক তো নিজ রীতিতে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ করে শান্তির জন্য সচেতন হয়, কিন্তু যথার্থ রীতিতে ঐক্যবদ্ধ করা তো তোমাদেরই কর্তব্য, তাই না ! তারা ঐক্যবদ্ধ করার চেষ্টা করলেও কিন্তু করতে পারে না। বাস্তবে সব ধর্মের আত্মাদের এক পরিবারে নিয়ে

আসা, তোমরা সব ব্রাহ্মণের বাস্তবিক কর্তব্য। এই বিশেষ কার্য অবশ্যই করতে হবে। যেমন বিনাশের শক্তি ওখানে শ্রেষ্ঠ, তেমনই স্থাপনারও শক্তির আওয়াজ তীব্র অর্থাৎ স্পষ্ট ও উচ্চরবে হতে দাও। বিনাশ এবং স্থাপনা উভয় পতাকা একসাথে উত্তোলিত হতে দাও। এক সায়েন্সের পতাকা, আরেক সাইলেন্সের। সায়েন্সের শক্তির প্রভাব এবং সাইলেন্সের শক্তির প্রভাব উভয়ই যখন প্রত্যক্ষ হবে তখন বলা হবে প্রত্যক্ষতার পতাকা উত্তোলন করা যেতে পারে। যেমন কোনও ভি. আই. পি. যখন কোন দেশে যায়, তাঁকে স্বাগত জানাতে সর্বত্র পতাকা উত্তোলন করে, তাই না! তারা নিজের দেশেরও পতাকা দেখায় এবং সেই মহান ব্যক্তি যে দেশ থেকে এসেছেন সেই দেশেরও দেখায়। সুতরাং পরমাত্মা-অবতরণেরও পতাকা উত্তোলন হতে দাও। পরমাত্ম-কার্যেরও স্বাগত হতে দাও। যখন প্রতিটা কোনায় কোনায় পরমাত্ম-নিশান উড়বে, তখনই বলবে বিশেষ শক্তি প্রত্যক্ষ হয়েছে। এটা গোল্ডেন জুবিলির বছর, তাই না! সুতরাং গোল্ডেন নক্ষত্র সবাই যেন দেখতে পারে। কোনো বিশেষ নক্ষত্র আকাশে যদি দেখা যায়, তাহলে সবার অ্যাটেনশন সেই দিকে যায়, তাই না! এই গোল্ডেন ঝলমলে নক্ষত্র সবার চোখে, বুদ্ধিতে দৃশ্যমান হওয়া উচিত। এটাই গোল্ডেন জুবিলি উদযাপন করা। এই নক্ষত্র আগে কোথায় উদ্ভাসিত হবে?

এখন বিদেশে বৃদ্ধি ভালো হচ্ছে আর হতেই হবে। বাবার থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া বাচ্চারা যারা কোনে কোনে গুপ্ত হয়ে রয়েছে, তারা সময় অনুসারে সম্পর্কে আসছে। সেবাতে উৎসাহ-উদ্দীপনায় সকলেই পরস্পর পরস্পরের থেকে এগিয়ে যাচ্ছে। সাহসের দ্বারা বাবার সহায়তাও তোমাদের প্রাপ্ত হয়ে যায়। যারা নিরাশ তাদের মধ্যে আশার আলো জ্বলে ওঠে। দুনিয়ার লোকে মনে করে এইরকম হওয়া তো অসম্ভব। খুব কঠিন। তোমাদের একাগ্রতা নির্বিলম্ব বানিয়ে উদ্ভূত বিহঙ্গের মতো উড়িয়ে এখানে পৌঁছে দেয়। ডবল উড়ানে এখানে পৌঁছেছ, তাই না! এক - প্লেন, দুই - বুদ্ধি রূপী বিমান। যখন তোমাদের সাহস ও প্রবল উদ্যমের পাখা থাকে তোমরা যেখানে ইচ্ছে উড়তে পার। বাচ্চাদের সাহসের জন্য বাপদাদা সবসময় তাদের মহিমা করেন। তোমাদের সাহসের কারণে এক দীপক থেকে আরেক দীপক প্রজ্জ্বলিত হয়ে মালা তো তৈরি হয়েই গেছে, তাই না! ভালোবাসার সাথে যে পরিশ্রম করে, তার ফল খুব ভালো বের হয়। এটা সকলের সহযোগের বিশেষত্ব। যে কোনো পরিস্থিতিই হোক না কেন, প্রথমে দৃঢ়তা, স্নেহের সংগঠন প্রয়োজন, তা' থেকেই সফলতা প্রত্যক্ষ রূপে প্রতীয়মান হয়। দৃঢ়তা নিষ্ফলা জমিতেও ফল ফলাতে পারে। আজকাল সায়েন্সটিস্টরা মরুভূমিতেও ফল উৎপাদন করার চেষ্টা করছে। তাহলে সাইলেন্সের শক্তি কি না করতে পারে! যে ভূমি স্নেহ-জল পায় সেখানে অনেক বড় আর সুস্বাদু ফল ফলে। যেমন, স্বর্গে সব বড়-বড়ো ফল ফলে আর খুব টেস্টিং হয়। বিদেশে বড় ফল হয়, কিন্তু টেস্টিং হয় না। ফল দেখতে খুব ভালো হয়, কিন্তু টেস্টিং নেই। ভারতের ফল ছোট হয়, কিন্তু টেস্টিং ভালো হয়। সব ফাউন্ডেশন তো এখানেই পড়ে! যে সেন্টার স্নেহের জল পায় সেই সেন্টার সদা ফলপ্রসূ হয়। সেবাতেও আর সাথীদের মধ্যেও। স্বর্গে শুদ্ধ জল, শুদ্ধ ধরনী হবে, আর সেই কারণেই এমন ফল প্রাপ্ত হয়। যেখানে স্নেহ আছে, সেখানে বায়ুমন্ডল অর্থাৎ ধরনী শ্রেষ্ঠ হয়। সাধারণত: যখন কেউ ডিস্টার্বড থাকে তখন কি বলে! আমার আর কিছু চাই না, শুধু স্নেহ চাই। সুতরাং ডিস্টার্ব হওয়া থেকে বাঁচার সাধনও স্নেহই। বাপদাদার সবচেয়ে বড় খুশি এই বিষয়ের যে হারিয়ে যাওয়া বাচ্চারা আবার এসে গেছে। যদি তোমরা ওখানে না পৌঁছাতে তাহলে সেবা কীভাবে হতো, সেইজন্য বিচ্ছিন্ন হওয়াও কল্যাণকারী হয়ে গেছে। আর মিলন তো সব ক্ষেত্রেই কল্যাণকারী। নিজ নিজ স্থানে সবাই বেশ উৎসাহের সাথে এগিয়ে যাচ্ছে আর সবার মধ্যে এক লক্ষ্য আছে - সব আত্মাকে অনাথ থেকে সনাথ বানানোর বাপদাদার যে একটা আশা আছে, সেই আশা তোমরা পূর্ণ করবে। সবাই মিলে শান্তির জন্য তোমরা প্রোগ্রাম বানিয়েছ, সেটাও ভালো। অন্ততপক্ষে, সবাইকে অল্প সময়ের জন্য সাইলেন্সে থাকার অভ্যাস করানোতে তোমরা নিমিত্ত তো হয়ে যাবে। যদি কেউ সঠিক বিধিতে এক মিনিটও সাইলেন্সের অনুভব করে, তাহলে সেই এক মিনিটের সাইলেন্সের অনুভব বারবার তাকে নিজে থেকেই টানতে থাকবে, কারণ সবাই শান্তি চায়। কিন্তু তারা বিধি জানে না এবং তাদের সেই সঙ্গ লাভ হয় না, অথচ সব আত্মা শান্তিপ্ৰিয়, এমন আত্মাদের যখন শান্তির অনুভূতি হয় তখন তারা নিজে থেকেই আকৃষ্ট হতে থাকে। প্রত্যেক স্থানে নিমিত্ত হওয়া শ্রেষ্ঠ আত্মারা নিজ নিজ বিশেষ কার্য করে। সুতরাং, চমৎকার করা কোনও বড় ব্যাপার নয়। আজকালকার বিশেষ আত্মাদের মাধ্যমেই আওয়াজ ছড়িয়ে দেওয়ার সাধন। যত সেই আত্মারা সম্পর্কে আসে, তাদের সম্পর্কের মাধ্যমে অনেক আত্মাদের কল্যাণ হয়। এক ভি. আই. পি. দ্বারা অনেক সাধারণ আত্মাদের কল্যাণ হয়ে যায়। যেমনই হোক, তারা কাছের সম্বন্ধে তো আসবে না। নিজের ধর্মে, নিজের পার্টে তারা বিশেষত্বের কোন না কোন ফল লাভ করে। যারা সাধারণ বাবা তাদেরই পছন্দ করেন। তারা সময়ও দিতে পারে, তাদের (V.I.P.) তো সময় নেই! যতই হোক, তারা নিমিত্ত হয়, তা' থেকে অনেকের সুবিধা হয়ে যায়। আচ্ছা।

পাটিদের সাথে:-

"সদা অমর ভব"র বরদানী আত্মা - এমন অনুভব কর তোমরা ? সদা বরদানে পালিত হয়ে তোমরা সামনে এগিয়ে যাচ্ছ, তাই না ! বাবার সঙ্গে যার অটুট সম্পর্ক সে অমর ভব'র বরদানী অর্থাৎ অমর হওয়ার বরদান লাভ করে, তারা সদা নিশ্চিত্ত বাদশাহ । কোন কার্যের নিমিত্ত হয়েও নিশ্চিত্ত থাকা তাদের বিশেষত্ব । যেমন, বাবা তো নিমিত্ত হয়েছেন, তাই না ! কিন্তু নিমিত্ত হয়েও তিনি স্বতন্ত্র, সেইজন্য তিনি নিশ্চিত্ত । এইভাবেই ফলো ফাদার । সদা স্নেহের সেফটি দ্বারা সামনে এগিয়ে চলো । স্নেহের আধারে বাবা সদা তোমাদের সেফ করেন এবং সামনে উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছেন । তোমাদের এই আটল নিশ্চয়ও আছে, তাই না ! স্নেহের অধ্যাত্ম সম্বন্ধ জুড়ে গেছে । এই দেহাতীত সম্বন্ধে তোমরা পরস্পরের কতো প্রিয় হয়ে গেছ । বাপদাদা মাতাদের এক শব্দে খুব সহজ বিষয় বলেছেন, শুধু এক শব্দ স্মরণ কর, "আমার বাবা ।" যেইমাত্র বলো আমার বাবা, তোমাদের সব রত্ন ভান্ডার প্রাপ্ত হয় । এই বাবা শব্দই রত্ন ভান্ডারের চাবি । মাতারা চাবি খুব ভালো সামলে রাখতে পারে, তাই না ! তাইতো বাপদাদাও চাবি দিয়েছেন । যে ভান্ডারই চাইবে পেয়ে যাবে । একটা ভান্ডারের চাবি নয়, সব ভান্ডারের চাবি আছে । ব্যস্ ! শুধু বাবা- বাবা বলতে থাক, তাহলে এখনও বালক তথা মালিক আর ভবিষ্যতেও মালিক হয়ে যাবে । আচ্ছা ।

বরদান:- নিশ্চয়ের অখন্ড সেবা দ্বারা নশ্বর ওয়ান ভাগ্য বানিয়ে বিজয়ের তিলকধারী ভব*
যারা নিশ্চয়বুদ্ধি বাচ্চা তারা কখন কীভাবে বা এভাবে -এর বিস্তারে যায় না । তাদের নিশ্চয়ের অটুট রেখা অন্য আত্মাদেরও স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় । তাদের নিশ্চয়ের রেখার লাইন মাঝখানে খন্ডিত হয় না । যাদের এমন রেখা থাকে তাদের মস্তকে অর্থাৎ স্মৃতিতে সদা বিজয়ের তিলক নজরে আসবে । তারা জন্মানোর সাথে সাথেই সেবার দায়িত্বের মুকুটধারী হবে । তারা সদা জ্ঞানরঞ্জে খেলবে । সদা স্মরণ আর খুশির দোলায় দুলতে দুলতে জীবন অতিবাহিত করবে । এটাই নশ্বর ওয়ান ভাগ্যের রেখা ।

স্লোগান:- বুদ্ধিরূপী কম্পিউটারে ফুলস্টপের যতিচিহ্ন থাকা অর্থাৎ প্রসন্নচিত্ত থাকা ।*

১০-০৮-২০২০ প্রাতঃ মুরলী ওম শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

প্রশ্ন:- বাচ্চারা, তোমাদের কোন্ একটি অবস্থাই সময়ের সমীপতার চিহ্ন (নিশানী) ?

উত্তর:- বাচ্চারা, তোমরা যখন স্মরণের যাত্রায় সদা মত্ত থাকবে, বুদ্ধির (এদিক-ওদিক) বিচরণ বন্ধ হয়ে যাবে, বাণীতে স্মরণের তীক্ষ্ণতা এসে যাবে, অপার খুশীতে থাকবে, প্রতিমূহুর্তে নিজেদের সত্যযুগীয় দুনিয়ার দৃশ্য সম্মুখে আসতে থাকবে, তবেই মনে করবে সময় সমীপে রয়েছে। বিনাশে সময় লাগে না, এরজন্য স্মরণের তালিকা (চার্ট) বৃদ্ধি করতে হবে।

গীত:- তোমাকে পেয়ে আমরা সারা দুনিয়া পেয়ে গেছি / মাটি তো মাটি আকাশও পেয়েছি.....

ওম শান্তি । আত্মিক সন্তানেরা এই গানের অর্থ তো বুঝতে পারবে। এখন অসীম জগতের পিতাকে পেয়ে গেছি। অসীম জগতের পিতার থেকে স্বর্গের উত্তরাধিকার পাওয়া যায়, যে উত্তরাধিকার কেউ ছিনিয়ে নিতে পারে না। উত্তরাধিকারের নেশা তখনই চলে যায় যখন রাবণ-রাজ্য শুরু হয়। এও ড্রামায় নির্ধারিত। বাচ্চাদের সৃষ্টি ড্রামার জ্ঞানও রয়েছে। এই চক্র কিভাবে আবর্তিত হয়। একে নাটকও বলা হয়, ড্রামাও বলা হয়। বাচ্চারা মনে করে, বরাবর বাবা এসে সৃষ্টি-চক্রকেও বোঝান। যারা ব্রাহ্মণ কুলের ছিল, তাদেরকেই বোঝান। বাচ্চারা, তোমরা তোমাদের জন্মকে জানো না, আমি তোমাদের জানিয়েছি। পূর্বে তোমরা শুনতে, ৮৪ লক্ষ জন্ম নেওয়ার পর একবারের জন্য মনুষ্য-জন্ম প্রাপ্ত হয়। এমনটা নয়। এখন তোমরা সকল আত্মারা নশ্বরের ক্রমানুসারে আসা-যাওয়া করো। তোমাদের বুদ্ধিতে আসে যে --- সর্বপ্রথমে আমরা আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্মের ছিলাম, পূজনীয় ছিলাম। এখন আমরাই পূজারী হয়ে গেছি। 'তুমিই পূজ্য - তুমিই পূজারী' -- এরও গায়ন রয়েছে। মানুষ পুনরায় ভগবানকে মনে করে যে, তুমিই পূজ্য - তুমিই পূজারী হও। 'এ'সব রূপ তোমারই। অনেক মত-মতান্তর রয়েছে, তাই না! তোমরা এখন শ্রীমতানুসারে চলে। তোমরা বোঝ যে, আমরা স্টুডেন্টরা প্রথমে তো কিছু জানতাম না, পুনরায় পঠন-পাঠন করে উচ্চতম(উচ্চ পদমর্যাদার) পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে থাকি। ওই(লৌকিক) স্টুডেন্টরাও তো প্রথমে কিছু জানেনা পুনরায় পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে-হতে বুঝতে পারে যে এখন আমরা ব্যারিস্টারি পাশ করে গেছি। তোমরাও এখন জানো যে --- আমরা মানুষ থেকে দেবতায় পরিণত হচ্ছি তাও আবার বিশ্বের মালিক। ওখানে তো হয়ই এক ধর্ম, এক রাজ্য। তোমাদের রাজ্য কেউ ছিনিয়ে নিতে পারবে না। ওখানে তোমাদের পবিত্রতা-সুখ-শান্তি-সম্পত্তি সবকিছুই রয়েছে। গানেও শুনেছো তো, তাই না! 'এ'গান তো এখন তোমরা তৈরী করনি। স্বাভাবিক ভাবেই ড্রামানুসারে 'এ'সময়ের জন্য এটা তৈরী হয়ে রয়েছে। মানুষের তৈরী করা গানের অর্থ, বাবা বসে বোঝান। এখন তোমরা এখানে শান্তিতে বসে বাবার থেকে উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করছো, যা কেউ ছিনিয়ে নিতে পারবে না। আধাকল্প সুখের উত্তরাধিকার বজায় থাকে। বাবা বোঝান -- মিষ্টি-মিষ্টি বাচ্চারা, তোমরা আধাকল্পেরও অধিকসময় সুখ ভোগ করো। পুনরায় রাবণ-রাজ্য শুরু হয়। মন্দিরও এমন-এমন রয়েছে যেখানে চিত্র দেখানো হয় --- দেবতারা বাম-মার্গে কিভাবে চলে যায়। পোশাক তো তেমনই রয়ে গেছে। পরে পোশাক বদল হয়ে যায়। প্রত্যেক রাজার নিজ-নিজ পোশাক, রাজমুকুট ইত্যাদি আলাদা-আলাদারকমের হয়।

এখন বাচ্চারা জানে যে, আমরা শিববাবার কাছ থেকে ব্রহ্মা দ্বারা উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করছি। বাবা তো বাচ্চা-বাচ্চাই বলে। তিনি বলেন -- বাচ্চারা, তোমরা নিজেদের জন্মকে জানো না। আত্মাই তো শোনে, তাই না! আমরা হলাম আত্মা, শরীর নই। আর যেকোন মানুষমাত্রই, তাদের নিজেদের শরীরের নামের নেশা রয়েছে কারণ তারা দেহ-অভিমানী। আমরা হলাম আত্মা, এটা তারা জানে না। তারা বলে -- "আত্মাই-পরমাত্মা, পরমাত্মাই-আত্মা"। এখন বাবা তোমাদের বুঝিয়েছেন যে, তোমরা আত্মারাই বিশ্বের মালিক দেবী-দেবতা হচ্ছে। এই জ্ঞান এখন রয়েছে, আমরাই দেবতা পুনরায় ক্ষত্রিয় কুলে আসবো। ৮৪ জন্মের হিসেবও চাই, তাই না! সকলেই তো ৮৪ জন্ম নেবে না। একসাথে কি সকলেই চলে আসে, না তা আসে না। তোমরা জানো যে, কোন ধর্ম কিভাবে আসে। হিন্দি পুরানো থেকে পুনরায় নতুন হয়। এখন এ হলো পতিত দুনিয়া। ওটা হলো পবিত্র দুনিয়া। পরে অন্যান্য ধর্ম আসে, এখানে কর্মক্ষেত্রে এই একটিই নাটক চলতে থাকে। মুখ্য হলো ৪ ধর্ম। 'এ'সময়ে বাবা এসে ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠা করেন। বিরাটরূপের চিত্র অঙ্কন করা হয়েছে, কিন্তু সেখানেও এই ভুল রয়েছে। বাবা এসে সবকথা বুঝিয়ে নির্ভুল করেন। বাবা না কখনো শরীর ধারণ করেন, না কখনো ভুল করেন। বাচ্চারা, তিনি অল্পসময়ের জন্য তোমাদের সুখধামের এবং আপন ঘরের পথ বলে দিতে এঁনার রথে আসেন। তিনি না কেবল পথ

বলে দেন, উপরন্তু লাইফও তৈরী দেন। প্রতিকল্পে তোমরা ঘরে ফিরে যাও পুনরায় সুখের ভূমিকাও পালন করো। বাচ্চাদের ভুলে গেছে -- আমাদের স্বধর্মই হলো শান্ত। এই দুঃখের দুনিয়ায় শান্তি কিভাবে আসবে -- এ'সব বিষয় তোমরা বুঝে গেছো। তোমরা আবার সকলকে বোঝাও। ধীরে-ধীরে সকলেই আসতে থাকবে, বিদেশীরাও জানতে পারবে -- এই সৃষ্টি-চক্র কীভাবে আবর্তিত হয়, এর আয়ু কত। বিদেশীরাও তোমাদের কাছে আসবে অথবা বাচ্চারা সেখানে গিয়ে সৃষ্টি চক্রের রহস্য বোঝাবে। তারা মনে করে যীশুখ্রীষ্ট নিকট পৌঁছে গেছে। তারা যীশুখ্রীষ্টকে ঈশ্বরের সন্তান মনে করে। অনেকে আবার এমন মনে করে যে, যীশুখ্রীষ্টও পুনর্জন্ম নিতে-নিতে এখন কাঙ্গাল (বেগার) হয়ে গেছে। কাঙ্গাল অর্থাৎ তমোপ্রধান। তারা মনে করে যীশুখ্রীষ্টও এখন এখানে রয়েছে, পুনরায় কবে আসবে তা জানে না। তোমরা বোঝাতে পারো যে -- তোমাদের ধর্মস্থাপক পুনরায় আপন সময়ানুসারে ধর্মস্থাপন করতে আসবে। ওনাদের গুরু বলতে পারবে না। তারা ধর্মস্থাপন করতে আসে। সন্নতিদাতা একজনই, যারাই এখন ধর্মস্থাপন করতে আসে, তারা সকলে পুনর্জন্ম নিতে-নিতে এখন এসে তমোপ্রধান হয়ে গেছে। শেষে সমগ্র বৃক্ষ জর্জরিত অবস্থাপ্রাপ্ত হয়েছে। এখন তোমরা জানো যে, সমগ্র বৃক্ষ দাঁড়িয়ে রয়েছে, কেবল দেবী-দেবতা ধর্মের ফাউন্ডেশন(ভিত) নেই। (বট বৃক্ষের উদাহরণ) এ'কথা বাবা-ই বাচ্চাদের বসে বোঝান। বাচ্চারা, তোমাদের অত্যন্ত খুশী হওয়া উচিত। তোমরা এখন জেনেছো যে, আমরাই দেবী-দেবতা ছিলাম পুনরায় এখন তৈরী হচ্ছে। এখানে তোমরা এসেছোই সত্যনারায়ণের কথা শুনতে, যারফলে তোমরা নর থেকে নারায়ণ হয়ে যাবে। নারায়ণ থাকলে তাহলে অবশ্যই লক্ষ্মীও থাকবে। লক্ষ্মী-নারায়ণ থাকলে তবে ওঁনাদের রাজধানীও অবশ্যই থাকবে, তাই না! লক্ষ্মী-নারায়ণ কেবল একেলাই তো হবে না। লক্ষ্মী হওয়ার জন্য কি পৃথক কোন কথা (ব্রতকথা) থাকবে, না তা থাকবে না। নারায়ণের সঙ্গে লক্ষ্মীও হবে। লক্ষ্মীও কখনো নারায়ণ হয়। আবার নারায়ণও কখনো লক্ষ্মী হয়। কোন-কোন গান তো অত্যন্ত ভাল। মায়ার আঘাত যদি আসে, গান শুনলে মনে উৎফুল্লতা ফিরে আসে। যেমন সাঁতার শিখতে হলে, প্রথমে হাবুডুবু খায় পরে তা আয়ত্তে আসে। এখানেও মায়ায় অনেক হাবুডুবু (বিভ্রান্ত) খায়। সাঁতারু তো অনেকেই রয়েছে। তাদেরও রেস হয়, তোমাদেরও রেস হয় --- ওই পারে যাওয়ার। "মামেকম (একমাত্র আমাকেই) স্মরণ করতে হবে" । স্মরণ করে না তাই বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে। বাবা বলেন --- স্মরণের যাত্রার দ্বারাই তরী পার হবে। তোমরা ওই পারে চলে যাবে। কোন-কোন সাতারু অত্যন্ত তীক্ষ্ণ অর্থাৎ পারদর্শী হয়, কেউ কম। এখানেও এমন হয়। বাবার নিকটে চার্ট পাঠিয়ে দেয়। বাবা পরীক্ষা করেন। স্মরণের চার্ট-কে এরা সঠিক নিয়ম মনে করে না বৈঠক মনে করে। কেউ-কেউ দেখায় -- আমরা সারাদিনে ৫ ঘন্টা স্মরণে থাকি। আমরা বিশ্বাস করি না, অবশ্যই কোনো ভুল হয়েছে। কেউ-কেউ মনে করে, আমরা যতটা সময় এখানে পড়ি ততটা সময় চার্ট ঠিক থাকে। কিন্তু না। অনেকেই আছে যারা এখানে বসে থাকলেও, শুনতে থাকলেও বুদ্ধি বাইরে কোথায়-কোথায় চলে যায়। সবকিছু শোনেও না। ভক্তিমার্গে এমন-এমন হয়। সন্ন্যাসীরা যখন কথা শোনায় তখন মাঝে-মাঝে জিজ্ঞাসা যে, আমি কি শোনালাম ? যখন দেখে, কেউ একাগ্র হয়ে বসেনি তখন তাকে প্রশ্ন করে, কিন্তু সে উত্তর দিতে পারে না। কারণ বুদ্ধি কোথাও না কোথাও চলে যায়। একটি অক্ষরও শোনে না। এখানেও এমনই হয়। বাবা দেখতে থাকেন --- বোঝা যায় এদের বুদ্ধি বাইরে কোথাও বিচরণ করছে। এদিক-ওদিক দেখতে থাকে। এমন-এমনও নতুন কেউ-কেউ আসে। বাবা বুঝে যান যে, সম্পূর্ণরূপে বোঝে নি তাই বাবা বলেন যে, নতুন-নতুনদের শীঘ্র এখানে ক্লাস করতে আসার অনুমতি দিও না। নাহলে এখানের বায়ুমন্ডল নষ্ট হয়ে যাবে। ভবিষ্যতে তোমরা দেখবে যে, যারা ভাল-ভাল বাচ্চা তারা এখানে বসেই বৈকুণ্ঠে চলে যাবে। অত্যন্ত খুশীতে থাকবে। প্রতি মুহূর্তে চলে যাবে -- এখন সময় নিকটে এসে গেছে। পুরুষার্থের নশ্বরের ক্রমানুসারে তোমাদের অবস্থাও এমনই হয়ে যাবে। প্রতিমুহূর্তে স্বর্গে নিজেদের মহল দেখবে। যাকিছু বলার বা করার আছে তার সাক্ষাৎকার হতে থাকবে। সময় তো দেখতে পাচ্ছে। দেখো, কেমন-কেমনভাবে এখন সব প্রস্তুতি চলছে। বাবা বলেন -- দেখবে, কিভাবে এক সেকেন্ডে সারা দুনিয়ার মানুষ ধূলিকনায় পরিনত হয়ে যাবে। বোমা ফাটবে আর এ'সব শেষ হয়ে যাবে।

বাচ্চারা, তোমরা জানো যে, এখন আমাদের রাজধানী স্থাপিত হচ্ছে। এখন স্মরণের যাত্রায় মত্ত হয়ে থাকতে হবে। সেই তীক্ষ্ণতায় ভরপুর হতে হবে যাতে দৃষ্টি দ্বারা যেকোনো কেউ তীরবিদ্ধ হয়ে যায়। পরে ভীষ্ম পিতামহ ইত্যাদির মতন যারা তাদের তোমরাই জ্ঞান-বাণে বিদ্ধ করেছিলে। তারা তৎক্ষণাৎ বুঝে যাবে যে এরা তো সত্য (কথা) বলে। জ্ঞানের সাগর, পতিত-পাবন তো নিরাকার ঈশ্বর। কৃষ্ণ হতে পারে না। তাঁর তো জন্ম দেখানো হয়। কৃষ্ণের সেই চেহারা (ফিচার) আর কখনো দেখতে পারা যাবে না। পুনরায় সত্যযুগে সেই ফিচারসই পাবে। প্রত্যেক জন্মে, প্রত্যেকের ফিচার্স আলাদা-আলাদা হয়। ড্রামার এই পার্ট এমনভাবে নির্ধারিত। ওখানকার ফিচার্স ন্যাচারালী বিউটিফুল হয়। এখন তো দিনে-দিনে শরীরও তমোপ্রধান হতে থাকে। সর্বপ্রথমে সতোপ্রধান, পুনরায় সতঃ-রজঃ-তমোঃ হয়ে যায়। এখানে দেখো কেমন-কেমন বাচ্চার জন্ম হয়। কারো পা চলে না, কেউ বামন(অতি খর্বকায়) হয়। কত বিভিন্ন জিনিস (ঘটনা) ঘটে যায়। সত্যযুগে এমন হয় কি ! না হয় না। ওখানে দেবতাদের দাড়ি ইত্যাদিও হয় না। পরিষ্কার করে দাড়ি কামানো থাকে। নয়নের গতিবিধি দেখে

বোঝা যায় ইনি পুরুষ, ইনি মহিলা। ভবিষ্যতে তোমাদের অনেক সাক্ষাৎকার হতে থাকবে। বাচ্চারা, তোমাদের কত খুশী হওয়া উচিত। বাবা, প্রতিকল্পে এসে আমাদের রাজযোগ শিখিয়ে মানুষ থেকে দেবতায় পরিণত করেন। বাচ্চারা, এও তোমরাই জানো যে, আর যেসকল ধর্মাবলম্বীরা রয়েছে, তারা নিজ-নিজ সেক্ষেত্রে চলে যাবে। আমাদের বৃক্ষও(ঝাড়) দেখানো হয়, তাই না ! চিত্রে অনেক কারেকশন, পরিবর্তন করতে থাকবে। যেমন বাবা সূক্ষ্মলোকের জন্য বোঝান, সংশয়বুদ্ধিসম্পন্নরা তো বলবে, এ কি ! পূর্বে অমন বলতো, আর এখন এমন বলে। লক্ষ্মী-নারায়ণের একত্রিত দুই রূপকে বিষ্ণু বলা হয়। তাছাড়া চারভুজবিশিষ্ট মানুষ হয় কি! না হয় না। রাবণের দশ মাথা দেখানো হয়। এমন কোনো মানুষ হয় না। প্রতি বছর জ্বালানো হয়। ঠিক যেন পুতুল-খেলা।

মানুষ বলে -- শাস্ত্র ছাড়া আমরা বাঁচতে পারব না। শাস্ত্র আমাদের প্রাণ। দেখো, গীতার সম্মান কত। এখানে তোমাদের কাছে অসংখ্য মুরলী একত্রিত হয়ে যায়। তোমরা রেখে কি করবে ! প্রতিদিন তোমরা নতুন-নতুন পয়েন্টস্ শুনতে থাকো। হ্যাঁ, পয়েন্টস্ নোট করা ভাল। ভাষণ দেওয়ার পূর্বে রিহার্সাল করবে যে, এই-এই পয়েন্টস্ বোঝাব। বিষয়বস্তুর(টপিক) লিস্ট থাকা উচিত। আজ আমরা এই বিষয়বস্তুর উপর বোঝাব। রাবণ কে ? রাম কে ? সত্য কি! তা আমরা আপনাদের বলবো। এ'সময় সমগ্র দুনিয়ায় রাবণের রাজ্য। ৫ বিকার সকলের মধ্যে রয়েছে। বাবা এসে পুনরায় রাম-রাজ্য স্থাপন করেন। এ হলো জয়-পরাজয়ের খেলা। পরাজিত কিভাবে হয়? ৫ বিকার-রূপী রাবণের দ্বারা। পূর্বে পবিত্র গৃহস্থ-আশ্রম ছিল তা আজ অপবিত্র হয়ে গেছে। যাঁরা লক্ষ্মী-নারায়ণ, তাঁরাই পুনরায় ব্রহ্মা-সরস্বতী। বাবাও বলেন, আমি ঐনার অনেক জন্মের অন্তিমে এসে প্রবেশ করি। তোমরা বলবে যে, আমরাও অনেক জন্মের অন্তিমলগ্নে বাবার থেকে জ্ঞান অর্জন করছি। এ হলো বুম্বার মতন বিষয়। কারো বুদ্ধি কমজোর হলে বোঝে না। এই রাজধানী তো স্থাপিত হচ্ছে। অনেকেই এসেছে আবার চলেও গেছে। প্রজায় কানা-কড়ি পদ লাভ পেয়ে যাবে। সেটাও তো চাই, তাই না! আচ্ছা।

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আমাদের পিতা ঐনার আত্মা-রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) সदा এই নেশায় মগ্ন থাকতে হবে যে, আমরা এখন পড়া সম্পূর্ণ করে মানুষ থেকে দেবতা তথা বিশ্বের মালিক হবো। আমাদের রাজ্যে পবিত্রতা-সুখ-শান্তি সব থাকবে। এ'সব কেউ ছিনিয়ে নিতে পারবে না।

২) এপার থেকে ওপারে যাওয়ার জন্য স্মরণের যাত্রায় ভাল সাঁতারু হতে হবে। মাযার কারণে বিভ্রান্ত হবে না। নিজের চেকিং করতে হবে, সঠিকভাবে বুম্বে স্মরণের চার্ট লিখতে হবে।

বরদান:- শ্রেষ্ঠ সময়ের ভিত্তিতে সর্বপ্রাপ্তির অধিকারের অনুভবকারী পদ্মাপদম ভাগ্যশালী ভব*

ব্যখ্যা :- যে ভাগ্যশালী বাচ্চা শ্রেষ্ঠ সময়ে জন্ম নেয়, সে কল্প-পূর্বের টাচিং-এর ভিত্তিতে জন্ম নিতেই আপনত্বের অনুভব করে। সে জন্ম নিতেই সর্ব সম্পত্তির অধিকারী হয়। যেমন বীজের মধ্যেই সমগ্র বৃক্ষের সার সমাহিত, তেমনি প্রথম স্থানাধিকারী আমাদের সর্বস্বরূপের প্রাপ্তির ভান্ডার প্রাপ্ত করতেই অনুভাবী হয়ে যায়। তারা কখনো এমন বলবে না যে, সুখের অনুভব হয়, শান্তির হয় না, আবার শান্তির অনুভূতি হয় কিন্তু সুখের বা শক্তির হয় না। তারা সর্ব অনুভবে সম্পন্ন হয়।

স্লোগান:- নিজের প্রসন্নতার ছায়ার দ্বারা শীতলতার অনুভব করানোর জন্য নির্মল এবং নির্মাণ হও।*

১১-০৮-২০২০ প্রাতঃ মুরলী ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

প্রশ্ন:- ভাগ্যবান বাচ্চাদের কোন্ উৎসাহ সর্বদাই থাকবে?

উত্তর:- অসীম জগতের পিতা আমাদের নতুন দুনিয়ার প্রিন্স - প্রিন্সেস বানানোর জন্য পড়াচ্ছেন। তোমরা এই উৎসাহের সঙ্গে সবাইকে বোঝাতে পারো যে, এই লড়াইয়ের মধ্যে স্বর্গ লুকিয়ে আছে। এই লড়াইয়ের পর স্বর্গের দ্বার খুলে যাবে -- তোমাদের এই খুশীতে থাকতে হবে আর খুশীর সঙ্গে অন্যদেরও বোঝাতে হবে।

গীত:- দুনিয়া রং রঙ্গলী বাবা...

ওম্ শান্তি একথা কারা বাবাকে বলেছে যে, এই দুনিয়া রং - বেরংয়ের? এখন এর অর্থ দ্বিতীয় কেউ বুঝতে পারে না। বাবা বুঝিয়েছেন যে, এই খেলা হলো রং - বেরংয়ের। কোনো বায়োস্কোপ ইত্যাদি হলে, সেখানে অনেক রং-বেরংয়ের সিন-সিনারি দেখানো হয়, তাই না! এখন অসীম জগতের এই দুনিয়াকে কেউ জানেই না। তোমাদের মধ্যেও পুরুষার্থের নম্বর অনুসারে সম্পূর্ণ বিশ্বের আদি, মধ্য এবং অন্তের জ্ঞান আছে। তোমরা বুঝতে পারো যে, স্বর্গ কতো রং - বেরংয়ের, কতো সুন্দর! যে স্বর্গকে, কেউই জানে না। একথা কারোর বুদ্ধিতেই নেই, সে হলো আশ্চর্যজনক রং-বেরংয়ের দুনিয়া। এমন গায়ন আছে যে, পৃথিবীর আশ্চর্য - এ কেবল তোমরাই জানো। তোমরাই সেই আশ্চর্যজনক পৃথিবীর জন্য নিজের নিজের ভাগ্য অনুসারে পুরুষার্থ করছো। তোমাদের লক্ষ্য বস্তু তো আছেই। সে হলো পৃথিবীর আশ্চর্য জায়গা, বড় রং-বেরংয়ের দুনিয়া, যেখানে হীরে-জহরতের মহল থাকে। তোমরা এক সেকেণ্ডে সেই আশ্চর্যজনক বৈকুণ্ঠে চলে যাও। তোমরা সেখানে খেলা করো, রাস বিলাস ইত্যাদি করো। বরাবর তা তো আশ্চর্যের দুনিয়া, তাই না! এখানে হলো মায়ার রাজ্য। এও কতো আশ্চর্যের। এখানে মানুষ কতো কি করতে থাকে। এই দুনিয়াতে কেউই বুঝতে পারে না যে, আমরা এই নাটকে খেলা করছি। নাটক যদি বুঝতে পারো, তাহলে সেই নাটকের আদি - মধ্য এবং অন্তের জ্ঞানও থাকবে। বাচ্চারা, তোমরাও জানো যে, বাবা কতো সাধারণ। মায়া তোমাদের সম্পূর্ণ ভুলিয়ে দেয়। মায়া তোমাদের নাক পাকড়ে ফেলে আর সব ভুলিয়ে দেয়। এখনই স্মরণে আছে, খুবই আনন্দে আছো, আহা! আমরা সেই আশ্চর্যজনক পৃথিবী, স্বর্গের মালিক হচ্ছি, আবার ভুলেও যাও, তখনই ঝিমিয়ে পড়। এমন ঝিমিয়ে যাও যে, ভিলও (গরীবরাও) এমন ঝিমিয়ে যায় না। তখন সামান্যতমও বুঝতে পারে না যে, আমরা স্বর্গে যাবো। অসীম জগতের পিতা আমাদের পড়াচ্ছেন। একদম যেন মরার মতো হয়ে যায়। সেই খুশী আর নেশা থাকে না। এখন সেই আশ্চর্যজনক পৃথিবীর স্থাপনা হচ্ছে। সেই আশ্চর্যজনক পৃথিবীর রাজকুমার হলেন শ্রীকৃষ্ণ। এও তোমরাই জানো। যে জ্ঞানে তীক্ষ্ণ, সে কৃষ্ণের জন্মাষ্টমীতেও বোঝাতে থাকবে। শ্রীকৃষ্ণ ছিলেন সেই আশ্চর্যজনক পৃথিবীর রাজকুমার। সেটা ছিলো সত্যযুগ, তারপর তা আবার কোথায় গেলো! সত্যযুগ থেকে শুরু করে সিঁড়ি কিভাবে নেমে এসেছে। সত্যযুগ থেকে কলিযুগ কিভাবে হলো? অবতরণের কলা কিভাবে হলো? বাচ্চারা, তোমাদের বুদ্ধিতেই এই কথা আসবে। এই খুশীর সঙ্গেই অন্যদেরও বোঝানো উচিত। শ্রীকৃষ্ণ

আবার আসছেন। কৃষ্ণের রাজ্য আবার স্থাপন হচ্ছে। একথা শুনে ভারতবাসীদেরও খুশী হওয়া উচিত, কিন্তু এই উৎসাহ তাদেরই আসবে যারা ভাগ্যবান হবে। দুনিয়ার মানুষ তো রক্তকেও পাথর মনে করে ফেলে দেয়। এ তো অবিনাশী জ্ঞান রত্ন, তাই না! এই জ্ঞান রত্নের সাগর হলেন বাবা। এই রত্নের অনেক মূল্য। এই জ্ঞান রত্নই ধারণ করতে হবে। এখন তোমরা প্রত্যক্ষভাবে জ্ঞান সাগরের কাছে শুনছো, এরপর আর অন্যকিছুই শোনার দরকার নেই। সত্যযুগে এইসব হয় না। সেখানে না এল.এল.বি থাকে, আর না সার্জন আদি থাকে। সেখানে এই জ্ঞানই থাকে না। ওখানে তো তোমরা প্রালব্ধ ভোগ করো। তাই জন্মাষ্টমী উপলক্ষে বাচ্চাদের খুব ভালোভাবে বোঝাতে হবে। অনেকবার এই জ্ঞান মুরলী শোনানো হয়েছে। বাচ্চাদের বিচার সাগর মন্বন করতে হবে, তখনই নতুন নতুন পয়েন্ট বের হবে। ভাষণ করতে হলে ভোরবেলা উঠে লেখা উচিত, তারপর তা পাঠ করতে হবে। ভুলে যাওয়া পয়েন্ট আবার যোগ করতে হবে। এতে সুন্দর ধারণা হবে, তবুও লেখা অনুসারে সবাই বলতে পারবে না। কিছু না কিছু পয়েন্ট ভুলেই যাবে। তাই তোমাদের বোঝাতে হয় - কৃষ্ণ কে, তিনি তো আশ্চর্যজনক পৃথিবীর মালিক ছিলেন। ভারতই স্বর্গ ছিলো। সেই স্বর্গের মালিক শ্রীকৃষ্ণ ছিলেন। আমরা আপনাদের সেই সন্দেশ শোনাচ্ছি যে, শ্রীকৃষ্ণ এখন আসছেন। রাজযোগ ভগবানই শিখিয়েছেন। তিনি এখনো শেখাচ্ছেন। পবিত্রতার জন্য তিনি এখন পুরুষার্থ করছেন, তোমাদের ডবল মুকুটধারী দেবতা বানানোর জন্য। এইসব কথা বাচ্চাদের স্মৃতিতে আসা উচিত। যার খুব ভালো অভ্যাস থাকবে, সে খুব ভালোভাবে বোঝাতে পারবে। কৃষ্ণের চিত্রের

লিখনও একনম্বর । এই লড়াইয়ের পরে স্বর্গের দ্বার খুলে যাবে । এই লড়াইয়ের মধ্যেই স্বর্গ লুকিয়ে আছে । বাচ্চাদেরও খুবই খুশীতে থাকা উচিত । জন্মাষ্টমীতে মানুষ নতুন বস্ত্র আদি পরিধান করে কিন্তু তোমরা জানো যে, আমরা এখন এই পুরানো শরীর ত্যাগ করে নতুন কাঞ্চন কায়া ধারণ করবো । কাঞ্চন কায়া তো বলা হয়, অর্থাৎ সোনার কায়া । সেখানে আত্মাও পবিত্র, আবার শরীরও পবিত্র । এখন তোমাদের কায়া কাঞ্চন নয় । নম্বরের ক্রমানুসারে তা তৈরী হচ্ছে । এই স্মরণের যাত্রাতেই কায়া কাঞ্চন তৈরী হবে । বাবা জানেন যে, এমন অনেকেই আছে যাদের স্মরণ করারও বুদ্ধি নেই । এই স্মরণের যখন পরিশ্রম করবে তখন তোমাদের বাণীও শক্তিশালী হবে । এখন সেই শক্তি কোথায় ? তোমাদের যোগবল নেই । লক্ষ্মী - নারায়ণ হওয়ার মতো মুখও তো চাই, তাই না । তেমন শিক্ষাও চাই । কৃষ্ণ জন্মাষ্টমী উপলক্ষে বোঝানো খুব সহজ । কৃষ্ণকে বলা হয় শ্যাম সুন্দর । কৃষ্ণকেও কালো, নারায়ণকেও কালো আবার রামকেও কালো বানিয়ে দিয়েছে । বাবা বলেন, আমার বাচ্চারা যারা প্রথমে জ্ঞান চিতায় বসে স্বর্গের মালিক হয়েছিলো, তারপর তারা কোথায় চলে গেলো ! তারা কাম চিতায় বসে নম্বরের ক্রমানুসারে নামতে থেকেছে । এই সৃষ্টিও সত্যোপধান, সত্যো, রজঃ, তমঃ হয়ে যায় । মানুষের অবস্থাও এমনই হয় । কাম চিতায় বসে সবাই শ্যাম অর্থাৎ কালো হয়ে গেছে । আমি এখন এসেছি তোমাদের সুন্দর বানাতে । আত্মাকে সুন্দর করা হয় । বাবা প্রত্যেকেরই আচরণ দেখে বুঝতে পারেন যে -- এ মন, বচন এবং কর্মে কিভাবে চলে । কিভাবে কর্ম করে, তাও জানতে পারা যায় । বাচ্চাদের চলন তো একনম্বর হওয়া উচিত । মুখ থেকে সর্বদা রত্ন নির্গত হওয়া উচিত । কৃষ্ণ জয়ন্তীতে বোঝানো খুবই ভালো । তখন শ্যাম এবং সুন্দরের বিষয় যেন থাকে । কৃষ্ণকেও কালো, তারপর নারায়ণ এবং রাধাকেও কেন কালো বানানো হয় ? শিবলিঙ্গতেও কালো পাথর রাখা হয় । এখন তিনি তো কালোই নন । শিব কি আর ওরা কি জিনিস তৈরী করে । এইসব বিষয় বাচ্চারা, তোমরাই জানো । কেন তাঁদের কালো বানানো হয়, তোমরা এইসব বিষয়ের উপরও বোঝাতে পারবে । এখন দেখবো যে, বাচ্চারা কি সেবা করে । বাবা তো বলেন - এই জ্ঞান সব ধর্মের মানুষের জন্য । তাদেরও বলতে হবে যে - বাবা বলছেন, আমাকে স্মরণ করো, তাহলে তোমাদের জন্ম - জন্মান্তরের পাপ কেটে যাবে । তোমাদের পবিত্র হতে হবে । তোমরা যে কাউকেই রাখী পড়াতে পারো । ইউরোপিয়নদেরও রাখী বাঁধতে পারো । যে কেউই হোক না কেন, তোমরা তাদের বলবে - ভগবান উবাচঃ তো অবশ্যই কোনো শরীরের দ্বারাই বলবেন, তাই না । তিনি বলেন - "মামেকম্ (একমাত্র আমাকে) স্মরণ করো" । দেহের সব ধর্ম ত্যাগ করে নিজেকে আত্মা মনে করো । বাবা কতো বোঝান, তবুও বুঝতে না পারলে বাবা মনে করেন, এর ভাগ্যে নেই । এ তো বুঝবেই যে, শিববাবা আমাদের পড়ান । রথ (শরীর) ছাড়া তো তিনি পড়াতে পারেন না । এই ইঙ্গিত দেওয়াই হলো যথেষ্ট । কোনো কোনো বাচ্চার বোঝানোর অভ্যাস খুবই ভালো । বাবা - মাঙ্গার কথা তো বুঝতেই পারো যে, এনারা উঁচু পদ পাবেন । মাঙ্গাও তো সেবা করতেন, তাই না । এই কথাও বোঝাতে হয় । মায়ারও অনেক প্রকারের রূপ হয় । অনেকেই বলে যে, আমার মধ্যে মাঙ্গা আসে, শিববাবা আসে, কিন্তু নতুন নতুন পয়েন্টস তো নির্ধারিত শরীরের দ্বারাই শোনাবেন, নাকি অন্য কারোর দ্বারা শোনাবেন ? এ তো হতেই পারে না । এমনিতে তো বাচ্চারা নিজেদেরও অনেক প্রকারের পয়েন্টস শোনায় । ম্যাগাজিনে কতো কথা লেখা হয় । এমন নয় যে, মাঙ্গা - বাবা তাদের মধ্যে আসেন, তাঁরা লেখান । তা নয়, বাবা তো এখানে প্রত্যক্ষভাবে আসেন, তাই তো তোমরা এখানে শোনার জন্য আসো । বাবা - মাঙ্গা যদি অন্য কারোর মধ্যে আসতেন, তাহলে সেখানে বসেই তাদের কাছে পড়তো । তা নয়, এখানে আসার জন্যই সবাই চেষ্টা করে । দূরে যারা থাকে, তারা আরো বেশী চেষ্টা করে । বাচ্চারা, তোমরা তাই জন্মাষ্টমী উপলক্ষে অনেক সেবা করতে পারো । কৃষ্ণের জন্ম হবে হয়েছে, এও কেউ জানে না । তোমাদের ঝুলি এখন ভর্তি হচ্ছে তাই তোমাদের খুশীতে থাকা উচিত, কিন্তু বাবা দেখেন যে, কারোর কারোর মধ্যে খুশী একদমই নেই । শ্রীমতে না চলার জন্য যেন প্রতিজ্ঞা করেই বসে আছে । সেবা পরায়ণ বাচ্চাদের তো কেবল সেবার নেশাই লেগে থাকবে । তারা মনে করে যে, বাবার সেবা যদি না করি, কাউকে যদি পথ না দেখাই তাহলে তো আমরা অন্ধই রয়ে গেলাম । এ তো বোঝার মতো কথা, তাই না । ব্যাজেও কৃষ্ণের চিত্র আছে, তোমরা এর উপরও বোঝাতে পারো । কাউকে জিজ্ঞেস করো, এনাকে কালো কেন দেখানো হয়েছে, কেউ বলতে পারবে না । শাস্ত্রে লিখে দিয়েছে যে, রামের স্ত্রীকে হরণ করা হয়েছিলো, কিন্তু এমন কোনো ঘটনা সেখানে হয় না ।

তোমরা ভারতবাসীরাই পরীস্থানী ছিলে, এখন তোমরা কবরস্থানী হয়ে গেছো, আবার জ্ঞান চিতায় বসে দৈব গুণ ধারণ করে পরীস্থানী হও । এই সেবা তো বাচ্চাদের করতেই হবে । সবাইকে খবর দিতে হবে । এতে বৃহৎ বুদ্ধির প্রয়োজন । এমন নেশা থাকা উচিত যে - আমাদের ভগবান পড়ান । আমরা ভগবানের সঙ্গে থাকি । আমরা ভগবানের সন্তানও, আবার তাঁর কাছে পড়ি । বোর্ডিংয়ে থাকলে বাইরের সঙ্গ লাগে না । এখানেও তো স্কুল, তাই না । খৃস্টানদের স্বভাব - চরিত্রও খুব সুন্দর ছিলো, এখন আর তা নেই, সকলেই তমোপ্রধান এবং পতিত । এই পতিত আত্মারা দেবতাদের সামনে গিয়ে মাথা ঠোকে । সেই দেবতাদের কতো মহিমা । সত্যযুগে সকলের চরিত্রই দৈবী ছিলো, এখন সকলেই আসুরী চরিত্রের । তোমরা যদি এমন - এমনভাবে ভাষণ দাও, তাহলে সকলেই শুনে খুশী হয়ে যাবে । ছোটো মুখে বড় কথা -- একথা কৃষ্ণের জন্য বলা

হয়। এখন তোমরা কতো বড় কথা শোনো, এতো বড় হওয়ার জন্য। তোমরা যে কাউকেই রাখী বাঁধতে পারো। বাবার খবর তো সবাইকেই দিতে হবে। এই লড়াই স্বর্গের দ্বার খোলে। তোমাদের এখন পতিত থেকে পবিত্র হতে হবে। বাবাকে স্মরণ করতে হবে। তোমরা দেহধারীকে স্মরণ করো না। এক বাবাই সকলের সদগতি করেন। এ হলো পৃথিবীর লৌহ যুগ। বাচ্চারা, তোমাদের বুদ্ধিতেও পুরুষার্থের নম্বর অনুসারে ধারণা হয়। স্কুলেও যেমন স্কলারশিপ নেওয়ার জন্য পরিশ্রম করে। এখানেও কতো বড় স্কলারশিপ। এখানে সেবাও অনেক বড়। মায়েরাও চিত্র দেখিয়ে অনেক সেবা করতে পারে। কৃষ্ণের কালো, নারায়ণের কালো, রামচন্দ্রেরও কালো, শিবেরও কালো, এইসব চিত্র দেখিয়ে সকলকে বোঝাও। দেবতাদের কেন কালো বানানো হয়েছে? শ্যাম - সুন্দর। শ্রীনাথের মন্দিরে যাও তো সেখানে সম্পূর্ণ কালো চিত্র। তাই এই সমস্ত চিত্র একত্রিত করা উচিত। তোমাদের বাবার চিত্রও দেখানো উচিত। শ্যাম - সুন্দরের অর্থ বুঝিয়ে বলো, তোমরাও যদি এখন রাখী বেঁধে কাম চিতা থেকে নেমে জ্ঞান চিতায় বসো, তাহলে গোরা (আত্মা পবিত্র) হয়ে যাবে। এখানেও তোমরা সেবা করতে পারো। তোমরা খুব সুন্দর ভাষণ দিয়ে বুঝিয়ে বলতে পারো যে, এঁদের কেন কালো করা হয়েছে? শিবলিঙ্গকেও কালো কেন বানানো হয়েছে! বলো, সুন্দর আর শ্যাম কেন বলা হয়, আমরা বুঝিয়ে বলবো। এতে কেউই বিরক্ত হবে না। সেবা তো খুবই সহজ। বাবা তো বোঝাতেই থাকেন -- বাচ্চারা, তোমরা ভালো গুণ ধারণ করো, বংশের নাম উজ্জ্বল করো। তোমরা এখন জানো যে, আমরা হলাম উঁচুর থেকেও উঁচু ব্রাহ্মণ কুলের। এরপর রাখী বন্ধনের অর্থও তোমরা কাউকেই বোঝাতে পারো। তোমরা বারবনিতাদেরও বুঝিয়ে রাখী বাঁধতে পারো। তোমাদের সঙ্গে যেন চিত্রও থাকে। বাবা বলেন যে -- একমাত্র আমাকে (মামেকম) স্মরণ করো, এই নির্দেশ পালন করলে তোমরা গোরা (পবিত্র, সুন্দর) হয়ে যাবে। এখানে অনেক উপায় আছে। কেউই বিরক্ত হবে না। একজন ছাড়া অন্য কোনো মানুষই কারোর সদগতি করতে পারে না। রাখী বন্ধনের দিন না থাকলেও যে কোনোদিন রাখী বাঁধতে পারো। এ তো অর্থ বোঝার কথা। রাখী যখন চায় তখনই বাঁধতে পারে। তোমাদের কর্তব্যই হলো এটা। বলো, বাবার কাছে প্রতিজ্ঞা করো। বাবা বলেন যে, আমাকে (মামেকম) স্মরণ করো, তাহলে তোমরা পবিত্র হয়ে যাবে। তোমরা মসজিদে গিয়েও ওদের বোঝাতে পারো। বলবে, আমরা রাখী বাঁধার জন্য এসেছি। এই কথা তোমাদেরই বোঝানোর অধিকার আছে। বাবা বলেন, তোমরা আমাকে স্মরণ করো, তাহলেই তোমাদের পাপ দূর হবে, তোমরা পবিত্র হয়ে পবিত্র দুনিয়ার মালিক হয়ে যাবে। এখন তো পতিত দুনিয়া, তাই না। অবশ্যই একসময় স্বর্ণযুগ ছিলো, এখন লৌহযুগ। তোমরা স্বর্ণযুগে বা ঈশ্বরের কাছে যাবে না কি? এমনভাবে শোনাও তাহলে চট করে শরণে আসবে। আচ্ছা!

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণ, স্নেহ - সুমন এবং সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মারূপী সন্তানদের সুপ্রভাত জানাচ্ছেন।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) জ্ঞান রত্নের সাগর থেকে যে অবিনাশী জ্ঞান রত্ন প্রাপ্ত হচ্ছে, তার মূল্য রাখতে হবে। বিচার সাগর মন্বন করে নিজের মধ্যে জ্ঞান রত্ন ধারণ করতে হবে। মুখ থেকে সর্বদা যেন রত্নই নির্গত হয়।

২) স্মরণের যাত্রায় থেকে বাণীকে শক্তিশালী করতে হবে। এই স্মরণেই আত্মা কাঞ্চন তুল্য হবে, তাই স্মরণ করার কায়দা শিখতে হবে।

বরদান:- পুরানো দেহ আর দুনিয়াকে ভুলে বাপদাদার হৃদয় আসনে আসীন ভব*
সঙ্গমযুগী শ্রেষ্ঠ আত্মাদের স্থানই হলো বাপদাদার হৃদয় আসন। এমন আসন, সম্পূর্ণ কল্পে মিলতে পারে না। বিশ্ব রাজ্যের আসন বা কেবল রাজ্যের আসন তো পেতে থাকবে, কিন্তু এই আসন পাবে না - এ এতো বিশাল আসন যে, চলো-ফেরো, খাও বা ঘুমাও কিন্তু সদা আসনে বিরাজিত থাকবে। যে বাচ্চারা সদা বাপদাদার হৃদয় আসনে বিরাজিত থাকে, তারা এই পুরানো দেহ বা দেহের দুনিয়া বিস্মৃত থাকে, একে দেখেও দেখে না।

স্লোগান:- জাগতিক মান - সম্মানের পিছনে দৌড় লাগানো অর্থাৎ ছায়ার পিছনে দৌড়ানো।*

১২-০৮-২০২০ প্রাতঃমুরলী ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

- *প্রশ্ন:- বাবার কাছে বাচ্চারা কি এমন আশা রাখবে, আর কি আশা করবে না?*
- *উত্তর:- বাবার থেকে এই আশা রাখতে হবে যে, আমরা বাবার দ্বারা পবিত্র হয়ে নিজেদের ঘর (শান্তিধাম) এবং রাজধানীতে (সুখধামে) যাব। বাবা বলছেন যে - বাচ্চারা ! আমার কাছ থেকে এই আশা ক'রো না যে, অমুক ব্যক্তি রোগগ্রস্ত হয়েছে, তাকে আশীর্বাদ করতে হবে। এখানে কৃপা বা আশীর্বাদের কথাই নেই। বাচ্চারা, আমি তো আসি তোমাদেরকে পতিত থেকে পবিত্র বানাতে। এখন আমি তোমাদেরকে এমন কর্ম শেখাচ্ছি যে কর্ম, বিকর্ম হয় না।*
- *গীত:- আজ নয়তো কাল ঝরবে এই বাদল, সকাল হল হে পথিক ! চল্ এবার ঘর চল...*

ওম্ শান্তি । আত্মিক বাচ্চারা এই গান শুনেছে। বাচ্চারা জানে যে, এখন ঘরে ফিরে যেতে হবে। বাবা এসেছেন বাড়ি ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য। এই কথাটি তখনই মনে থাকবে, যখন আত্ম-অভিমানী হয়ে থাকবে। দেহ-অভিমাণে থাকলে তো, মনেও পড়বে না। বাচ্চারা জানে যে, বাবা পর্যটক হয়ে এসেছেন। তোমরাও পর্যটক হয়ে এসেছিলে। এখন নিজেদের বাড়িকে ভুলে গেছো। পুনরায় বাবা বাড়ির কথা মনে করিয়ে দিচ্ছেন আর প্রতিদিন বোঝাচ্ছেন। যতক্ষণ না পর্যন্ত সত্যপ্রধান হচ্ছে, ততক্ষণ তোমরা ফিরে যেতে পারবে না। বাচ্চারা মনে করে যে, বাবা তো সঠিক কথাই বলছেন। বাবাও বাচ্চাদেরকে যে শ্রীমৎ দিচ্ছেন, যারা সুপুত্র হবে, তারা সেই মতে চলবে। এই সময় আর তো অন্য কোনো বাবা নেই, যিনি এই রকম শ্রীমত দেবেন, এইজন্যই তোমরা ঘরছাড়া হয়ে গেছ। শ্রীমৎ দাতা হলেন এক বাবা-ই। তবুও অনেক বাচ্চা-ই সেই মতে চলতে পারেনা। আশ্চর্যের বিষয়। লৌকিক বাবার মতে চলতে থাকে। সেটা তো হল আসুরিক মত। এটাও তো হলো ড্রামা। তবুও বাচ্চাদেরকে বোঝানো হচ্ছে যে, তোমরা আসুরিক মতে চলে এই দুর্গতি প্রাপ্ত করেছ। এখন ঈশ্বরীয় মতে চলো তো তোমরা সুখধামে যেতে পারবে। এটা হলো অসীম জগতের অবিনাশী উত্তরাধিকার। বাবা প্রতিদিন বোঝাচ্ছেন। তাই বাচ্চাদেরকে অনেক খুশিতে থাকতে হবে। সবাইকে তো এখানে (মধুবনে) রাখা যাবে না। নিজেদের ঘরে থেকেই বাবাকে স্মরণ করতে হবে। এখন তো পার্ট সম্পূর্ণ হতে চলেছে, এখন পুনরায় বাড়ি ফিরে যেতে হবে। মানুষ তো সবকিছুই ভুলে গেছে। বলা হয় যে, এরা তো নিজেদের ঘর-বাড়ি সবই ভুলে গেছে। এখন বাবা বলছেন যে, নিজেদের ঘরকে মনে করো। নিজেদের রাজধানীকে মনে করো। এখন তোমাদের পার্ট সম্পূর্ণ হতে চলেছে, এখন তোমাদের পুনরায় ঘরে ফিরে যেতে হবে। তোমরা কি সবকিছুই ভুলে গেছ ?

বাচ্চারা, তোমরা বলতে পারো যে, বাবা ড্রামা অনুসারে আমাদের পার্ট-ই এইরকম আছে, আমরা আমাদের ঘর শান্তিধামকে ভুলে গিয়ে একদম উদভ্রান্ত হয়ে গিয়েছিলাম। ভারতবাসীরাই নিজেদের শ্রেষ্ঠ ধর্ম, কর্মকে ভুলে দৈবীধর্ম ব্রষ্ট, দৈবীকর্ম ব্রষ্ট হয়ে পড়েছে। এখন বাবা সাবধান করছেন যে, তোমাদের ধর্ম-কর্ম তো এইরকম (সত্যপ্রধান) ছিল। সেখানে তোমরা যা কিছু কর্ম করতে সেসবই অকর্ম হয়ে যেত। কর্ম, অকর্ম, বিকর্ম -এর গতি বাবা-ই তোমাদেরকে বোঝাচ্ছেন। সত্যযুগে কর্ম, অকর্ম হয়ে যায়। আর রাবন রাজ্যে কর্ম, বিকর্ম হয়ে যায়। এখন বাবা এসেছেন, ধর্ম শ্রেষ্ঠ - কর্ম শ্রেষ্ঠ বানাতে। তাই এখন শ্রীমতে চলে নিজেদের কর্ম শ্রেষ্ঠ করতে হবে। কোনও ব্রষ্ট কর্ম করে কাউকে দুঃখ দিও না। ঈশ্বরীয় বাচ্চাদের এটা কাজ নয়। যা কিছু নির্দেশ প্রাপ্ত হচ্ছে সেই অনুসারে চলতে হবে, দৈবগুণ ধারণ করতে হবে। ভোজনও শুদ্ধ গ্রহণ করতে হবে। যদি বিপরীত পরিস্থিতিতে শুদ্ধ খাবার না পাওয়া যায়, তখন বাবার থেকে রায় নিতে হবে। বাবা বোঝেন যে, চাকরি আদিত কোথাও অল্প একটু খেতেও হয়। যখন যোগবলের দ্বারা তোমরা নতুন রাজত্ব স্থাপন করতে পারো, পতিত দুনিয়াকে পবিত্র বানাতে পারো, তবে ভোজনকেও শুদ্ধ বানানো, এ আর কি এমন বড় কথা ! চাকরি তো করতেই হবে, তাই না! এমন তো নয় যে, বাবার হয়ে গেছ তো সবকিছু ছেড়ে এখানে এসে বসে যেতে হবে। কত অসংখ্য বাবার বাচ্চা আছে, এত সবাই তো আর এখানে একসাথে থাকতে পারবে না। সবাইকে তো নিজেদের-নিজেদের গৃহস্থ ব্যবহারেই থাকতে হবে। শুধু এটা মনে রাখতে হবে যে - আমি হলাম আত্মা, বাবা এসেছেন, আমাদেরকে পবিত্র বানিয়ে ঘরে নিয়ে যেতে, পুনরায় আমরা নতুন রাজধানীতে আসবো। এটা তো হলো রাবণের নোংরা রাজধানী। তোমরা একদম পতিত হয়ে গেছো, ড্রামার প্ল্যান অনুসারে। বাবা বলছেন যে, এখন আমি তোমাদেরকে সজাগ করতে এসেছি। তাই

তোমরা আমার শ্রীমতে চলো। যত শ্রীমতে চলবে, ততই শ্রেষ্ঠ হবে।

এখন তোমরা বুঝতে পেরেছ যে, আমরা সেই বাবাকে ভুলে গেছি, যিনি আমাদেরকে স্বর্গের মালিক বানিয়ে ছিলেন। এখন বাবা সংশোধন করতে এসেছেন তাই ভালো ভাবে সংশোধিত হতে হবে, তাই না! খুশিতে থাকতে হবে। অসীম জগতের বাবা আমাদের কাছে এসেছেন, বাবা বাচ্চাদের সঙ্গে এমন ভাবে কথা বলেন, যেন মনে হয়, তোমরা নিজেদের মধ্যে বার্তালাপ করছো। তিনিও তো আত্মা, তিনি হলেন পরম আত্মা। তারও এই ড্রামাতে পার্ট আছে। আত্মারা, তোমরাও হলে পার্টধারী। উঁচুর থেকেও উঁচু আবার নীচুর থেকে নীচু পার্ট, তোমাদেরকেই অভিনয় করতে হয়। ভক্তি মার্গে মানুষ এই গান করে যে, ঈশ্বরই সবকিছু করেন। বাবা বলছেন যে, আমার কি এইরকম পার্ট আছে যে আমি কোনও রোগাগ্রস্ত ব্যক্তিকে সুস্থ করে দিতে পারি? আমার পার্ট হল সবাইকে রাস্তা বলে দেওয়া, যে তোমরা কিভাবে পবিত্র হতে পারবে? পবিত্র হলেই তোমরা ঘরেও যেতে পারবে। রাজধানীতেও যেতে পারবে। আর কোনো আশা রেখো না। অমুক ব্যক্তির অসুখ হয়েছে, তাঁকে আশীর্বাদ করতে হবে। না, আশীর্বাদ, কৃপা আদির কোনও কথা আমার কাছে নেই। তার জন্য তো সাধু-সন্ত আদিদের কাছে যাও। তোমরা আমাকে ডেকেছিলে এই কারণে যে, হে পতিত-পাবন এসো, এসে আমাদেরকে পবিত্র বানাও। পবিত্র দুনিয়াতে নিয়ে চলো। তাই বাবা জিজ্ঞাসা করছেন যে, আমি তোমাদেরকে বিষয় সাগর থেকে বের করে, ওই পারে নিয়ে যাচ্ছি, পুনরায় তোমরা বিষয় সাগরে কেন ফেঁসে যাচ্ছ? ভক্তি মার্গে তোমাদের এই অবস্থা হয়েছে। জ্ঞান, ভক্তি হল তোমাদের জন্যই। সন্ন্যাসীরাও বলে যে, জ্ঞান, ভক্তি আর বৈরাগ্য। কিন্তু এর অর্থ তারা জানেই না। এখন তোমাদের বুদ্ধিতে আছে - জ্ঞান, ভক্তি তারপর হল বৈরাগ্য। তাই অসীম জগতের বৈরাগ্যবৃত্তি শেখানোর জন্য কাউকে চাই। বাবা বলেছিলেন যে - এটা হল কবরস্থান, এর পরেই আসবে পরিদের স্থান। সেখানে প্রত্যেক কর্ম, অকর্ম হয়ে যায়। এখন বাবা তোমাদেরকে এমন কর্ম শেখাচ্ছেন যে কর্ম, বিকর্ম হবে না। কাউকে দুঃখ দিও না। পতিতের হাতের তৈরি অন্ন খেওনা। বিকারে যেওনা। অবলাদের উপর অত্যাচারও এই কারণে হয়। দেখতে থাকো যে মায়ার বিঘ্ন কীভাবে পড়ে। এই সবকিছুই হল গুপ্ত। বলে যে, দেবতা আর অসুরদের মধ্যে যুদ্ধ হয়েছিল, আবার বলে যে পান্ডব আর কৌরবদের যুদ্ধ লেগেছিল। এখন লড়াই তো একবারই হবে। বাবা বোঝাচ্ছেন যে, আমি তোমাদেরকে রাজযোগ শেখাচ্ছি ভবিষ্যতের ২১ জন্মের জন্য। এটা হল মৃত্যুলোক। মানুষ সত্যনারায়ণের কথা শুনে এসেছে, কিন্তু তাতে লাভ কিছুই হয়নি। এখন তোমরা সত্যিকারের গীতা শোনাচ্ছে। রামায়ণও তোমরা সঠিক অর্থ করে শোনাচ্ছে। এক রাম-সীতার কথা ছিল না। এই সময় তো সমগ্র দুনিয়াই হলো লঙ্কা। চারিদিকে শুধু জল আর জল, তাই না! এটা হল অসীম জগতের লঙ্কা। যেখানে রাবণের রাজ্য আছে। এক বাবা-ই হলেন বর, বাকি সবাই হলো কনে। তোমাদেরকে এখন রাবণ রাজ্য থেকে বাবা মুক্ত করছেন। এটা হল শোক-বাটিকা। সত্যযুগকে বলা যায় অশোক-বাটিকা। সেখানে কোনও শোক থাকে না। এই সময় হল শোক আর শোক। অশোক একজনও থাকেনা। নাম তো রেখে দেয় - অশোকা হোটেল। বাবা বলেন যে - সমগ্র দুনিয়াকে এই সময় অসীমের হোটেলই মনে করো। এটা হলো শোকের হোটেল। এখানের মানুষদের খাদ্য-পানীয় হল জানোয়ারের মত। দেখো, বাবা তোমাদেরকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন। সত্যিকারের অশোক-বাটিকা আছে সত্যযুগে। লৌকিক আর অলৌকিকের এই পার্থক্য বাবা-ই বলে দিচ্ছেন। বাচ্চারা, তোমাদেরকে অনেক খুশিতে থাকতে হবে। তোমরা এখন জানো যে, বাবা আমাদেরকে পড়াচ্ছেন। আমাদেরও হল সেই একই ধাক্কা - সবাইকে রাস্তা বলে দিতে হবে, অন্ধের লাঠি হতে হবে। তোমাদের কাছে অনেক চিত্র আছে। স্কুলে যেরকম চিত্র দেখিয়ে বোঝায়, এটা হল অমুক দেশ...। তোমরাও তো পুনরায় বোঝাতে থাকো যে, তোমরা হলে আত্মা, শরীর নও। আত্মা-ই ভাই-ভাই হয়। কত সহজ কথা শোনাতে থাকো। তারাও বলে যে আমরা সবাই হলাম ভাই-ভাই। বাবা বলেন যে, তোমরা সকল আত্মারা হলে ভাই-ভাই, তাইনা! আমাকে গড-ফাদার বলে ডাকো, তাই না! তাই কখনও নিজেদের মধ্যে লড়াই-ঝগড়া আদি ক'রো না। শরীরধারী হওয়ার জন্য তো আবার ভাই-বোন হয়ে যাও। আমরা হলাম শিব বাবার সন্তান ভাই-ভাই। প্রজাপিতা ব্রহ্মার সন্তান ভাই-বোন, অবিনাশী উত্তরাধিকার দাদাঠাকুরের কাছ থেকেই আমাদেরকে নিতে হবে, এইজন্য দাদাঠাকুর অর্থাৎ শিব বাবাকেই স্মরণ করতে হবে। এই বাচ্চা অর্থাৎ ব্রহ্মা বাবাকেও আমি নিজের বানিয়েছি অথবা ঐনার মধ্যে প্রবেশ করেছি। এই সমস্ত কথাগুলিকে তোমরা এখন বুঝতে পেরেছ। বাবা বলছেন যে - বাচ্চারা, এখন নতুন দৈবী প্রবৃত্তি মার্গ স্থাপন হচ্ছে। তোমরা সমস্ত বিকে-রা শিব বাবার শ্রীমৎ অনুসারে চলছো। ব্রহ্মাও তাঁর (শিব বাবার) মতে চলেন। বাবা বলছেন যে নিজেকে আত্মা মনে করে বাবাকে স্মরণ করো আর অন্যান্য সমস্ত সম্বন্ধগুলিকে হালকা করতে থাকো। আট ঘন্টা স্মরণে থাকো বাকি ১৬ ঘন্টাতে আরাম বা ধাক্কা আদি যা কিছু করার আছে সেগুলো করো। 'আমি হলাম শিব বাবার সন্তান' - এটা ভুলে যেও না। এমনও নয় যে এখানে এসে হোস্টেলে থেকে যেতে হবে। না, গৃহস্থ ব্যবহারে বাচ্চাদের সাথেই থাকতে হবে। বাবার কাছে আসো রিফ্রেশ হওয়ার জন্য। মথুরা-বৃন্দাবনে যায় মধুবনকে এক ঝলক দেখার জন্য। সেখানে ছোট মডেল রূপে সবকিছু সাজানো আছে। এখন তো এই অসীম জগতের কথা বুঝতে হবে। শিব বাবা ব্রহ্মার দ্বারা নতুন সৃষ্টি রচনা

করছেন। আমরা হলাম প্রজাপিতা ব্রহ্মার সন্তান বি. কে। এখানে বিকারের কথা হতেই পারে না। সন্ন্যাসীদের শিষ্য হয়। সেই সন্ন্যাসীর বস্ত্র পরিবর্তন করে নিলে, তখন নাম পরিবর্তন হয়ে যায়। এখানেও তোমরা বাবার হয়ে গেছ, তাই বাবাও তোমাদের নাম রেখে দিয়েছেন, তাই না! কতদিন ভাঙিতে ছিলে ! এই ভাঙির কথা কেউ জানেই না। শাস্ত্রতে তো কত কি সব লিখে দিয়েছে। পুনরায় এই রকমই হবে। এখন তোমাদের বুদ্ধিতে সৃষ্টি চক্রের পুনরাবৃত্তি হচ্ছে। বাবাও তো হলেন স্ব-দর্শন চক্রধারী, তাইনা! সৃষ্টির আদি, মধ্য, অন্তকে জানেন। বাবার তো শরীরও নেই। তোমাদের তো স্থূল শরীর আছে। তিনি হলেনই পরমাত্মা। আত্মাই হল স্ব-দর্শন চক্রধারী, তাইনা! এখন আত্মাকে অলংকার কিভাবে দেওয়া যাবে ? বোঝার বিষয়, তাই না! এই সমস্ত হলো অত্যন্ত সূক্ষ্ম কথা। বাবা বলছেন যে - বাস্তবে আমি হলাম স্ব-দর্শন চক্রধারী। তোমরা জানো যে, আত্মার মধ্যে সমগ্র সৃষ্টি চক্রের জ্ঞান ভরা আছে। বাবাও হলেন পরমধামের বাসিন্দা, আমরাও সেখানে এক সাথে ছিলাম। বাবা এসে নিজের পরিচয় দিচ্ছেন - বাচ্চারা, আমিও হলাম স্ব-দর্শন চক্রধারী। আমি পতিত-পাবন, তোমাদের কাছে এসেছি। আমাকে আহ্বান করা হয়েছে এই কারণে যে, এসে পতিত থেকে পবিত্র করো, মুক্ত করো। কিন্তু তাঁর তো কোনও শরীর নেই। তিনি হলেন অজন্মা। যদিও জন্ম নেন তবে সেটা হল দিব্য জন্ম। শিব জয়ন্তী অথবা শিবরাত্রী পালন করা হয়। বাবা বলেন - আমি তখনই আসি যখন রাত পুরো হয়ে যায়, তখন দিন বানাতে আসি। দিনে ২১ জন্ম, আবার রাতে ৬৩ জন্ম, আত্মাই ভিন্ন-ভিন্ন জন্ম নেয়। এখন তোমরা দিন থেকে রাতে এসেছো, পুনরায় দিনে যেতে হবে। স্ব-দর্শন চক্রধারী তোমাদেরকেই বানিয়ে ছিলাম। এই সময় আমার পাট আছে। তোমাদেরকেও স্ব-দর্শন চক্রধারী বানাই। তোমরা আবার অন্যদেরকেও সেইরকম তৈরী করো। ৮৪ জন্ম কিভাবে নিয়েছো, সেই ৮৪ জন্মের চক্র তো বুঝে গেছো। পূর্বে কি তোমাদের এই জ্ঞান ছিল ? একদমই না। অজ্ঞানী ছিলে। বাবা মুখ্য কথা এটাই বোঝাচ্ছেন যে, বাবা হলেন স্ব-দর্শন চক্রধারী, তাঁকে জ্ঞানের সাগরও বলা হয়। তিনি হলেন সত্য এবং চৈতন্য স্বরূপ। বাচ্চারা, বাবা তোমাদেরকে অবিনাশী উত্তরাধিকার প্রদান করেন। বাবা বাচ্চাদেরকে বোঝাচ্ছেন যে, নিজেদের মধ্যে লড়াই-ঝগড়া করো না। লবণাক্ত জল হয়ো না। সর্বদা হাসি-খুশিতে থাকো আর সবাইকে বাবার পরিচয় দিতে থাকো। বাবাকেই সবাই ভুলে গেছে। এখন বাবা বলছেন যে - *মামেকম্ স্মরণ করো।* নিরাকার ভগবানুবাচ - নিরাকার আত্মাদের প্রতি। তোমাদের প্রকৃত স্বরূপ হল নিরাকার, পুনরায় তোমরা সাকারী হও। সাকার ছাড়া তো আত্মা কিছুই করতে পারে না। আত্মা শরীর থেকে বেরিয়ে গেলে, তখন শরীরের নড়া-চড়া কিছুই হয় না। আত্মা অতি দ্রুত গিয়ে দ্বিতীয় কোনও শরীরে নিজের পাট অভিনয় করতে থাকে। এই কথাগুলিকে ভালোভাবে বোঝো, মনে মনে চিন্তন করতে থাকো। আমি আত্মা বাবার থেকে অবিনাশী উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করছি। সত্যযুগের অবিনাশী উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয়। অবশ্যই বাবা-ই ভারতকে এই অবিনাশী উত্তরাধিকার দিয়েছিলেন। কবে এই উত্তরাধিকার প্রদান করেছিলেন এবং তারপর কি হয়েছিল ? এসমস্ত কথা সাধারণ মানুষ কিছুই জানে না। এখন বাবা সবকিছু বোঝাচ্ছেন। বাচ্চারা, বাবা তোমাদেরকেই স্ব-দর্শন চক্রধারী বানিয়েছিলেন, পুনরায় তোমরা ৮৪ জন্ম ভোগ করেছো। এখন আমি পুনরায় এসেছি, কতো সহজ ভাবে বাবা বোঝাচ্ছেন। বাবাকেই স্মরণ করো আর মিষ্টি স্বভাবী হও। লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য তো সামনে দাঁড়িয়ে আছে। বাবা হলেন উকিলদের থেকেও বড় উকিল, সমস্ত ঝগড়া থেকে তোমাদেরকে মুক্ত করে দেন। বাচ্চারা, তোমাদের মধ্যে আন্তরিক খুশি অনেক হওয়া চাই। আমরা বাবার বাচ্চা হয়েছি। বাবা আমাদেরকে দত্তক নিয়েছেন, অবিনাশী উত্তরাধিকার দেওয়ার জন্য। এখানে তোমরা আসো এই অবিনাশী উত্তরাধিকার নেওয়ার জন্য। বাবা বলছেন যে, বাচ্চা আদিকে দেখাশোনা করেও বুদ্ধিতে যেন বাবা আর রাজধানীই স্মরণে থাকে। পড়াশোনা তো খুবই সহজ। বাবা, যিনি তোমাদেরকে বিশ্বের মালিক বানাচ্ছেন, তাঁকে তোমরা ভুলে যাও ? প্রথমে নিজেকে আত্মা অবশ্যই মনে করো। এই জ্ঞান বাবা সঙ্গমেই প্রদান করেন, কেননা সঙ্গমেই তোমাদেরকে পতিত থেকে পবিত্র হতে হয়। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি আত্মিক ব্রহ্মা মুখ বংশাবলী ব্রাহ্মণ কুলভূষণ, এটা হল দেবতাদের থেকেও উঁচু কুল। তোমরা ভারতের অনেক শ্রেষ্ঠ সেবা করছো। এখন তোমরা পুনরায় পূজ্য হয়ে যাবে। এখন তোমরা পূজারীকে পূজ্য, কড়ি থেকে হিরের মতো বানাচ্ছে। এইরকম আত্মিক বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ঔনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) শ্রীমতে চলে, এখন প্রত্যেক কর্ম শ্রেষ্ঠ করতে হবে, কাউকে দুঃখ দিও না, দৈবীগুণ ধারণ করতে হবে। বাবার শ্রীমতেই চলতে হবে।

২) সর্বদা হাসি খুশিতে থাকার জন্য স্ব-দর্শন চক্রধারী হতে হবে, কখনো নিজেদের মধ্যে নোনতা জল হয়ো না।

সবাইকে বাবার পরিচয় দিতে হবে। খুব খুব মিষ্টি স্বভাবের হতে হবে।

বরদান:- সदा সুখের সাগরে লাভলীন থেকে অন্তর্মুখী ভব*
ব্যাখ্যা :- বলা হয় - *অন্তর্মুখী সदा সুখী*। যে বাচ্চারা *সদা অন্তর্মুখী ভব* -র বরদান প্রাপ্ত করে নেয়, তারা বাবা সম সदा সুখের সাগরে লাভলীন থাকে। সুখ দাতার বাচ্চারা নিজেরাও সুখ দাতা হয়ে যায়। সমস্ত আত্মাদেরকে সুখেরই সম্পদ বিতরণ করতে থাকে। তাই এখন অন্তর্মুখী হয়ে এমন সম্পন্ন মূর্তি হয়ে যাও যে, তোমাদের কাছে কেউ যদি কোনো ভাবনা নিয়ে আসে, তবে তারা নিজদের ভাবনা সম্পন্ন করেই যাবে। যেরকম বাবার সম্পদের মধ্যে অপ্রাপ্ত কোনও বস্তু নেই, সেই রকম তোমরাও বাবার সমান ভরপুর হয়ে যাও।

স্লোগান:- আত্মিক নেশায় থাকো, তাহলে কখনও অভিমানের ফিলিংস আসবে না।*

১৩-০৮-২০২০ প্রাতঃ মুরলী ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

প্রশ্ন:- বাচ্চারা, এখন তোমাদের কোন্ বিষয়ে নিশ্চয় হয়েছে ? নিশ্চয়বুদ্ধি হওয়ার লক্ষণ কি ?

উত্তর:- এই বিষয়ে তোমাদের নিশ্চয় হয়েছে যে - আমরা এখন এমন পড়া পড়ছি, যার দ্বারা ডবল মুকুটধারী, রাজাদেরও রাজা হবো। স্বয়ং ভগবান আমাদের পড়াচ্ছেন, বিশ্বের মালিক বানাচ্ছেন। এখন আমরা তাঁরই সন্তান হয়েছি। তাই এই পড়াশোনা করতে হবে। যেমন শিশুরা নিজের মা-বাবা ছাড়া অন্য কারো কাছে যায় না। এমন অসীম জগতের পিতাকে পেয়ে অন্য কাউকে যেন আর পছন্দ না হয়। এক-এর স্মরণ-ই যেন থাকে।

গীত:- কে এলো আজ সকাল বেলায়

ওম্ শান্তি। মিষ্টি-মিষ্টি বাচ্চারা গান শুনলো - কে এসেছেন আর কে পড়াচ্ছেন? এই কথাটি বুঝতে হবে। কেউ খুব বুদ্ধিমান হয়, কেউ একটু কম বুদ্ধিমান হয়। যে বেশী পড়াশোনা করে তাকে বেশী বুদ্ধিমান বলা হবে। শাস্ত্র ইত্যাদি যা কিছু পাঠ করেছে, সেসবের মান থাকে। কম পড়া করলে মানও কম হয়ে যায়। এখন গানের কথা গুলি তোমরা শুনেছো- কে এসেছেন পড়াতে ! টিচার, তাইনা ! স্কুলে যারা পড়ে তারা জানে টিচার আসেন। এখানে কে এসেছেন ? একদম রোমাঞ্চিত অনুভব করা উচিত। উঁচুর থেকেও উঁচু পিতা পুনরায় এসেছেন পড়াতে। কথাটি বুঝতে হবে, তাইনা ! ভাগ্যেরও ব্যাপার আছে। পড়াচ্ছেন কে ? ভগবান। তিনি এসে পড়ান। বিবেক বলে - যদিও কেউ যতই উঁচু পড়াশোনা করে থাকুক, সেসব অবিলম্বে ত্যাগ করে এসে ভগবানের কাছে পড়ুক। এক সেকেন্ডে সবকিছু ত্যাগ করে বাবা কাছে এসে পড়ুক।

বাবা বুঝিয়েছেন - এখন তোমরা পুরুষোত্তম সঙ্গমযুগী হয়েছো। উত্তম থেকে উত্তম পুরুষ হলেন এই লক্ষ্মী-নারায়ণ। দুনিয়ায় কারো জানা নেই কোন্ এজুকেশনের আধারে তাদের এই পদ মর্যাদা প্রাপ্ত হয়েছে। তোমরা পড়ছো-এই পদ প্রাপ্তির জন্য। কে পড়াচ্ছেন? ভগবান। অতএব অন্য সব পড়া ছেড়ে এই পড়াশোনা করা উচিত কারণ বাবা আসেন কল্প সমাপ্তির সময়ে। বাবা বলেন - আমি প্রতি ৫ হাজার বছর পরে আসি তোমাদের সম্মুখে পড়াতে। ওয়ান্ডার ! তাইনা। বলাও হয় ভগবান আমাদের পড়াচ্ছেন, এই পদ প্রাপ্তি করানোর জন্য। বাচ্চারা তবুও পড়া করে না। তখন বাবা বলেন এখনো বুদ্ধি হয় নি। বাবার পড়ায় সম্পূর্ণ একাগ্রতা নেই। বাবাকে ভুলে যায়। তোমরা বলো যে বাবা আমরা ভুলে যাই। টিচারকেও ভুলে যায়। এই হল মায়ার তুফান। কিন্তু পড়াশোনা তো করাই উচিত তাইনা। বিবেক বলে ভগবান পড়ান তো এই পড়াশোনায় মনোযোগ দেওয়া উচিত। ছোট বাচ্চাদেরই পড়তে হয়। আত্মা তো সবার আছে। বাকি শরীর ছোট বড় হয়। আত্মা বলে আমি তোমার ছোট বাচ্চা। আত্মা আমার সন্তান হয়েছো তো এখন পড়া করো। দুধ-পাক তো নও। পড়াশোনা হলো ফার্স্ট। এতেই খুব অ্যাটেনশন দিতে হবে। স্টুডেন্টরা আসে এখানে সুপ্রিম টিচারের কাছে। পড়ানোর জন্য টিচার নির্দিষ্ট থাকে। তবুও সুপ্রিম টিচার তো আছেন তাইনা। ৭ দিনের ভাট্টির গায়ন আছে। বাবা বলেন পবিত্র থাকো এবং আমাকে স্মরণ করো। দিব্য গুণ ধারণ করলে তোমরা এইরূপ হয়ে যাবে। অসীম জগতের পিতাকে স্মরণ করতে হয়। শিশুদের যদি মা ও বাবা ছাড়া অন্য কেউ কোলে নিতে চায় তো সে যায় না। তোমরাও অসীমের পিতার সন্তান হয়েছো অন্য কাউকে তোমরা দেখাও পছন্দ করবে না, সে যেই হোক। তোমরা জানো উঁচু থেকে উঁচু পিতার সন্তান হয়েছি। তিনি আমাদের ডবল মুকুটধারী রাজার রাজা করেন। লাইটের মুকুট মন্মনাভব এবং রত্ন জড়িত মুকুট “মধ্যাজী ভব”। নিশ্চয় হয়ে যায় আমরা এই পড়াশোনা করে বিশ্বের মালিক হই, ৫ হাজার বছর পরে হিস্ট্রি রিপট হয়, তাইনা! তোমরা রাজত্ব প্রাপ্ত করো। বাকি সব আত্মারা শান্তিধাম নিজের ঘরে ফিরে যাও। এখন তোমরা বাচ্চারা জেনেছো - আমরা আসলে আত্মা বাবার সঙ্গে নিজের ঘরে অর্থাৎ পরমধামে বাস করি। বাবার সন্তান হলে এখন তোমরা স্বর্গের মালিক হও, পরে বাবাকে ভুলে গিয়ে অনাথ হয়ে যাও। ভারত এইসময় অনাথ হয়েছো। অনাথ তাদের বলা হয় যাদের মাতা পিতা থাকে না। পথের ধাক্কা খায় তারা। তোমরা তো এখন বাবাকে পেয়েছো, তোমরা সম্পূর্ণ সৃষ্টি চক্রকে জেনেছো তাই খুশীর অনুভূতিতে ভরপুর থাকা উচিত। আমরা হলাম অসীম জগতের পিতার সন্তান। পরমপিতা পরমাত্মা প্রজাপিতা ব্রহ্মা দ্বারা নতুন সৃষ্টি ব্রাহ্মণদের রচনা করেন। বুঝবার জন্য এই কথা তো খুব সহজ। তোমাদের চিত্রও আছে, বিরাট রূপের চিত্রও বানিয়েছে। ৮৪ জন্মের কাহিনী দেখানো হয়েছে। আমরা সেই দেবতা, ঋত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র হই। এই কথা কোনো মানুষ জানে না কারণ

ব্রাহ্মণ এবং ব্রাহ্মণদের যে পিতা পড়াচ্ছেন, দুই জনের নাম লুপ্ত করে দিয়েছে। ইংরেজিতে তোমরা ভালো করে বোঝাতে পারো। যারা ইংরেজি জানে তারা তো অনুবাদ করে বোঝাতে পারো। ফাদার হলেন নলেজফুল, তাঁরই এই নলেজ আছে যে সৃষ্টি চক্র কীভাবে আবর্তিত হয়। এই হল পড়াশোনা। যোগকেও বাবাকে স্মরণ করা বলা হয়, যাকে ইংরেজিতে কমুনিয়ান (আলাপন/আলাপচারিতা) বলে। বাবার সঙ্গে কমুনিয়ান, টিচারের সঙ্গে কমুনিয়ান, গুরুর সঙ্গে কমুনিয়ান। এ হল গড ফাদারের সঙ্গে কমুনিয়ান (ঈশ্বরের সাথে আলাপন)। স্বয়ং বাবা বলেন - “আমাকে স্মরণ করো এবং কোনো দেহধারীকে স্মরণ ক’রো না”। মানুষ গুরু ইত্যাদি করে, শাস্ত্র পাঠ করে। মুখ্য লক্ষ্য কিছুই নেই। সদগতি তো হয় না। বাবা তো বলেন আমি এসেছি সবাইকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে। এখন তোমাদেরকে বাবার সঙ্গে যোগ যুক্ত হয়ে থাকতে হবে, তাহলেই তোমরা সেখানে পৌঁছে যাবে। ভালো রীতি স্মরণ করলে তবেই বিশ্বের মালিক হবে। এই লক্ষ্মী-নারায়ণ ছিলেন স্বর্গের মালিক তাইনা। এই কথা কে বোঝাচ্ছেন। বাবাকে বলা হয় নলেজফুল। মানুষ যদিও বলে দেয় অন্তর্যামী। বাস্তবে অন্তর্যামী শব্দ নেই। অন্তরে নিবাসরত হলো আত্মা। আত্মা যা কর্ম করে, সেসব তো সবাই জানে। সব মানুষ হলো অন্তর্যামী। আত্মা ই শিক্ষা গ্রহণ করে। বাচ্চারা, বাবা তোমাদের আত্মা অভিমানী করেন। তোমরা আত্মারা হলে মূলবতন নিবাসী। তোমরা আত্মারা হলে কত সুখ। অনেক বার তোমরা এসেছো পার্ট প্লে করতে। বাবা বলেন আমি বিন্দু। আমার পূজো তোমরা করতে পারো না। কেন করবে, কোনো দরকার নেই। আত্মারা, আমি তোমাদের পড়াতে আসি। তোমাদেরকেই রাজস্ব প্রদান করি পরে রাবণ রাজ্যে গিয়ে আমাকে ভুলে যাও। সর্ব প্রথমে আত্মা আসে পার্ট প্লে করতে। মানুষ বলে ৮৪ লক্ষ জন্ম হয়। কিন্তু বাবা বলেন ম্যাক্সিমাম জন্ম হলো ৮৪ বার। বিদেশে গিয়ে এইসব কথা বললে তারা বলবে এই নলেজ আমাদের পড়াও এইখানে বসে। তোমরা এইখানে ১০০০ টাকা পাও, আমরা তোমাদের ১০-২০ হাজার টাকা দেবো। আমাদেরও নলেজ শোনাও। গড ফাদার আত্মাদের অর্থাৎ আমাদের পড়ান। আত্মা ই জজ ইত্যাদি হয়। যদিও মানুষ তো সবাই হলো দেহ-অভিমানী। কারো জ্ঞান নেই। যদিও বড় বড় ফিলসফার ইত্যাদি অনেক আছে, কিন্তু এই নলেজ কারো নেই। গড ফাদার নিরাকার পড়াতে আসেন। আমরা তাঁর কাছেই পড়ি, এইসব কথা শুনে তারা আশ্চর্য হয়ে যাবে। এমন কথা তো কখনও না শুনেছি না পড়েছি। এক পিতাকেই বলা হয় লিবারেটর, গাইড যখন তিনিই হলেন লিবারেটর তাহলে ক্রাইষ্টকে স্মরণ কেন করো? এইসব কথা ভালো রীতি বোঝাও তাহলে আশ্চর্য হয়ে যাবে। তারা বলবে এমন কথা শুনেই দেখি। স্বর্গের (paradise) স্থাপনা হচ্ছে, তার জন্য এই মহাভারতের যুদ্ধও আছে। বাবা বলেন আমি তোমাদের রাজাদের রাজা ডবল মুকুটধারী করি। পবিত্রতা, শান্তি, সমৃদ্ধি (purity, peace, prosperity) সবই ছিলো। বিচার করো, কত বছর হয়েছে ? ক্রাইষ্টের ৩ হাজার বছর পূর্বে এঁদের রাজস্ব ছিলো, তাইনা। তখন বলবে এটা তো হলো আধ্যাত্মিক (spiritual) নলেজ। এ তো ডাইরেক্ট সুপ্রিম ফাদারের সন্তান, তাঁর কাছে রাজযোগ শিখছে। ওয়ার্ল্ডের হিস্ট্রি-জিওগ্রাফি কীভাবে রিপোর্ট হয়, এই হলো সম্পূর্ণ সেই নলেজ। আমাদের আত্মায় ৮৪ জন্মের পার্ট ভরা আছে। এই যোগের শক্তি দ্বারা আত্মা সতো প্রধান হয়ে গোল্ডেন এজ অর্থাৎ স্বর্ণ যুগে চলে যাবে, তখন তাদের জন্য রাজ্য চাই। পুরানো দুনিয়ার বিনাশও চাই। অতএব সামনে রয়েছে আবার এক ধর্মের রাজ্য হবে। এই দুনিয়া তো পাপ আত্মাদের দুনিয়া তাইনা। এখন তোমরা পবিত্র হচ্ছে, বলো এই স্মরণের শক্তি দ্বারা আমরা পবিত্র হই এবং সবার বিনাশ হয়ে যাবে। ন্যাচারাল ক্যালামিটিজও আসবে। এইসব আমাদের রিয়ালাইজ করা এবং দিব্য দৃষ্টি দ্বারা দেখা। এইসবই শেষ হবে। বাবা এসেছেন দেবতাদের ওয়ার্ল্ড স্থাপন করতে। শুনেই বলবে ওহো! এরা তো গড ফাদারের সন্তান। তোমরা বাচ্চারা জানো এই যুদ্ধ হবে, ন্যাচারাল ক্যালামিটিজ হবে। কি অবস্থা হবে ? বিশাল বিশাল ভবন সব ভেঙে পড়বে। তোমরা জানো এই বোমা ইত্যাদি ৫ হাজার বছর পূর্বেও তৈরি ছিলো নিজেদের বিনাশের জন্য। এখনও বোমা রেডি আছে। যোগবল কি, যার দ্বারা তোমরা বিশ্বে বিজয় লাভ করো, তা অন্যরা কেউই জানেনা। বলো, সায়েন্স তোমাদেরই বিনাশ করে। আমাদের বাবার সঙ্গে যোগ আছে, তাই সাইলেন্সের শক্তি দ্বারা আমরা বিশ্বে জিত অর্জন করে সতোপ্রধান হই। বাবা হলেন পতিত-পাবন। পবিত্র দুনিয়া অবশ্যই স্থাপন করা হবে। ড্রামা অনুযায়ী ফিল্মড আছে। বোমা যা তৈরি আছে সেসব কি রাখা থাকবে ! এমন করে বোঝালে বুঝবে ইনি তো হলেন অথরিটি, এনার মধ্যে গড এসে প্রবেশ করেছেন। এও ড্রামায় নির্দিষ্ট আছে। এমন এমন কথা বললে তারা খুশী হবে। আত্মায় কীভাবে পার্ট ভরা থাকে, এই হলো অনাদি পূর্ব নির্দিষ্ট ড্রামা। তারপরে ক্রাইষ্ট এসে তোমাদের ধর্ম স্থাপন করবেন। এমন অথরিটি নিয়ে বললে বুঝবে বাবা সব বাচ্চাদের বসে বোঝান। অতএব এই পড়াশোনায় বাচ্চাদেরকে ব্যস্ত থাকা উচিত। পিতা, শিক্ষক, গুরু তিন রূপে একজন ই আছেন। তিনি নলেজ কীভাবে দেন, তোমরা সেসব জানো। সবাইকে পবিত্র করে নিয়ে যান। দেবতাদের বংশ ছিলো তখন পবিত্র ছিলে। গড-গডেজ ছিলে। কথা বলতে খুব দক্ষ হবে, স্পীডও যেন ভালো থাকে। তাদের বলো বাকি সব আত্মারা সুইট হোমে থাকে। বাবা স্বয়ং নিয়ে যান, একমাত্র বাবা হলেন সর্বজনের সদগতি দাতা। তাঁর জন্ম স্থান হলো ভারত। তাই এই স্থান খুব উচ্চ তীর্থ স্থান হয়ে গেছে।

তোমরা জানো সবাইকে তমোপ্রধান হতেই হবে। পুনর্জন্ম সবাইকে নিতে হবে, ফিরে কেউ যেতে পারে না। এমন এমন কথা

বললে তারা আশ্চর্য হয়ে যাবে। বাবা তো বলেন দুইজন একত্র হয়ে ভালোভাবে বোঝাতে পারবে। ভারতে প্রথমে পবিত্রতা ছিলো। তাহলে পরে অপবিত্র কীভাবে হয়। এই কথাও বলতে পারো। পূজ্য থেকে পূজারী হয়ে যায়। অপবিত্র হয়ে তখন নিজেরই পূজো করতে থাকে। রাজাদের মহলে এই দেবতাদের চিত্র থাকে, যারা ডবল মুকুটধারী ছিলো তাদেরকে মুকুট বিহীন অপবিত্র -রা পূজো করে। তারা হলো পূজারী রাজা। তাদের তো গড-গডেস বলা হবে না কারণ তারা দেবতাদের পূজো করে। নিজেই পূজ্য, নিজেই পূজারী, পতিত হয়ে যায় তখন রাবণ রাজ্য শুরু হয়ে যায়। এই সময় হলো রাবণ রাজ্য। বসে এমন করে বোঝালে খুব মজা করে দেখাতে পারবে। গাড়ির দুটি চাকা যুগল হলে তো ওয়াল্ডার করে দেখাবে। আমরা যুগল পরে পূজ্য হয়ে দেখাবো। আমরা পবিত্র, শান্তি, সমৃদ্ধির উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করি। তোমাদেরও চিত্র বের হয়। এ হল ঈশ্বরীয় পরিবার। বাবার সন্তান আছে, নাতি নাতনী আছে, আর কোনো সম্পর্ক নেই। নতুন সৃষ্টি এদের বলা হয় পরে দেবী দেবতা সংখ্যায় কম থাকবে। তারপরে আস্তে আস্তে বৃদ্ধি হয়। এই নলেজ বুঝতে হবে। রক্ষাবাবা নিজের ব্যবসায় নবাব ছিলেন। কোনো কিছুর চিন্তা ছিলো না। যখন দেখলেন এই পড়া তো শিববাবা পড়ান, বিনাশ সামনে আছে তখন অবিলম্বে ত্যাগ করলেন। এই কথাটি অবশ্যই বুঝে ছিলেন আমরা বাদশাহী প্রাপ্ত করি তো সংসারের বোঝা বহন করে কি হবে। সুতরাং তোমরাও বুঝেছো ভগবান পড়ান, তাই এই পড়া পুরোপুরি পড়া উচিত। তাঁর মত অনুযায়ী চলা উচিত। বাবা বলেন নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করে বাবাকে স্মরণ করো। বাবাকে তোমরা ভুলে যাও, তোমাদের লজ্জা হওয়া উচিত, নেশার লেবেল উল্লেখ্য থাকা উচিত। এখান থেকে খুব ভালো রিফ্রেশ হয়ে যাও কিন্তু ফিরে গিয়ে সোডা ওয়াটার হয়ে যাও। এখন তোমরা বাচ্চারা পুরুষার্থ করো - গ্রামে গ্রামে সার্ভিস করার। বাবা বলেন সর্ব প্রথমে এই কথা বলা যে আত্মাদের পিতা কে। ভগবান তো হলেন নিরাকার। তিনি এই পতিত দুনিয়াকে পবিত্র করবেন। আচ্ছা !

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত । আত্মাদের পিতা ওঁনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) স্বয়ং ভগবান সুপ্রিম টিচার রূপে পড়াচ্ছেন, তাই ভালো ভাবে পড়তে হবে, তাঁর মত অনুযায়ী চলতে হবে।

২) বাবার সঙ্গে এমন যোগ রাখতে হবে যাতে সাইলেন্সের বল জমা হয়। সাইলেন্স শক্তি দ্বারা বিশ্বকে জয় করতে হবে, পতিত থেকে পবিত্র হতে হবে।

বরদান:- একমত এবং একরস অবস্থার দ্বারা ধরনীকে ফলদায়ক বানাতে সক্ষম সাহসী ভব*

ব্যখ্যা:- যখন তোমরা বাচ্চারা সাহসী হয়ে সংগঠনে একমত ও একরস অবস্থায় থাকো বা একটি কাজেই ব্যস্ত থাকো, তখন নিজেও প্রফুল্লিত থাকো এবং ধরনীকেও ফলপ্রসূ করো। যেমন আজকাল সায়েন্স দ্বারা এখনই বীজ বপন করে তৎক্ষণাৎ ফল প্রাপ্ত করা যায়, তেমনই সাইলেন্সের বল দ্বারা সহজ এবং তীব্রগতি দ্বারা প্রত্যক্ষতা দেখবে। যখন নিজে নির্বিলম্ব থেকে এক পিতার স্মরণে মগ্ন, একমত এবং একরস থাকবে তখন অন্য আত্মারাও স্বতঃতই সহযোগী হবে এবং ধরনী ফলদায়ক হয়ে যাবে।

স্লোগান:- যে অভিমানকে সম্মান ভেবে নেয়, সে নির্মান (নম্র) থাকতে পারে না ।*

১৪-০৮-২০২০ প্রাতঃ মুরলী ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

প্রশ্ন:- — নিজের ধারণাকে মজবুত করবার আধার কি?

উত্তর:- — নিজের ধারণাকে মজবুত করবার জন্য সবসময় এটাই নিশ্চিত কর যে, আজকের দিনটা যেভাবে অতিক্রান্ত হয়েছে খুব ভালো হয়েছে আবারও কল্প পরে এমনটাই হবে। যা কিছু হয়েছে কল্প পূর্বেও এমনটাই হয়েছিল, নতুন কিছু নয়। এই লড়াই ৫ হাজার বছর পূর্বেও হয়েছিল, আবারও হবে। এই খড়ের গাদার বিনাশ অবশ্যই হবে প্রতিটি মুহূর্তে এমনই ড্রামার স্মৃতি স্মরণ করলে ধারণা মজবুত হতে থাকবে।

গীত:- — দূর দেশের নিবাসী এসেছেন...

ওম্ শান্তি। বাচ্চারা তোমরা এর আগেও দূর দেশ থেকে এই বিদেশে এসেছ। এখন এই অন্যের দেশে এসে দুঃখী হয়ে পড়ার কারণে বাবাকে আহ্বান করে বলেছ নিজের দেশের ঘরে নিয়ে চল। তোমারা আহ্বান করেছ, তাইনা। অনেক সময় ধরে স্মরণ করে আসছ, তাই বাবাও খুশির সাথে আসেন। তিনিও জানেন বাচ্চাদের কাছে যাচ্ছেন। যে বাচ্চারা কাম চিতায় বসে জ্বলে গেছে তাদেরও নিজ ঘরে নিয়ে যাব তারপর রাজত্ব করতে পারিয়ে দেব। ওদের জ্ঞানের অলংকরণে অলঙ্কৃত করে তুলব। বাচ্চাদেরও বাবার প্রতি অপার খুশি হওয়া উচিত। বাবা যখন এসেছেন তখন ওঁনার হওয়া উচিত, ওঁনাকেই ভালোবাসা উচিত। বাবা রোজ বোঝান। আল্লাই তো কথা বলে তাইনা। তোমরা বলে থাক বাবা ৫ হাজার বছর পরে ড্রামা অনুসারে তুমি এসেছ, আমরা অপার খুশির খাজানা প্রাপ্ত করছি। বাবা তুমি আমাদের ঝুলি ভরপুর করে দিচ্ছ, আমাদের নিজেদের ঘরে শান্তিধামে নিয়ে যাবে তারপর রাজধানীতে পারিয়ে দেবে। কতখানি খুশি হওয়া উচিত। বাবা বলেন আমাদের ঐশ্বরীয় পঠন-পাঠন করেই রাজধানীতে যেতে হবে। ড্রামায় বাবার বড় মিষ্টি আর চমকপ্রদ ভূমিকা রয়েছে। বিশেষ করে যখন অন্যের দেশে এসেছেন। এ বিষয়ে তোমরা এখন বুঝতে পারছ তারপর এই জ্ঞান প্রায়শই লুপ্ত হয়ে যাবে। সত্যযুগে এর কোনও প্রয়োজন নেই। বাবা বলেন তোমরা কত অবিবেচক হয়ে গেছ। ড্রামার অ্যাক্টর হয়েও বাবাকে জান না! যে বাবা করনকরাবনহার, কি করেন এবং করিয়ে থাকেন — সবই ভুলে গেছ। সম্পূর্ণ পুরানো দুনিয়াকে স্বর্গে পরিণত করেন জ্ঞান প্রদান করে। তিনি হলেন জ্ঞানের সাগর সুতরাং জ্ঞান প্রদানের কর্তব্যই করবেন তাইনা। তারপর তোমাদের দিয়ে করিয়ে থাকেন। সবাইকে ম্যাসেজ দাও যে বাবা সবার জন্য বলেছেন এখন দেহ-ভান থেকে মুক্ত হয়ে আমাকে স্মরণ করলে বিকর্ম বিনাশ হবে। আমিই শ্রীমত দিয়ে থাকি। সবাই তো পাপাত্মা। এই সময় সম্পূর্ণ ঝাড় তমোপ্রধান, জরাজীর্ণ অবস্থায় পৌছেছে। যেমন বাঁশের জঙ্গলে আগুন লেগে গেলে সম্পূর্ণ ঝাড় আগুনে ভস্মীভূত হয়ে যায়। জঙ্গলে জল কোথা থেকে আসবে যে আগুন নেভাবে। এই যে পুরানো দুনিয়া এখানেও আগুন লাগবে। বাবা বলেন — নতুন কিছুই নয়। বাবা সুন্দর-সুন্দর পয়েন্টস দিয়ে থাকেন যা নোট করা উচিত। বাবা বুঝিয়েছেন অন্যান্য ধর্ম স্থাপকরা শুধুমাত্র ধর্ম স্থাপন করতে আসেন, তাদের পয়গম্বর বা ম্যাসেঞ্জার বলতে পার না। এ বিষয়েও যুক্তি দিয়ে লিখতে হবে। শিববাবা বাচ্চাদের বোঝাচ্ছেন — বাচ্চারা তোমরা সবাই ব্রাদার্স। প্রতিটি চিত্রে, প্রতিটি লেখায় অবশ্যই লেখা উচিত — শিববাবা এভাবেই বুঝিয়েছেন।

বাবা বলেন — বাচ্চারা, আমি এসে সত্যযুগের আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্মের স্থাপনা করি, যার মধ্যে ১০০ শতাংশ সুখ-শান্তি, পবিত্রতা সব আছে আর সেইজন্যই তাকে স্বর্গ বলা হয়। সেখানে দুঃখের চিহ্ন মাত্র নেই। আরও যেসব ধর্ম আছে সে সবার বিনাশ করার নিমিত্ত হয়। সত্যযুগে একটাই ধর্ম। ওটা হলো নতুন দুনিয়া। পুরানো দুনিয়ার বিনাশ করিয়ে থাকি। এমন কাজ আর কেউ-ই করে না। বলাও হয়ে থাকে শঙ্কর দ্বারা বিনাশ। বিষ্ণু লক্ষ্মী-নারায়ণই। প্রজাপিতা ব্রহ্মাও এখানেই আছেন। এখানেই পতিত থেকে পাবন ফরিস্তা হন সেইজন্যই তাঁকে ব্রহ্মা দেবতা বলা হয়, যার মাধ্যমে দেবী-দেবতা ধর্মের স্থাপনা হয়। এই ব্রহ্মাই দেবী-দেবতা ধর্মের প্রথম প্রিন্স হন। সুতরাং ব্রহ্মা দ্বারা স্থাপনা, শঙ্কর দ্বারা বিনাশ। চিত্র তো দিতে হবে না! বোঝানোর জন্য এই চিত্র তৈরি করা হয়েছে। এর অর্থ কারো জানা নেই। বাবা স্বদর্শন চক্রধারী সম্পর্কেও বুঝিয়েছেন — পরমপিতা পরমাত্মা সৃষ্টির আদি-মধ্য-অন্তকে জানেন। ওঁনার মধ্যে সম্পূর্ণ জ্ঞান রয়েছে সুতরাং স্বদর্শন চক্রধারী হলেন তাইনা। জানেন যে আমিই এই জ্ঞান শুনিয়ে থাকি। বাবা তো এমনটা বলবে না যে আমাকে কমল পুষ্প সম হতে হবে। সত্যযুগে তোমরা কমল পুষ্পের মতোই থাক। সন্ন্যাসীদের জন্য একথা বলা হয় না, ওরা তো জঙ্গলে চলে যায়। বাবাও বলেন প্রথমে ওরা পবিত্র সতোপ্রধান ছিল। পবিত্রতার শক্তি দিয়েই ওরা ভারতকে

সমর্থন করেছিল। ভারতের মতো পবিত্র দেশ হয়না। যেমন বাবার মহিমা তেমনই ভারতের মহিমা। ভারত স্বর্গ ছিল, এখানে লক্ষ্মী-নারায়ণ রাজত্ব করেছে তারা এখন কোথায় চলে গেছে। এইসব বিষয়ে এখন তোমরা জেনেছ আর কারো বুদ্ধিতে আসবে না যে, দেবতারাই ৮৪ জন্ম নিতে-নিতে তারপর পূজারী হয়। এখন তোমাদের সম্পূর্ণ জ্ঞান হয়েছে, তোমরা জেনেছ আমরাই পূজ্য দেবী-দেবতা হই তারপর পূজারী মানুষ হব। মানুষ তো মানুষই হয়। এই যে বিভিন্ন ধরনের চিত্র তৈরি করে, এরকম কোনো মানুষ হয়না। ভক্তি মার্গে এমন অনেক চিত্র আছে। তোমাদের জ্ঞান হলো গুপ্ত। এই জ্ঞান সবাই গ্রহণ করবে না। যারা এই দেবী-দেবতা ধর্মের পাতা হবে তারাই এই জ্ঞান ধারণ করবে। যারা অন্যদের বিশ্বাস করে তারা এই জ্ঞান শুনবে না। যারা শিব আর দেবতাদের ভক্তি করে তারাই আসবে জ্ঞান ধারণ করতে। প্রথমে তারা আমার পূজা করে তারপর পূজারী হয়ে নিজেরই পূজা করে থাকে। সুতরাং এখন খুশি হও এই ভেবে যে আমরা পূজ্য থেকে পূজারী হয়েছি, আবারও পূজ্য হতে চলেছি। এখানে তো অল্প কালের জন্য খুশি উদযাপন করে থাকে। সত্যযুগে সবসময়ের জন্য তোমাদের মধ্যে খুশি বিরাজ করে। দীপমালা ইত্যাদি লক্ষ্মীকে আহ্বান করার জন্য পালিত হয় না, দীপমালা অনুষ্ঠিত হয় রাজ্যাভিষেকের সময়। যা কিছু উত্সব এখানে পালন করা হয় ওখানে এসব কিছুই হয়না। সেখানে শুধুই সুখ আর সুখ। এই একটাই সময় যখন তোমরা আদি-মধ্য-অন্তকে জানো। এইসব পয়েন্টস গুলো নোট কর। সন্ন্যাসীদের হলো হঠযোগ। এ হলো রাজযোগ। বাবা বলেন প্রতিটি পেজে যেন শিববাবার নাম অবশ্যই থাকে। শিববাবা আমরা বাচ্চাদের বোঝাচ্ছেন, নিরাকার আত্মা সবাই সাকারে বসে আছে। সুতরাং বাবাও তো সাকারেই বোঝাবেন, তাইনা। তিনি বলেন নিজেকে আত্মা মনে করে আমাকে স্মরণ কর। শিব ভগবানুবাচ বাচ্চাদের জন্য স্বয়ং এখানে উপস্থিত হয়েছেন না! মূল পয়েন্টস গুলো এমনভাবেই বইতে লেখা হয়েছে যে পড়লে নিজের থেকেই জ্ঞান সম্পর্কে ধারণা হবে। শিব ভগবানুবাচ থাকায় পড়তেও মজা লাগবে। এ সবই বুদ্ধির কাজ। বাবাও শরীর লোন নিয়ে তারপর শোনান তাইনা। ব্রহ্মার আত্মাও শোনে। বাচ্চাদের অধিক ঈশ্বরীয় নেশা থাকা উচিত। বাবার প্রতি অগাধ ভালোবাসা থাকা উচিত। এটা তো ওঁনার রথ, অনেক জন্মের অস্তিম জন্ম ব্রহ্মার। এনার মধ্যেই প্রবেশ করেন। তোমরা ব্রহ্মা দ্বারা ব্রাহ্মণ হও, তারপর মানুষ থেকে দেবতা হয়ে ওঠো। চিত্র সম্পূর্ণ পরিষ্কার। রঙিন চিত্র যুক্ত এমনই বই রাখা উচিত যা মানুষ দেখেই খুশি অনুভব করে। এমন কিছুও ছাপাতে পার গরিবদের জন্য যা ব্যয়বহুল নয়। আকারেও ছোট করে তার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। গীতার ভগবানের চিত্রই হলো প্রধান। গীতায় কৃষ্ণের চিত্র, ত্রিমূর্তির চিত্র থাকার কারণে মানুষকে বোঝাতে সুবিধে হয়। প্রজাপিতা ব্রহ্মার বাচ্চা ব্রাহ্মণরা এখানেই আছে। প্রজাপিতা ব্রহ্মার অস্তিত্ব তো সূক্ষ্ম বতনে হতে পারে না। বলা হয় ব্রহ্মা দেবতায় নমঃ, বিষ্ণু দেবতায় নমঃ, দেবতা তবে কে? দেবতারা এখানেই রাজত্ব করত দৈবীবংশে। সুতরাং এসব যথার্থ রীতিতে বোঝাতে হবে। ব্রহ্মা থেকে বিষ্ণু, বিষ্ণু থেকে ব্রহ্মা দুজনেই এখানে। চিত্র দ্বারা বোঝানো যেতে পারে। প্রথমে অঙ্ক-কে প্রমাণ করতে পারলে বাকি সবকিছুই প্রমাণ হয়ে যাবে। পয়েন্টস তো অনেক আছে বোঝানোর জন্য। অন্যরা সবাই ধর্ম স্থাপন করতে আসেন। বাবা স্থাপনা আর বিনাশ দুই-ই করিয়ে থাকেন। সবই ড্রামা অনুসারে হয়ে থাকে। ব্রহ্মা কথা বলতে পারেন, বিষ্ণু কি বলতে পারেন? সূক্ষ্ম বতনে কি বলবে? এ সবই বোঝার বিষয়। এখানে তোমরা সব বুঝে উচ্চ শ্রেণীতে যাও। তারপর তোমরা অন্য রুমে (পরমধামে) চলে যাও। মূলবতনে তো কেউ বসে থাকতে পারবে না। ওখান থেকেই তারপর নম্বরানুসারে আসতে হবে। প্রধান বিষয়ই একটা যার উপর জোর দিতে হবে। কল্প পূর্বেও এমনটাই হয়েছিল। সেমিনার ইত্যাদি কল্প পূর্বেও হয়েছে। এমনই সব পয়েন্টস ছিল। আজ যে সফল হয়েছে কল্প পরেও এমনটাই হবে। এমনই সব পয়েন্টস নিয়ে ধারণ করতে-করতে পাক্ষা হয়ে ওঠো। বাবা বলেছিলেন ম্যাগাজিনে প্রচার করতে — এই লড়াই হবে, নতুন কিছু নয়। ৫ হাজার বছর আগেও এমনটাই হয়েছিল। এসব বিষয় তোমরাই বুঝেছ। বাইরের মানুষ বুঝবে না। ওরা শুধু বলবে বিষয় তো অতি চমৎকার। আচ্ছা, কখনও গিয়ে বুঝে আসব। শিব ভগবানুবাচ বাচ্চাদের প্রতি এমন এমন শব্দ থাকলে এসে বুঝবে। নাম লেখা আছে প্রজাপিতা ব্রহ্মাকুমার - কুমারী।

প্রজাপিতা ব্রহ্মা দ্বারাই ব্রাহ্মণ রচিত হয়। ব্রাহ্মণ দেবী-দেবতায় নমঃ বলে থাকে, তাইনা। কোন্ সেই ব্রাহ্মণ? তোমরা ব্রাহ্মণরাই বুঝতে পেরেছ ব্রহ্মার সন্তান কারা? প্রজাপিতা ব্রহ্মার এতো সন্তান, নিশ্চয়ই অ্যাডপ্ট করেছেন। যে নিজ কুলের হবে সেই যথার্থ রীতিতে বুঝবে। তোমরা তো বাবার সন্তান হয়ে গেছ। বাবা ব্রহ্মাকেও অ্যাডপ্ট করেন, নয়তো শরীরধারীর মধ্যে অন্য কেউ কিভাবে আসবে। তোমরা ব্রাহ্মণরা এইসব বিষয় বুঝবে, সন্ন্যাসীরা বুঝবে না। আজমিরে ব্রাহ্মণ পুরোহিত আছে কিন্তু হরিদ্বারে শুধুমাত্র সন্ন্যাসী আর সন্ন্যাসী। ব্রাহ্মণ পান্ডা আছে যারা লোভী, ওদের বল তোমরা শরীরধারী পান্ডা, এখন রুহানী পান্ডা হও। তোমাদেরও পান্ডা বলা হয়। ওরা জানে না যে পান্ডব সেনা কাকে বলে। বাবা হলেন পান্ডবদের শিরোমণি। তিনি বলেন - বাচ্চারা, মামেকম্ স্মরণ করলে বিকর্ম বিনাশ হবে আর চলে যাবে নিজের ঘরে। তারপর অমরত্বের দেশে বিশাল যাত্রা হবে। মূল বতনের উদ্দেশ্যে যাত্রা কতো বিশাল হবে! যত আত্মা আছে সব

যাবে। যেমন পতঙ্গের ঝাঁক যায় না ! রাণী মৌমাছি যখন উড়ে যায় তার পিছনেও সমস্ত মৌমাছির তাকে অনুসরণ করে উড়তে থাকে। আশ্চর্যের, তাইনা ! সমস্ত আত্মারাও তদনুরূপ মশার ঝাঁকের মতো যাবে । শিবের বরযাত্রী না ! তোমরা হলে কনে, আমি ব্রাইডগ্রুম (বর) এসেছি সবাইকে নিয়ে যেতে। তোমরা এখন ছিঃ ছিঃ হয়ে গেছ । সেইজন্য অলঙ্কৃত (জ্ঞানের অলংকারে সাজিয়ে) করে সঙ্গে করে নিয়ে যাব । যে অলঙ্কার পড়বে না, তাকে শাস্তি পেতে হবে। যেতে তো হবেই । কাশী কলবটেও মানুষ মরে যায়, সুতরাং সেকেন্দ্রে কত সাজা ভুগতে হয়। মানুষ আত্ননাদ করতে থাকে । এখানেও তাই, মনে করে আমরা যেন জন্ম-জন্মান্তরের দুঃখ ভোগ করে চলেছি। দুঃখের অনুভব এভাবেই হয় । জন্ম-জন্মান্তরের পাপের সাজা ভোগ করতে হবে। যত সাজা থাকে ততই পদ কম হয়ে যাবে সেইজন্যই বাবা বলেন যোগবল দ্বারা হিসেব -নিকেশ মিটিয়ে ফেলো । স্মরণ দ্বারা সঞ্চয় করতে থাকো । নলেজ তো অতিব সহজ। এখন প্রতিটি কর্ম জ্ঞানযুক্ত হয়ে করতে হবে। দানও করতে হবে। পাপ আত্মাকে দান করলে দানের ফল ভোগ করতে হবে। পাপ আত্মাকে দান করলে সেও পাপ আত্মা হয়ে যায়। এদের কখনোই দেওয়া উচিত নয়, সে ঐ পয়সা দিয়ে অন্য কোনও পাপ কর্মে লিপ্ত হবে। পাপ আত্মাকে দেওয়ার জন্য দুনিয়াতে অনেক বসে আছে। তোমাদের এসব করা উচিত নয়। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ওঁনার আত্মা-রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) এখন প্রতিটি কর্ম জ্ঞান যুক্ত হয়ে করতে হবে, পাত্রকে দান দিতে হবে। পাপ আত্মাদের সাথে টাকা পয়সার কোনও লেনদেন করা উচিত নয়। যোগবল দ্বারা পুরানো সব হিসেব মিটিয়ে ফেলতে হবে।

২) অপার খুশিতে থাকার জন্য নিজের সাথে কথা বলতে হবে — বাবা, তুমি এসেছ আমাকে অপার খুশির খাজানা দিতে, তুমি আমার ঝুলি পরিপূর্ণ করে দিচ্ছ, তোমার সাথে প্রথমে আমি শান্তিধামে যাব তারপর নিজের রাজধানীতে আসব.....

বরদান:- — কল্পে-কল্পের বিজয়ের স্মৃতি আধার করে মায়ারূপী শত্রুকে আহ্বানকারী মহাবীর বিজয়ী ভব*
মহাবীর বিজয়ী বাচ্চারা পেপারকে দেখে ভয় পায় না। কেননা ত্রিকালদর্শী হওয়ার কারণে তারা জানে যে, আমরা কল্পে-কল্পের বিজয়ী। মহাবীর কখনও এমনটা বলে না যে, বাবা আমার কাছে মায়াকে পাঠিয়ে না — কৃপা কর, আশীর্বাদ কর, শক্তি দাও, কি করব, পথ বলে দাও.....এগুলো বলাও দুর্বলতা। মহাবীর তো শত্রুকে আহ্বান করে বলে এসো, আমি-ই বিজয়ী হব ।

স্লোগান:- — সময়ের সতর্কীকরণ...সমান হও সম্পন্ন হও ।*

১৫-০৮-২০২০ প্রাতঃমুরলী ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

প্রশ্ন:- ড্রামার কোন্ রহস্যকে জানতে পারলে বাচ্চারা অসীম খুশিতে থাকতে পারবে?

উত্তর:- যারা জানে যে, ড্রামা অনুসারে এখন এই পুরাতন দুনিয়ার বিনাশ হবে, প্রাকৃতিক বিপর্যয় হবে। কিন্তু আমাদের রাজধানী তো অবশ্যই স্থাপন হবে - এটা কেউ আটকাতে পারবে না। হয়তো অবস্থার উল্লতি-অবনতি হবে, কখনো খুব উৎসাহ থাকবে, কখনো একদম ঠান্ডা (নিরুৎসাহিত) হয়ে যাবে। এতে ঘাবড়ে গেলে চলবে না। সকল আত্মার পিতা স্বয়ং ভগবান আমাদেরকে পড়াচ্ছেন, তাই খুশিতে থাকতে হবে।

গীত:- সভার মাঝে জ্বলে উঠল বহ্নি-পতঙ্গ, বহ্নিশিখার তরে...

ওম্ শান্তি। মিষ্টি-মিষ্টি এবং পুরুষার্থের ক্রম অনুসারে চৈতন্য পতঙ্গদেরকে বাবা স্মরণ এবং ভালোবাসা জানাচ্ছেন। তোমরা সবাই চৈতন্য পতঙ্গ। বাবাকে জ্যোতিও বলা হয়। কিন্তু কেউই তাঁকে জানে না। তিনি কোনো বড় জ্যোতি নন, একটা বিন্দু। কারোর বুদ্ধিতেই এটা আসবে না যে আমি আসলে একটা বিন্দুরূপ আত্মা। আমার মধ্যে অর্থাৎ আত্মার মধ্যেই সকল ভূমিকা ভরা আছে। অন্য কারোর মধ্যেই আত্মা-পরমাত্মার এই জ্ঞান নেই। তোমাদের মতো বাচ্চাদেরকেই বাবা এসে বুঝিয়েছেন এবং আত্ম-অনুভূতি করিয়েছেন। আগে তোমরাও জানতে না যে আত্মা কি আর পরমাত্মা কি? তাই দেহভাব থাকার জন্য অনেক মোহ এবং বিকার রয়েছে। ভারত কত শ্রেষ্ঠ ছিল। বিকারের নামও ছিল না। ওটা ছিল নির্বিকার ভারত, আর এটা হলো বিকারগ্রস্ত ভারত। যেভাবে বাবা বোঝাচ্ছেন, সেভাবে কোনো মানুষ বোঝাতে পারবে না। আজ থেকে ৫ হাজার বছর আগে আমি এই ভারতকে শিবালয় বানিয়েছিলাম। আমিই শিবালয় স্থাপন করেছিলাম। কিভাবে? সেটা তো তোমরা এখন দেখতেই পাচ্ছ। তোমরা জানো যে প্রতি মুহূর্তে যা কিছু হচ্ছে, সেইসব মঙ্গলের জন্যই হচ্ছে। যে ভালোভাবে বাবাকে স্মরণ করে নিজের কল্যাণ করে, তার প্রত্যেকটা দিনই অধিক মঙ্গলময়। এই যুগটাই হলো কল্যানকারী পুরুষোত্তম সঙ্গমযুগ। বাবার অনেক মহিমা। তোমরা জানো যে এখন সত্যিকারের ভাগবতের অধ্যায় চলছে। দ্বাপরযুগে যখন ভক্তিমার্গের সূচনা হয়, তখন প্রথমদিকে তোমরাও হীরার শিবলিঙ্গ বানিয়ে পূজা করত। এখন তোমাদের স্মৃতিতে এসেছে যে আমরা যখন পূজারী হয়ে গেছিলাম, তখন এইরকম মন্দির বানিয়ে পূজা করেছিলাম। তখন হীরে মানিকের মন্দির বানাতাম। এখন সেইসব ছবি আর পাওয়া যায় না। এখানে তো মানুষ রূপা দিয়ে বানিয়ে পূজা করে। এখানে দেখো, পূজারীদেরও কত সম্মান। শিবের পূজা তো সকলেই করে। কিন্তু সেই অব্যভিচারী পূজা আর নেই। বাচ্চারা জানে যে বিনাশ তো অবশ্যই হবে। তার প্রস্তুতিও চলছে। ড্রামাতে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ঘটনাও রয়েছে। *কেউ যতই বাধা দিক, তোমাদের রাজধানী তো স্থাপন হবেই। তবে অবস্থার উল্লতি-অবনতি অবশ্যই হবে। এটা অনেক বড় উপার্জন*। কখনো তোমরা খুব খুশিতে থাকবে এবং শুভচিন্তা করবে। আবার কখনো একেবারে ঠান্ডা (নিরুৎসাহিত) হয়ে যাবে। যাত্রার বিষয়েও এইরকম হয়। কখনো ভোরবেলা উঠে বাবাকে স্মরণ করে অনেক খুশি হও - আহা! স্বয়ং বাবা আমাদেরকে পড়াচ্ছেন। কতোই না আশ্চর্যের বিষয়। কিন্তু ওরা কৃষ্ণকে ভগবান বলে ভেবে নিয়েছে। গোটা দুনিয়ায় গীতাকে অনেক সম্মান করা হয়। কারন এটা হলো ভগবানুবাচ। কিন্তু কেউই এটা জানে না যে ভগবান কাকে বলা যাবে। হয়তো অনেক উঁচু পদাধিকারী, বড় বড় বিদ্বান-পন্ডিত ইত্যাদি রয়েছে। তারা বলে যে তারা গড ফাদারকে স্মরণ করে। কিন্তু তিনি কখন এসেছিলেন, এসে কি কর্তব্য করেছিলেন সেগুলো ভুলে গেছে। বাবা এইসব বিষয় এখন বোঝাচ্ছেন। এইসব ড্রামাতেই রয়েছে। পুনরায় এইরকম রাবণের রাজ্য হবে এবং আমাকে আসতে হবে। রাবণ-ই তোমাদেরকে অস্ত্রানের ঘোর অন্ধকারে ঘুম পাড়িয়ে দেয়। *কেবল জ্ঞানের সাগর-ই এসে জ্ঞান শোনান এবং এর দ্বারাই সদগতি হয়।* বাবা ছাড়া আর কারোর পক্ষেই সদগতি করা সম্ভব নয়। কেবল তিনিই সকলের সদগতি দাতা। বাবা যে গীতাজ্ঞান শুনিয়েছিলেন সেটা প্রায় লুপ্ত হয়ে গেছে। এমন নয় যে এই জ্ঞান পরম্পরায় সঞ্চারিত হয়। অন্যান্য ধর্মের ক্ষেত্রে কুরআন, বাইবেল ইত্যাদি পরম্পরায় সঞ্চারিত হয় - বিনাশ হয় না। আমি তোমাদেরকে এখন যেসব জ্ঞান শোনাচ্ছি, সেগুলো নিয়ে কোনো শাস্ত্র বানানো হয় না। তাই এটা অনাদি নয় এবং পরম্পরায় সঞ্চারিত হয় না। এগুলো তো তোমরা লেখ এবং তারপর নষ্ট করে দাও। এগুলো প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে নষ্ট হয়ে যাবে। বাবা আগের কল্পেও তোমাদেরকে বলেছিলেন, এবং এখন আবার বলছেন। তোমরা এই জ্ঞানলাভ করার পরে ওখানে গিয়ে ফল ভোগ করো। তখন এই জ্ঞানের আর দরকার থাকে না। ভক্তিমার্গে তো কেবল শাস্ত্র রয়েছে। বাবা এখন তোমাদেরকে গীতা পড়ে শোনাচ্ছেন না। তিনি রাজযোগের

শিক্ষা দিচ্ছেন এবং পরবর্তী সময়ে এটাকে নিয়েই শাস্ত্র লেখার সময়ে সব উল্টোপাল্টা করে দেয়। সুতরাং তোমাদের মুখ্য বিষয় হলো - গীতাঞ্জলি কে শুনিয়েছেন ? কেবল তাঁর নামটাই পরিবর্তন করা হয়েছে। অন্য কারোর নাম এভাবে বদল করা হয়নি। সকল ধর্মেরই মুখ্য শাস্ত্র আছে। ধর্মগুলোর মধ্যে দেবতা ধর্ম, ইসলাম ধর্ম এবং বৌদ্ধ ধর্ম হলো মুখ্য। হয়তো অনেকেই বলে যে আগে বৌদ্ধ ধর্ম, তারপর ইসলাম ধর্ম। তোমরা বলো - এইসব বিষয়ের সঙ্গে গীতার কোনো সম্পর্ক নেই। আমাদের প্রধান কাজ হলো বাবার কাছ থেকে উত্তরাধিকার নেওয়া। বাবা কতো ভালোভাবে বোঝাচ্ছেন - এটা অনেক বড় বৃক্ষ। ফুলদানির মতো। এতে ৩৬০ শাখা আছে। কত বুদ্ধি করে এই বৃক্ষ বানানো হয়েছে। যে কেউ দেখলেই বুঝতে পারবে যে আমি কোন্ ধর্মের। আমাদের ধর্ম কে স্থাপন করেছেন ? দয়ানন্দ, অরবিন্দ ঘোষ ইত্যাদি তো কয়েকদিন আগেই ছিলেন। ওরাও যোগ ইত্যাদি শেখাত। কিন্তু সেগুলো সব ভক্তি। জ্ঞানের নামও ওখানে নেই। কত বড় বড় পদবী পায়। এইসব ড্রামাতেই রয়েছে। ৫ হাজার বছর পরে আবার হবে। শুরু থেকে এই চক্র কিভাবে আবর্তিত হয় এবং তারপর আবার কিভাবে পুনরাবৃত্ত হয় সেটা তোমরা এখন জানো। *এখন যেটা বর্তমান, সেটাই একসময় অতীত হয়ে যাবে এবং তারপর সেটাই আবার ভবিষ্যত হবে।* অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যত। যেটা অতীত হয়ে যায়, সেটাই আবার ভবিষ্যত হয়ে যায়। এখন তোমরা জ্ঞানলাভ করছ। এরপর তোমরাই রাজত্ব পাবে। এই দেবতাদের তো রাজত্ব ছিল, তাই না ? তখন অন্য কারোর রাজত্ব ছিল না। এটাকে নিয়ে একটা গল্প বানাও। খুব ভালো কাহিনী হয়ে যাবে। অনেকদিন আগে, ৫ হাজার বছর আগে এই ভারতেই সত্যযুগ ছিল। কোনো ধর্ম ছিল না। কেবল দেবী-দেবতাদের রাজত্ব ছিল। ওটাকে সূর্যবংশী রাজত্ব বলা হত। ১২৫০ বছর ধরে লক্ষ্মী-নারায়ণের রাজত্ব ছিল। তারপর ওরা অন্য ভাই ক্ষত্রিয়দেরকে রাজত্ব দিয়েছিল। তখন থেকে ওদের রাজত্ব শুরু হয়েছিল। তোমরা বোঝাতে পারো যে বাবা এসেই শিক্ষা দিয়েছিলেন। যে ভালোভাবে পড়েছিল, সে সূর্যবংশী হয়েছিল। যে ফেল হয়েছিল, তার নাম হয়েছিল ক্ষত্রিয়। এছাড়া কোনো লড়াইয়ের বিষয় নেই। বাবা বলছেন - বাচ্চারা, তোমরা আমাকে স্মরণ করলে তোমাদের বিকর্ম বিনষ্ট হবে। তোমাদেরকে এখন বিকারের ওপর বিজয়ী হতে হবে। বাবা অধ্যাদেশ জারি করেছেন - যে কাম বিকারের ওপর বিজয়ী হবে, সে-ই জগৎজিৎ হবে। তারপর অর্ধেক কল্প পরে আবার বামমার্গে এসে পতিত হবে। ওদের ছবিও দেখানো হয়েছে। তবে ওদের মুখ দেবতাদের মতো দেখিয়েছে। রামরাজ্য আর রাবণ রাজ্য অর্ধেক-অর্ধেক। বসে বসে ওদেরকে নিয়ে গল্প লিখতে হবে। এরপর কি হলো, এরপর কি হলো...। এটাই হলো সত্য নারায়ণের কাহিনী। কেবল বাবা-ই হলেন সত্য যিনি এখন অবতীর্ণ হয়ে তোমাদেরকে সমগ্র আদি-মধ্য-অন্তের জ্ঞান শোনাচ্ছেন। অন্য কেউ দিতে পারবে না। দুনিয়ার মানুষ তো বাবাকেই চেনে না। যে নাটকে অভিনয় করছে, সেই নাটকের রচয়িতা এবং নির্দেশককে জানে না। তাহলে আর কে জানবে ! বাবা এখন তোমাদেরকে বলছেন - ড্রামা অনুসারে পুনরায় এইরকম হবে। বাচ্চারা, বাবা আবার এসে তোমাদেরকে পড়াবেন। অন্য কেউ আসবে না। বাবা বলছেন - আমি তো বাচ্চাদেরকেই পড়াই। এখানে নতুন কাউকে বসতে দেওয়া ঠিক নয়। ইন্দ্রপ্রস্থের কথাও প্রচলিত রয়েছে। নীলম পরী, পোখরাজ পরী ইত্যাদি নাম আছে। তোমাদের মধ্যেও কেউ কেউ আছে যারা হীরে তুল্য রত্ন। দেখো, রমেশ (রমেশ ভাই) এমন বিষয়ের ওপর প্রদর্শনী করলো যে, সকলের বিচার সাগর মন্থন হলো। সুতরাং এটা তো হীরের মতো কাজ। কেউ কেউ পোখরাজ পরীও আছে। অনেকে আবার কিছুই জানে না। তোমরা জানো যে রাজধানী স্থাপন হচ্ছে। এরজন্য রাজা-রানী সবাইকে দরকার। তোমরা এটাও জানো যে আমরা শ্রীমৎ অনুসারে পড়াশুনা করে বিশ্বের মালিক হচ্ছি। কত খুশি হওয়া উচিত। এই মৃত্যুপুরীর এবার বিনাশ হবে। এই বাবা তো এখন থেকেই মনে করেন যে এবার আমি গিয়ে ছোট বাচ্চা হবে। ছোটবেলার সেইসব কথা এখন থেকেই স্মরণে আসছে। চালচলন-ই বদলে যায়। এইরকম *ওখানেও যখন বৃদ্ধ হবে, তখন ভাববে যে, এবার এই বাণপ্রস্থ অবস্থায় শরীর ত্যাগ করে কিশোর অবস্থায় যাব। শৈশব হলো সত্যপ্রধান অবস্থা। লক্ষ্মী-নারায়ণ তো যুবক। বিবাহিত ব্যক্তিকে কখনো কিশোর বলা যাবে না। যৌবনকে রজো এবং বার্ধক্যকে তমো অবস্থা বলা হয়। তাই মানুষ কৃষ্ণকে অনেক বেশি ভালোবাসে। আসলে সে-ই লক্ষ্মী-নারায়ণ।* কিন্তু মানুষ এইসব কথা জানে না। কৃষ্ণকে দ্বাপরে আর লক্ষ্মী-নারায়ণকে সত্যযুগে দেখিয়ে দিয়েছে। তোমরা এখন দেবতা হওয়ার পুরুষার্থ করছ। *বাবা বলেন, কুমারীদেরকে খুব শক্তিশালী হতে হবে।* কন্যাকুমারী, অধর কুমারী, দিলওয়াড়া ইত্যাদি যত মন্দির আছে, এগুলো সব তোমাদের নিখুঁত স্মৃতিচিহ্ন। ওগুলো জড়, আর এখানে তোমরা চৈতন্য। তোমরা এখানে চৈতন্য রূপে বসে থেকে ভারতকে স্বর্গ বানাচ্ছ। স্বর্গ তো এখানেই হবে। মূলবতন আর সূক্ষ্মবতন কোথায় আছে সেটাও তোমরা বাচ্চারা এখন জেনেছ। পুরো ড্রামাটাই তোমরা জেনে গেছ। *যেটা অতীত হয়ে গেছে, সেটাই ভবিষ্যতে হবে, তারপর সেটাও আবার অতীত হয়ে যাবে।* আগে বুঝতে হবে যে তোমাদেরকে কে পড়াচ্ছেন। আমাদেরকে স্বয়ং ভগবান পড়াচ্ছেন। তাই খুশিতে এবং শান্ত হয়ে থাকতে হবে। বাবার স্মরণের দ্বারা সকল দ্বিধা-দ্বন্দ্ব দূর হয়ে যায়। বাবা যেমন আমাদের বাবা, সেইরকম তিনি আমাদেরকে পড়াচ্ছেন এবং সাথে করে নিয়েও যাবেন। নিজেকে আত্মা রূপে অনুভব করে পরমাত্মা পিতার সঙ্গে এইভাবে কথা বলতে হবে। বাবা, আমরা এখন এগুলো বুঝতে পেরেছি। ব্রহ্মা আর বিষ্ণুর বিষয়টাও বুঝতে পেরেছি। বিষ্ণুর নাভি

থেকে ব্রহ্মার উৎপত্তি। বিষ্ণুকে ক্ষীরের সাগরের মধ্যে আর ব্রহ্মাকে সূক্ষ্মবতনে দেখানো হয়। কিন্তু ব্রহ্মা তো এখানেই আছে। আর বিষ্ণু তো রাজত্ব করে। যদি বিষ্ণুর থেকেই ব্রহ্মার উৎপত্তি হয় তবে তো ব্রহ্মাও রাজত্ব করবে। বিষ্ণুর নাভি থেকে উৎপত্তি হয়েছে মানে তো সে বিষ্ণুর সন্তান। বাবা এখন বসে থেকে এইসব বিষয় বোঝাচ্ছেন। ব্রহ্মা-ই ৮৪ জন্ম সম্পূর্ণ করে এখন পুনরায় বিষ্ণুপুরীর মালিক হচ্ছেন। এইসব বিষয়গুলো কেউ ভালোভাবে বোঝে না। সেইজন্যই খুশির পারদ ততটা উর্ধগামী হয় না। তোমরাই হলে গোপ-গোপী। সত্যযুগে তো গোপ-গোপী থাকবে না। ওখানে প্রিন্স-প্রিন্সেস থাকবে। এখানে গোপ-গোপীদের গোপী-বল্লভও রয়েছে। প্রজাপিতা ব্রহ্মা হলেন সকলের পিতা এবং নিরাকার শিববাবা হলেন সকল আত্মার পিতা। এরা সবাই মুখ বংশাবলী। তাই তোমরা বি.কে.-রা হলে পরস্পরের ভাই-বোন। সুতরাং কোনো খারাপ দৃষ্টি থাকা উচিত নয়। কিন্তু এই বিষয়েই মায়া হারিয়ে দেয়। বাবা বলছেন - এতদিন তোমরা যা কিছু পড়েছ, সব বুদ্ধি থেকে মুছে দাও। এখন আমি যেটা পড়াচ্ছি, সেটাই পড়। সিঁড়ির চিত্র খুবই সুন্দর। সকল বিষয়ের মূল ভিত্তি একটাই - গীতার ভগবান কে? কৃষ্ণকে তো ভগবান বলা যাবে না। তিনি হলেন সর্বগুণ সম্পন্ন দেবতা। কিন্তু গীতাতে তার-ই নাম লিখে দিয়েছে। তাকেও শ্যামবর্ণ দেখিয়েছে এবং তার সাথে লক্ষ্মী-নারায়ণকেও শ্যামবর্ণ দেখানো হয়েছে। কোনো হিসাব করেনি। রামচন্দ্রকেও কালো দেখিয়ে দেয়। বাবা বলছেন, কামচিটায় বসে কালো হয়ে যায়। হয়তো একজনের ছবি দেখানো হয়। কিন্তু তোমরা সকল ব্রাহ্মণরা এখন জ্ঞানের চিতায় বসছ। শূদ্ররা কাম চিতায় বসে আছে। বাবা বলছেন - বিচার সাগর মন্বন করে সবাইকে জাগানোর যুক্তি বার করো। ড্রামা অনুসারে তো জাগবেই। ড্রামা খুব ধীরে ধীরে এগিয়ে যাচ্ছে। আচ্ছা !

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ঔনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) সর্বদা এই নেশাতে থাকতে হবে যে, আমরা হলাম গোপী-বল্লভের গোপ-গোপী। এই স্মৃতির দ্বারা সর্বদা খুশিতে থাকতে হবে।

২) এখন পর্যন্ত যা কিছু পড়েছ, সেগুলো বুদ্ধি থেকে মুছে দিয়ে বাবা যেসব শোনাচ্ছেন সেটাই পড়তে হবে। আমরা হলাম ভাই-বোন। এই স্মৃতির দ্বারা কুদৃষ্টি-কে নাশ করতে হবে। মায়ার কাছে হেরে গেলে চলবে না।

বরদান:- সততার দ্বারা রাজকীয়তার প্রত্যক্ষ রূপ প্রদর্শন করে সাক্ষাৎকারের প্রতিমূর্তি ভব*
এখন এমন সময় আসবে যখন প্রত্যেক আত্মা প্রত্যক্ষ রূপে নিজের সততার দ্বারা রাজকীয়তা প্রদর্শন করবে। প্রত্যক্ষতার সময়ে মালার দানার নম্বর এবং ভবিষ্যতের রাজত্বের স্বরূপ - দুটোই প্রত্যক্ষ হবে। এখন রেস (প্রতিযোগিতা) করতে করতে, একটু আধটু রিস অর্থাৎ ঈর্ষার ধুলোর পর্দা উজ্জ্বল হীরাকে ঢেকে দিচ্ছে, অন্তিমে এই পর্দা সরে যাবে এবং লুকিয়ে থাকা হীরা নিজের সম্পন্ন স্বরূপে প্রত্যক্ষ হবে। রাজ পরিবার তো এখন থেকেই নিজের রাজকীয়তা প্রদর্শন করবে অর্থাৎ নিজের ভবিষ্যতের পদ স্পষ্ট দেখা যাবে। তাই সততার দ্বারা রাজকীয়তার সাক্ষাৎকার করাও।

স্লোগান:- যে কোনো উপায়ে ব্যর্থকে সমাপ্ত করে সমর্থকে ধারণ করো।*

"(ঈশ্বরীয়) পঠন-পাঠনের চারটি সাবজেক্টের যথার্থ স্মরণিক - মহাশিবরাত্রি"

আজ জ্ঞান দাতা, ভাগ্য বিধাতা, সর্বশক্তির বরদাতা, সকল সম্পদে (খাজানা) ভরপুরকারী বাবা তাঁর অত্যন্ত স্নেহের, সদা মহাযোগী, সমীপ বাচ্চাদের সাথে মিলিত হওয়ার জন্য এসেছেন। এই মিলনই সর্বকালের উৎসব পালনের স্মরণিক হয়ে যায়। যে যে নামেই সময়ে সময়ে যে উৎসবই পালন করা হয় - সে সবই হল এই সময় বাবা আর বাচ্চাদের মধুর মিলন, উৎসাহে ভরপুর মিলন, ভবিষ্যতের জন্য তা উৎসবের রূপ নিয়ে নেয়। এই সময় তোমাদের অর্থাৎ সর্বশ্রেষ্ঠ বাচ্চাদের প্রতিটি দিন, প্রতিটি মুহূর্ত খুশীতে থাকার মুহূর্ত বা সময়। অতএব এই ছোট্ট সঙ্গমযুগের অলৌকিক জীবন, অলৌকিক প্রাপ্তি সকল, অলৌকিক অনুভব গুলিকে দ্বাপর থেকে ভক্তরা ভিন্ন ভিন্ন নামে স্মরণিক বানিয়ে দিয়েছে। তোমাদের এই একটি জন্মের এই জীবন, ভক্তির ৬৩ জন্মের জন্য স্মরণের উপায় বা সাধন হয়ে যায়। এতটাই মহান হলে তোমরা। এই সময়ের সব থেকে বিস্ময়কর বিষয় এটাই দেখতে পাচ্ছ যে - যেটা প্র্যাকটিক্যালও তোমরা পালন করছো এবং নিমিত্ত হয়ে সেই স্মরণিকেও তোমরা পালন করছো। চৈতন্যও তোমরা, চিত্রও - দুই-ই একসাথে।

৫ হাজার বছর পূর্বে প্রত্যেকে কি কি প্রাপ্ত করেছে, কী রূপে তৈরী হয়েছে, কীভাবে তৈরী হয়েছে - এই ৫ হাজার বছরের তোমাদের সম্পূর্ণ স্মরণিক চিত্র আর জীবনপঞ্জী স্পষ্ট ভাবে জেনে গেছো, শুনছোও আর দেখতে দেখতে আনন্দিতও হচ্ছ যে, এ তো আমাদেরই গায়ন - পূজন, আমাদেরই জীবন কথাই বর্ণিত হচ্ছে। ডবল ফরেনার্স, তোমরা তোমাদের স্মরণিক চিত্র দেখেছ তো ? চিত্র গুলিকে দেখে এমনই অনুভব হচ্ছে তো যে, এ তো আমারই চিত্র। অরিজিনাল তোমার চিত্র তো বানাতে পারবে না। সেইজন্য মনের ভাবনা থেকে যতটুকু টাচ্ হয়েছে, সেই মতো তারা চিত্র বানিয়ে দিয়েছে। তাই আজও তোমরা সবাই 'শিবরাত্রি' পালন করছো। প্র্যাকটিক্যাল শিব জয়ন্তী তো রোজ পালন করই। কেননা সঙ্গমযুগই হল অবতরণের যুগ, শ্রেষ্ঠ কর্তব্য, শ্রেষ্ঠ চরিত্র বানানোর যুগ। কিন্তু এই অলৌকিক যুগের মাঝে এই স্মরণিক দিনও পালন করছো তোমরা। তোমাদের সকলের পালন করা হল - "মিলন উদযাপন করা" আর তাদের পালন করা হল - 'আহ্বান করা'। তাদের হল 'ডাকা' আর তোমাদের হল 'পেয়ে যাওয়া'। তারা বলবে 'এসো' আর তোমরা বলবে 'এসে গেছে'। পেয়ে গেছি। স্মরণিক আর প্র্যাকটিক্যাল কতখানি রাতদিনের প্রভেদ। বাস্তবে এই দিন হল ভোলানাথ বাবার দিন। ভোলানাথ অর্থাৎ কোনো হিসাব না করে অগুণতি যিনি দিয়ে দেন। এমনিতে তো হিসাব হয়ে থাকে যতটা আর ততটাই। যেমন করবে, তেমন পাবে। এটাই হল হিসাব। তবে ভোলানাথ কেন বলা হয় ? কেননা এই সময় দেওয়ার ব্যাপারে যতটা আর ততটাই হিসাব তিনি দেখেন না। এক এর পদ্মগুণ (লক্ষ কোটি) হিসাব। তাহলে অগুণতি হয়ে গেল না ! কোথায় এক আর কোথায় পদ্ম। পদ্ম হল শেষ শব্দ, সেইজন্য পদ্ম বলা হয়। অগণিত ভাবে প্রদানকারী ভোলা ভান্ডারীর দিন স্মরণিক রূপে পালিত হয়। তোমরা তো এতো পেয়েছ যে, এখন তো ভরপুর হয়েই গেছ। এছারাও পরবর্তী ২১ প্রজন্মতেও ভরপুর থাকবে।

এত জন্মের গ্যারান্টি আর কেউ কী করতে পারে ? যত বড়ই দাতা হোক না কেন অনেক জন্মের ভরপুর ভান্ডার হওয়ার গ্যারান্টি কেউই করতে পারবে না। তাই তো তিনি ভোলানাথ যে। নলেজফুল হয়েও তিনি ভোলা...সেইজন্যই তাঁকে ভোলানাথ বলা হয়। এমনিতে যদি হিসাব করো, তবে এক একটি সংকল্পের হিসাব জানতে পারা সম্ভব। কিন্তু তা জেনেও দেওয়ার ব্যাপারে তিনি ভোলানাথ হয়ে যান। আর তোমরা হলে সকলেই ভোলানাথ বাবার ভোলানাথ বাচ্চা। একদিকে বলা হচ্ছে ভোলানাথ, অন্যদিকে ভরপুর ভান্ডারী বলা হচ্ছে। স্মরণিকও দেখো কী সুন্দর করে পালন করে। যারা পালন করে তারা জানে না। কিন্তু তোমরা জানো। মুখ্যতঃ এই সঙ্গমযুগের যে পঠন-পাঠন, যার বিশেষতঃ হল চারটি সাবজেক্ট, সেই চারটি সাবজেক্টই স্মরণিক দিবসে পালন করে আসছে। কীভাবে ? পূর্বেও বলেছি যে, বিশেষতঃ এই উৎসবের দিন বিন্দু আর ফোঁটার মহত্ব রয়েছে। তো বিন্দু হল এই সময়ের স্মরণ অর্থাৎ যোগের সাবজেক্টের চিহ্ন। স্মরণে বিন্দু রূপ স্থিতিতেই স্থিত হও তোমরা, তাই না ? তো 'বিন্দু' হল স্মরণের চিহ্ন আর ফোঁটা হল - জ্ঞানের ভিন্ন ভিন্ন ফোঁটা। এই জ্ঞানের সাবজেক্টের চিহ্ন বা প্রতীক ফোঁটা রূপে দেখিয়েছে। ধারণার চিহ্ন হল এই দিন বিশেষ ব্রত রাখে। অর্থাৎ ব্রত ধারণ করে। ধারণাতেও তোমরা দৃঢ় সংকল্প করে থাকো। তো তোমরা ব্রত রাখো যে, এইরূপ সহনশীল বা অন্তর্মুখী অবশ্যই হয়েই দেখাবো। তো এই ব্রত ধারণ করে থাকো, তাই না ? এই 'ব্রত' হল ধারণার প্রতীক। আর সেবার প্রতীক হল 'জাগরণ'। তোমরা তো সেবা করছোই - কাদের জাগানো জন্য ? অজ্ঞান নিদ্রা থেকে জাগানো, জাগরণ করা, জাগৃতি

দেওয়া - এটাই হল তোমাদের সেবা। তো এই ‘জাগরণ’ হল সেবারই চিহ্ন। তাহলে চারটি সাবজেক্ট চলে এল, তাই না ! কিন্তু কেবল রূপরেখাকে তারা স্থূল ভাবে বদলে দিয়েছে। তবুও তো তারা ভাবনা যুক্ত হয় আর সর্বদাই সত্যিকারের ভক্তদের এই লক্ষণ থাকবে, তারা যে সংকল্পই করবে, তাতে তারা দৃঢ় থাকবে। সেইজন্য ভক্তদের প্রতিও বাবার স্নেহ রয়েছে। তবু তো তোমাদের স্মরণিক দ্বাপর থেকে পরম্পরা অনুসারে চালিয়ে যাচ্ছে। আর বিশেষতঃ এই দিন যেমন তোমরা এখানে সঙ্গমযুগে বারবার সমর্পণ সমারোহ উদযাপন করো, আলাদা আলাদা ভাবে পালনও করছো, এই রকমই তোমাদের এই ফাংশনেরও স্মরণিক, তারা নিজেদেরকে সমর্পণ করে না, পরিবর্তে পাঠাবলি দেয়। বলি চড়িয়ে দেয়। এমনিতে বাবা মজা করে বলেন যে, এই ‘ম্যা ম্যা’ - করাকে অর্থাৎ আমিত্ব ভাবের যখন সমর্পণ হবে অর্থাৎ সম্পূর্ণ হও। বাবা সম হও। যেমন ব্রহ্মাবাবা সর্বপ্রথমে কোন্ পদক্ষেপ নিয়েছিলেন ? আমি আর আমার-ভাব এর সমর্পণ সমারোহ পালন করেছিলেন। যে কোনো বিষয়েই ‘আমি’-র পরিবর্তে সর্বদা ন্যাচারাল ভাষায়, সাধারণ বিষয়েও “বাবা” শব্দটিই শোনা গেছে। “আমি” শব্দ নয়।

আমি করছি। না। বাবা করাচ্ছেন। বাবা চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। আমি বলছি। না। *বাবা বলেন*। জাগতিক কোনো ব্যক্তি বা বৈভবের প্রতি আসক্তি হল “আমার” ভাব। অতএব আমিত্ব ভাবকে আর আমি ভাবকে সমর্পণ করা। একেই বলা হয় ‘বলি চড়া’। বলি চড়া অর্থাৎ মহাবলী হওয়া। তো এটাই হল সমর্পণ হওয়ার লক্ষণ। তো বাপদাদা ভক্তদেরকে একটি বিষয়ে ধন্যবাদ দেন যে - যেভাবেই হোক না কেন ভারতে কিম্বা সব দেশে উৎসাহের ঢেউ তারা ছড়িয়ে দেয়। উৎসব বানিয়ে দিয়েছে, এটা তো বেশ ভালোই। দুই দিনের জন্য হোক বা একদিনের জন্য, কিন্তু উৎসাহের ঢেউ তো ছড়িয়ে যায়। সেইজন্যই তো উৎসব বলা হয়। তবুও অল্প সময়ের জন্য হলেও বিশেষ ভাবে বাবার দিকেই মেজরিটির অ্যাটেনশন তো অন্তত যায়। তো এই বিশেষ দিনে তোমরা বিশেষ কী করবে ? যেমন ভক্তিতে কেউ কেউ চিরদিনের জন্য ব্রত ধারণ করে আবার কারো কারো সাহসের অভাব থাকায় এক মাসের জন্য নেয়, একদিনের জন্য নেয় বা অল্প সময়ের জন্য নেয়। তারপর এই ব্রত ছেড়ে দেয়। তোমরা তো এমনটা ক’রো না তাই না ! মধুবনে তো ধরিত্রীতে পা থাকে না তোমাদের। তারপর (বিদেশে) যখন ফিরে যাবে তখন কী ধরিত্রীতে ফিরে আসবে নাকি ওপরেই থাকবে ? সর্বদা উপর থেকে নীচে এসে কর্ম করবে ? নাকি নীচে থেকেই কর্ম করবে ? উপরে থাকা অর্থাৎ উপরের স্থিতিতে থাকা। উপরে মানে কোনো ছাদে ঝুলে থাকা নয়। উচ্চ স্থিতিতে স্থিত হয়ে যে কোনো সাধারণ কর্ম করা অর্থাৎ নীচে আসা, কিন্তু সাধারণ কর্ম হলেও স্থিতি হবে উপরের অর্থাৎ উচ্চ। যেমন বাবাও সাধারণ তন নেন, তাই না ! সাধারণ কর্মও করবেন। যেমন তোমরা কথা বলবে, তেমন তিনিও বলবেন। তেমনই চলবেন। অর্থাৎ কর্ম সাধারণ, তনই হল সাধারণ, কিন্তু সাধারণ কর্ম করলে স্থিতি থাকত উঁচু। ঠিক তেমনই তোমাদেরও স্থিতি যেন সদা উচ্চ থাকে।

যেমন আজকের দিনকে তোমরা অবতরণের দিন বলে থাকো, তো রোজ অমৃতবেলায় এমনই ভাবো যে, ঘুম থেকে নয়, শান্তিধাম থেকে কর্ম সম্পাদন করবার জন্য অবতরিত হয়েছি। আর রাতে কর্ম সমাপ্তি শেষে শান্তিধামে চলে যাও। তো অবতরিত হয়েছোই শ্রেষ্ঠ কর্ম করবার জন্য। তাকে জন্ম বলা হয় না। বলা হয় অবতরণ। উপরের স্থিতি থেকে নীচে আসে - এটা হল অবতরণ। তো এইরূপ স্থিতিতে থেকে সকল কর্ম করলে সাধারণ কর্মও অলৌকিক কর্মে পরিবর্তিত হয়ে যাবে। অন্যরা যেমন খাবার খায় আর তোমরা বলো - আমরা ব্রহ্মা ভোজন খাই। তফাৎ হয়ে গেল না ! চলছো - ফিরছো কিন্তু তোমাদের চলাফেরা হল ফরিস্তার, ডবল লাইট। ডবল লাইট স্থিতিতে চলো তোমরা। তো অলৌকিক চলাফেরা, অলৌকিক কর্ম হয়ে গেল। তাই আজকের দিন কেবল অবতরণের দিন নয়, বরং সঙ্গমযুগই হল অবতরণ দিবস।

আজকের দিনে তোমরা বাপদাদাকে অভিনন্দন জানিয়ে থাকো। কিন্তু বাপদাদা বলেন - “আগে তোমরা”। বাচ্চারা যদি না থাকত, তবে “বাবা” বলে কারা ডাকত ? বাচ্চারাই বাবাকে ডাকে বাবা বলে। সেইজন্য প্রথমে অভিনন্দন বাচ্চাদেরকে। তোমরা সবাই বার্থ ডে সঙ গাও না ? হ্যাপি বার্থ ডে টু ইউ....। বাপদাদাও বলেন হ্যাপি বার্থ ডে টু ইউ। বার্থ ডে’র অভিনন্দন তো বাচ্চারা বাবাকে দিয়েছে। বাবাও বাচ্চাদেরকে দিয়েছেন। আর অভিনন্দন অর্থাৎ উৎসাহের দ্বারাই তো তোমরা প্রতিপালিত হচ্ছ। *তোমরা প্রতিপালিত হচ্ছ কীভাবে ? বাবার, পরিবারের অভিনন্দনের দ্বারাই তো প্রতিপালিত হচ্ছ তোমরা। অভিনন্দনেই তো নাচছো, গাইছো, উড়ছো তোমরা। এই পালনাও বড়ই আশ্চর্যের। পরম্পরকে তোমরা প্রতি মুহূর্তে কী দিয়ে থাকো ? অভিনন্দন (উৎসাহ)। আর এটাই হল পালনার বিধি। যে যেমনই হোক, সে তো বাপদাদাও জানেন। তোমরাও জান যে, নম্বর অনুক্রমে তো থাকবেই। যদি নম্বর অনুক্রমে না হয়, তবে তো সত্যযুগে দেড় লক্ষ রাজসিংহাসন বানাতে হবে। সেইজন্য নম্বর অনুক্রমে হতেই হয়। নম্বর অনুসারে তো হতেই হবে। কিন্তু কখনো কারো বিষয়ে তোমরা হয়ত বুঝতে পারছ যে তার এটা ঠিক নয়, সে সঠিক কাজ করছে না। রঙ-কে রাইট করবার বিধি বা

যথাযথ কাজ করছে না। কিন্তু তাকে সঠিকটা শিখিয়ে দেওয়ার বিধি - কখনোই তা সরাসরি না বলা যে, তুমি ভুল। তবে সে আরও মুহ্যমান হয়ে পড়বে। প্রথমে তাকে ভালো ভালো বলে আগে তো থামাও। প্রথমে জল তো ঢালো। তারপর বলো আগুন কেন লেগেছে। আগেই এটা ব'লো না যে, তুমি এইরকম, তুমি এটা করেছ, ওটা করেছ। আগে ঠান্ডা জল ঢালো। পরে সেও বুঝতে পারবে যে, হ্যাঁ, আগুন লাগার কারণ কী। আর আগুন নেভাতেও কীভাবে হবে। যদি তুমি খারাপকে খারাপ বলে দাও, তবে আগুনে তেল ঢেলে দিলে। সেইজন্য খুব ভালো, খুব ভালো বলে, পরে তাকে যদি কিছু বলো, তবে সে শোনার, ধারণ করবার সাহস তখন তার এসে যাবে। সেইজন্যই বলছি যে, খুব ভালো খুব ভালো - এটাই হল অভিনন্দন। যেমন বাপদাদাও কখনো ডাইরেক্ট রঙ বলবেন না, মুরলীর মাধ্যমে বলে দেবেন - রাইট কোনটা, রঙ কোনটা। কিন্তু কেউ যদি সোজা এসে জিজ্ঞাসা করে আমি কি রঙ? বাপদাদা বলবেন - না, তুমি তো একেবারে রাইট। কেননা সেই সময় তার মধ্যে সাহস থাকে না। যেমন কোনো পেশেন্ট যাওয়ার সময়, যখন সে অস্ত্রিম শ্বাস নিচ্ছে, তখনও যদি ডাক্তারকে সে জিজ্ঞাসা করে - আমি কী বাঁচবো না? ডাক্তার কখনোই বলবে না যে, হ্যাঁ, আপনার সময় হয়ে গেছে। কেননা সেই সময় পেশেন্টের সাহস থাকে না। কারো হার্ট দুর্বল তুমি যদি তাকে এমন কোনো কথা বলে দাও, তাতে তার হার্টফেলই হয়ে গেল! অর্থাৎ পুরুষার্থে পরিবর্তন করবার শক্তি আসবে না। তো সঙ্গমযুগই হল অভিনন্দন বা উৎসাহ প্রদানের দ্বারা বৃদ্ধি হওয়ার যুগ। এই অভিনন্দনই হল শ্রেষ্ঠ পালনা*। সেইজন্য তোমাদের এই অভিনন্দনের পালনার স্মরণিক হল যখনই কোনো দেবী দেবতার দিন পালন করা হয়, তাকে বড় একটা দিন বলে মানা হয়। দীপমালা হবে, শিব রাত্রি হলে তো বলবে আজকে অনেক বড় দিন। যে উৎসবই হবে, তাকে বড় দিন বলবে তারা। কেননা তোমাদের হৃদয় হল অনেক বড়, তাই তো তারা বড় দিন বলে থাকে। তো একে অপরকে অভিনন্দন জানানো, এটাই তো হল অনেক বড় হৃদয়। বুঝেছো - এমন নয় যে রঙ-কে রঙ মানবে না। বরং একটু ধৈর্য ধরো, ইশারা তো দিতেই হবে, সঠিক সময়টা তো দেখো। সে মারা যাচ্ছে, আর তুমি তাকে বলছো - মরে যাও, মরে যাও। তাই সময়টাকে বিবেচনা করো, তার সাহসটাকেও মাথায় রাখো। খুব ভালো খুব ভালো বললে সাহস এসে যায়। কিন্তু অন্তর থেকে বলো। এমন নয় যে, বাইরে থেকে বললে আর সে বুঝে যাবে যে আমাকেই বলছে। এটা হল অনুভূতির বিষয়। মনে যদি দয়া বা ক্ষমার মনোভাব থাকে, তবে অপরজনকেও সেই ভাব স্পর্শ করবে। সেইজন্য সর্বদা অভিনন্দন দিতে থাকো। অভিনন্দন নিতে থাকো। এই অভিনন্দন হল বরদান। যেমন আজকের দিনে গাওয়া হয় - শিবের ভান্ডার ভরপুর.... এ তো তোমাদের জন্যও কীর্তন, কেবল বাবার জন্য নয়। সদা তোমাদের ভান্ডার ভরপুর যেন থাকে। দাতার সন্তান, দাতা হয়ে যাও। পূর্বেও বলেছি না - ভক্ত হল লেবতা আর তোমরা হলে প্রদানকারী 'দেবতা', তো দাতা মানেই হল প্রদানকারী। কাউকে সামান্য কিছু অন্তত দিয়েও যদি তারপর তার কাছে থেকে কিছু নাও, তাতে সে কিছু ফিল করবে না। তখন তুমি যা বলবে তা সে শুনবে। কিন্তু আগে তাকে দাও। সাহস দাও উৎসাহ দাও। খুশী দাও, তারপর তাকে কিছু বোঝালে সে বুঝবে। রাজি হবে। রোজ উৎসব পালন করতে থাকো। রোজ বাবার সাথে মিলন উদযাপন করা - এটাই হল উৎসব পালন করা। তাই রোজই হল উৎসব। আচ্ছা!

চতুর্দিকের বাচ্চাদেরকে, সঙ্গমযুগের প্রতিটি দিনকে অবতরণ দিবসের অবিনাশী অভিনন্দন। সদা বাবা সম দাতা এবং বরদাতা হয়ে সকল আত্মাদেরকে ভরপুরকারী, মাস্টার ভোলানাথ বাচ্চাদেরকে, সর্বদা স্মরণে থেকে প্রতিটি কর্মকে স্মরণীয় করে দেওয়া বাচ্চাদেরকে সর্বদা স্ব উন্নতি আর সেবার উন্নতিতে উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে অগ্রসর হওয়া শ্রেষ্ঠ বাচ্চাদেরকে, বিশেষতঃ আজকের স্মরণিক দিবস শিব জয়ন্তী তথা ব্রাহ্মণ জয়ন্তী হীরে তুল্য জয়ন্তী, সর্বদা সকলকে সুখী বানাতে থাকা, সম্পন্ন বানাতে থাকা বাচ্চাদেরকে জয়ন্তীর অভিনন্দন আর স্মরণের স্নেহ-সুমন আর নমস্কার।

বরদান:- সকল শক্তিকে অর্ডার অনুযায়ী পরিচালনকারী মাস্টার রচয়িতা ভব*

কর্ম শুরু করবার পূর্বে যে রূপ কর্ম সেইরূপ শক্তির আহ্বান করো। মালিক হয়ে অর্ডার করো। কেননা এই সর্ব শক্তি গুলি হল তোমাদের ভুজ সম। তোমার ভুজ গুলি তোমার অর্ডার ছাড়া কিছু করতে পারবে না। অর্ডার করো সহন শক্তি কার্য সফল করো, তো দেখো সফল হয়েই রয়েছে। কিন্তু অর্ডার করবার পরিবর্তে তোমরা ভয় পেয়ে যাও - করতে পারব কী পারব না। এই রকম ভয় যদি থাকে, তবে তোমার অর্ডার চলবে না (কাজ করবে না)। সেইজন্য মাস্টার রচয়িতা হয়ে সকল শক্তিকে অর্ডার অনুযায়ী পরিচালনা করবার জন্য নির্ভর্য হও।

স্লোগান:- আশ্রয়দাতা বাবাকে প্রত্যক্ষ করিয়ে সকলকে পার লাগাও।*

১৭-০৮-২০২০ প্রাতঃমুরলী ওম শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

প্রশ্ন:- সর্বোত্তম কুলের বাচ্চাদের মুখ্য কর্তব্য কি?

উত্তর:- সদা উচ্চমাগীয়া আধ্যাত্মিক (রুহানী) সেবা করা। এখানে বসে অথবা চলতে-ফিরতে বিশেষতঃ ভারতকে এবং সাধারণতঃ সমগ্র বিশ্বকে পবিত্র করা, শ্রীমতানুসারে বাবার সাহায্যকারী হওয়া --- এই হলো সর্বোত্তম ব্রাহ্মণের কর্তব্য।

গীত:- যে প্রিয়-র সঙ্গে রয়েছে

ওম শান্তি । যারা আধ্যাত্মিক পিতার সঙ্গে রয়েছে সেই মিষ্টি-মিষ্টি আধ্যাত্মিক বাচ্চাদের উদ্দেশ্যে আধ্যাত্মিক পিতা বোঝাচ্ছেন কারণ বাবা হলেন জ্ঞানের সাগর। কোন্ বাবা ? শিববাবা। ব্রহ্মাবাবাকে জ্ঞানের সাগর বলা হয় না। শিববাবা যাকে পরমপিতা পরমাত্মা বলা হয়। এক হলো লৌকিক শরীরের পিতা, দ্বিতীয় পারলৌকিক আত্মিক পিতা। উনি শরীরের পিতা, ইনি আত্মাদের পিতা। এ অতি ভালভাবে বুঝবার মতন বিষয় আর এই জ্ঞান শোনান জ্ঞান-সাগর। যেমন ঈশ্বর সকলের এক, তেমনই জ্ঞানও একজনই দিতে পারেন। বাকি যেসকল শাস্ত্র, গীতাদি পড়ে, ভক্তি করে তা কোনো জ্ঞান নয়, এতে কোনো জ্ঞান-বর্ষা হয় না, সে'জন্য ভারত সম্পূর্ণ রুক্ষ হয়ে গেছে। কাঙ্গাল হয়ে পড়েছে। বর্ষণ না হলে যেমন মাটি ইত্যাদি সবই শুকিয়ে যায়। ওটা হলো ভক্তিমার্গ। তাকে জ্ঞানমার্গ বলা যাবে না। জ্ঞানের দ্বারা

স্থাপিত হয়। ওখানে ধরনী সদা সবুজ থাকে, কখনো শুকিয়ে যায় না। এ হলো জ্ঞানের পঠন-পাঠন। ঈশ্বর-পিতা জ্ঞান প্রদান করে দৈবী-সম্প্রদায় গঠন করেন। বাবা বুঝিয়েছেন যে, আমি তোমাদের সকল আত্মাদের পিতা। কিন্তু আমায় এবং আমার কর্তব্যকে না জানার কারণেই মানুষ এত অপবিত্র, দুঃখী, অনাথ হয়ে গেছে। পরস্পর লড়াই করে। ঘরে যদি বাবা না থাকে তাহলে বাচ্চারা লড়াই করে তখন বলা হয়, তাই না! যে, তোমাদের বাবা আছে কি নেই? এ'সময়ও সমগ্র দুনিয়া বাবাকে জানে না। না জানার কারণেই এত দুর্গতি হয়েছে। জানলে সন্নতি হয়ে যেতো। সকলের সন্নতিদাতা একজনই। ওঁনাকে বাবা বলা হয়। শিব-ই ওঁনার নাম। ওঁনার নাম কখনও বদল হতে পারে না। কিন্তু যখন সন্ধ্যাস গ্রহণ করে তখন নাম পরিবর্তন হয়ে যায়, তাই না। বিবাহের সময়ও কুমারীদের নাম পরিবর্তন হয়ে যায়। এমন রীতি-রেওয়াজ ভারতেই রয়েছে। বাইরে (বিদেশে) এমন হয় না। শিববাবা, ইনি সকলের মাতা-পিতা। গায়নও করে যে, তুমি মাতা-পিতা..... ভারতেই আহ্বান করা হয় --- তোমার কৃপায় গভীর সুখ প্রাপ্ত হয়। এমন নয় যে, ভক্তিমার্গেও ভগবান কৃপা করতে এসেছেন। না, ভক্তিতে গভীর সুখ প্রাপ্তি হয় না। বাচ্চারা জানে যে, স্বর্গে অতি সুখ রয়েছে। ওটা হলো নতুন দুনিয়া। পুরানো দুনিয়ায় দুঃখই থাকে। যারা সঠিকরীতিতে জীবন্মৃত (মরজীবা) স্থিতিতে রয়েছে, তাদের নাম পরিবর্তন করতে পারা যায়। কিন্তু মায়া বিজয়প্রাপ্ত করে নেয় তখন ব্রাহ্মণের পরিবর্তে শূদ্র হয়ে যায় তাই বাবা নাম রাখেন না। ব্রাহ্মণদের মালা তো হয় না। বাচ্চারা, তোমরা হলে সর্বোত্তম গুরুকুলের। উচ্চতম আত্মিক সেবা করো। এখানে বসে অথবা চলতে-ফিরতে তোমরা বিশেষতঃ ভারতকে এবং সাধারণতঃ সমগ্র বিশ্বের সেবা করো। বিশ্বকে তোমরাই পবিত্র করো। তোমরা হলে বাবার সাহায্যকারী। বাবার শ্রীমতানুসারে চলে তোমরা সহায়তা প্রদান করো। এই ভারতকেই পবিত্র হতে হবে। তোমরা বলবে যে, আমরা প্রতি কল্পে এই ভারতকে পবিত্র করে পবিত্র ভারতে রাজ্য করি। ব্রাহ্মণ থেকে পুনরায় ভবিষ্যতের দেবী-দেবতা হয়ে যাই। বিরাট-রূপের চিত্রও রয়েছে। যখন প্রজাপিতা ব্রহ্মার সন্তান তখন ব্রাহ্মণই হবে। ব্রাহ্মণ তখনই হবে যখন প্রজাপিতা সম্মুখে থাকবে। এখন তোমরা সম্মুখে রয়েছে। তোমরা প্রত্যেকেই মনে করো যে, আমরা প্রজাপিতা ব্রহ্মার সন্তান। এটাই হলো যুক্তি। সন্তান মনে করলে ভাই-বোন হয়ে যায়। ভাই-বোনের কখনো ক্রিমিনাল আই (কুদৃষ্টি) থাকা উচিত নয়। এখন বাবা অর্ডিন্যান্স জারি করেন যে, তোমরা ৬৩ জন্ম পতিত ছিলে, এখন পবিত্র দুনিয়া স্বর্গে যেতে চাইলে, পবিত্র হও। সেখানে পতিত আত্মা যেতে পারে না সেই কারণেই অসীম জগতের পিতা অর্থাৎ আমাকে তোমরা আহ্বান করো। এ'আত্মা শরীরের দ্বারা কথা বলে। শিববাবাও বলেন, আমি এই শরীর দ্বারা কথা বলি। তা নাহলে আমি কিভাবে আসবো? আমার হয় দিব্যজন্ম। সত্যযুগে থাকে দৈবীগুণসম্পন্ন দেবতারা। এ'সময় রয়েছে আসুরীগুণসম্পন্ন মানুষ। এখানকার মানুষদের দেবতা বলা যাবে না। তথাপি যে কেউই হোক না কেন, নাম তো অনেক বড়-বড় রেখে দেয়। সাধুরা নিজেদের শ্রী-শ্রী আর মানুষকে শ্রী বলে কারণ স্বয়ং পবিত্র তাই শ্রী-শ্রী বলে। কিন্তু তারাও তো মানুষ। যদিও বিকারে যায় না কিন্তু বিকারী দুনিয়ায় তো থাকে, তাই না! তোমরা ভবিষ্যতে নির্বিকারী নতুন দুনিয়ায় রাজ্য করবে।

থাকবে তো সেখানেও (স্বর্গে) মানুষই কিন্তু তারা দৈবী-গুণ সম্পন্ন হবে। এ'সময় মানুষ আসুরীয়-গুণসম্পন্ন অপবিত্র। গুরু নানকও বলেছেন, অস্বচ্ছ নোংরা কাপড় ধোয়..... গুরুনানকও বাবারই মহিমা করেছেন। এখন বাবা এসেছেন স্থাপনা এবং বিনাশ করতে। আর যেসকল ধর্মস্থাপকেরা রয়েছে, তারা শুধুমাত্র ধর্ম স্থাপন করতে আসে, তারা অন্যান্য ধর্মের বিনাশ করে না, তাদের বৃদ্ধি হতে থাকে। এখন বাবা বৃদ্ধি বন্ধ করে দেন। এক ধর্মের প্রতিষ্ঠা আর অনেক ধর্মের বিনাশ করে দেন। ড্রামানুসারে এমন হতেই হবে। বাবা বলেন, আমি আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্ম স্থাপন করাই, যারজন্য তোমাদের পড়াশুনা। সত্যযুগে অনেক ধর্ম থাকে না। ড্রামায় সকলের ফিরে যাওয়াই নির্ধারিত আছে। এই বিনাশকে কেউ টলাতে পারবে না। বিশ্বে শান্তি তখন হয় যখন বিনাশ হয়ে যায়। এই লড়াই-এর মাধ্যমেই স্বর্গের দ্বার খুলে যায়। একথাও তোমরা লিখতে পারো যে, এই মহাভারত লড়াই কল্প-পূর্বেও হয়েছিল। তোমরা যখন প্রদর্শনী উদ্ঘাটন করো তখন একথা লেখো। বাবা পরমধাম থেকে এসেছেন -- স্বর্গের উদ্ঘাটন করতে। বাবা বলেন -- আমি হেভেনলী গডফাদার, হেভেন (স্বর্গ) উদ্ঘাটন করতে এসেছি। স্বর্গবাসী করার জন্য আমি বাচ্চাদের থেকেই সাহায্য নিয়ে থাকি। তা নাহলে এতসব আত্মাদের পবিত্র করবে কে ? অসংখ্য আত্মা রয়েছে। ঘরে-ঘরে তোমরা একথা বোঝাতে পারো। তোমরা, ভারতবাসীরা সতোপ্রধান ছিলে পুনরায় ৮৪ জন্ম পরে তমোপ্রধান হয়ে গেছো। এখন পুনরায় সতোপ্রধান হও। মন্মনাভব। এভাবে বোলো না যে, আমরা শাস্ত্র মানি না। তোমরা বোলো যে, শাস্ত্রকে আর ভক্তিমার্গকে আমরা মান্য করতাম কিন্তু এখন সেই ভক্তিমার্গের রাত পূর্ণ হয়ে গেছে। জ্ঞানের দ্বারা দিন শুরু হয়। বাবা এসেছেন সঙ্গতি করতে। বোঝানোর জন্য সঠিক যুক্তি চাই। কেউ ভালভাবে ধারণ করে, কেউ কম (ধারণ) করে। প্রদর্শনীতেও যারা ভাল-ভাল বাচ্চা -- তারা ভাল বোঝায়। যেমন বাবা টিচার তেমন বাচ্চাদেরকেও টিচার হতে হবে। গাওয়াও হয়, সঙ্গীত-সঙ্গে স্বর্গবাস, বাবাকে বলা হয় সত্যখন্ডের প্রতিষ্ঠাতা সত্য-পিতা। অসত্য দুনিয়া(মিথ্যাখন্ড) স্থাপন করে রাবণ। যখন এ'সময় সঙ্গতিদাতাকে পাওয়া গেছে তখন পুনরায় আমরা কীকরে ভক্তি করতে পারি ? ভক্তি শেখানোর জন্য অনেক গুরু রয়েছে। সঙ্গীত তো একজনই। বলাও হয় যে, সঙ্গীত অকাল..... তথাপি অনেক গুরু করতে থাকে। সন্ন্যাসী, উদাসী অনেকপ্রকারের গুরু হয়। শিখ ধর্মাবলম্বীরা নিজেরাই বলে যে, সঙ্গীত অকাল..... অর্থাৎ যাকে কাল গ্রাস করতে পারে না। মানুষকে কাল গ্রাস করে নেয়। বাবা বোঝান 'মন্মনাভব'। ওদের কথা হলো সাহেবের জপ করো তবেই সুখ প্রাপ্ত করতে পারবে..... মুখ্য হলো দুটি শব্দ। বাবা বলেন, আমরা স্মরণ করো -- সাহেবের জপ করো। সাহেব তো অদ্বিতীয়। গুরু নানকও ঔনার উদ্দেশ্যেই ইশারা করেছেন যে, ঔনার জপ করো। বাস্তবে তোমাদের জপ করতে হবে না, স্মরণ করতে হবে। এ হলো অজপাজপ অর্থাৎ নিরন্তর স্মরণ। মুখে কিছু বোলো না। শিব-শিবও বলতে হবে না। তোমাদের যেতে হবে শান্তিধামে। এখন বাবাকে স্মরণ করো। অজপাজপও একপ্রকারেরই হয় যা বাবা শেখান। ওরা(অজ্ঞানী) কত ঘন্টা বাজায়, আওয়াজ করে মহিমা-কীর্তন করে। তারা বলে, অচ্যুতম্ কেশবম্.... কিন্তু একটি শব্দেরও অর্থ বোঝে না। সুখ প্রদান করেন একমাত্র বাবা-ই। ব্যাসদেবও ঔনাকেই বলা হবে। ঔনার মধ্যেই নলেজ রয়েছে যা তিনি আমাদের দিয়ে থাকেন। সুখও তিনিই দেন। বাচ্চারা, তোমরা জানো যে --- এখন আমাদের চড়তী কলা অর্থাৎ কলা উর্ধ্বমুখী। সিঁড়িতে কলাগুলিকে দেখানো হয়েছে। এ'সময় কোনো কলা নেই। আমি নিগুণ, আমার মধ্যে....। একটি নিগুণ সংস্থাও রয়েছে। বাবা এখন বলেন -- বালকেরা মহাত্মা-তুল্য হয়। তাদের মধ্যে কোনও অবগুণ থাকে না। আবার তাদের নাম রাখা হয় নিগুণ বালক। যদি বালকের মধ্যে গুণ না থাকে তবে তার বাবার মধ্যেও গুণ থাকবে না। সকলের মধ্যেই অবগুণ রয়েছে। গুণবান কেবল দেবতাই। নম্বর ওয়ান অবগুণ হলো এই যে, বাবাকেই জানে না। দ্বিতীয় অবগুণ হলো, বিষয় সাগরে হাবুডুবু খায়। বাবা বলেন, আধাকল্প তোমরা হাবুডুবু খেয়েছো। আমি জ্ঞানের সাগর, এখন তোমাদের ক্ষীরসাগরে নিয়ে যাচ্ছি। আমি ক্ষীরসাগরে যাওয়ার জন্য তোমাদের শিক্ষাদান করি। আমি ঔনার পাশে এসে বসি, যেখানে আত্মা থাকে। আমি স্বতন্ত্র। যেখানে-সেখানে যাতায়াত করতে পারি। তোমরা প্রত্যেক খাওয়াও অর্থাৎ আত্মাকেই খাইয়ে থাকো, তাই না! শরীর ভস্ম হয়ে যায়। তাকে(শরীর) দেখতেও পারো না। মনে করো, অমূকের আত্মার শ্রদ্ধা। আত্মাকে আহ্বান করা হয় -- ড্রামায় এমনই পাট রয়েছে। (আত্মা) কখনো আসে, আবার কখনো আসেও না। কেউ বলে, আবার কেউ বলেও না। এখানেও আত্মাকে আহ্বান করা হয়, আত্মা এসে বলে। কিন্তু এমনভাবে বলে না যে, অমুক জায়গায় জন্ম নিয়েছি। শুধু এতটুকুই বলবে যে, আমরা অত্যন্ত সুখী, ভাল ঘরে জন্ম নিয়েছি। ভাল জ্ঞানী বাচ্চা ভাল ঘরে জন্ম নেবে। স্বল্পজ্ঞানীরা স্বল্পপদ লাভ করবে। এছাড়া সুখ তো আছেই। রাজা হওয়া ভাল, না দাসী হওয়া ভাল ? রাজা হতে হলে এই পড়ায় মনোনিবেশ করো। দুনিয়া অতি খারাপ (নোংরা)। দুনিয়ার সঙ্গকে বলা হয় কুসঙ্গ। একমাত্র সত্যের সঙ্গ-ই পার করে দেয়, বাকি সব সঙ্গ ডুবিয়ে দেয়। বাবা তো সকলের জন্মপত্রিকা জানেন, তাই না! এ হলো পাপের দুনিয়া, তবেই তো আবাহন করে -- অন্য কোথাও নিয়ে চলো। এখন বাবা বলেন -- মিষ্টি-মিষ্টি বাচ্চারা, আমার হয়ে পুনরায় আমার মতানুসারে চলো। এ অতি নোংরা অর্থাৎ ছিঃ ছিঃ দুনিয়া। দুর্নীতি রয়েছে। লক্ষ-লক্ষ, কোটি-কোটি অর্থের প্রতারণা হয়। এখন বাবা এসেছেন বাচ্চাদের স্বর্গের মালিক করতে তাই অগাধ খুশী থাকা উচিত, তাই না! বাস্তবে এটাই হলো সত্যিকারের গীতা। পুনরায় এ'জ্ঞান প্রায় বিলুপ্ত হয়ে যাবে। এখন

তোমাদের মধ্যে এই জ্ঞান রয়েছে পুনরায় যখন দ্বিতীয় জন্ম নেবে তখন এ'জ্ঞান সমাপ্ত হয়ে যাবে। পুনরায় হলো প্রালঙ্। পুরুষোত্তম বানানোর জন্য বাবা তোমাদের পড়ান। এখন তোমরা বাবাকে জেনেছো। এখন অমরনাথে যাত্রা শুরু হয়। বলো, যাকে সূক্ষ্মলোকে দেখাও, সে স্থূললোকে পুনরায় কোথা থেকে এলো ? পাহাড়াদি তো এখানে আছে, তাই না ! ওখানে পতিত কিভাবে থাকতে পারে ? যে পার্বতীকে জ্ঞান প্রদান করবে। বরফের লিঙ্গ বসে-বসে হাতের সাহায্যে তৈরী করা হয়। সে তো যেকোনো স্থানে তৈরী করা যায়। মানুষ কত ধাক্কা খায়। বোঝে না যে শঙ্করের কাছে পার্বতী কিভাবে আসবে যে তাঁকে পবিত্র করবে ? শঙ্কর পরমাত্মা নন, তিনিও দেবতা। মানুষকে কত বোঝানো হয় তথাপি বোঝে না। পরশবুদ্ধিসম্পন্ন হতে পারে না। প্রদর্শনীতে কত আসে। তারা বলে, জ্ঞান তো অতি সুন্দর। সকলেরই গ্রহণ করা উচিত। আরে! তুমি তো নাও। বলবে, আমাদের সময় নেই। প্রদর্শনীতে এও লেখা উচিত যে, এই লড়াই-এর পূর্বে বাবা স্বর্গের উদ্ঘাটন করছেন। বিনাশের পর স্বর্গের দ্বার খুলে যাবে। বাবা বলেছিলেন, প্রত্যেকটি চিত্রে লেখো -- পারলৌকিক পরমপিতা পরমাত্মা ত্রিমূর্তি শিব ভগবানুবাচ। ত্রিমূর্তি না লিখলে তারা বলবে যে, শিব তো নিরাকার, তিনি কিভাবে জ্ঞান প্রদান করবেন ? তখন বোঝানো হয় যে, ইনিই প্রথমে সুন্দর ছিলেন, কৃষ্ণ ছিলেন আর এখন শ্যাম অর্থাৎ অপবিত্র মানুষে পরিণত হয়েছেন। এখন তোমাদের মানুষ থেকে দেবতায় পরিণত করেন। পুনরায় হিন্দি রিপীট হবে। গায়নও রয়েছে যে, মানুষ থেকে দেবতা হতে সময়..... পুনরায় সিঁড়ি নামতে-নামতে মানুষ হয়ে যায়। পুনরায় বাবা এসে দেবতায় পরিণত করেন। বাবা বলেন, আমাকে আসতে হয়। প্রতি কল্পে, কল্পের সঙ্গমযুগে আসি। যুগে-যুগে বলা ভুল। আমি সঙ্গমযুগে এসে তোমাদের পূণ্যাত্মায় পরিণত করি। পুনরায় রাবণ তোমাদের পাপাত্মায় পরিণত করে। বাবা-ই পুরানো দুনিয়াকে নতুন দুনিয়ায় পরিণত করেন। এ বুঝবার মতন বিষয়। আচ্ছা।

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ওঁনার আত্মা-রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) বাবার মতন শিক্ষক হও, অত্যন্ত যুক্তিযুক্তভাবে সকলকে এই অসৎ-দুনিয়া (মিথ্যাখন্ড) থেকে নিষ্কাশিত করে সত্যখন্ডে যাওয়ার যোগ্য তৈরী করতে হবে।

২) দুনিয়ার সঙ্গ হলো কুসঙ্গ, তাই কুসঙ্গ থেকে দূরে সরে গিয়ে একমাত্র সত্যের সঙ্গ করতে হবে। উচ্চপদ প্রাপ্তির জন্য এ'পড়ায় মনোনিবেশ করতে হবে। এক পিতার মতানুসারেই চলতে হবে।

বরদান:- সন্তুষ্টতা দ্বারা সকলের প্রশংসা প্রাপ্তকারী সদা প্রসন্নচিত্তভব*

ব্যাখ্যা :- প্রসন্নতাই প্রত্যক্ষরূপে সন্তুষ্টতার চিহ্নরূপে দেখা যাবে। আর যে সদা সন্তুষ্ট বা প্রসন্ন থাকে, প্রত্যেকে তার প্রশংসা অবশ্যই করে। তাই প্রশংসা, প্রসন্নতা থেকেই প্রাপ্ত করতে পারো সেইজন্য সদা সন্তুষ্ট এবং প্রসন্ন থাকার বিশেষ বরদান নিজেও গ্রহণ করো এবং অন্যদেরকেও দাও কারণ এই যন্তের অন্তিম আহুতি -- সকল ব্রাহ্মণদের সদাকালের প্রসন্নতা। যখন সকলেই সদা প্রসন্ন থাকবে তখন প্রত্যক্ষতার আওয়াজ গুঞ্জনিত হবে অর্থাৎ বিজয়ের ধ্বজা উড়বে।

স্লোগান:- ডায়মন্ড (হীরেতুল্য) হয়ে ডায়মন্ড হওয়ার বার্তা প্রেরণ করার অর্থই ডায়মন্ড জুবিলী পালন করা।*

১৮-০৮-২০২০ প্রাতঃমুরলী ওম শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

প্রশ্ন:- স্মরণের চার্ট রাখা, বাচ্চাদের কেন কঠিন মনে হয়?

উত্তর:- কেননা কোনো কোনো বাচ্চা স্মরণকে যথার্থ ভাবে বুঝতেই পারে না। স্মরণে বসে কিন্তু বুদ্ধি বাইরে বিভ্রান্ত হয় শান্ত হয়ে বসতে পারে না। তারা তখন বায়ুমণ্ডলকে খারাপ করে ফেলে। স্মরণই করে না, তাহলে চার্ট আবার কিভাবে লিখবে? যদি কেউ মিথ্যা লেখে, তাহলে অনেক দণ্ড ভোগ করতে হয়। সত্য বাবাকে সত্য কথা বলতে হয়।

গীত:- ভাগ্য জাগিয়ে এসেছি -----

ওম শান্তি। আত্মারূপী সন্তানদের তবুও আত্মাদের পিতা রোজ - রোজ বোঝান যে, যতটা সম্ভব দেহী - অভিমানী হও। নিজেকে আত্মা নিশ্চিত করো, আর বাবাকে স্মরণ করো, কেননা তোমরা জানো যে, আমরা সেই অসীম জগতের পিতার কাছে অপার সুখের ভাগ্য বানাতে এসেছি। তাই অবশ্যই বাবাকে স্মরণ করতে হবে। পবিত্র, সত্যোপধান হওয়া ব্যতীত সত্যোপধান ভাগ্য বানাতে পারবে না। এই কথা তো খুব ভালোভাবে স্মরণ করো। মূল বিষয় হলো একটাই। এ তো নিজের কাছে লিখে রাখো। হাতের উপর যেমন নাম লেখে, তাই না। তোমরাও লিখে দাও - আমি আত্মা, অসীম জগতের বাবার থেকে আমি অবিদ্যার উত্তরাধিকার নিষি, কেননা মায়া আমাদের ভুলিয়ে দেয়, তাই লিখে রাখা হয়েছে, তাহলে প্রতি মুহূর্তে মনে থাকবে। মানুষ তো স্মরণের জন্য 'ওম বা কৃষ্ণের' চিত্র ইত্যাদিও লাগিয়ে রাখে। এ তো হলো নতুন ধরনের স্মরণ। এ কেবল অসীম জগতের পিতাই বোঝান। এই কথা বুঝতে পারলে তোমরা সৌভাগ্যশালী কেন, পদ্ম সম ভাগ্যশালী হয়ে যাও। বাবাকে না জানার কারণে, বা স্মরণ না করার কারণে ভাগ্যহীন হয়ে গেছে। একই বাবা, যিনি সর্বদার জন্য জীবনকে সুখী বানাতে এসেছেন। যদিও তারা স্মরণ করে, কিন্তু কিছুই জানে না। বিলেতের লোকেরাও ভারতবাসীদের কাছেই সর্বব্যাপী বলা শিখেছে। ভারত যখন অধঃপতিত হয়েছে, তখন সবাই অধঃপতিত হয়েছে। ভারতই নিজেকে এবং সেইসঙ্গে সবাইকে অধঃপতিত করার জন্য দায়ী। বাবা বলেন যে, আমি এখানে এসেই ভারতকে স্বর্গ, সত্যখণ্ড বানাই। এমন স্বর্গ যিনি বানান, মানুষ তাঁর কতো গ্লানি করে দিয়েছে। মানুষ ভুলে গিয়েছে, তাই লিখে দিয়েছে --- যদা যদাহি ---- এর অর্থও বাবা এসেই বুঝিয়ে বলেন। বলিহারি এক বাবার কাছেই যেতে হবে। এখন তোমরা জানো যে, বাবা অবশ্যই আসেন, তাই শিব জয়ন্তী পালন করা হয়, কিন্তু শিব জয়ন্তীর একদম কদর নেই। বাচ্চারা, এখন তোমরা বুঝতে পারো যে, অবশ্যই ইনি এসেছিলেন, তাঁর জয়ন্তীই পালন করা হয়। সত্যযুগী আদি সনাতন দেবী দেবতা ধর্মের স্থাপনা তিনিই করেন। আর সবাই জানে যে, আমাদের ধর্ম অমুকে - অমুকে স্থাপন করেছে। তাদের পূর্বেই ছিলো দেবী - দেবতা ধর্ম। এই ধর্মকে কেউ জানেই না যে, এ কোথায় হারিয়ে গেলো। বাবা এখন এসে বোঝান -- বাবাই সবথেকে উচ্চ, আর কারোরই মহিমা নেই। ধর্ম স্থাপকদের আর কি মহিমা হবে? বাবাই পবিত্র দুনিয়ার স্থাপনা আর পতিত দুনিয়ার বিনাশ করান, আর তোমাদের মায়েকে জয় করতে শেখান। এ হলো অসীম জগতের কথা। অসীম জগতের এই দুনিয়ায় এখন রাবণের রাজত্ব। জাগতিক লক্ষা ইত্যাদির কোনো কথাই নেই। এই হার - জিতের কাহিনীও সম্পূর্ণ ভারতেরই। বাকি তো অন্য ভূখণ্ড। ভারতেই ডবল মুকুটধারী এবং এক মুকুটধারী রাজারা থাকে, আর যেসব বড় বড় বাদশাহরা ছিলেন, তাদের কারোরই লাইটের মুকুট থাকে না, একমাত্র দেবী - দেবতার ছাড়া। দেবতার তো স্বর্গের মালিক ছিলেন, তাই না। শিববাবাকে বলাই হয় পরমপিতা, পতিত - পাবন। এনাকে লাইট কোথায় দেবে? লাইট তাদেরই দেবে, যারা লাইট বিহীন, পতিত। তিনি কখনোই লাইট ছাড়া হনই না। বিন্দুর উপর কিভাবে লাইট দেওয়া যাবে? এ তো হতেই পারে না? দিনে দিনে তিনি তোমাদের অনেক গুহ্য বিষয় বোঝাতে থাকেন, যে যতটা বুদ্ধিতে বসতে পারে। মুখ্য হলোই স্মরণের যাত্রা। এতে অনেক মায়ার বিঘ্ন আসে। যদিও কেউ স্মরণের চার্টে ৫০ - ৬০ পার্সেন্টও লেখে, কিন্তু বুঝতেই পারে না যে স্মরণের যাত্রা কাকে বলা হয়। তারা জিজ্ঞেস করতে থাকে -- এই বিষয়কে স্মরণ বলে? খুবই মুশকিল। তোমরা এখানে ১০ - ১৫ মিনিট বসো, তাতেও নিজেকে পর্যবেক্ষণ করো যে - ভালোভাবে স্মরণে থাকি কি? অনেকেই আছে, যারা স্মরণে থাকতে পারে না, তখন তারা বায়ুমণ্ডলকে খারাপ করে দেয়। অনেকেই আছে যারা স্মরণে না থাকার কারণে বিঘ্নের সৃষ্টি করে। সারাদিন বুদ্ধি বাইরে ঘুরতে থাকে। তাই তারা এখানে শান্ত থাকতেই পারবে না, তাই তারা স্মরণের চার্টও রাখে না। মিথ্যা লিখলে তো আরো দণ্ড ভোগ করতে হবে। অনেক বাচ্চারাই ভুল করে, লুকায়। সত্য কথা বলে না। বাবা বলছেন আর সত্য কথা বলবে না, তাহলে কতো দোষ হয়ে যায়। যতো বড় খারাপ কাজই

করুক, সত্য বলতে লজ্জা আসবে। বেশীরভাগই সব মিথ্যা বলবে। মিথ্যা মায়া --- মিথ্যা কায়া --- হলো না? একদম দেহ বোধে চলে আসে। সত্য বলা তো ভালোই, এতে আরো শিখতে পারবে। এখানে সত্য কথা বলতে হবে। জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে স্মরণের যাত্রাও জরুরী, কেননা এই স্মরণের যাত্রাতেই নিজের আর বিশ্বের কল্যাণ হয়। জ্ঞান তো বোঝানোর জন্য খুবই সহজ। স্মরণেই যতো পরিশ্রম। বাকি বীজ থেকে ঝাড় কিভাবে বের হয়, এ তো সবাই জানে। বুদ্ধিতে ৮৪ র চক্র, বীজ আর ঝাড়ের জ্ঞান তো থাকবে, তাই না। বাবা তো হলেন সত্য, চৈতন্য, জ্ঞানের সাগর। তাঁর মধ্যে বোঝানোর মতো জ্ঞান আছে। এ হলো সম্পূর্ণ অসাধারণ কথা। এ হলো মনুষ্য সৃষ্টির ঝাড়। এও কেউ জানে না। সবাই 'এটাও নয় - ওটাও নয়' করে গেছে। সময়কালকেই কেউ জানে না, বাকি আর কি জানবে। তোমাদের মধ্যেও খুবই অল্প আছে, যারা খুব ভালোভাবে জানবে, তাই সেমিনারেরও ব্যবস্থা করা হয়। তোমরা নিজের - নিজের মতামত দাও। রায় তো যে কেউই দিতে পারে। এমন নয় যে, যার নামে আছে, তাকেই দিতে হবে। আমার নাম নেই, আমি কিভাবে দেবো। তা নয়, সেবার সম্বন্ধে কারোর যদি কোনো রায় থাকে, উপদেশ থাকে, লিখতে পারে। বাবা বলেন যে, কোনো মতামত মনে করলে তোমাদের জানানো উচিত। বাবা, এই যুক্তিতে সেবা অনেক বাড়তে পারে। যে কেউই রায় দিতে পারে। দেখা হবে, কোন কোন প্রকারের রায় দিয়েছে। বাবা তো বলতেই থাকেন -- কোন যুক্তিতে আমরা ভারতের কল্যাণ করবো, সবাইকে সেই খবর দাও। নিজেদের মধ্যে যুক্তি বের করো, লিখে পাঠাও। মায়া সবাইকে ভুলিয়ে দিয়েছে। বাবা তখনই আসেন, যখন মৃত্যু সামনে উপস্থিত হয়। বাবা এখন বলছেন, সকলেরই এখন বাণপ্রস্থ অবস্থা, পঠন-পাঠন করো কিম্বা না করো, মৃত্যু অবশ্যই সকলের হবে। তোমরা নিজেদের তৈরী করো না করো, নতুন দুনিয়া অবশ্যই স্থাপনা হবে। ভালো ভালো বাচ্চারা যারা আছে, তারা নিজেদের তৈরী করছে। সুদামার উদাহরণের গায়ন আছে -- একমুঠো চাল নিয়ে এসেছিলো। বাবা আমাদেরও মহল পাওয়া উচিত। ওদের কাছে তো একমুঠো চালই আছে, তাহলে কি করবে? বাবা মাম্মার উদাহরণ দিয়েছিলেন -- একমুঠো চালও নিয়ে আসে নি। তবুও কতো বড় পদ পেয়েছিলেন, এতে অর্থের কোনো কথা নেই। তোমাদের স্মরণে থাকতে হবে আর বাবার সমান হতে হবে। বাবার তো কোনো পারিশ্রমিক নেই। তিনি বোঝান, আমাদের কাছে যখন অর্থ পড়ে রয়েছে, তখন কেন না এই যজ্ঞে স্বাহা করে দিই? বিনাশ তো হয়েই যাবে। সবই ব্যর্থ হয়ে যাবে। এরথেকে কিছু তো সফল করো। প্রত্যেক মানুষ কিছু না কিছু দান - পুণ্য আদি অবশ্যই করে। এ হলো পাপ আত্মাদের প্রতি পাপ আত্মাদের দান - পুণ্য। তবুও এর অল্পকালের জন্য ফল পাওয়া যায়। মনে করো, কেউ যদি ইউনিভার্সিটি, কলেজ আদি বানায়, অনেক বেশী অর্থ আছে, তাই ধর্মশালা ইত্যাদি বানিয়ে দেয়, তাহলে তারা পরজন্মে ভালো ঘর বাড়ী পায়, কিন্তু তবুও তো রোগ ইত্যাদি তো হবেই। মনে করো, কেউ হসপিটাল ইত্যাদি বানিয়েছে, তাহলে সুস্থ শরীর তো থাকবে, কিন্তু এতে সব কামনা তো আর পূরণ হয় না। এখানে তো অসীম জগতের বাবার কাছে তোমাদের সব কামনা পূরণ হয়ে যায়।

তোমরা পবিত্র হচ্ছে, তাই সমস্ত অর্থ এই বিশ্বকে পবিত্র করতে লাগানো তো ভালো, তাই না। তোমরা তো মুক্তি বা জীবনমুক্তি দাও, তাও অর্ধেক কল্পের জন্য। সবাই বলে যে, আমরা শান্তি কিভাবে পাবো। সে তো শান্তিধামে পাওয়া যায়, আর সত্যযুগে এক ধর্ম হওয়ার কারণে সেখানে অশান্তি হয় না। অশান্তি হয় এই রাবণ রাজ্যে। গায়নও তো আছে, তাই না --- রাম রাজা, রাম প্রজা --- সে হলো অমরলোক। ওখানে অমরলোকে মৃত্যু নামে কোনো অক্ষর নেই। এখানে তো বসে বসেই হঠাৎই মৃত্যু হয়, একে মৃত্যুলোক আর ওকে অমরলোক বলা হয়। ওখানে মৃত্যু হয় না। পুরানো এক শরীর ছেড়ে আবার বালক হয়ে যায়। কোনো রোগ হয় না। কতো লাভ হয়। শ্রী শ্রীর মতে তোমরা চির সুস্থ হও। তাই এমন রুহানী সেন্টার কতো খোলা উচিত। অল্প কিছুও যদি আসে, সে কি কম কথা। এই সময় কোনো মানুষই এই ড্রামার সময়কে জানে না। তোমাদের জিজ্ঞেস করবে যে, এ তোমাদের কে শিখিয়েছে। আরে, আমাদের তো বাবা বলেন। এতো বি.কে আছে এখানে। তোমরাও বি.কে। তোমরা শিববাবার সন্তান। তোমরা প্রজাপিতা ব্রহ্মারও সন্তান। ইনি হলেন মনুষ্য সৃষ্টির গ্রেট গ্রেট গ্র্যান্ড ফাদার। এনার থেকেই আমরা বি.কেরা এসেছি। বংশ তো হয়, তাই না। তোমাদের দেবী - দেবতার কুল হলো খুবই সুখদায়ী। এখানে তোমরা উত্তম তৈরী হও তারপর ওখানে তোমরা রাজত্ব করো। এ কারোর বুদ্ধিতেই থাকে না। বাচ্চাদের এও বোঝানো হয়েছে, এই তমোপ্রধান দুনিয়াতে দেবতাদের পদ পড়তে পারে না। জড় চিত্রের ছায়া পড়তে পারে কিন্তু চৈতন্যের পড়তে পারে না। তাই বাবা বোঝাচ্ছেন -- বাচ্চারা, এক তো স্মরণের যাত্রায় থাকো, কোনো বিকর্ম করো না, আর সেবার নানা যুক্তি বের করো। বাচ্চারা বলে -- বাবা, আমরা তো লক্ষ্মী - নারায়ণের তুল্য হবো। বাবা বলেন, তোমাদের মুখে গোলাপ, কিন্তু এরজন্য পরিশ্রমও করতে হয়। উঁচু পদ প্রাপ্ত করতে হলে নিজের তুল্য করার সেবা করো। তোমরা একদিন দেখবে, এক একজন পাণ্ডা নিজের সঙ্গে ১০০ - ২০০ যাত্রীও নিয়ে আসবে। ভবিষ্যতে এও দেখতে থাকবে। আগে থেকে তো বলা যাবেই না। যা হতে থাকবে তা তোমরা দেখতে থাকবে।

এ হলো অসীম জগতের ড্রামা । তোমাদের মুখ্য অভিনয় হলো বাবার সঙ্গে, যে তোমরা পুরানো দুনিয়াকে নতুন বানাও । এ হলো পুরুষোত্তম সঙ্গম যুগ । তোমরা এখন সুখধামের মালিক হও । ওখানে দুঃখের চিহ্নমাত্র থাকবে না । বাবা হলেনই দুঃখহর্তা, সুখকর্তা । তিনি এসে দুঃখ থেকে উদ্ধার করেন । তবুও ভারতবাসীরা মনে করে এখানে এতো ধন, বড় - বড় অট্টালিকা, বাড়ী, বিদ্যুৎ, ব্যস্ এখানেই স্বর্গ । এ সবই হলো মায়ার বাগাডম্বর । সুখের জন্য মানুষ অনেক সাধন করে । বড় - বড় প্রাসাদ, বাড়ী বানায় তারপর হঠাৎ কিভাবে মৃত্যু এসে যায়, ওখানে মৃত্যুভয় নেই । এখানে তো হঠাৎই মৃত্যু হয়, তারপর কতো শোক করে । তারপর সমাধির কাছে গিয়ে চোখের জল ফেলতে থাকে । প্রত্যেকেরই নিজের নিজের নিয়মকানুন আছে । অনেক মত আছে । সত্যযুগে এমন সব কথা থাকে না । ওখানে তো এক শরীর ত্যাগ করে দ্বিতীয় শরীর ধারণ করে । তাহলে তোমরা কতো সুখের দুনিয়াতে যাও । তারজন্য কতো পুরুষার্থ করা উচিত । প্রতি পদে মত নেওয়া উচিত । গুরু বা পতির মত নেয়, সে তো তাদের মতে চলতে হয় আসুরী মত কি কাজ করবে ! আসুরী পথেই ধাক্কা দেবে । তোমরা এখন ঈশ্বরীয় মত পাচ্ছা, উঁচুর থেকেও উঁচু, তাই মহিমাও আছে --- শ্রীমৎ ভগবান উবাচঃ । বাচ্চারা, তোমরা শ্রীমতের দ্বারা সম্পূর্ণ বিশ্বকে স্বর্গ বানাও । তোমরাই সেই স্বর্গের মালিক হও, তাই তোমাদের প্রতি পদে শ্রীমতে চলতে হবে, কিন্তু কারোর ভাগ্যে যদি না থাকে, তাহলে সে শ্রীমতে চলে না । বাবা বুঝিয়েছেন যে, কারোর যদি নিজের কিছু বুদ্ধি থাকে, মত থাকে তাহলে বাবাকে পাঠিয়ে দেবে । বাবা জানেন যে, কে কে মত দেওয়ার উপযুক্ত । নতুন নতুন বাচ্চাও আসতে থাকে । বাবা তো জানেন যে, কোন - কোন বাচ্চা খুব ভালো । দোকানদারদেরও মত দেওয়া উচিত যে, এমন প্রয়াস করবে যাতে সবাই বাবার পরিচয় পায় । দোকানেও যেন সবাইকে স্মরণ করাতে থাকে । ভারতে যখন সত্যযুগ ছিলো, তখন তো এক ধর্ম ছিলো । এতে অখুশি হওয়ার তো কোনো কথা নেই । সকলের বাবাই একজন । বাবা বলেন যে, তোমরা আমাকে স্মরণ করো, তাহলে তোমাদের বিকর্ম বিনাশ হয়ে যাবে । তোমরা স্বর্গের মালিক হয়ে যাবে । আচ্ছা ।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত । আত্মাদের পিতা ঔঁনার আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার ।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) শ্রীমতে চলে সম্পূর্ণ বিশ্বকে স্বর্গ বানানোর সেবা করতে হবে । অনেককেই নিজ সম বানাতে হবে । আসুরিক মত থেকে নিজেকে রক্ষা করতে হবে ।

২) স্মরণের পরিশ্রমের দ্বারা আত্মাকে সতোপ্রধান বানাতে হবে । সুদমার মতো যে একমুঠো চাল আছে, তা সফল করে নিজের সর্ব কামনা সিদ্ধ করতে হবে ।

বরদানঃ:- পরীক্ষা আরসমস্যা দেখে ঝিমিয়ে যাওয়ারপরিবর্তে মনোরঞ্জনেরঅনুভবকরে সদা বিজয়ী ভব*
এই পুরুষার্থী জীবনে ড্রামা অনুসারে সমস্যা এবং পরিস্থিতি তো আসেই । জন্ম হওয়া মাত্রই এগিয়ে যাওয়ার লক্ষ্য রাখো অর্থাৎ পরীক্ষা আর সমস্যার আহ্বান করো । পথ যখন তৈরী করতেই হবে, তখন পথের দৃশ্য থাকবে না, এ কিভাবে হতে পারে, কিন্তু সেই দৃশ্যকে পার করার পরিবর্তে সম্পর্ক তৈরী করতে শুরু করে দাও, তাহলে বাবার স্মরণের সম্পর্ক হালকা হয়ে যায়, আর মনোরঞ্জনের পরিবর্তে মনকে খারাপ করে ফেলো । তাই বাহ দৃশ্য বাহ, এই গান গাইতে গাইতে এগিয়ে চলো অর্থাৎ সদা বিজয়ী ভবের বরদানী হও ।

স্লোগানঃ:- মর্যাদার অন্দরে চলার অর্থ মর্যাদা পুরুষোত্তম হওয়া ।*

১৯-০৮-২০২০ প্রাতঃমুরলী ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

প্রশ্ন:- জয় আর পরাজয়ের সাথে সম্বন্ধ যুক্ত কোন ব্রষ্ট কর্মটি মানুষকে দুঃখী করে?

উত্তর:- “জুয়া”(পাশা খেলা)। অনেক মানুষের মধ্যেই জুয়া খেলার কুসংস্কার থাকে, এটা হল ব্রষ্ট কর্ম, কেননা এই খেলায় পরাজয়ের কারণে দুঃখ আর জয়ের কারণে খুশী হয়। বাচ্চারা তোমাদের প্রতি বাবার নির্দেশ হল - বাচ্চারা, দৈবী কর্ম করো। এরকম কোনও কর্ম করো না, যার কারণে সময় ব্যর্থ নষ্ট হয়। সর্বদা অসীম জগতের জয় প্রাপ্ত করা জন্য পুরুষার্থ করো।

গীত:- অবশেষে সেইদিন এসেছে আজ...

ওম্ শান্তি। ডবল ওম্ শান্তি। বাচ্চারা, তোমাদেরকেও বলতে হবে যে - ওম্ শান্তি। এখানে হল ডবল ওম্ শান্তি। একটি হল, সুপ্রিম আত্মা (শিব বাবা) বলছেন - ওম্ শান্তি। দ্বিতীয়, এই দাদাও বলছেন - ওম্ শান্তি। আবার বাচ্চারা, তোমরাও বল যে - আমি আত্মা হলাম শান্ত স্বরূপ, আমরা হলাম শান্তি দেশের বাসিন্দা। এখানে এই স্থূল দেশে আমরা অভিনয় করতে এসেছি। এই সমস্ত কথা আত্মারা ভুলে গিয়েছিল, অবশেষে সেই দিন তো অবশ্যই ফিরে এসেছে, যেদিনের কথা তোমরা শুনেছিলে। কোন কথাটি তোমরা শুনেছিলে? বলেছিলে যে - বাবা দুঃখ হরণ করে সুখ প্রদান করো। প্রত্যেক মানুষ সুখ-শান্তি পছন্দ করে। বাবা হলেন গরিবের রাজা। এই সময় ভারত হলো একদম গরিব। বাচ্চারা জানে যে, আমরা অত্যন্ত ধনী ছিলাম। এটাও তোমরা, ব্রাহ্মণ বাচ্চারাই জানো, বাকিরা তো সবাই জঙ্গলে আছে। বাচ্চারা তোমাদেরও নম্বরের ক্রমে পুরুষার্থানুসারে এ বিষয়ে নিশ্চয় আছে। তোমরা জানো যে ইনি হলেন শ্রী শ্রী, তাঁর মতও হল শ্রেষ্ঠ-র থেকেও অতি শ্রেষ্ঠ। ভগবানুবাচ, তাই না! মানুষ তো রাম-রাম করে এমন চিংকার করে, যেন মনে হয় বাজনা বাজে। এখন, রাম তো ছিল ত্রেতার রাজা, তাঁরও অনেক মহিমা ছিল। ১৪ কলা ছিল। ২ কলা কম, তাঁর জন্য বলা হতো যে, রাম রাজা - রাম প্রজা....। তোমরাই ধনী হও, তাই না! রাম-এর থেকেও বেশি ধনী হবেন লক্ষ্মী-নারায়ণ। রাজাকে অল্পদাতাও বলা হয়। বাবা হলেন দাতা, তিনি সবকিছুই প্রদান করেন, বাচ্চাদেরকে বিশ্বের মালিক তৈরী করেন। সেখানে অপ্রাপ্ত কোনো বস্তু হয় না, যেটা প্রাপ্ত করার জন্য তোমাদের পাপ কর্ম করতে হয়। সেখানে পাপের কোনও নাম থাকে না। অর্ধকল্প হলো দৈবী রাজ্য, পুনরায় অর্ধকল্প হল আসুরিক রাজ্য। অসুর অর্থাৎ যার মধ্যে দেহ-অভিমান আছে, পাঁচ বিকার আছে।

এখন তোমরা এসেছ - মাঝি অথবা বাগানের মালির কাছে। তোমরা জানো যে, আমরা এখন প্রত্যক্ষরূপে তাঁর কাছে বসে আছি। বাচ্চারা তোমরাও বসে বসে ভুলে যাও। ভগবান, তিনি যা নির্দেশ দেন, সেটা মানতে হবে, তাই না! প্রথমতঃ তিনি শ্রীমৎ দেন তোমাদেরকে শ্রেষ্ঠ-র থেকেও শ্রেষ্ঠতম বানানোর জন্য। তাই তাঁর শ্রীমতে চলতে হবে, তাইনা! সর্বপ্রথম এই শ্রীমতে দেন যে - *দেবী-অভিমানী হও*। বাবা আমাদেরকে অর্থাৎ আত্মাদেরকে পড়াচ্ছেন। এটা খুব ভালো ভাবে স্মরণে রাখো। এই কথাটি মনে থাকলে বেড়া হয়ে যাবে। বাচ্চাদেরকে বোঝানো হয়েছে যে, তোমরাই ৮৪ জন্ম গ্রহণ করো। তোমরাই তমোপ্রধান থেকে সতোপ্রধান হও। এই দুনিয়া তো হল পতিত-দুঃখী। স্বর্গকে বলা যায় সুখধাম। বাচ্চারা জানে যে, শিববাবা, স্বয়ং ভগবান আমাদেরকে পড়াচ্ছেন। আমরা হলাম তাঁর স্টুডেন্ট। তিনি হলেন আমাদের বাবা, আবার শিক্ষকও, তাই পড়তেও হবে খুব ভালোভাবে। দৈবী কর্মও করতে হবে। কোনও ব্রষ্ট কর্ম করো না। ব্রষ্ট কর্মের মধ্যে জুয়া বা পাশা খেলাও এসে যায়। এটাও দুঃখ দেয়। পরাজয় হলে দুঃখ হয়, আর জয় হলে খুশি হয়। বাচ্চারা, এখন তোমরা অসীম জগতের মায়ার কাছে পরাজিত হয়েছে। এটা হলই অসীমের জয় আর পরাজয়ের খেলা। ৫ বিকাররূপী রাবণের থেকে হেরে গেলেই পরাজয়, তার উপর জয় প্রাপ্ত করতে হবে। মায়ার কাছে হেরে গেলেই পরাজয় হয়। বাচ্চারা, এখন তোমাদেরকে জয়ী হতে হবে। এখন তোমাদেরকেও জুয়া অথবা পাশাখেলা আদি সব ছেড়ে দিতে হবে। এখন অসীম জগতের উপর জয় প্রাপ্ত করার জন্য সম্পূর্ণ অ্যাটেনশন দিতে হবে। এমন কোনও কর্ম করো না, যাতে সময় ব্যর্থ নষ্ট হয়। অসীম জগতের জয় প্রাপ্ত করার জন্য পুরুষার্থ করতে হবে। যিনি করাবেন সেই বাবা হলেন সমর্থ। তিনি হলেন সর্বশক্তিমান। এটাও বোঝানো হয়েছে যে কেবল বাবা-ই সর্বশক্তিমান নয়, রাবণও হল সর্বশক্তিমান। অর্ধ কল্প রাবণ রাজ্য, অর্ধ কল্প রামরাজ্য চলতে থাকে। এখন তোমরা রাবণের উপর জয় প্রাপ্ত করছো। এখন সেই লৌকিক জগতের কথা ছেড়ে অসীম জগতের কথাতে মনঃসংযোগ করতে হবে। মাঝি এসে গেছেন। অবশেষে সেই দিনও এসে গেছে, তাই না! উঁচুর থেকে উঁচু বাবার কাছে তোমাদের আহ্বানের ডাক শ্রুতিগোচর হয়। বাবা বলছেন যে - বাচ্চারা, তোমরা অর্ধ কল্প

অনেক ধাক্কা খেয়েছ। পতিত হয়ে গেছে। পবিত্র ভারত শিবালয় ছিল। তোমরা শিবালয়ে থাকতে। এখন তোমরা বেশ্যালয় আছে। শিবালয়ে যারা থাকে, তোমরা তাদেরকে পূজা করতে। এখানে অনেক ধর্ম হওয়ার কারণে নিজেদের মধ্যে কতো বিশৃঙ্খলা করে। বাবা বলেন যে, এইসব ধর্মগুলিকে আমি বিনাশ করে দিই। সকলের বিনাশ হবেই আর ধর্ম স্থাপক বিনাশ করেন না। তিনি সঙ্গতি প্রদান করা কোনো গুরুও নন। সঙ্গতি তো জ্ঞানের দ্বারা প্রাপ্ত হয়। বাবা-ই হলেন সকলের সঙ্গতি দাতা জ্ঞানের সাগর। এই কথাটিও ভালোভাবে নোট করো। অনেকেই আছে যারা এখানে শুনে বাইরে গেলে, এখানকার কথা এখানেই রেখে চলে যায়। যেরকম গর্ভ-জেলে বলে যে - আমি আর পাপ করবো না। বাইরে বেরোলে, ব্যস ওখানকার কথা ওখানেই থেকে যায়। একটু বড় হলেই পাপ করতে শুরু করে দেয়। কাম কাটারি চালাতে থাকে। সত্যযুগে তো গর্ভও মহল হয়ে যাবে। তাই বাবা বসে বোঝাচ্ছেন - অবশেষে সেই দিন এসেছে আজ। কোন দিন? পুরুষোত্তম সঙ্গম যুগের দিন। যার কথা কারো জানা নেই। বাচ্চারা অনুভব করে যে আমরা পুরুষোত্তম হচ্ছি। উত্তমের থেকেও উত্তম পুরুষ আমরা-ই ছিলাম, শ্রেষ্ঠ-র থেকেও শ্রেষ্ঠ ধর্ম আমাদেরই ছিল। কর্মও শ্রেষ্ঠর থেকেও শ্রেষ্ঠ ছিল। সেখানে রাবন রাজ্যই হয় না। অবশেষে সেই দিন এসেছে, যেদিন বাবা এসেছেন পড়াতে। তিনিই হলেন পতিত-পাবন। তাই এইরকম বাবার শ্রীমতে চলতে হবে, তাই না! এখন হল কলিযুগের অন্ত সময়। অল্প সময়ই তো চাই, পবিত্র হওয়ার জন্য। ৬০ বছরের পর বাণপ্রস্থ বলা হয়। ৬০ বছর বয়স হলেই তো লাঠির প্রয়োজন হয়। এখন তো দেখো ৮০ বছরের ব্যক্তিও বিকার ছাড়তে পারে না। বাবা বলেন যে, আমি এঁনার বানপ্রস্থ অবস্থাতে প্রবেশ করে এঁনাকে বোঝাই। আত্মাই পবিত্র হয়ে ওপারে যায়। আত্মাই ওড়ে। এখন আত্মার ডানা কেটে গেছে। উড়তে পারে না। রাবণ ডানা কেটে দিয়েছে। পতিত হয়ে গেছে। কোনও একজনও বাড়ি ফিরে যেতে পারে না। প্রথমে তো সুপ্রিম বাবাকে যেতে হবে। শিবের বরযাত্রী বলা হয়, তাইনা! শঙ্করের বরযাত্রী হয় না। বাবার পিছনে পিছনে আমরা, সমস্ত বাচ্চারা-ই যাই। বাবা এসেছেন আমাদেরকে নিয়ে যাওয়ার জন্য। শরীর সহ তো নিয়ে যাবেন না। এখন আত্মারা সবাই পতিত হয়ে গেছে। যতক্ষণ না পবিত্র হয়, ততক্ষণ বাড়ি ফিরে যেতে পারবে না। পবিত্রতা ছিল তো, তখন শান্তি আর সমৃদ্ধিও ছিল। কেবলমাত্র তোমরাই আদি সনাতন ধর্মের ছিলে। এখন অন্যান্য সমস্ত ধর্মের আত্মারা আছে। কিন্তু দেবী-কুল নেই। একেই কল্প বৃক্ষ বলা হয়। বড় গাছের সঙ্গে (অর্থাৎ কলকাতার বোটানিক্যাল গার্ডেন-এর সঙ্গে) এই আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্মের মিল পাওয়া যায়। কান্ড নেই। বাকি সমস্ত ঝাড় দাঁড়িয়ে আছে। সেইরকম এখানেও এই দেবী-দেবতা ধর্মের প্রধান কান্ড নেই। বাকি সমস্ত গাছ দাঁড়িয়ে আছে। কান্ড ছিলো তো অবশ্যই, কিন্তু প্রায়ঃলোপ হয়ে গেছে, আবার পুনরায় রিপিট হবে। বাবা বলছেন যে, আমি পুনরায় আসি এক ধর্মের স্থাপনা করতে। অন্যান্য সমস্ত ধর্মের বিনাশ হয়ে যায়। না হলে তো সৃষ্টি চক্রের কিভাবে পুনরাবৃত্তি হবে? বলাও হয়ে থাকে যে - বিশ্বের হিস্টি জিওগ্রাফি পুনরাবৃত্তি হয়। এখন পুরানো দুনিয়া আছে, পুনরায় নতুন দুনিয়াকে রিপিট হতে হবে। এই পুরানো দুনিয়া পরিবর্তিত হয়ে নতুন দুনিয়া স্থাপন হবে। এই ভারতই আবার নতুন থেকে পুরানো হয়ে যায়। বলা হয় যে যমুনার কণ্ঠে পরিস্থান ছিল। বাবা বলেন - তোমরা কাম চিতার উপর বসে কবরস্থানী হয়ে গেছো। পুনরায় বাবা তোমাদেরকে পরিস্থানী বানাচ্ছেন। শ্রীকৃষ্ণকে শ্যাম-সুন্দর বলা হয় কেন? কারোরই বুদ্ধিতে নেই। নাম তো খুবই ভালো রেখে দিয়েছে, তাই না? রাধে আর কৃষ্ণ - এঁরাই হলেন নতুন বিশ্বের প্রিন্স-প্রিন্সেস। বাবা বলেন যে - কাম চিতার উপর বসার কারণে এঁরাই আয়রন এন্ড হয়ে গেছে। গাওয়া-ও হয় যে - সাগরের বাচ্চারা কাম চিতাতে বসে স্বপ্নে পুড়ে মারা গেছে। এখন বাবা সবার উপর জ্ঞানের বর্ষণ করছেন। পুনরায় সবাই চলে যাবে গোল্ডেন এজ-এ। এখন হল সঙ্গম যুগ। তোমাদের এখন অবিনাশী জ্ঞান-রত্নের দান প্রাপ্ত হয়, যার দ্বারা তোমরা ধনী হয়ে যাও। এখানকার এক-এক রত্ন লক্ষ টাকার সমান। তারা তো আবার ভেবে নেয় যে, শাস্ত্রের সংস্করণগুলির মূল্য লক্ষ টাকা। বাচ্চারা, তোমরা এই পড়াশোনার দ্বারা পদ্মাপতি হও। এই পড়াশোনা হল 'সোর্স অফ ইনকাম', তাই না! এই জ্ঞানরত্ন গুলিকে তোমরা ধারণ করতে থাকো। ঝুলি ভরপুর করতে থাকো। তারা তো আবার শঙ্করের জন্য বলে দেয় যে - হে বম বম মহাদেব, ভরে দাও ঝুলি। শংকর এর কাছে অনেক অভিযোগ করে। ব্রহ্মা আর বিষ্ণুর পার্ট হলো এখানেই। এটাও তোমরা জানো যে - ৮৪ জন্ম বিষ্ণুর জন্যও বলা হয়, আবার লক্ষ্মী-নারায়ণের জন্যও বলা হয়। তোমরা ব্রহ্মার ক্ষেত্রেও বলতে পারো। বাবা বসে বোঝাচ্ছেন যে - সত্য কোনটা, মিথ্যা কোনটা, ব্রহ্মা আর বিষ্ণুর পার্ট কি? তোমরাই দেবতা ছিলে, চক্র লাগিয়ে ব্রাহ্মণ হয়েছ, পুনরায় এখন দেবতা হতে চলেছ। সমস্ত অভিনয় এখানেই চলতে থাকে। বৈকুণ্ঠের রাস দেখতে থাকে। এখানে তো বৈকুণ্ঠ নেই। মীরা রাস করে ছিলেন। সেগুলিকে সাক্ষাৎকার বলা যাবে। তাঁকে অনেক সম্মানও দেওয়া হয়। তিনি সাক্ষাৎকার করেছিলেন, কৃষ্ণের সাথে রাস করেছিলেন। তাতে কি হয়েছে, স্বর্গতে তো যেতে পারেন নি। গতি-সঙ্গতি তো সঙ্গমেই প্রাপ্ত হতে পারে। এই পুরুষোত্তম সঙ্গম যুগকে তোমরাই জানো। আমরা বাবার দ্বারা এখন মানুষ থেকে দেবতা তৈরি হচ্ছি। বিরাত রূপেরও জ্ঞান তোমাদের জানা আছে, তাই না! তারা নিজেদের কাছে বিরাত রূপের চিত্রও রাখে, কিন্তু অর্থ কিছুই বুঝতে পারে না। অকাসুর - বকাসুর এইসব হল এই সঙ্গমের নাম। ভাস্কাসুরেরও নাম আছে। কাম চিতার উপর বসে তোমরা ভস্ম হয়ে গিয়েছিলে। এখন বাবা বলছেন যে - আমি সবাইকে

পুনরায় জ্ঞান চিতার উপর বসিয়ে নিয়ে যেতে এসেছি। আত্মারা সবাই হলো ভাই-ভাই। বলা হয় যে হিন্দু-চিনি ভাই-ভাই। হিন্দু-মুসলিম ভাই-ভাই। এখন ভাই-ভাইও নিজেদের মধ্যে লড়াই করছে। কর্ম তো আত্মাই করে, তাই না! শরীর দ্বারা আত্মা লড়াই করতে থাকে। পাপও আত্মার উপরই আরোপিত হয়, এই জন্য পাপাত্মা বলা হয়। বাবা অনেক স্নেহের সাথে এই সমস্ত কথা বসে বোঝাচ্ছেন। শিব বাবা আর ব্রহ্মা বাবা দুজনেরই অধিকার আছে বাচ্চা-বাচ্চা বলে ডাকার। বাবা, দাদার দ্বারা বলছেন যে - হে বাচ্চারা! তোমরা বুঝতে পেরেছো, যে আমরা আত্মারা এখানে এসে অভিনয় করছি। পুনরায় অস্ত্রে বাবা এসে সবাইকে পবিত্র বানিয়ে সাথে নিয়ে যান। বাবা-ই এসে জ্ঞান প্রদান করেন। আসেনও এখানেই। শিবজয়ন্তীও এখানেই মানানো হয়। শিব-জয়ন্তীর পর আসে কৃষ্ণ-জয়ন্তী। শ্রীকৃষ্ণ-ই পুনরায় শ্রী নারায়ণ হয়। পুনরায় চক্র লাগিয়ে অন্ত সময়ে শ্যামবর্ণ (পতিত) হয়ে যায়। বাবা এসে পুনরায় গোরা বানান। তোমরাই ব্রাহ্মণ থেকে দেবতা হবে। পুনরায় সিঁড়ি দিয়ে নিচের দিকে নামবে। এই ৮৪ জন্মের হিসাব অন্য কারোর বুদ্ধিতে থাকবে না। বাবা-ই বাচ্চাদেরকে বোঝাচ্ছেন। গানও শুনেছো যে - অবশেষে ভক্তদের আত্মানে ভগবান সাড়া দেন। আহ্বান করেছিলে যে - হে ভগবান, এসে আমাদেরকে ভক্তির ফল প্রদান করো। ভক্তি ফল দেয় না। ফল দেন স্বয়ং ভগবান। ভক্তদেরকে দেবতা বানিয়ে দেন। তোমরা অনেক ভক্তি করেছিলে। প্রথম প্রথম তো তোমরাই শিবের ভক্তি আরম্ভ করেছিলে। যে ভালোভাবে এই কথাগুলিকে বুঝতে পারবে, তোমরা অনুভব করবে যে এ হলো আমাদের কুলের। কারোর বুদ্ধিতে আবার এই সমস্ত কথা ধারণ হয়না, তখন বুঝবে যে এ বেশী ভক্তি করেনি, পিছনে এসেছে। এখানেও প্রথমে আসতে পারবে না। এটা হিসাব আছে। যে অনেক ভক্তি করেছে, তারই অনেক ফল প্রাপ্ত হবে। অল্প ভক্তি, অল্প ফল। সে স্বর্গের সুখ ভোগ করতে পারবে না, কেননা শুরুতে শিবের ভক্তি অল্প কয়েকজনই করেছে। তোমাদের বুদ্ধি এখন কাজ করছে। বাবা ভিন্ন-ভিন্ন যুক্তির দ্বারা তোমাদেরকে বোঝাচ্ছেন। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ঔঁনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ-

১) একেকটি অবিনাশী জ্ঞানরত্ন, যেগুলি পদ্ম (লক্ষ কোটি গুণ) সমান মূল্যবান, এই জ্ঞানরত্ন দিয়ে নিজের ঝুলি ভরপুর করে, বুদ্ধিতে ধারণ করে, পুনরায় দান করতে হবে।

২) শ্রী শ্রী-র শ্রেষ্ঠ শ্রীমতের উপর সম্পূর্ণ রীতিতে চলতে হবে। আত্মাকে সতোপ্রধান বানানোর জন্যে দেহী-অভিমানী হওয়ার সম্পূর্ণ পুরুষার্থ করতে হবে।

বরদানঃ- "মন্মনাভব"-রবিধি দ্বারা বন্ধনেরবীজগুলিকে সমাপ্তকরে মোহমুক্তস্মৃতি স্বরূপভব*

ব্যাখ্যা :- বন্ধনের বীজ হলো সম্বন্ধ। যখন বাবার সাথে সর্ব সম্বন্ধ জুড়ে নিয়েছ, তখন অন্য কারোর প্রতি মোহ কিভাবে হতে পারে! বিনা সম্বন্ধে মোহ হয় না, আর মোহ নেই তো বন্ধনও নেই। যখন বীজকেই সমাপ্ত করে দিয়েছো, তখন বিনা বীজে বৃক্ষ কিভাবে জন্ম হবে। যদি এখনও পর্যন্ত বন্ধন থাকে, তাহলে এটাই প্রমাণিত হয় যে - কিছু ভেঙেছ, কিছু জুড়েছ, এইজন্য "মন্মনাভব"-র বিধি দ্বারা মনের বন্ধন থেকেও মুক্ত, মোহমুক্ত স্মৃতি স্বরূপ হও, তখন এই অভিযোগ সমাপ্ত হয়ে যাবে যে, কি করব.. বন্ধন আছে, ছাড়তে পারছি না।

শ্লোগানঃ- ব্রাহ্মণ জীবনের শ্বাস হল উৎসাহ-উদ্দীপনা, এইজন্য কোনও পরিস্থিতিতেই উৎসাহ-উদ্দীপনার প্রেশার যেন কম না হয়।*

২০-০৮-২০২০ প্রাতঃ মুরলী ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

প্রশ্ন:- পুণ্য আত্মা হওয়ার জন্য বাবা সব বাচ্চাদের কোন্ মুখ্য শিক্ষাটি প্রদান করেন?

উত্তর:- বাবা বলেন - বাচ্চারা, পুণ্যাত্মা হতে হলে ১. শ্রীমৎ অনুযায়ী সদা চলতে থাকো। স্মরণের যাত্রায় গাফিলতি করো না। ২. আত্ম-অভিমানী হওয়ার পুরোপুরি পুরুষার্থ করে কাম বিকার রূপী মহাশত্রুকে পরাজিত করো। এই হলো সময় - পুণ্যাত্মা হয়ে এই দুঃখধাম থেকে সুখধামে যাওয়ার।

ওম্ শান্তি। বাবা রোজ বাচ্চাদেরকে জিজ্ঞাসা করেন। শিববাবার উদ্দেশ্যে বলা হবেনা যে শিববাবা হলেন সন্তানধারী। আত্মারা তো হলো ই অনাদি। পিতাও তাই। এই সময় যখন বাপ এবং দাদা একত্রে আছেন তখনই বাচ্চাদের রক্ষণাবেক্ষণ করতে হয়। বাচ্চারা হল অনেক, যাদের রক্ষণাবেক্ষণ করতে হয়। এক একজনের কর্মের চার্ট রাখতে হয়। যেমন লৌকিক পিতার চিন্তা থাকে, তাইনা। তারা চিন্তা করে - আমাদের সন্তানও যদি এই ব্রাহ্মণ কূলে এসে যায় তাহলে ভালো হয়। আমাদের বাচ্চারাও পবিত্র হয়ে পবিত্র দুনিয়ায় যাবে। এই পুরানো দুনিয়ায় নর্দমায় যেন ভেসে না যায়। অসীম জগতের পিতার আত্মা রূপী বাচ্চাদের চিন্তা থাকে। অনেক সেন্টার আছে, কোন্ বাচ্চাকে কোথায় পাঠাতে হবে, যাতে সে সুরক্ষিত থাকে। আজকাল সেফটি থাকা খুবই মুশকিল। দুনিয়ায় কোনো সেফটি নেই। স্বর্গে তো প্রত্যেকের সেফটি আছে। এখানে কোনো সেফটি নেই। যেভাবেই হোক বিকার রূপী মায়ার কবলে পড়ে যায়। এখন তোমরা আত্মারা এখানে পড়াশোনা করছো। সত্যের সঙ্গ এখানেই আছে। এখানেই দুঃখধাম থেকে বেরিয়ে সুখধামে যেতে হবে। কারণ এখন আত্মা রূপী বাচ্চারা জানে দুঃখধাম কি, সুখধাম কি। যথাযথ বর্তমান সময় হলো দুঃখধাম। আমরা অনেক পাপ কর্ম করেছি এবং সেখানে পুণ্য আত্মারা বসবাস করে। আমাদের এখন পুণ্য আত্মায় পরিণত হতে হবে। এখন তোমরা প্রত্যেকে নিজের ৮৪ জন্মের হিস্ট্রি জিওগ্রাফি জেনেছো। দুনিয়ায় কেউ ৮৪ জন্মের হিস্ট্রি জিওগ্রাফি জানে না। এখন বাবা এসে সম্পূর্ণ জীবন কাহিনী বুঝিয়েছেন। এখন তোমরা জানো আমাদের সম্পূর্ণ পুণ্য আত্মায় পরিণত হতে হবে - স্মরণের যাত্রা দ্বারা। এতেই অনেকে গাফিলতি করে ধোঁকা খায়। বাবা বলেন এই সময়ে গাফিলতি করা ভালো নয়। শ্রীমৎ অনুসারে চলতে হবে। তাতেও মুখ্য কথা হলো এক তো স্মরণের যাত্রায় থাকো, দ্বিতীয় কাম বিকাররূপী মহা শত্রুকে পরাজিত করো। বাবাকে সব আত্মারাই ডাকে কারণ তাঁর কাছেই শান্তি ও সুখের উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয় আত্মাদের। পূর্বে দেহ-অভিমানী ছিলে, তাই কিছু জানতে না। এখন বাচ্চাদের আত্ম-অভিমানী বানানো হয়। নতুনদের সর্বপ্রথমে এক দৈহিক পিতা, দ্বিতীয় অসীমের আত্মিক পিতার পরিচয় দিতে হবে। অসীমের পিতার কাছে স্বর্গ প্রাপ্ত হয়। দৈহিক পিতার কাছে নরকের প্রাপ্তি হয়। সন্তান যখন প্রাপ্তবয়স্ক হয় তখন সে সম্পত্তির অধিকারী হয়। যখন বোধ আসে তখন ধীরে ধীরে মায়ার অধীন হয়ে যায়। সেসব হলো রাবণ রাজ্যের অর্থাৎ বিকারী দুনিয়ার নিয়মাবলী। এখন তোমরা বাচ্চারা জানো এই দুনিয়া পরিবর্তন হচ্ছে। এই পুরানো দুনিয়ার বিনাশ হচ্ছে। একমাত্র গীতায় বিনাশের বর্ণনা আছে অন্য কোনো শাস্ত্রে মহাভারতের মহাভারী যুদ্ধের বর্ণনা নেই। এ হলো গীতার পুরুষোত্তম সঙ্গমযুগ। গীতার যুগ অর্থাৎ আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্মের স্থাপনা। গীতা হলো দেবী-দেবতা ধর্মের শাস্ত্র। অতএব এ হলো গীতার যুগ, যখন নতুন দুনিয়ার স্থাপনা হচ্ছে। মানুষকে পরিবর্তন করতে হবে। মানুষকে দেবতায় পরিণত হতে হবে। নতুন দুনিয়ায় অবশ্য দিব্য গুণ-যুক্ত মানুষ চাই, তাইনা। এই সব কথা দুনিয়ার মানুষ জানে না। তারা তো কল্পের আয়ু কাল অনেক বলে দিয়েছে। এখন বাচ্চারা বাবা তোমাদের বোঝাচ্ছেন - তোমরা বুঝেছো যে, এখন বাবা আমাদের পড়াচ্ছেন এই কথাটি সঠিক। কৃষ্ণকে কখনও পিতা, শিক্ষক বা গুরু বলা যাবেনা। কৃষ্ণ যদি শিক্ষক হয় তবে শিক্ষা কোথা থেকে পেয়েছে? কৃষ্ণকে জ্ঞান সাগর তো বলা যাবে না।

এখন বাচ্চারা তোমাদের গিয়ে বড়দের বোঝাতে হবে, নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করতে হবে যাতে সার্ভিসের বৃদ্ধি কীভাবে করা যায়। বিহঙ্গ মার্গের সার্ভিস কীভাবে করা হবে। ব্রহ্মাকুমারীদের নিয়ে যে এতখানি হাস্যামা করে, তারা পরে বুঝবে যে এরা তো প্রকৃত সত্য। বাকি দুনিয়া তো মিথ্যা বলে, তাই সত্যের নৌকোটি দোলাতে থাকবে। ঝড় তুফান তো আসে তাইনা। তোমরা হলে নৌকো তাই পার হয়ে যাও। তোমরা জানো আমাদের এই মায়াবী দুনিয়া থেকে পার হয়ে যেতে হবে। সবচেয়ে প্রথম নম্বর তুফান বা ঝড় হলো দেহ-অভিমানের। এটা হলো সবথেকে খারাপ। এই ঝড় সবাইকে পতিত করেছে। তাই তো বাবা বলেন কাম বিকার হলো মহাশত্রু। এই ঝড় যেন খুবই তীব্র। কেউ তো এই বিকার রূপী ঝড়কেও পরাজিত করেছে। গৃহস্থ ব্যবহারে থেকেও চেষ্টা করে সুরক্ষিত থাকার। কুমার-কুমারীদের জন্য তো খুবই সহজ তাই নাম গায়ন

আছে কানহাইয়া বা কৃষ্ণ। এতজন কন্যারা অবশ্যই শিববাবার। দেহধারী কৃষ্ণের এতজন কন্যা তো হওয়া সম্ভব নয়। এখন তোমরা এই পড়াশোনা দ্বারা পাটরানী হচ্ছে, এতে পবিত্রতা ই হলো মুখ্য। নিজেকে দেখতে হবে যে স্মরণের চার্ট ঠিক আছে তো? বাবার কাছে কারো ৫ ঘন্টার, কারো ২-৩ ঘন্টার চার্টও আসে। কেউ তো লেখেই না। খুব কম স্মরণ করে। সবার যাত্রা একরস হওয়া সম্ভব নয়। এখনও বাচ্চাদের সংখ্যা অনেক বৃদ্ধি হবে। প্রত্যেককে নিজের চার্ট দেখতে হবে - আমি কোন্ পদ মর্যাদার অধিকারী হবো? কতখানি খুশী অনুভব হয়? আমাদের সর্বদা খুশীর অনুভব কেন হয় না? যখন উঁচু থেকে উঁচু পিতার সন্তান হয়েছি। ড্রামা অনুসারে তোমরা অনেক ভক্তি করেছো। ভক্তদের ভক্তির ফল দিতে বাবা এসেছেন। রাবণ রাজ্যে তো বিকর্ম হয়েই থাকে। তোমরা পুরুষার্থ করো - সতোপ্রধান দুনিয়ায় যাওয়ার। যারা পুরুষার্থ করবে না তারা সতো স্থিতিতে আসবে। সবাই তো এতো জ্ঞান গ্রহণ করতে পারবে না। সংবাদ নিশ্চয়ই শুনবে। সে তো সর্বত্র থাকতে পারে তাই দুনিয়ার কোণায় কোণায় যাওয়া উচিত। বিদেশেও সংবাদ পৌঁছানোর মিশন যাওয়া উচিত। যেমন বৌদ্ধদের, খ্রিস্টানদের মিশন আছে না। অন্য ধর্মের মানুষকে নিজের ধর্মে নিয়ে আসার মিশন থাকে। তোমরা বোঝাও যে আমরা আসলে দেবী-দেবতা ধর্মের ছিলাম। এখন হিন্দু ধর্মের হয়েছি। তোমাদের কাছে বিশেষ ভাবে হিন্দু ধর্মের মানুষ যাই আসবে। তাদের মধ্যেও যারা শিবের পূজারী, দেবতাদের পূজারী হবে তারা আসবে। যেমন বাবা বলেন - রাজাদের সেবা করো। তারা প্রায়শঃ দেবতাদের পূজারীই হন। তাদের মহলে মন্দির থাকে। তাদের কল্যাণও করতে হবে। তোমরাও এমন চিন্তন করো যে, আমরা বাবার সঙ্গে দূরদেশ থেকে এসেছি। বাবা তো এসেছেন নতুন দুনিয়া স্থাপন করার জন্য। তোমরাও তাই করছো। যে স্থাপনা করবে সে পালনা অর্থাৎ রক্ষণাবেক্ষণও করবে। অন্তরে নেশা ভাব থাকা উচিত - আমরা শিববাবার সঙ্গে এসেছি দৈবী রাজ্য স্থাপন করতে, সম্পূর্ণ বিশ্বকে স্বর্গ বানাতে। আশ্চর্য কথা হলো এই দেশে ভক্তরা কত কি করতে থাকে। কেমন করে পূজা অর্চনা করে। নবরাত্রিতে দেবীদের পূজা হয়, তাইনা। রাত্রি যখন আছে তো দিনও আছে। তোমাদের একটা গান আছে না - কি কৌতুক দেখলে মাটির পুতুল বানিয়ে, শৃঙ্গার করে তারই পূজা করে, এই করতে করতে এমনই মোহ হয়ে যায় যে, ভাসানের সময়ে চোখে জল এসে যায়। মানুষ যখন মারা যায় তখন শব যাত্রা শুরু করে হরি বোল, হরি বোল করে জলে ডুবিয়ে দেয়। অনেকেই যায়, তাইনা। নদী তো সর্বদা আছে। তোমরা জানো এই স্থানটি যমুনা নদীর তীর ছিলো, যেখানে রাস বিলাস ইত্যাদি করতো। সেখানে তো বিশাল মহল থাকে। তোমাদেরই গিয়ে বানাতে হবে। যখন কোনো বড় পরীক্ষা পাস করা হয় তখন বুদ্ধিতে এই কথা চলে - পাস করে এই কাজ করবো, বাড়ি ইত্যাদি বানাবো। বাচ্চারা তোমাদের এই কথা স্মরণে রাখতে হবে যে আমরা দেবতা হই। এখন আমরা নিজের ঘরে (পরমধাম) ফিরে যাবো। পরমধাম স্মরণ করে খুশীতে থাকা উচিত। মানুষ যাত্রা করে ফিরে এসে খুশী অনুভব করে। এখন আমরা ঘরে ফিরছি। যেখানে জন্ম হয়েছিলো। আমরা আত্মা, আমাদের ঘর হলো মূলবতন। কতখানি খুশী অনুভব হওয়া উচিত। মানুষ এত ভক্তি করে মুক্তির জন্য। কিন্তু ড্রামাতে এমনই পার্ট আছে যে, কেউ ফিরে যেতে পারে না। তোমরা জানো তাদেরকে অর্ধকল্প পার্ট প্লে করতেই হবে। আমাদের এখন ৮৪ জন্ম পূর্ণ হয়। এখন ফিরে যাবো এবং তারপরে রাজধানী তে আসবো। ব্যস, ঘর আর রাজধানী অর্থাৎ পরমধাম ও স্বর্গের স্মরণে থাকো। এখানে বসে কারো নিজের কারখানা ইত্যাদি স্মরণে থাকে। যেমন দেখো বিড়লা, তার অনেক কারখানা ইত্যাদি আছে। সারা দিন সেসবের চিন্তা তো থাকবেই। তাদেরকে যদি বলা হয় বাবাকে স্মরণ করো তো তাদের স্মরণে অনেক বাধা আসবে। ক্ষণে ক্ষণে ব্যবসা ইত্যাদির কাজ স্মরণে আসতে থাকবে। সবচেয়ে সহজ হলো মাতাদের জন্য, কন্যাদের জন্য। জীবিত থেকে মৃত সম থাকতে হবে, সম্পূর্ণ দুনিয়াকে ভুলে যেতে হবে। তোমরা নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করে শিববাবার সন্তান হও, একেই জীবিত থেকে মৃত হওয়া বলা হয়। দেহ সহ দেহের সর্ব সম্বন্ধ ত্যাগ করে নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করে শিববাবার সন্তান হতে হবে। শিববাবাকেই স্মরণ করতে থাকতে হবে কারণ মাথায় পাপের বোঝা আছে। ইচ্ছে তো সবারই হয়, আমরা জীবিত থেকে মৃত হই শিববাবার আপন হই। শরীরের অনুভূতি যেন না থাকে। আমরা অশরীরী এসেছিলাম আবার অশরীরী হয়ে ফিরে যেতে হবে। বাবার আপন হয়ে বাবা ব্যতীত অন্য কেউ যেন স্মরণে না আসে। এমনটা যদি শীঘ্র হয়ে যায় তাহলে তো যুদ্ধও তাড়াতাড়ি হওয়া সম্ভব। বাবা অনেক বোঝান আমরা তো শিববাবার আপন তাইনা। আমরা সেখানকার নিবাসী। এখানে তো অনেক দুঃখ আছে। এখন এই হলো শেষ জন্ম। বাবা বলেছেন তোমরা সতোপ্রধান ছিলে তখন অন্য কেউ ছিলো না। তোমরা অনেক ধনী, সমৃদ্ধ ছিলে। যদিও এই সময় টাকা পয়সা আছে কিন্তু এইসব তো কিছুই না। সবই কড়ি। এই সব হলো অল্পকালের সুখের জন্য। বাবা বুঝিয়েছেন - অতীতে দান-পুণ্য করেছো তাই টাকাও অনেক প্রাপ্ত হয়। আবার দান করো। কিন্তু এই হলো একটি জন্মের কথা। এখানে তো জন্ম-জন্মান্তরের জন্য সমৃদ্ধ হয়ে যাও। যত বিরাট ভূমিকা, ততই বেশী দুঃখ প্রাপ্তি। যাদের ধন অনেক তারা অনেক কিছুতে জটিল ভাবে জড়িয়ে থাকে। কোথাও স্থির হতে পারে না। কোনো সাধারণ গরিব মানুষই সমর্পণ করবে। বিত্তবান ধনী মানুষ কখনোই হবে না। তারা উপার্জন করে নাতি-নাতনীদেব জন্য যাতে তাদের বংশ চলতে থাকে। তারা নিজেরা সেই ঘরে আসবে না। নাতি নাতনী আসবে, যারা সুকর্ম করেছে। যেমন যারা অনেক দান করে তারা রাজা হয়। কিন্তু এভারহেলদি তো হয় না। রাজা হলে কি হবে,

অবিনাশী সুখ তো থাকে না। এখানে প্রতি পদক্ষেপে অনেক রকমের দুঃখ আছে। সেখানে এইসব দুঃখ দূর হয়ে যায়। বাবাকে আহবান করে যে আমাদের দুঃখ দূর করো। তোমরা জানো সব দুঃখ দূর হবে। শুধু বাবাকে স্মরণ করতে থাকো। একমাত্র বাবা ব্যতীত অন্য কারো কাছে স্বর্গের উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হতে পারে না। বাবা সম্পূর্ণ বিশ্বের দুঃখ দূর করেন। এইসময় পশু ইত্যাদিও খুব দুঃখে আছে। এ হলো দুঃখধাম। দুঃখ বৃদ্ধি হতে থাকে, তমোপ্রধান হতে থাকে। এখন আমরা সঙ্গমযুগে বসে আছি। তারা সবাই কলিমুগে আছে। এই হলো পুরুষোত্তম সঙ্গমযুগ। বাবা আমাদের পুরুষোত্তম বানাচ্ছেন। এই কথাটি স্মরণে থাকলেও খুশী অনুভব হবে। ভগবান পড়ান, বিশ্বের মালিক করেন। এই কথা স্মরণ করো। তাঁর সন্তান পড়াশোনা দ্বারা ভগবান-ভগবতী হওয়া উচিত তাইনা। ভগবান তো সুখ প্রদান করেন তাহলে দুঃখ কীভাবে প্রাপ্ত হয় ? সে কথাও বাবা বসে বোঝান। ভগবানের সন্তান দুঃখে আছে কেন, ভগবান হলেন দুঃখহর্তা সুখকর্তা। অতএব নিশ্চয়ই দুঃখের সময়ে আসেন তবেই তো গায়ন আছে। তোমরা জানো বাবা আমাদের রাজযোগ শেখাচ্ছেন। আমরা পুরুষার্থ করছি। এতে কোনো সংশয় থাকা উচিত নয়। আমরা বি.কে.রা রাজযোগ শিখছি। এই কথা মিথ্যা নয়। কারো সংশয় এলে বোঝানো উচিত, এইটি তো হলো পড়াশোনা। বিনাশ সামনে দাঁড়িয়ে। আমরা হলাম সঙ্গমযুগী ব্রাহ্মণ শিখা। প্রজাপিতা ব্রহ্মা আছেন তাহলে ব্রাহ্মণও অবশ্যই থাকা উচিত। তোমাদেরও বোঝানো হয়েছে তাই তো দৃঢ় বিশ্বাস হয়েছে। যদিও মুখ্য কথা হলো স্মরণের যাত্রা, এতেই বিঘ্ন আসে। নিজের চার্ট দেখতে থাকো - আমরা কতক্ষণ বাবাকে স্মরণ করি, কতক্ষণ আমাদের খুশীর পারদ উর্ধ্ব থাকে ? এই আন্তরিক খুশী থাকা উচিত যে আমাদের বাগানের মালিক-পতিত-পাবনের সঙ্গ প্রাপ্ত হয়েছে, আমরা শিববাবার সঙ্গে ব্রহ্মা দ্বারা হ্যান্ড-শেক করি।

আম্মা !

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত । আত্মাদের পিতা ঔঁনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) নিজের ঘর (পরমধাম) এবং রাজধানীকে স্মরণ করে অপার খুশীতে থাকতে হবে। সদা যেন স্মরণে থাকে - এখন আমাদের যাত্রা পূর্ণ হয়েছে, আমরা ফিরে যাই নিজের ঘর (পরমধাম), তারপরে রাজধানীতে (স্বর্গে) আসবো।

২) আমরা শিববাবার সঙ্গে ব্রহ্মা দ্বারা হ্যান্ড শেক করি, তিনি হলেন বাগানের মালিক আমাদের পতিত থেকে পবিত্র করছেন। আমরা এই পড়াশোনা দ্বারা স্বর্গের পাটরানী হই - এই আন্তরিক খুশীতে থাকা উচিত।

বরদান:- অব্যভিচারী এবং নির্বিঘ্নস্থিতি দ্বারা ফার্স্টজন্মেরপ্রালঙ্কারী সমীপওসমানভব*

ব্যাখ্যা: যে বাচ্চারা এখানে বাবার গুণ এবং সংস্কারের নিকটে আছে, সর্ব সম্বন্ধ দ্বারা বাবার সঙ্গ বা সমানতা অনুভব করে তারা-ই সেখানে রয়্যাল কুলে ফার্স্ট জন্মের সম্বন্ধে নিকটে আসে। ২- ফার্স্ট তারা-ই আসবে যারা আদি থেকে এখনও পর্যন্ত অব্যভিচারী এবং নির্বিঘ্ন থেকেছে। নির্বিঘ্ন শব্দের অর্থ এই নয় যে বিঘ্ন আসবে না কিন্তু বিঘ্ন বিনাশক বা বিঘ্নের উপরে সদা বিজয়ী থাকবে। এই দুটি কথা যদি আদি থেকে অন্ত ঠিক আছে তবে ফার্স্ট জন্মে সঙ্গী হবে।

স্লোগান:- সাইলেন্সের পাওয়ারের দ্বারা নেগেটিভকে পজিটিভে পরিবর্তন করো ।*

২১-০৮-২০২০ প্রাতঃ মুরলী ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

প্রশ্নঃ - বাচ্চারা, তোমাদের মধ্যে কোন্ অহঙ্কার কখনো আসা উচিত নয়?

উত্তরঃ - কোনো কোনো বাচ্চাদের মধ্যে অহঙ্কার আসে যে, এই ছোটো-ছোটো কিশোরীরা আমাদের কি আর বোঝাতে পারে। বড় বোন চলে গেল তো রাগ করে ক্লাসে আসা বন্ধ করে দেবে। এটা হলো মায়ার বিদ্রোহ। বাবা বলেন - বাচ্চারা, যে টিচার শোনাচ্ছে তোমরা তার নাম - রূপকে না দেখে, বাবার স্মরণে থেকে মুরলী শোনো। অহঙ্কারে এসো না।

ওম্ শান্তি। বাবা বসে বাচ্চাদের বোঝাচ্ছেন। এখন যে বাবা বলা হচ্ছে সে ক্ষেত্রে এতো বাচ্চার শরীরধারী বাবা হতে পারে না। ইনি হলেন আত্মাদের পিতা। ওনার অনেক বাচ্চা আছে, বাচ্চাদের জন্য এই টেপ, মুরলী ইত্যাদি সামগ্রী আছে। বাচ্চারা জানে যে এখন আমরা সঙ্গমযুগে বসে আছি - পুরুষোত্তম হওয়ার জন্য। এটাও হল খুশির কথা। একমাত্র বাবা পুরুষোত্তম করে তোলেন। এই লক্ষ্মী-নারায়ণ পুরুষোত্তম হল, তাই না! এই সৃষ্টিতেই উত্তম পুরুষ, মধ্যম পুরুষ আর কনিষ্ঠ হয়। আদিতে হলো উত্তম, মধ্যবর্তী অবস্থায় মধ্যম, শেষে হলো কনিষ্ঠ। প্রতিটা জিনিস প্রথমে নূতন উত্তম তারপর মধ্যম এরপর কনিষ্ঠ অর্থাৎ পুরানো হয়ে যায়। দুনিয়ারও সেইরকম হয়। তাই যে যে ব্যাপারে মানুষের সংশয় আসে, তার উপর তোমাদের বোঝাতে হবে। বেশী করে ব্রহ্মার জন্যই বলে যে এঁনাকে কেন বসানো হয়েছে? তখন তাকে কল্পবৃক্ষের চিত্রের সাথে বোঝাতে হবে। দেখো, নীচেও তপস্যা করছেন, আর উপরের একদম শেষেও অনেক জন্মের শেষের জন্মে দাঁড়িয়ে আছেন। বাবা বলেন আমি এঁনার মধ্যে প্রবেশ করি। এই কথা যে বোঝাবে এর জন্য তার অনেক জ্ঞান চাই। একজনও অজ্ঞানী বের হলে, তখন সমস্ত বি. কে. দেব নাম বদনাম হয়ে যায়। সম্পূর্ণ ভাবে বোঝাতে জানে না। যদিও কমপ্লিট পাশ তো শেষেই হয়, এই সময় ১৬ কলা সম্পূর্ণ কেউ হতে পারে না কিন্তু বোঝানোর ব্যাপারে নম্বর ওয়ান অবশ্যই হয়। পরমপিতা পরমাত্মার সাথে প্রীতি না থাকলে তো বিপরীত বুদ্ধি দাঁড়াবে। এর উপর তোমরা বোঝাতে পারো যে যাদের প্রীতি বুদ্ধি আছে তারা বিজয় লাভ করবে আর যাদের বিপরীত বুদ্ধি আছে তাদের বিনাশ হয়ে যায়। এর পরেও কোনো মানুষ খারাপ হয়ে যায়, আবার কোনো না কোনো দোষারোপ করে। ঝগড়া - বিপত্তি লাগিয়ে রাখতে দেবী করে না। কেই বা আর কি করতে পারে। কখনো ছবিতে আগুন লাগাতেও দেবী করে না। বাবা রায়ও দেন- ছবি গুলিকেও ইনসিওরড করে দাও। বাচ্চাদের অবস্থাও বাবা জানেন, ক্রিমিনাল আই এর উপরেও বাবা রোজ বোঝাতে থাকেন। লেখে যে- আপনি যে ক্রিমিনাল আই এর উপরে বুঝিয়েছেন এটা একদম ঠিক বলেছেন। এই দুনিয়া তমোপ্রধান যে। দিনে-দিনে ক্রমশ তমোপ্রধান হয়ে যাচ্ছে। তারা তো মনে করে কলিযুগ এখন হামাগুড়ি দিচ্ছে, একদম অজ্ঞান নিদ্রাতে ঘুমিয়ে আছে। কখনো- কখনো বলেও এই মহাভারত লড়াই এর সময় তো অবশ্যই আছে কিন্তু যে কোনো রূপে থাকতে পারে। রূপ তো বলেন না। অবশ্যই ওনার কারোর মধ্যে প্রবেশ হয়। ভাগ্যশালী রথ গাওয়া হয়। রথ তো আত্মার নিজস্ব হবে যে না। ওর মধ্যে এসে প্রবেশ করে। ওঁনাকে বলা হয় ভাগ্যশালী রথ। এছাড়া তিনি জন্ম গ্রহণ করেন না। এনার কাছে বসেই জ্ঞান প্রদান করেন। কতো সুন্দর করে বোঝানো হয়। ত্রিমূর্তি চিত্রও আছে। ত্রিমূর্তি তো ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শঙ্করকে বলা হয়। অবশ্যই এঁরা কিছু করে গেছেন। যেটা আবার রাস্তার, বাড়ীরও নাম রেখেছে। যেমন এই রোডের সুভাষ মার্গ নাম দিয়েছে। সুভাষের হিস্ট্রি তো সকলে জানে। ওনাদের উপরে পরে হিস্ট্রি লেখে। আবার তাদের বড় করে দেয়। যেমন গুরুনানকের বই কতো বড় করেছে। উনি তো এতো লেখেননি। জ্ঞানের পরিবর্তে বসে ভক্তির কথা লিখেছে। এই চিত্র ইত্যাদি তো তৈরী করা হয় বোঝানোর জন্য। এটা তো জানা আছে যে, এই চোখ দিয়ে যা কিছু দেখা যায় এই সব ভাস্কর্য হতে হবে। এছাড়া আত্মা তো এখানে থাকতে পারে না। অবশ্যই গৃহে (পরমধামে) ফিরে যাবে। এরকম ধরনের কথা কিছু কি আর সকলের বুদ্ধিতে বসে! যদি ধারণা থাকে তো ক্লাস কেন করায় না! ৭-৮ বছরে এরকম কেউ তৈরী হয় না যে ক্লাস চালাতে পারে। অনেক জায়গায় এরকম চালায়ও। তবুও মনে করে মাতাদের লক্ষ্য হলো অনেক উঁচু। চিত্র তো অনেক আছে আবার মুরলী ধারণ করে তার উপর কিছুটা বোঝায়। এটা তো যে কেউ করতে পারে। খুবই সহজ। এরপরও যে কেন ব্রাহ্মণীদের চাইতে থাকে জানা নেই। ব্রাহ্মণী কোথাও গেল তো ব্যাস রেগে গিয়ে বসে গেল। ক্লাসে আসে না, নিজেদের মধ্যে দ্বন্দ্ব (খিটপিট) লেগে যায়। মুরলী তো যে কেউ বসে শোনাতে পারে। বলে একটুও সময় নেই। এতে যোগীর নিজেরও কল্যাণ হয় তো অন্যান্যদেরও কল্যাণ করতে হবে। অনেক মোটা উপার্জন। সত্যকারের উপার্জন করাতে হবে, যাতে মানুষের জীবন হীরে তুল্য হয়ে ওঠে। সবাই তো স্বর্গে যাবে যে না! সেখানে সর্বদা সুখী থাকে। এরকম না যে প্রজাদের আয়ু কম

হয়। না, প্রজাদের আয়ুও লম্বা হয়। সেটা হলোই অমরলোক। এছাড়া পদ অনেক কম হয়। তাই যে কোনো টপিকের (বিষয়ের) উপর ক্লাস করানো উচিত। এরকম কেন বলে যে ভালো ব্রাহ্মণী দরকার। কারোর-কারোর অহঙ্কার এসে যায় যে এই ছোটো ছোটো কিশোরীরা কি আর বোঝাবে? মায়ার বিদ্বৎ অনেক আসে। বুদ্ধিতে বসে না। বাবা তো রোজ বোঝাতে থাকেন, শিববাবা তো আর টপিকের উপর বোঝাবেন না। তিনি তো হলেন সাগর। ঢেউ তরঙ্গায়িত হতে থাকে। কখনো বাচ্চাদের বোঝান, কখনো বাইরের লোকেদের জন্য বোঝান। মুরলী তো সবাই পায়। অক্ষর পরিচয় না থাকলে শিখতে তো হবে তো, তাই না ! নিজের উল্লতির জন্য পুরুষার্থ করা উচিত। নিজের আর অপরেরও কল্যাণ করা উচিত। এই বাবাও (ব্রহ্মাবাবা) শোনাতে পারেন তো, কিন্তু বুদ্ধিযোগ যেন শিববাবার প্রতি থাকে সেই কারণে সবসময় মনে করো শিববাবা শোনাচ্ছেন। শিববাবাকেই স্মরণ করো। শিববাবা পরমধাম থেকে এসেছেন, মুরলী শোনাচ্ছেন। এই ব্রহ্মা তো পরমধাম থেকে এসে শোনাতে পারে না। মনে করো শিববাবা এই দেহে এসে আমাদের মুরলী শোনাচ্ছেন। এটা বুদ্ধিতে স্মরণে থাকা উচিত। সঠিক ভাবে এইটা বুদ্ধিতে থাকলে তবুও স্মরণের যাত্রা থাকবে যে না ! কিন্তু এখানে বসেও অনেকের বুদ্ধি এদিক-ওদিক চলে যায়। এখানে তোমারা স্মরণের যাত্রায় ভালো মতো থাকতে পারো। না হলে তো গ্রামের কথা স্মরণে আসবে। ঘর-বাড়ী স্মরণে আসবে। বুদ্ধিতে এই স্মরণ থাকতে হবে- শিববাবা আমাদের এঁনার মধ্যে বসে পড়াচ্ছেন। আমরা শিববাবার স্মরণে মুরলী শুনেছি আবার বুদ্ধি যোগ কোথায় পালিয়ে গেছে। এরকম ভাবে অনেকের বুদ্ধি যোগ চলে যায়। এখানে তোমরা যাত্রাতে ভালো ভাবে থাকতে পারো। মনে করো শিববাবা পরমধাম থেকে এসেছে। বাইরে গ্রামের মধ্যে বা আর কোথাও থাকলে এই ভাবনা থাকে না। কেউ কেউ মনে করে যে শিববাবার মুরলী এই কান দিয়ে শুনেছি, এরপর যিনি শোনাচ্ছেন তার নাম-চেহারা যেন স্মরণে না আসে। এই সমগ্র জ্ঞান হলো আভ্যন্তরীণ। নিজের ভিতরে স্মরণ থাকে যে আমি শিববাবার মুরলী শুনেছি। এরকম নয় যে অমুক বোন শোনাচ্ছে। শিববাবার মুরলী শুনেছি। এটাও হলো স্মরণে রাখার যুক্তি। এমন না যে যতটা সময় আমরা মুরলী শুনেছি, স্মরণে আছি। না, বাবা বলেন- অনেকের বুদ্ধি বাইরে কোথায় কোথায় চলে যায়। জমি বাড়ী ইত্যাদি স্মরণে আসতে থাকে। বুদ্ধির যোগ বাইরে অন্য কোথাও ভবধুরে হয়ে থাকা উচিত নয়। শিববাবাকে স্মরণ করাতে কি আর কোনো কষ্ট হতে পারে ! কিন্তু মায়া স্মরণ করতে দেয় না। সম্পূর্ণ সময় শিববাবার স্মরণ ধরে রাখতে পারা যায় না, অন্যান্য ভাবনা এসে যায়। নম্বর অনুযায়ী পুরুষার্থ অনুসারে তো হয় যে না। যারা খুব কাছের হবে তাদের বুদ্ধিতে ভালো ভাবে বসবে। সকলে কি আর ৮ এর মালাতে আসতে পারবে। জ্ঞান, যোগ, দৈবীগুণ এই সব নিজের মধ্যে প্রত্যক্ষ করতে হবে। আমাদের মধ্যে কোনো অবগুণ নেই তো? মায়ার বশবর্তী হয়ে কোনো বিকর্ম হচ্ছে না তো ? কেউ-কেউ খুব লোভী হয়ে যায়। লোভের ভূতও হয়। তো মায়ার প্রবেশ এরকম হয় যারা খিদে-খিদে করতে থাকে - খাব-খাব পেট যেন সব সময়ই কিছু চায়, কারো কারো খাওয়ার প্রতি আসক্তি থাকে। খাওয়ারও সঠিক রীতি অনুযায়ী খেতে হবে। বর্তমানে অনেক বাচ্চা (ব্রহ্মা বংস) আছে। এখন অনেক বাচ্চা তৈরী হবে। কতো ব্রাহ্মণ - ব্রাহ্মণী তৈরী হবে। বাচ্চাদেরও বলি - তোমরা ব্রাহ্মণ হয়ে বসো। মাতাদের সম্মুখে রাখা হয়। শিবশক্তি ভারত মাতাদের জয়। বাবা বলেন নিজেদের আত্মা মনে করো আর বাবাকে স্মরণ করো। স্বদর্শন চক্র ঘোরাতে থাকো। স্বদর্শন চক্রধারী তোমরা হলে ব্রাহ্মণ। এই কথা নূতন কেউ এলে বুঝতে পারবে না। তোমরা হলে সর্বোত্তম ব্রহ্মা মুখ বংশাবলী ব্রাহ্মণ কুল ভূষণ, চক্রধারী। নূতন কেউ শুনলে তো বলবে স্বদর্শন চক্র তো হলো বিষ্ণুর। এটা আবার সকলকে বলতে থাকবে, মানবে না, সেইজন্য নূতনদের সভাতে এলাও করে না। বুঝতে পারবে না। কেউ-কেউ আবার বিগড়ে যায়- আমরা কি অবুঝ যে আসতে দেওয়া যাবে না, কারণ আরো সব সংসঙ্গে তো এরকম যে কেউ যেতে পারে। সেখানে তো শাস্ত্রের কথাই শোনাতে থাকে। সেই সব শোনা প্রত্যেকের অধিকার। এখানে তো সতর্কতা থাকতে হয়। এই ঈশ্বরীয় জ্ঞান বুদ্ধিতে না বসলে তো খারাপ হয়ে যায়। চিত্রকেও সামলে রাখতে হয়। এই আসুরিক দুনিয়াতে নিজের দেবী রাজধানী স্থাপন করতে হবে। যেমন ক্রাইস্ট এসেছে নিজেদের ধর্ম স্থাপন করতে। এই বাবা দৈবী রাজধানী স্থাপন করেন। এর মধ্যে হিংসার কোনো ব্যাপার নেই। তোমরা না কাম কাটারি করতে পারো, না স্থূল হিংসা করতে পারো। গায়ও আবার নোংরা বস্ত্র ধোয় (মুত পালিতি কাপড় ধোয়) । মানুষ তো একদম ঘোর অন্ধকারে আছে। বাবা এসে অন্ধকারকে আলোকিত করে দেন। কেউ-কেউ বাবা বলে আবার মুখ ফিরিয়ে নেয়। পড়াশুনা ছেড়ে দেয়। ভগবান বিশ্বের মালিক করার জন্য পড়াশুনা, এরকম পড়াশুনা ছেড়ে দিলে তো তাকে মহামূর্থ বলা হবে। কিরকম জোরদার রত্ন-ভান্ডার প্রাপ্ত হয়। এরকম বাবাকে কি আর কখনো ছেড়ে দেওয়া চলে! একটা গানও আছে-তুমি ভালোবাসো বা ধাক্কা দাও, আমি কখনো তোমার সঙ্গ ছাড়বো না। বাবা এসেছেনই- অসীম জগতের বাদশাহী দিতে। ছেড়ে দেওয়ার ব্যাপারই নেই। হ্যাঁ, লক্ষণ ভালো ধারণ করে। স্ত্রীরাও রিপোর্ট লেখে- এ আমাকে খুব বিরক্ত করে। আজকাল লোক খুবই খারাপ। খুবই সাবধানে থাকতে হবে। ভাইদেরকে বোনেদের সামলে রাখতে হবে। আমাদের অর্থাৎ আত্মাদেরকে যে কোনো অবস্থাতেই বাবার থেকে উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করতে হবে। বাবাকে ছেড়ে দিলে উত্তরাধিকার শেষ হয়ে যায়। সুনিশ্চিত বুদ্ধি বিজয়ন্তী, সংশয় বুদ্ধি বিনাশন্তি। আবার পদ অনেক কম হয়ে যায়। জ্ঞান একজনই জ্ঞান সাগর বাবা দিতে পারেন। এছাড়া সব হলো

ভক্তি। যদি কেউ নিজেকে যতই জ্ঞানী মনে করুক কিন্তু বাবা বলেন সকলের কাছে শাস্ত্র আর ভক্তির জ্ঞান আছে। সত্যিকারের জ্ঞান কাকে বলা হয়, এটাও মানুষ জানে না। আচ্ছা !

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ঔনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) খেয়াল রাখতে হবে যে, মুরলী শোনার সময় বুদ্ধি যোগ বাইরে উদ্দেশ্যহীন ভাবে ঘুরে বেড়ায় না তো ? সর্বদা মনে রাখতে হবে - আমি শিববাবার মহাবাক্য শুনছি। এটাও হলো স্মরণের যাত্রা।

২) নিজেকে দেখতে হবে যে, আমার মধ্যে জ্ঞান-যোগ আর দেবী গুণ আছে ? লোভের ভূত নেই তো ? মায়ার বশবর্তী হয়ে কোনো বিকর্ম হচ্ছে না তো ?

বরদান:- দিব্য বুদ্ধির লিষ্ট দ্বারা তিন লোকেই ভ্রমণ করতে সক্ষম সহজযোগী ভব*
সঙ্গমযুগে সব বাচ্চাদেরই দিব্য বুদ্ধির লিষ্ট প্রাপ্ত হয়। এই ওয়ান্ডারফুল লিষ্ট দ্বারা তিন লোকের যেখানে চাও পৌঁছে যেতে পারো। শুধু স্মৃতির সুইচ অন করো, তবে সেকেন্ডে পৌঁছে যাবে আর যত সময় যেই লোকের অনুভব করতে চাও, ততটা সময় সেখানে স্থিত হয়ে থাকতে পারবে। এই লিষ্টকে ইউজ করার জন্য অমৃতবেলায় কেয়ারফুল হয়ে স্মৃতির সুইচকে সঠিক পদ্ধতিতে সেট করো। অথারিটি হয়ে এই লিষ্টকে কাজে লাগালে তবে সহজযোগী হয়ে যাবে। পরিশ্রমের সমাপ্তি হবে।

স্লোগান:- মনকে সর্বদা মৌজে মজাতে হবে - এটাই হল জীবনে বেঁচে থাকার কলা।*

২২-০৮-২০২০ প্রাতঃমুরলী ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

প্রশ্ন:- কখন এবং কিভাবে বিশ্বে শান্তি স্থাপন হয়?

উত্তর:- তোমরা জানো যে মহাভারতের যুদ্ধের পরেই বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠা হয়। কিন্তু তার জন্য আগে থেকেই তোমাদেরকে প্রস্তুত হতে হবে। নিজের কর্মাজীত অবস্থা তৈরি করার জন্য পরিশ্রম করতে হবে। সৃষ্টির আদি-মধ্য-অন্তের জ্ঞান চিন্তন করে এবং বাবাকে স্মরণ করে সম্পূর্ণ পবিত্র হতে হবে। তখনই এই সৃষ্টির পরিবর্তন হবে।

গীত:- আজ মানুষ অন্ধকারে রয়েছে...

ওম্ শান্তি। এই গানটা ভক্তিমার্গে গাওয়া হয়। ওরা বলে - আমরা অন্ধকারে আছি, আমাদেরকে জ্ঞানের ত্রিনয়ন দাও। জ্ঞানের সাগরের কাছে জ্ঞান চায়। তবে তারা সকলেই অজ্ঞানতায় আচ্ছন্ন। বলা হয়, কলিযুগে সকলেই অজ্ঞানতার আসুরিক নিদ্রায় আচ্ছন্ন কুস্কর্গ। বাবা বলছেন - জ্ঞান তো খুব সহজ। ভক্তিমার্গে কত বেদ-শাস্ত্র ইত্যাদি পাঠ করে, হঠযোগ করে, গুরুর কাছে দীক্ষা নেয়। *এখন সেগুলো ছাড়তে হবে কারণ ওরা কেউই রাজযোগ শেখাতে পারবে না।* রাজস্ব তো বাবা-ই দেবেন। একজন মানুষ কখনো অন্য মানুষকে দিতে পারবে না। কিন্তু এই রাজস্বকেই সন্ন্যাসীরা কাক-বিষ্ঠার মতো সুখ বলে দেয় কারণ তারা নিজেরাই ঘরবাড়ি ত্যাগ করে। জ্ঞানের সাগর বাবা ছাড়া এই জ্ঞান অন্য কেউ দিতে পারবে না। ভগবান-ই এই রাজযোগ শেখান। কোনো মানুষ কখনো অন্য মানুষকে পবিত্র করতে পারবে না। কেবল বাবা-ই হলেন পতিত-পাবন। মানুষ ভক্তিমার্গে ফেঁসে আছে। জন্ম-জন্ম ধরে ভক্তি করে আসছে। স্নান করতে যায়। এমন নয় যে শুধু গঙ্গাতেই স্নান করতে যায়। যেখানেই জল আছে এমন পুকুর কিংবা দীঘি দেখবে, সেটাকেই পতিত-পাবন মনে করবে। এখানেও গোমুখ আছে। ঝর্ণা থেকে জল বেরিয়ে আসে। কুঁয়াতেও এভাবে জল আসে। কিন্তু সেটাকে তো পতিত-পাবনী গঙ্গা বলা হয় না। মানুষ মনে করে, এটাও একটা তীর্থ। অনেক মানুষ ওখানে ভাবনা নিয়ে যায় এবং স্নান করে। তোমরা বাচ্চারা এখন জ্ঞান পেয়েছ। তোমরা অন্যকে বললেও তারা মানতে চায় না। নিজের অনেক দেহ-অহংকার রয়েছে - আমি এত শাস্ত্র পড়েছি। বাবা বলছেন - যা কিছু পড়েছ, সেগুলো সব ভুলে যাও। মানুষ যাতে এইসব বিষয় জানতে পারে, তাই বাবা বলেন - এইসব পয়েন্ট গুলো লিখে এরোপ্লেন থেকে ফেলে দাও। আজকাল মানুষ বলে - কিভাবে বিশ্বে শান্তি আসবে? কেউ কোনো মতামত জানালে তাকে পুরস্কারও দেওয়া হয়। কিন্তু ওরা তো শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে পারবে না। কোথায় শান্তি আছে? মিথ্যে পুরস্কার দিয়ে দেয়। তোমরা এখন জেনেছ যে, যুদ্ধের পরেই বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠা হবে। প্রস্তুতি এমন পর্যায়ে যে, যেকোনো সময়ে এই যুদ্ধ লেগে যাবে। কেবল তোমরা বাচ্চারা তৈরি হওনি। কর্মাজীত অবস্থায় পৌঁছানোর জন্যই তোমাদেরকে পরিশ্রম করতে হবে। *বাবা বলছেন - কেবল আমাকেই স্মরণ করো, ঘর-গৃহস্থ থেকেও কমল পুষ্পের মতো পবিত্র হও, আর সৃষ্টির আদি-মধ্য-অন্তের জ্ঞান চিন্তন করো।* তোমরা লিখতে পারো যে ড্রামা অনুসারে আগের কল্পের মতো পুনরায় শান্তি প্রতিষ্ঠা হবে। তোমরা এটাও বোঝাতে পারো যে সত্যযুগেই সমগ্র বিশ্বে শান্তি থাকবে। এখানে অবশ্যই অশান্তি থাকবে। কিন্তু কেউ কেউ তোমাদের কথা একটুও বিশ্বাস করে না। ওরা যেহেতু স্বর্গে আসবে না, তাই শ্রীমৎ অনুসারে চলবে না। এখানেও অনেকে আছে যারা শ্রীমৎ অনুসারে পবিত্র থাকতে পারে না। সর্বোচ্চ ভগবান তোমাদেরকে মতামত দিচ্ছেন। কারোর চালচলন ঠিকঠাক না হলে বলা হয় - ঈশ্বর তোমার সুমতি দিক। তোমাদেরকে এখন ঈশ্বরীয় মত অনুসারে চলতে হবে। বাবা বলছেন - তোমরা ৬৩ জন্ম ধরে বিষয় সাগরে ধাক্কা খেয়ে এসেছ। বাবা তো বাচ্চাদের সাথেই কথা বলেন। বাচ্চাদেরকেই তো বাবা শুধরাবেন। সমগ্র দুনিয়াকে কিভাবে শুধরাবেন? বাইরের সবাইকে বলবেন - বাচ্চাদের কাছ থেকে বুঝে নাও। বাইরের কারোর সঙ্গে তো বাবা কথা বলতে পারেন না। বাচ্চারা বাবার কাছে প্রিয়। সৎপুত্ররা তো প্রিয় হতে পারে না। লৌকিক বাবাও সুযোগ্য সন্তানকেই সম্প্রদান দেন। সব বাচ্চা সমান হয় না। বাবাও বলছেন - যে আমার হয়ে যায়, তাকেই আমি উত্তরাধিকার দিই। যারা আমার হয় না, তারা এটা হজম করতে পারবে না। শ্রীমৎ অনুসারে চলতে পারবে না। ওরা হলো ভক্ত। বাবা অনেক কিছু দেখেছেন। বড় কোনো সন্ন্যাসী এলে তার সাথে অনেক ফলোয়ার্স হয়ে যায়। চাঁদা তোলে। নিজ নিজ ক্ষমতা অনুসারে চাঁদা দেয়। এখানে বাবা কখনোই এরকম চাঁদা তুলতে বলেন না। না, এখানে যেরকম বীজ বপন করবে, ২১ জন্ম ধরে তার ফল পাবে। মানুষ দান করার সময়ে ভাবে যে ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে দান করছি। হয় ঈশ্বর সমর্পণম্ বলে অথবা কৃষ্ণ সমর্পণম্ বলে। কৃষ্ণের নাম বলে কেন? কারণ কৃষ্ণকেই গীতার ভগবান মনে করে। শ্রীরাধা অর্পণম্ বলে না। ঈশ্বর অথবা কৃষ্ণ অর্পণম্ বলে। মানুষ জানে

যে ঈশ্বর-ই ফল প্রদান করেন। কেউ কোনো ধনী বাড়িতে জন্ম নিলে বলা হয় যে সে আগের জন্মে অনেক দান পুণ্য করেছিল তাই এখন এইরকম হয়েছে। রাজাও হতে পারে। কিন্তু সেগুলো সব ঋণিকের কাক-বিষ্ঠা সম সুখ। রাজাদেরকেও সন্ন্যাসীরা সন্ন্যাস গ্রহণ করানোর সময়ে বলে যে স্ত্রী হলো নাগিন। কিন্তু দ্রৌপদী তো আত্মনাদ করে বলেছিল যে দুঃশাসন তাকে নগ্ন করেছে। এখনও কত অবলা নারী আত্মনাদ করে বলছে - আমাদের লজ্জা নিবারণ করো। বাবা, উনি আমাকে খুব মারধর করেন, বলেন - বিষ না দিলে খুন করে দেবে। বাবা, আমাকে এই বন্ধন থেকে রক্ষা করো। বাবা বলছেন - বন্ধন তো অবশ্যই ছিন্ন হবে। এরপর ২১ জন্ম আর নগ্ন হবে না। ওখানে কোনো বিকার থাকবে না। এই মৃত্যুপুরীতে এটাই অন্তিম জন্ম। এই দুনিয়াটাই বিকারগ্রস্থ। দ্বিতীয়ত, বাবা বোঝাচ্ছেন যে এখন মানুষ কতো নির্বোধ হয়ে গেছে। কেউ মারা গেলে বলে - তিনি স্বর্গে গমন করেছেন। কিন্তু স্বর্গ কোথায় ? এটা তো নরক। এখন স্বর্গবাসী হয়েছেন মানে আগে নিশ্চয়ই নরকে ছিল। কিন্তু কাউকে যদি সরাসরি বলে যে সে নরকে আছে, তাহলে সে রেগে (নারাজ) যাবে। তোমাদের উচিত এইরকম ব্যক্তিদেরকে পত্র লেখা - উনি স্বর্গবাসী হয়েছেন মানে আপনি নিশ্চয়ই নরকে আছেন। আমরা আপনাকে সত্যিকারের স্বর্গে যাওয়ার উপায় বলতে পারি। এই পুরাতন দুনিয়ার তো এবার বিনাশ হবে। খবরের কাগজেও ছেপে দাও যে, এই যুদ্ধের পরেই সমগ্র বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠা হবে। ৫০০০ বছর আগের মতো। এখানে একটাই আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্ম ছিল। দুনিয়ায় মানুষ বলে যে ওখানেও কংস, জরাসন্ধ ইত্যাদি অসুর ছিল, ত্রেতাযুগে রাবণ ছিল। ওদের সঙ্গে কে তর্ক করবে ? জ্ঞান আর ভক্তিতে দিন-রাতের পার্থক্য। এত সহজ কথাগুলোও খুব কম জনের বুদ্ধিতে ধারণ হয়। তাই এইরকম স্লোগান বানাতে হবে। এই যুদ্ধের পরেই ড্রামা অনুসারে বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠা হবে। প্রতি কল্পেই এইভাবে বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠা হয় এবং তারপর কলিযুগের অন্তিমে আবার অশান্তি হয়ে যায়। সত্যযুগেই শান্তি থাকবে। তোমরা এটাও লিখতে পারো যে গীতাতে এইরকম ভুল করার জন্যই আজ ভারতের এই অবস্থা। পুরো ৮৪ জন্ম নেওয়া শ্রীকৃষ্ণের নাম জুড়ে দিয়েছে। শ্রীনারায়ণের নাম লেখিনি। তার ক্ষেত্রে তো তবুও সম্পূর্ণ ৮৪ জন্মের থেকে কিছুদিন কম হয়। কৃষ্ণই পুরো ৮৪ জন্ম নেয়। শিববাবা তো হীরার মতো বানাতে আসেন। তাই তাঁর জন্য সেইরকম সোনার কৌটো দরকার যেখানে বাবা এসে প্রবেশ করবেন। কিন্তু ইনি স্বর্ণতুল্য কিভাবে হবেন ? তাই সঙ্গে সঙ্গে এনাকে (ব্রহ্মা বাবাকে) সাক্ষাৎকার করিয়েছেন যে তুমি তো বিশ্বের মালিক ছিলে। এখন কেবল আমাকে স্মরণ করে পবিত্র হও। সঙ্গে সঙ্গে ইনি পবিত্র হতে শুরু করেছেন। পবিত্র না হলে জ্ঞান ধারণ হবে না। বাঘিনীর দুধের জন্য সোনার পাত্র প্রয়োজন। এটা হলো পরমপিতা পরমাত্মার দেওয়া জ্ঞান। এটাকে ধারণ করার জন্যও সোনার পাত্র চাই। পবিত্র হলেই ধারণ করতে পারবে। *পবিত্রতার প্রতিজ্ঞা করার পরেও যদি পতিত হয়ে যায় তাহলে তার যোগের যাত্রাও সমাপ্ত হয়ে যায়।* আর কাউকে সে বলতে পারবে না যে ভগবানুবাচ হলো কামবিকার সবথেকে বড় শত্রু। রোজ চাট লেখো। বাবা যেমন সর্বশক্তিমান, সেইরকম মায়াও সর্বশক্তিমান। অর্ধেক কল্প ধরে রাবণের রাজত্ব চলে। বাবা ছাড়া অন্য কেউই এই রাবণের বিরুদ্ধে জয়ী করতে পারে না। ড্রামা অনুসারে রাবণ রাজ্য তো অবশ্যই হবে। ভারতের হার - জিতের গল্প নিয়েই এই নাটক বানানো আছে। বাচ্চারা, তোমাদেরকেই বাবা এইসব বোঝাচ্ছেন। *মুখ্য বিষয় হলো পবিত্র হওয়া।* বাবা বলছেন - আমি পতিতদেরকে পবিত্র করতেই আসি। শাস্ত্রে উল্লিখিত পাণ্ডব - কৌরবদের যুদ্ধ আর জুয়া খেলা ইত্যাদি তো মানুষ বসে বসে বানিয়েছে। এইরকম কিভাবে হতে পারে ? এভাবে কি রাজযোগের শিক্ষা দেওয়া সম্ভব ? যুদ্ধক্ষেত্রে কি গীতা পাঠশালা হওয়া সম্ভব ? *কোথায় শিববাবা জন্ম-মৃত্যুর উর্ধ্বে, আর কোথায় শ্রীকৃষ্ণ সম্পূর্ণ ৮৪ জন্ম গ্রহণ করে।* ওনার অন্তিম জন্মেই বাবা এসে প্রবেশ করেন। কত স্পষ্ট বিষয়। ঘর-গৃহস্থে থাকলেও অবশ্যই পবিত্র হতে হবে। সন্ন্যাসীরা তো বলে যে দুজন একসাথে থাকলে পবিত্র থাকা সম্ভব নয়। ওদেরকে বলে - তোমাদের তো কোনো প্রাপ্তি হয় না, তাই কিভাবে পবিত্র থাকবে ? কিন্তু এখানে তো রাজত্ব প্রাপ্ত হয়। বাবা বলছেন, আমার জন্য অন্তত বংশের সম্মান রক্ষা করো। শিববাবা বলছেন - এনার দাঁড়ির মান রাখো। এই একটা অন্তিম জন্ম পবিত্র থাকলেই স্বর্গের মালিক হয়ে যাবে। নিজের জন্যই তো পরিশ্রম করছ। অন্য কেউই স্বর্গে আসতে পারবে না। তোমাদের জন্যই এই রাজধানী স্থাপন হচ্ছে। এখানে সবাইকেই দরকার। তবে ওখানে কোনো মন্ত্রী থাকবে না। রাজার কোনো মতামত নেওয়ার প্রয়োজন হবে না। পতিত রাজাদেরও একজন মন্ত্রী থাকে। আর এখানে দেখ কতজন মিনিস্টার। ওরা নিজেরাই লড়াই করে। বাবা এইসব ঝামেলা থেকে মুক্ত করে দেন। এরপর ৩ হাজার বছর আর কোনো ঝামেলা হবে না। কোনো কারাগার থাকবে না। কোর্ট ইত্যাদি কিছুই থাকবে না। ওখানে তো কেবল সুখ আর সুখ। কিন্তু তার জন্য তো পুরুষার্থ করতে হবে। মৃত্যু অতি নিকটে। স্মরণের যাত্রার দ্বারা বিকর্মের ওপর বিজয়ী হতে হবে। তোমরাই দূত হয়ে সবাইকে বাবার বার্তা শোনাও যে মন্মথনা ভব। আচ্ছা !

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ওঁনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) জ্ঞানের ধারণা করার জন্যে পবিত্র হয়ে বুদ্ধি রূপী পাত্রকে স্বচ্ছ বানাতে হবে। কেবল মোরগের মতো জ্ঞানী হলে চলবে না।

২) ডাইরেক্ট বাবার কাছে নিজের সবকিছু অর্পণ করে শ্রীমং অনুসারে চলে ২১ জন্মের জন্যে রাজস্ব প্রাপ্ত করতে হবে।

বরদান:- শুদ্ধিকরণের নিয়ম দ্বারা দুর্গকে মজবুত বানিয়ে সর্বদা বিজয়ী এবং নির্বিঘ্ন ভব*
এই দুর্গে যাতে প্রত্যেক আত্মা সর্বদা বিজয়ী এবং নির্বিঘ্ন হয়ে যায়, তার জন্যে বিশেষ সময় দিয়ে চতুর্দিকে একসঙ্গে যোগের প্রোগ্রাম রাখো। তখন কেউই এই তারকে কাটতে পারবে না। কারণ যত সেবার বুদ্ধি করবে, তত মায়া আপন বানানোর চেষ্টা করবে। তাই কোনো কর্ম শুরুর আগে যেমন শুদ্ধিকরণের নিয়ম পালন করো, সেইরকম তোমাদের মতো শ্রেষ্ঠ আত্মাদের সংগঠিত রূপে শ্রেষ্ঠ সঙ্কল্প হওয়া উচিত - বিজয়ী। এটাই হলো শুদ্ধিকরণের নিয়ম। এর দ্বারা-ই দুর্গ মজবুত হয়ে যাবে।

স্লোগান:- যুক্তিপূর্ণ এবং যথাযথ সেবার প্রত্যক্ষ ফল হলো খুশি।*

★ *মোরগের মতো জ্ঞানী* (কুন্ধড় জ্ঞানী) = মোরগ ভোর বেলায় সবার ঘুম ভাঙিয়ে দিয়ে নিজে ঘুমিয়ে পড়ে।

মাতেশ্বরীজীর অমূল্য মহাবাক্য -

“এখন আর বিকর্ম করার প্রতিযোগিতা করা উচিত নয়”*

সর্বপ্রথম নিজের সামনে অবশ্যই লক্ষ্য রাখতে হবে যে, আমাকে যেকোনো উপায়ে নিজের বিকারগুলোকে নিজের বশে আনতে হবে এবং তাহলেই ঈশ্বরীয় সুখ-শান্তিতে থাকতে পারবে। আমাদের প্রধান পুরুষার্থ হলো নিজে শান্তিতে থেকে অন্যকেও শান্তি প্রদান করা। তবে এক্ষেত্রে সহ্যশক্তি অবশ্যই প্রয়োজন। সবকিছুই নিজের ওপর নির্ভর করছে। এমন নয় যে, কেউ কিছু বলল বলে আমি অশান্ত হয়ে যাব। না, জ্ঞানমার্গের প্রথম গুণ হলো সহ্যশক্তি ধারণ করা। দেখো, অজ্ঞানতার সময়েও মানুষ বলে - কেউ যতই গালাগালি দিক, তুমি সর্বদা মনে করো যে এগুলো তো আমাকে স্পর্শই করেনি। যে গালাগালি দিয়েছে, সে নিজে তো অবশ্যই অশান্ত হয়েছে এবং তার নিজের হিসাব-পত্রও তৈরি হয়েছে। কিন্তু আমিও যদি অশান্ত হয়ে গিয়ে কিছু বলে দিই, তবে আমারও বিকর্ম হয়ে যাবে। এভাবে বিকর্ম করার প্রতিযোগিতা করা উচিত নয়। নিজের বিকর্মগুলো তো নাশ করতে হবে, নাকি তৈরি করতে হবে? এভাবে জন্ম-জন্ম ধরে বিকর্ম করেছে আর দুঃখ পেয়েছে। কিন্তু এখন তো জ্ঞান পাচ্ছ, তাই এখন এই পাঁচ বিকারকে পরাজিত করো। বিকারগুলোর বিস্তার অনেক বেশি, খুব সূক্ষ্ম রূপে আসে। কখনো ঈর্ষা এসে গেলে ভাবে যে, ও ঈরকম বলছিল তাই আমার কিছু করার ছিল না। কিন্তু এটা খুব বড় ভুল। নিজেকে তো ত্রুটিমুক্ত করো। যদি কেউ কিছু বলে দেয়, তাহলে তুমি মনে করো যে আমার মধ্যে কতটা সহ্যশক্তি আছে, এটা তার পরীক্ষা। যদি কেউ বলে যে আমি তো অনেক সহ্য করেছি কিন্তু শেষে কেবল একবার রেগে গেছিলাম, তাহলেও তো ফেল হয়ে গেল। যে ঈরকম বলেছে সে তো নিজের ক্ষতি করেছে, কিন্তু আমাকে তো আমারটা ঠিক রাখতে হবে নাকি খারাপ করতে হবে। তাই ভালো করে পুরুষার্থ করে অনেক জন্মের জন্যে ভালো প্রাপ্তি (পুরস্কার) নিতে হবে। আর যে বিকারের বশীভূত হয়ে আছে, তার মধ্যে ভূত ঢুকেছে। ভূতের মুখ দিয়ে তো এইরকম ভাষাই বেরোবে কিন্তু যারা দেব আত্মা তাদের মুখ থেকে দৈববাণী বেরোবে। অতএব, নিজেকে দেবতা বানাতে চাও, নাকি অসুর। আচ্ছা - ওম্ শান্তি।

২৪-০৮-২০২০ প্রাতঃ মুরলী ওম শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

***প্রশ্ন:-** যেসকল বাচ্চারা বিকর্মাঙ্গীত হবে, তাদের বিকর্ম থেকে সুরক্ষিত থাকার জন্য কোন্ বিষয়ের উপর নজর দেওয়া উচিত?*

***উত্তর:-** সকল বিকর্মের মূলে যে দেহ-অভিমান, সেই দেহ-অভিমান যেন কখনো না আসে সেদিকে নজর রাখতে হবে। এরজন্য বারংবার দেহী-অভিমानी হয়ে বাবাকে স্মরণ করতে হবে। ভালো বা মন্দের ফল অবশ্যই প্রাপ্ত হয়, অস্তিম সময়ে বিবেকের দংশন হতে থাকে। কিন্তু এ'জন্মের পাপের বোঝা হাল্কা করার জন্য বাবাকে সব সত্য-সত্যই শোনাতে হবে।*

ওম শান্তি । স্মরণের লক্ষ্য হলো সর্বাপেক্ষা উঁচু। অনেকের আবার শোনার শখ থাকে। জ্ঞানকে বোঝা অতি সহজ। ৮৪-র চক্রকে বুঝতে হবে, স্বদর্শন-চক্রধারী হতে হবে। বেশী কিছু নয়। বাচ্চারা, তোমরা বোঝ যে, আমরা সকলেই স্বদর্শন-চক্রধারী। স্বদর্শন-চক্র দ্বারা কেউ গলা কাটে না, যেমনভাবে কৃষ্ণকে দেখানো হয়েছে। এখন এই লক্ষ্মী-নারায়ণ হল বিষ্ণুর দুইরূপ (বিষ্ণু হল লক্ষ্মী নারায়ণের কস্মাইন্ড রূপ) । ওঁনাদের কি স্বদর্শন-চক্র আছে ? তবে কৃষ্ণের চক্র কেন দেখানো হয় ? একটি ম্যাগাজিন বেরোয়, যেখানে কৃষ্ণের এমন অনেক চিত্র দেখানো হয়। বাবা এসে তোমাদের রাজযোগ শেখান, নাকি চক্র দ্বারা অসুরদের হত্যা করেন ! অসুর তাদেরকেই বলা হয় যাদের স্বভাব আসুরীক। এছাড়া মানুষ তো মানুষই। আবার এমনও নয় যে, বসে-বসে সকলকে স্বদর্শন-চক্র দ্বারা বধ করে। ভক্তিমার্গে বসে-বসে কেমন সব চিত্র তৈরী করেছে। রাত-দিনের পার্থক্য। বাচ্চারা, তোমাদের এই সৃষ্টি-চক্রকে এবং সমগ্র ড্রামাকে জানতে হবে কারণ সকলেই অ্যাক্টরস। ওই পার্থিব জগতের অ্যাক্টরসরা ড্রামাকে জানে। এ হলো অসীম জগতের ড্রামা। এতে বিস্তারিতভাবে সবকিছু বুঝতে পারবে না। ওখানে দু'ঘন্টার ড্রামা হয়। বিস্তারিতভাবে (নিজেদের) ভূমিকাকে জানে। এখানে ৮৪ জন্মকে জানতে হয়।

বাবা বুঝিয়েছেন -- আমি ব্রহ্মার রথে(শরীরে) প্রবেশ করি। ব্রহ্মারও ৮৪ জন্মের কাহিনী চাই। মানুষের বুদ্ধিতে এ'কথা আসতে পারে না। তারা এও বোঝে না যে, ৮৪ লক্ষ জন্ম নাকি ৮৪ জন্ম ? বাবা বলেন, তোমাদের ৮৪ জন্মের কাহিনী শোনাই। ৮৪ লক্ষ জন্ম হলে (তার কাহিনী) কত বছর শোনাতে লাগবে। তোমরা তো সেকেন্ডে জেনে যাও -- এ হলো ৮৪ জন্মের কাহিনী। আমরা ৮৪-র চক্র কিভাবে পরিক্রমা করেছি, ৮৪ লক্ষ হলে সেকেন্ডে কি বুঝতে পারবে, না বুঝতে পারবে না। ৮৪ লক্ষ হয়েই না ! বাচ্চারা, তোমাদের অত্যন্ত খুশী হওয়া উচিত। আমাদের ৮৪ জন্মের চক্র পূর্ণ হয়েছে। এখন আমরা ঘরে ফিরে যাই। তাছাড়া এই কর্মভোগ তো অতি অল্পদিনের। বিকর্ম ভস্মীভূত হয়ে কর্মার্জীত অবস্থা কিভাবে হয়ে যাবে, এরজন্যই এই যুক্তি বলা হয়েছে। এছাড়া বোঝানো হয় যে এ'জন্মে যাকিছু বিকর্ম করেছে তা লিখে দিলে বোঝা হাল্কা হয়ে যায়। জন্ম-জন্মান্তরের বিকর্ম কেউ লিখতে পারে না। বিকর্ম তো হয়েই এসেছে। যখন থেকে রাবণ-রাজ্য শুরু হয় তখন থেকে কর্ম বিকর্ম হয়ে পড়ে। সত্যযুগে কর্ম অকর্ম হয়। ভগবানুবাচ --- তোমাদের কর্ম-অকর্ম-বিকর্মের গতি বোঝাই। বিকর্মাঙ্গীত যুগ(অব্দ) লক্ষ্মী-নারায়ণের সময় থেকে শুরু হয়। সিঁড়ির চিত্রে অত্যন্ত পরিস্কারভাবে রয়েছে। শাস্ত্রে এসব কোন কথা নেই। বাচ্চারা, সূর্যবংশীয়-চন্দ্রবংশীয় রহস্যও তোমরাই জানো যে, আমরাই এমন ছিলাম। প্রচুর বিরাক্রপের চিত্র তৈরী করে, কিন্তু অর্থ কিছুই বোঝে না। বাবা ছাড়া কেউ বোঝাতেও পারে না। এই ব্রহ্মার উপরেও কেউ রয়েছে, তাই না ! যিনি শিখিয়েছেন। যদি কোনো গুরু শেখায় তবে সেই গুরুর তো কেবল একজন শিষ্য থাকতে পারে না। বাবা বলেন -- বৎস, তোমাদেরকে পতিত থেকে পবিত্র, পবিত্র থেকে পতিত হতেই হবে। এও ড্রামায় নির্ধারিত। অনেকবার এই চক্র পেরিয়ে গিয়েছে। পেরিয়ে যেতেই থাকবে। তোমরা হলে অলরাউন্ড ভূমিকা পালনকারী। আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত পার্ট আর কারোর থাকে না। তোমাদেরকেই বাবা বোঝান। আবার তোমরা এও জানো যে, অন্যান্য ধর্মাবলম্বীরা অমুক-অমুক সময়ানুসারে আসে। তোমাদের ভূমিকা তো অলরাউন্ড। খ্রিস্টানদের উদ্দেশ্যে একথা বলা হবে না যে, তারা সত্যযুগে ছিল। তারা দ্বাপরের মধ্যভাগে আসে। বাচ্চারা, এ'নলেজও তোমাদের বুদ্ধিতেই রয়েছে। তোমরা কাউকে বোঝাতেও পারো। অন্য কেউ সৃষ্টির আদি-মধ্য-অন্তকে জানে না। রচয়িতাকেই জানে না, তাহলে তাঁর রচনাকে কি করে জানবে। বাবা বুঝিয়েছেন যে, যেসকল কথা ন্যায়সঙ্গত, সেগুলি ছাপিয়ে এরোপ্সেন থেকে সর্বস্থানে ছড়িয়ে দিতে হবে। সেই পয়েন্টস্ অথবা টপিক বসে-বসে লেখা উচিত। বাচ্চারা বলে, কোন কাজ নেই। বাবা বলেন, এমন

সার্ভিস তো অনেক রয়েছে। এখানে একান্তে বসে সেই কাজ করো। বড়-বড় যেসকল সংস্থা রয়েছে, গীতা পাঠশালা ইত্যাদি রয়েছে সেই সকলকে জাগরিত করতে হবে। সকলকে সমাচার দিতে হবে। এ হলো পুরুষোত্তম সঙ্গমযুগ। যে বোধসম্পন্ন হবে সে তৎক্ষণাৎ বুঝে যাবে, অবশ্যই সঙ্গমযুগেই নতুন দুনিয়ার স্থাপনা এবং পুরানো দুনিয়ার বিনাশ হয়। সত্যযুগে থাকে পুরুষোত্তম মানুষ। এখানে থাকে আসুরীয়-স্বভাবসম্পন্ন পতিত মানুষ। এও বাবা-ই বুঝিয়েছেন যে কুম্ভমেলা ইত্যাদি যা অনুষ্ঠিত হয়, সেখানে অনেক মানুষ স্নান করতে যায়। কেন স্নান করতে যায় ? কারণ তারা পবিত্র হতে চায়। যেখানে-যেখানে মানুষ স্নান করতে যায়, সেখানে গিয়ে সার্ভিস করা উচিত। মানুষকে বোঝানো উচিত যে, এই জল পতিত-পাবনী নয়। তোমাদের কাছে চিত্রও রয়েছে। গীতা পাঠশালায় গিয়ে এই প্রচারপত্র বন্টন করো। বাচ্চারা সার্ভিস করতে চায়। একথা বসে-বসে লেখো --- গীতার ভগবান পরমপিতা পরমাত্মা শিব, শ্রীকৃষ্ণ নয়। পুনরায় ওঁনার জীবন-চরিতের মহিমা লেখো। শিববাবার জীবনচরিত লেখো। তখন তারা নিজেরাই নির্ণয় করতে পারবে। এই পয়েন্টসও লিখতে হবে যে, পতিত-পাবন কে ? আবার শিব এবং শঙ্করের প্রভেদও দেখাতে হবে। শিব আলাদা, শঙ্করও আলাদা। এও বাবা বুঝিয়েছেন যে -- কল্প ৫ হাজার বছরের। মানুষ ৮৪ জন্ম নেয়, ৮৪ লক্ষ নয়। এই মুখ্যকথাগুলি সংক্ষেপে লেখা উচিত। যেগুলি এরোপ্লেন থেকেও ফেলা যেতে পারে, বোঝানোও যেতে পারে। যেমন এই গোলোক, এতে পরিস্কার, যে অমুক-অমুক ধর্ম অমুক-অমুক সময়ে স্থাপিত হয়। এই গোলোকও থাকা উচিত তাই প্রধান ১২টি চিত্রের ক্যালেন্ডারও ছাপাতে পারো, যারমধ্যে সমগ্র জ্ঞানই চলে আসে এবং সার্ভিস সহজ হয়ে যায়। এই চিত্র অত্যন্ত জরুরী। কোন্ চিত্র তৈরী করতে হবে, কোন্-কোন্ পয়েন্ট লিখতে হবে। বসে-বসে তা লেখো।

তোমরা গুপ্তবেশে এই পুরানো দুনিয়াকে পরিবর্তন করছো। তোমরা অস্ত্রাত বা গুপ্ত যোদ্ধা। তোমাদের কেউ চেনে না। বাবাও গুপ্ত, নলেজও গুপ্ত। এর কোনো শাস্ত্রাদি ছাপানো হয় না, অন্যান্য ধর্মস্থাপকদের বাইবেল ইত্যাদি ছাপানো হয় যা পড়া হচ্ছে। প্রত্যেকেরই (ধর্মগ্রন্থ) ছাপানো হয়। তোমাদের পুনরায় ভক্তিমার্গে ছাপানো হয়। এখন ছাপানো হবে না কারণ এখন এই শাস্ত্রাদি সব সমাপ্ত হয়ে যাবে। এখন তোমাদের শুধু বুদ্ধির দ্বারা স্মরণ করতে হবে। বাবার কাছেও জ্ঞান রয়েছে। তিনি কোনো শাস্ত্রাদি কি পড়েছেন, না তা পড়েননি। তিনি তো নলেজফুল। মানুষ আবার নলেজফুল মানে বোঝে সকলের হৃদয়কে যিনি জানেন। ঈশ্বর দেখেন, তবেই তো কর্মের ফল দেন। বাবা বলেন, এও ড্রামায় নির্ধারিত। ড্রামায় যারা বিকর্ম করে তাদের সাজাভোগ করতে হয়। তারা ভাল বা খারাপ কর্মের ফল প্রাপ্ত করে। এর লিখিত কিছু তো থাকে না। মানুষ বুঝতে পারে যে, অবশ্যই কর্মফল পরজন্মে প্রাপ্ত হয়। অন্তিম মুহূর্তে বিবেকের দংশন হয়। আমরা এই-এই পাপ করেছি। সবই স্মরণে আসে। যেমন কর্ম তেমনই জন্ম হবে। এখন তোমরা বিকর্মাভীত হচ্ছেো তাই এমন কোনো বিকর্ম করা উচিত নয়। সর্বাপেক্ষা বড় বিকর্ম হলো দেহী-অভিমানী হওয়া। বাবা বারংবার বলেন যে, দেহী-অভিমানী হয়ে বাবাকে স্মরণ করো, পবিত্র থাকতেই হবে। সর্বাপেক্ষা বড় পাপ হলো কাম-বিকারে যাওয়া। এটাই আদি-মধ্য-অন্ত দুঃখ দেবে তাই সন্ন্যাসীরাও বলে যে, এই সুখ কাক-বিষ্ঠা সমান। ওখানে দুঃখের কোন নামই থাকে না। এখানে দুঃখই-দুঃখ রয়েছে, তাই সন্ন্যাসীদের বৈরাগ্য আসে। কিন্তু তারা জঙ্গলে চলে যায়। তাদের হলো পার্থিব জগতের বৈরাগ্য, আর তোমাদের হলো অসীম জগতের বৈরাগ্য। এ হলো খারাপ অর্থাৎ ছিঃ ছিঃ দুনিয়া। সকলেই বলে -- বাবা, তুমি এসে আমাদের দুঃখ দূর করে সুখ প্রদান করো। বাবা-ই দুঃখহরণকারী-সুখপ্রদানকারী। বাচ্চারা, তোমরাই জানো যে এই নতুন দুনিয়ায় দেবতাদের রাজ্য ছিল। সেখানে কোনো রকমের দুঃখ ছিল না। যখন কেউ শরীর পরিত্যাগ করে তখন মানুষ বলে যে, স্বর্গবাসী হয়েছে। কিন্তু এটা কি জানে যে আমরা নরকে রয়েছি, না তা জানে না। আমরা যখন মারা যাবো তখন স্বর্গে যাবো। কিন্তু সেও স্বর্গে গিয়েছে নাকি এখানে নরকে এসেছে ? কিছুই জানে না। বাচ্চারা, তোমরা তিনজন পিতার রহস্যও সকলকে বোঝাতে পারো। দুজন পিতাকে তো সকলেই জানে লৌকিক আর পারলৌকিক আর এই অলৌকিক প্রজাপিতা ব্রহ্মা রয়েছেন এই সঙ্গমে। ব্রাহ্মণও তো চাই, তাই না ! ওই ব্রাহ্মণরা কি কেউ ব্রহ্মার মুখ-বংশজাত ? না তা নয়। তারা জানে যে, ব্রহ্মা ছিলেন। তাই বলে, 'ব্রাহ্মণ দেবী-দেবতায় নমঃ'। একথা জানে না যে কাকে বলে, কোন্ ব্রাহ্মণ ? তোমরা হলে পুরুষোত্তম সঙ্গমযুগীয় ব্রাহ্মণ। ওরা হলো কলিযুগীয়। এটা হলো পুরুষোত্তম সঙ্গমযুগ, যখন তোমরা মানুষ থেকে দেবতায় পরিনত হও। দেবী-দেবতা ধর্মের স্থাপনা হচ্ছে। তাই বাচ্চাদের সব পয়েন্টস ধারণ করতে হবে এবং পুনরায় সার্ভিস করতে হবে। পূজা করতে অথবা শ্রাদ্ধ খেতে ব্রাহ্মণেরা আসে। তাদের সঙ্গেও তোমরা কথোপকথন করতে পারো। বলতে পারো, তোমাদের সত্যিকারের ব্রাহ্মণ করে দিতে পারি। এখন ভাদ্রমাস আসছে, সকলেই পিতৃপুরুষের আত্মাদের ভোজন করায়। সেটাও যুক্তি-যুক্তভাবে করতে হবে, তা নাহলে বলবে ব্রহ্মাকুমারীদের কাছে গিয়ে সবকিছু পরিত্যাগ করেছে। এমন কিছু কোরো না, যারফলে অসন্তুষ্ট হয়ে যায়। যুক্তি-যুক্তভাবে তোমরা জ্ঞান প্রদান করতে পারো। অবশ্যই ব্রাহ্মণেরা আসবে তবেই তো জ্ঞান-দান করবে, তাই না! এই মাসে তোমরা ব্রাহ্মণদের অনেক সার্ভিস করতে পারো। তোমরা ব্রাহ্মণেরা হলে প্রজাপিতা ব্রহ্মার সন্তান। বলো, ব্রাহ্মণধর্ম কে স্থাপন করেছে ? তোমরা ঘরে বসে ওনাদেরও

কল্যাণ করতে পারো। যেমন যারা অমরনাথ যাত্রায় যায়, তারা শুধুমাত্র লেখা পড়ে এতকিছু বুঝতে পারবে না। তাদের সেখানে বসে বোঝাতে হবে। আমরা তোমাদের সত্যিকারের অমরনাথের কথা শোনাই। অমরনাথ একজনকেই বলা হয়। অমরনাথ অর্থাৎ যিনি অমরপুরী স্থাপন করেন। সেটা হলো সত্যযুগ। এমন সার্ভিস করতে হবে। সেখানে(অমরনাথে) পায়ে হেঁটে যেতে হয়। যারা ভাল-ভাল গন্যমান্য ব্যক্তি তাদের গিয়ে বোঝানো উচিত। সন্ন্যাসীদেরও তোমরা জ্ঞান প্রদান করতে পারো। তোমরা সমগ্র সৃষ্টির জন্য কল্যাণকারী। শ্রীমতানুসারে আমরা বিশ্বের কল্যাণ করছি --- বুদ্ধিতে সেই নেশা থাকা উচিত। আচ্ছা।

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ওঁনার আত্মা-রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ-

১) যখন একাকী থাকবে বা অবসর পাবে, তখন জ্ঞানের ভালো-ভালো পয়েন্টসের উপর বিচারসাগর মন্বন করে লিখতে হবে। সকলের নিকট সংবাদ পৌঁছানোর বা সকলের কল্যাণসাধনের জন্য যুক্তি রচনা করতে হবে।

২) বিকর্ম থেকে সুরক্ষিত থাকার জন্য দেহী-অভিমানী হয়ে বাবাকে স্মরণ করতে হবে। এখন কোনো বিকর্ম করা উচিত নয়। এ'জন্মের কৃত বিকর্ম সততার সঙ্গে বাপদাদাকে শোনাতে হবে।

বরদানঃ- সম্পন্নতার দ্বারা সন্তুষ্টতার অনুভবকারী সদা প্রফুল্লিত, বিজয়ী ভব*

ব্যাখ্যা :- যে সর্ব ধন-সম্পদে(খাজানা) সম্পন্ন, সে-ই সদা সন্তুষ্ট। সন্তুষ্টতা অর্থাৎ সম্পন্নতা। যেমন বাবা সম্পন্ন তাই তাঁর মহিমা-কীর্তনে 'সাগর' শব্দটি উচ্চারিত হয়, তেমনই তোমরা অর্থাৎ বাচ্চারাও মাস্টার সাগর অর্থাৎ সম্পন্ন হও তবেই সদা খুশীতে নাচতে থাকবে। অন্তরে খুশী ব্যতীত আর কিছুই আসতে পারবে না। স্বয়ং সম্পন্ন হওয়ার কারণে কারোর প্রতিই বিরক্ত হবে না। যেকোন প্রকারের সমস্যা বা বিঘ্ন একটি খেলা-রূপে অনুভূত হবে। সমস্যা মনোরঞ্জনের সাধন হয়ে যাবে। নিশ্চয়বুদ্ধিসম্পন্ন হওয়ার কারণে সদা প্রফুল্লিত এবং বিজয়ী হবে।

স্লোগানঃ- প্রতিকূল পরিস্থিতিতে ভয় পেও না, তার থেকে শিক্ষা নিয়ে নিজেকে পরিপক্ব করো।*

২৫-০৮-২০ প্রাতঃ মুরলী ওম শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

- *প্রশ্ন:- ১৬ কলা সম্পূর্ণ অথবা পারফেক্ট হওয়ার জন্য কোন্ পুরুষার্থ অবশ্যই করতে হবে ?*
- *উত্তর:- যতটা সম্ভব নিজেকে আত্মা মনে করো । প্রেমের সাগর বাবাকে বাবাকে স্মরণ করো, তাহলে পারফেক্ট হয়ে যাবে । জ্ঞান খুবই সহজ, কিন্তু ১৬ কলা সম্পূর্ণ হওয়ার জন্য স্মরণের দ্বারা আত্মাকে পারফেক্ট হতে হবে । নিজেকে আত্মা মনে করলে তোমরা মিষ্টি হয়ে যাবে । সব ঝামেলা (খিটখিট) সমাপ্ত হয়ে যাবে ।*
- *গীত:- তুমি প্রেমের সাগর.....*

ওম শান্তি । প্রেমের সাগর তাঁর নিজের বাচ্চাদেরও তেমনই প্রেমের সাগর বানান । বাচ্চাদের এইম অবজেক্ট হলো, আমরা এমন লক্ষ্মী - নারায়ণ হবো । এঁদেরকে সবাই কতো ভালোবাসেন । বাচ্চারা জানে যে, বাবা আমাদের এঁদের মতো মিষ্টি তৈরী করেন । এখানেই তোমাদের মিষ্টি তৈরী হতে হবে, আর এমন তৈরী হবে স্মরণের দ্বারা । ভারতের যোগের মহিমা আছে, সে হলো স্মরণ । এই স্মরণের দ্বারাই তোমরা এনাদের মতো বিশ্বের মালিক হও । বাচ্চারা, তোমাদের এই পরিশ্রমই করতে হবে । তোমরা এই অহংকার করো না যে, আমাদের অনেক জ্ঞান । মূল বিষয় হলো স্মরণ । এই স্মরণই ভালোবাসা প্রদান করে । অনেক মিষ্টি, অনেক প্রিয় হতে চাইলে, উঁচু পদ প্রাপ্ত করতে চাও, তাহলে পরিশ্রম করো । তা নাহলে খুবই অনুতাপ করবে, কেননা অনেক বাচ্চা আছে, যারা স্মরণে থাকতে পারে না, পরিশ্রান্ত হয়ে যায়, তাই ছেড়ে দেয় । এক তো দেহী - অভিমানী হওয়ার জন্য অনেক প্রয়ত্ত্ব করো, নাহলে অনেক কম পদ পাবে । তখন এতটা মিষ্টি কখনোই হবে না । অনেক অল্প বাচ্চাই আছে যাদের এই টান অনুভব হয়, কেননা তারা স্মরণে থাকে । কেবল বাবার স্মরণ প্রয়োজন । যতো স্মরণ করবে ততই অনেক বেশী মিষ্টি হতে পারবে । এই লক্ষ্মী - নারায়ণও আগের জন্মে অনেক স্মরণ করেছিলেন । এই স্মরণেই তাঁরা মিষ্টি হয়েছিলেন । সত্যযুগে সূর্যবংশী হলো প্রথম নম্বরে, চন্দ্রবংশী দ্বিতীয় নম্বরে হয়ে গেলো । এই লক্ষ্মী - নারায়ণ খুবই প্রিয় । এই লক্ষ্মী - নারায়ণের চিত্র আর রাম - সীতার চিত্রের মধ্যে অনেক তফাৎ । এই লক্ষ্মী - নারায়ণের উপর কখনোই কেউ কলঙ্ক লাগায় নি । কৃষ্ণের উপর ভুল করে কলঙ্ক লাগিয়েছে, রাম - সীতার উপরও লাগিয়েছে ।

বাবা বলেন, অতি মিষ্টি তখনই হতে পারবে, যখন মনে করবে, আমি আত্মা । নিজেকে আত্মা মনে করে বাবাকে স্মরণ করাতে অনেক মজা । তোমরা যতো স্মরণ করবে, ততই সতোপ্রধান, ১৬ কলা সম্পূর্ণ হবে । ১৪ কলা তো ডিফেক্ট হয়ে গেলো, তারপর আরো খারাপ হতে থাকে । তোমাদের ১৬ কলা পারফেক্ট হতে হবে । এই জ্ঞান তো সম্পূর্ণ সহজ । যে কেউই আকৃষ্ট হবে । তোমরা কল্পে কল্পে ৮৪ জন্ম নিয়ে এসেছো । এখন ফিরে তো কেউই যেতে পারে না, যতক্ষণ না সম্পূর্ণ পবিত্র হচ্ছে । তা নাহলে সাজা ভোগ করতে হবে । বাবা বার বার বোঝান, যতটা সম্ভব প্রথম - প্রথম এই এক কথা পাকা করো যে, আমি আত্মা । আমি আত্মা নিজের ঘরে থাকি, তখন সতোপ্রধান থাকি, তারপর এখানে জন্মগ্রহণ করি । কেউ অনেক জন্ম, কেউ আবার কম জন্ম নেয় । পরের দিকে তমোপ্রধান হয় । দুনিয়ার সেই সম্মান কম হয়ে যায় । নতুন বাড়ী তৈরী হলে সেখানে কতো আরামের অনুভব হয় । তারপর আবার খারাপ হয়ে যায়, কলা কম হয়ে যায় । বাচ্চারা, তোমরা যদি পারফেক্ট দুনিয়াতে যেতে চাও, তাহলে তোমাদের পারফেক্ট হতে হবে । কেবলমাত্র জ্ঞানকে পারফেক্ট বলা হয় না । আত্মাকে পারফেক্ট হতে হবে । যতটা সম্ভব চেষ্টা করো -- আমি আত্মা, বাবার সন্তান । অন্তরে অনেক খুশী থাকা দরকার । মানুষ তার নিজের লোকেদের দেহধারী মনে করে খুশী হয় । আমি অমূকের সন্তান -- সে হলো অল্পকালের নেশা । বাচ্চারা, তোমাদের এখন বাবার সঙ্গে সম্পূর্ণ বুদ্ধিযোগ লাগাতে হবে, এতে ঝিমিয়ে যেও না । যদিও বিদেশেও যেখানেই যাও না কেন, একটা কথা দৃঢ়ভাবে মনে রেখো যে, বাবাকে স্মরণ করতে হবে । বাবা হলেন প্রেমের সাগর । এই মহিমা কোনো মানুষের জন্য নয় । আত্মা তার নিজের বাবার মহিমা করে । আত্মারা নিজেরা সব ভাই - ভাই । সকলের বাবা হলেন একজন । বাবা সবাইকে বলেন - বাচ্চারা, তোমরা সতোপ্রধান ছিলে, এখন তমোপ্রধান হয়ে গেছো । তমোপ্রধান হওয়ার কারণে তোমরা দুঃখী হয়ে গেছো । এখন আমি আত্মাকে পরমাত্মা বাবা বলছেন, তোমরা প্রথমে পারফেক্ট ছিলে । সব আত্মারা ওখানে পারফেক্টই থাকে । যদিও পার্ট আলাদা - আলাদা, তবুও পারফেক্ট তো, তাই না । পবিত্রতা ছাড়া ওখানে তো কেউই যেতে পারবে না । সুখধামে তোমাদের সুখও থাকে, আবার শান্তিও থাকে, তাই তোমাদের ধর্ম হলো উঁচুর থেকেও উঁচু । ওখানে অপার সুখ থাকে । একবার চিন্তা করে দেখো, আমরা কি তৈরী হই । স্বর্গের মালিক হই । সে

হলো হীরের মতো জন্ম । এখন তো কড়িতুল্য জন্ম । এখন বাবা তোমাদের স্মরণে থাকার ইঙ্গিত দেন । তোমরা তাঁকে ডাকো যে, তুমি এসে আমাদের পতিত থেকে পবিত্র করো । সত্যযুগ হলো সম্পূর্ণ নির্বিকারী । রাম - সীতাকেও সম্পূর্ণ বলা যাবে না । তাঁরা সেকেণ্ডে গ্রেডে চলে যান । স্মরণের যাত্রায় পাস করতে পারেন না । জ্ঞানে যতই তীক্ষ্ণ হও না কেন, বাবার কাছে প্রিয় মনে হবে না । স্মরণে থাকলেই তখন প্রিয় আর মিষ্টি হতে পারবে । তখন বাবাও তোমাদের কাছে প্রিয় মনে হবে । এই পাঠ তো সম্পূর্ণ সাধারণ, তোমাদের পবিত্র হতে হবে, স্মরণে থাকতে হবে । এই কথা খুব ভালোভাবে নোট করে নাও, তারপর এই যে কোথায় - কোথায় ঝামেলা হয়, অহংকার এসে যায়, এই স্মরণের যাত্রায় থাকলে তা আর কখনো হবে না । মূল বিষয় হলো, নিজেকে আত্মা মনে করে বাবাকে স্মরণ করো । দুনিয়াতে মানুষ কতো লড়াই - ঝগড়া করে । জীবন যেন বিষতুল্য করে দেয় । এই অক্ষর সত্যযুগে থাকবে না । ভবিষ্যতে মানুষের জীবন আরো বিষতুল্য হয়ে যাবে । এ হলোই বিষয় সাগর । সবাই ভয়ানক নরকে পড়ে আছে, খুবই দুর্গন্ধের জায়গা । দিনে দিনে এই দুর্গন্ধ বৃদ্ধি পেতে থাকবে । একে বলা হয় নোংরা দুনিয়া । এখানে একে অপরকে দুঃখই দিতে থাকে, কেননা দেহ অভিমানের ভূত রয়েছে । কামের ভূত রয়েছে । বাবা বলেন, তোমরা এই ভূতদের দূর করো । এই ভূতই তোমাদের মুখ কালো করে দেয় । কাম চিতায় বসে কালো হয়ে যায়, তখন বাবা বলেন, আমি সেইসময় এসে জ্ঞান অমৃতের বর্ষণ করি । তোমরা এখন কি তৈরী হচ্ছে । ওখানে তো হীরের মহল হয়, সব প্রকারের বৈভব থাকে । এখানে তো সবই ভেজাল জিনিস । গরুদের খাবার দেখো, সবকিছু থেকে সার বের করে বাকি দিয়ে দেয় । গরুরাও ঠিকমতো খাবার পায় না । কৃষকের গরু দেখো, কেমন এক নম্বর দেখানো হয় । সত্যযুগে গরু এমন সুন্দর হয় যে, সেকথা আর জিজ্ঞেস করো না । দেখলেই মুগ্ধতা এসে যায় । এখানে তো সব জিনিস থেকে সুগন্ধ দূর করে দেয় । এ হলো খুবই ছি ছি দুর্গন্ধের দুনিয়া । তোমরা এই দুনিয়ায় মন লাগিও না । বাব বলেন যে, তোমরা কতো বিকারী হয়ে গেছো । লড়াই - ঝগড়াতে কিভাবে একে অপরকে মারতে থাকে । অ্যাটমিক বম্ব যারা বানায়, তাদেরও কতো মান, এতে সকলেরই বিনাশ হয়ে যায় । বাবা বসে বলেন - আজকের মানুষ কি আর কাল কি হবে ! এখন তোমরা মাঝামাঝি আছে । সুসঙ্গ উদ্ধার করে, আর কুসঙ্গ নাশ করে । তোমরা পুরুষোত্তম হওয়ার জন্য বাবার হাত ধরো । কেউ যদি সাঁতার শেখায়, তাহলে তার হাত ধরতে হয় । না হলে ধাক্কা খাবে তাই এতে হাত ধরতে হবে নাহলে মায়া আকর্ষণ করে নেয় । তোমরা এই সম্পূর্ণ বিশ্বকে স্বর্গ বানাও । নিজেকে নেশাতে রাখা উচিত । আমরা শ্রীমতের দ্বারা নিজেদের রাজত্ব স্থাপন করছি । সমস্ত মনুষ্য মাত্র দান তো করেই । ফকিরদেরও দেয় । তীর্থ যাত্রায় পাণ্ডাদেরও দান করে, তারা একমুঠো চাল তো অবশ্যই দান করবে । এইসব নিয়ম ভক্তিমার্গের চলে আসছে । বাবা এখন আমাদের ডবল দানী বানান । বাবা বলেন, তোমরা এই তিন পদ পৃথিবীতে এই ঈশ্বরীয় ইউনিভার্সিটি, ঈশ্বরীয় হাসপিটাল খোলো, যাতে তোমরা ২১ জন্মের জন্য এসে সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হবে । এখানে তো কি না - কি রোগ হয় । এই রোগে কতো দুর্গন্ধ হয়ে যায় । হাসপাতালের অবস্থা দেখলে তো ঘৃণা আসে । মানুষের কতো কর্মভোগ । এইসব দুঃখ থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য বাবা বলেন -- তোমরা কেবল আমাকে স্মরণ করো, আমি তোমাদের আর কোনো কষ্ট দিই না । বাবা জানেন যে - বাচ্চারা অনেক দুর্দশা দেখেছে । বিকারী মানুষের মুখের চেহারাই পরিবর্তন হয়ে যায় । একদম যেন মৃতের মুখ হয়ে যায় । মাতাল ব্যক্তি যেমন মদ ছাড়া থাকতে পারে না । এই মদে খুব নেশা হয় কিন্তু তাও অল্পকালের জন্য । এতে বিকারী মানুষের আয়ুও কতো কম হয়ে যায় । নির্বিকারী দেবতাদের আয়ু গড়ে ১২৫ - ১৫০ বছর হয় । চিরসুস্থ হলে, আয়ুও তো বৃদ্ধি পাবে, তাই না । শরীরও নিরোগী হয়ে যায় । বাবাকে অবিনাশী সার্জনও বলা হয় । সদগুরু জ্ঞানের ইনজেকশন দিয়েছেন অজ্ঞান অন্ধকার বিনাশের জন্য । বাবাকে জানে না তাই অজ্ঞান অন্ধকার বলা হয়, এ ভারতবাসীদেরই কথা । ক্রাইস্টকে তো জানে যে, অমুক সম্বন্ধে এসেছিলেন । তাঁর তো সম্পূর্ণ লিস্ট আছে । পোপ কিভাবে নম্বরের ক্রমানুসারে গদিটে বসে । এক ভারতই কারোর বায়োগ্রাফি জানে না । এমন বলেও দুঃখহতা, সুখকর্তা পরমাত্মা, হে মাতা - পিতা ---আচ্ছা, মাতা - পিতার বায়োগ্রাফি তো বলা । মানুষ কিছুই জানে না ।

তোমরা জানো যে -- এ হলো পুরুষোত্তম সঙ্গম যুগ । আমরা এখন পুরুষোত্তম তৈরী হচ্ছে, তাই আমাদের সম্পূর্ণভাবে এই পাঠ গ্রহণ করা উচিত । লোক - লজ্জা, কুলের মর্যাদা - এইসবে অনেকেই আটকে থাকে । এই বাবা তো কোনোকিছুর পরোয়া করেননি । কতো গালি খেয়েছেন, কিন্তু না মন, না চিত্ত লাগিয়েছেন তাতে । এই পথে চলতে চলতে ব্রাহ্মণ আটকেও যায় । বাবা ব্রাহ্মণ বানিয়েছিলেন, তাই গালিও খেয়েছেন । সম্পূর্ণ পঞ্চায়েত একদিকে আর দাদা অন্যদিকে । সমস্ত সিঙ্ক্রি পঞ্চায়েত বলেছিলো -- এ কি করছো ? আরে, গীতাতে তো ভগবান উবাচঃ আছে -- কাম মহাশত্রু, একে জয় করতে পারলে বিশ্বের মালিক হতে পারবে । এ তো গীতার অক্ষর । আমাকে দিয়েই কেউ বলায় যে, কাম বিকার জয় করলে তোমরা জগৎজিৎ হবে । এই লক্ষ্মী - নারায়ণও তো জয় করেছিলেন, তাই না । এতে লড়াই ইত্যাদির কোনো কথা নেই । আমি তোমাদের স্বর্গের বাদশাহী দিতে এসেছি । তোমরা এখন পবিত্র হও আর বাবাকেই স্মরণ করো । স্ত্রী বলে, আমি পবিত্র হবো, স্বামী বলে, আমি হবো না । তখন একজন হাঁস আর একজন বক হয়ে যায় । বাবা এসে তোমাদের জ্ঞান

রত্ন চয়নকারী হংস তৈরী করেন, কিন্তু একজন হলো আর একজন হলো না, তখন ঝগড়া হয়। শুরুতে তো অনেক শক্তি ছিলো। এখন এখন এত শক্তি কারোর কারোর মধ্যে নেই। যদিও তারা বলে যে, আমরা উত্তরাধিকারী কিন্তু উত্তরাধিকারী হওয়ার বিষয় আলাদা। শুরুতে তো একদম ম্যাজিক ছিলো। বড় বড় ঘরের লোকেরা চট করে ছেড়ে আসতো উত্তরাধিকার পেতে। তারা যোগ্য হয়ে গেছে। প্রথম প্রথম যারা আসতো, তাদের মধ্যে বিশেষ গুণ ছিলো। এখন সামান্য কিছুই এমন হবে। লোক - লজ্জা অনেক আছে। প্রথমে যারা এসেছিলো, তারা অনেক সাহস দেখিয়েছিলো। এখন এতটা সাহস কেউ রাখবে - এ খুবই মুশকিল। হ্যাঁ, গরীবরা রাখতে পারে। মালার দানা হতে হলে তো পুরুষার্থ করতেই হবে। মালা তো অনেক বড়। ৮ এরও আছে, ১০৮ এরও আছে, আবার ১৬ হাজার ১০৮ এরও আছে। বাবা নিজেই বলেন, তোমরা খুব পরিশ্রম করো। নিজেকে আত্মা মনে করো। সবাই বলে না, কিন্তু যারা নিজেদের অনেক ভালো মনে করে, তাদেরও বিকর্ম হয়ে যায়। যদিও 'স্ত্রানী আত্মা'। তারা খুবই ভালো বুঝতে পারে, কিন্তু যোগের অভাব, তাই বাবার হৃদয়ে বিরাজ করতে পারে না। স্মরণে না থাকলে তো আর হৃদয়ে বিরাজ করতে পারবে না। স্মরণের দ্বারাই তো স্মরণ মিলিত হবে, তাই না। শুরুতে চট করে বলিহারি যেতো। এখন বলিহারি যাওয়া তো মাসির ঘরে যাওয়ার মতো সহজ নয়। মূল বিষয় হলো স্মরণ, তখনই খুশীর পারদ চড়বে। তোমাদের যতো কলা কম হয়ে গিয়েছে, ততই দুঃখ বৃদ্ধি পেয়েছে। এখন যতো কলা বৃদ্ধি পাবে, ততই খুশীর পারদ চড়তে থাকবে। পরের দিকে তোমাদের সব সাক্ষাৎকার হবে যে, বেশী স্মরণ করলে কি পদ প্রাপ্ত হয়। অনেক পরে তোমাদের সাক্ষাৎকার হবে। বিনাশ যখন হবে, তখন তোমরা স্বর্গের সাক্ষাৎকারের হালুয়া খাবে। বাবা বারবার বোঝান - তোমরা স্মরণ করা বাড়াও। কাউকে কিছুটা বোঝালে - এতে বাবা খুশী হন না। এক পণ্ডিতের কথাও তো আছে, তাই না। বলেছিলো, রাম - রাম করলে সাগর পার হয়ে যাবে। এতে দেখানো হয় যে -- নিশ্চয়েই বিজয়। বাবার প্রতি সংশয় এলে বিনশস্তী হয়ে যায়। বাবার স্মরণেই পাপমুক্ত হওয়া যায়, রাতদিন এই প্রয়াস করা উচিত। তখনই কর্মেন্দ্রিয়ের চঞ্চলতা বন্ধ হয়ে যাবে। এতে অনেক পরিশ্রম। অনেকই আছে, যারা স্মরণের চার্ট রাখে না। মনে করো তাদের কোনো ভিত্তিই নেই। যতটা সম্ভব, যেভাবেই হোক স্মরণ করতে হবে, তখনই সত্যপ্রধান, ১৬ কলা সম্পন্ন হতে পারবে। পবিত্রতার সঙ্গে সঙ্গে স্মরণের যাত্রারও প্রয়োজন। পবিত্র থাকলেই স্মরণে থাকতে পারবে। এই পয়েন্ট খুব ভালোভাবে ধারণ করো। বাবা কতো নিরহংকারী। পরের দিকে সবাই তোমাদের চরণে মাথা নত করবে। ওরা বলবে, বরাবর এই মাতারাই স্বর্গের দ্বার খোলে। স্মরণের জোর এখন কম। তোমরা কোনো দেহধারীকেই স্মরণ করো না। তমোপ্রধান থেকে সত্যপ্রধান হওয়াতেই পরিশ্রম। আচ্ছা।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের বাবার ওঁনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) এই পতিত ছিঃ ছিঃ দুঃখদায়ী দুনিয়ার প্রতি মন লাগিও না। এক বাবার হাত ধরে এর থেকে পার হতে হবে।

২) মালার দানা হওয়ার জন্য খুব সাহস করে পুরুষার্থ করতে হবে। স্ত্রান রত্ন চয়নকারী হংস হতে হবে কোনো বিকর্ম করো না।

বরদান:- বাবা এবং সেবার স্মৃতির দ্বারা একরস স্থিতির অনুভবকারী সর্ব আকর্ষণ মুক্ত ভব*
সেবকের যেমন সর্বদা সেবা আর প্রভু স্মরণে থাকে। তেমনই এই পৃথিবীর সেবক, প্রকৃত সেবাধারী বাচ্চাদেরও বাবা এবং সেবা ব্যতীত কিছুই স্মরণে থাকে না, এতেই একরস স্থিতিতে থাকার অনুভব হয়। তাদের এক বাবার রস ব্যতীত সব রসই নীরস লাগে। এক বাবার রসের অনুভব হওয়ার কারণে কোথাও আকর্ষণ যেতে পারে না, এই একরস স্থিতির তীব্র পুরুষার্থই সর্ব আকর্ষণ থেকে মুক্ত করে দেয়। এটাই হলো শ্রেষ্ঠ লক্ষ্য।

স্লোগান:- সংকটময় পরিস্থিতির পেপারে পাস করার জন্য নিজের প্রকৃতিকে শক্তিশালী বানাও।*

২৬-০৮-২০২০ প্রাতঃ মুরলী ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

প্রশ্ন:- বিকারের অংশ সমাপ্ত করার জন্য কোন্ পুরুষার্থ করতে হবে?

উত্তর:- নিরন্তর অন্তর্মুখী থাকার পুরুষার্থ করো। অন্তর্মুখ অর্থাৎ সেকেন্ডে শরীর থেকে ডিট্যাচ। এই দুনিয়ার সবকিছু একদম ভুলে যেতে হবে। এক সেকেন্ডে উপরে যাওয়া আর আসা। এই অভ্যাসের দ্বারাই বিকারের অংশ সমাপ্ত হয়ে যাবে। কর্ম করতে করতে মাঝে-মাঝেই অন্তর্মুখী হয়ে যাও, এইরকম মনে হবে, চারদিক যেন একদম নিস্তব্ধ। নামমাত্রও আওয়াজ বা নড়াচড়া নেই। যেন মনে হবে যে, এই সৃষ্টি-ই নেই।

ওম্ শান্তি। এখানে প্রত্যেককে বসানোর পর বলা হয় যে, অশরীরী হয়ে বাবার স্মরণে বসো আর সাথে সাথে এই সৃষ্টিচক্রকেও স্মরণ করো। মানুষ ৮৪ বারের চক্রকে বুঝতে পারে না। একদমই কিছু জানেনা। যে ৮৪ বার এই জন্ম-মৃত্যুর চক্রে এসেছে সে-ই বোঝার জন্য এখানে আসবে। তোমাদেরকে এটাই স্মরণ করতে হবে, একেই স্বদর্শনচক্র বলা যায়, যার দ্বারা আসুরিক চিন্তাভাবনা সমাপ্ত হয়ে যায়। এই রকম নয় যে, কোনো অসুর বসে আছে, যার গলা কেটে যাবে। মানুষ স্বদর্শন চক্রেরও অর্থ বুঝতে পারে না। এই জ্ঞান বাচ্চারা, তোমাদের এখানেই প্রাপ্ত হয়। গৃহস্থ ব্যবহারে কমল ফুল সম থেকে পবিত্র হও। ভগবান উবাচঃ, তাই না। এই এক জন্ম পবিত্র হলে ভবিষ্যতের ২১ জন্ম তোমরা পবিত্র দুনিয়ার মালিক হতে পারবে। সত্যযুগকে বলা যায় শিবালয়। কলিযুগ হল বেশ্যালয়। এই দুনিয়া পরিবর্তন হতে থাকে। ভারতেরই কথা বলা হয়েছে। তোমরা অন্যদের কথায় কর্ণপাত করো না। তারা বলে, জন্তু-জানোয়ারদের কি হবে? অন্যান্য ধর্মগুলির কি হবে? বলা - প্রথমে নিজেকে তো বোঝো, পরে অন্যদের কথা ভাববে। ভারতবাসীরাই নিজের ধর্মকে ভুলে দুঃখী হয়ে গেছে। ভারতেই আহ্বান করে - তুমি মাতা-পিতা... বিদেশে মাতা-পিতা এই শব্দই বলা হয় না। তারা তো কেবল গডফাদার বলে ডাকে। বরাবর ভারতই সুখ-সম্পদে সমৃদ্ধ ছিল, ভারতেই স্বর্গ ছিল - এটাও তোমরা জেনে গেছ। বাবা এসে কাঁটার ফুল বানাচ্ছেন। বাবাকে বাগানের মালিও বলা হয়। তোমরা বলেছিলে যে - এসে কাঁটা থেকে আমাদেরকে ফুল বানাও। বাবা ফুলের বাগান বানাতে এসেছেন। কিন্তু মায়া পুনরায় কাঁটার জঙ্গল বানিয়ে দেয়। মানুষ তো বলে দেয় যে - ঈশ্বর তোমার মায়া হল অত্যন্ত প্রবল। না ঈশ্বরকে আর না মায়াকে তারা বুঝতে পারে। কেউ যদি কিছু শব্দ বলে দেয়, ব্যস্ সেটাই পুনরাবৃত্তি করতে থাকে। অর্থ কিছুই জানেনা। বাচ্চারা, তোমরা বুঝতে পারো যে, এই ড্রামা হল রামরাজ্য আর রাবণ রাজ্যের খেলা। রাম রাজ্যে সুখ, আর রাবণ রাজ্যে হয় দুঃখ। এখানকারই কথা। এখানে কোনও প্রভুর মায়া নেই। মায়া বলা যায় ৫ বিকারকে। যাকে রাবণও বলা হয়। এছাড়া মানুষ তো পুনর্জন্ম নিয়ে ৮৪-র চক্রে আসে। সত্যোপনী থেকে তমোপ্রধান তো হতেই হয়। এই সময় সবাই বিকারের দ্বারা জন্মগ্রহণ করে, এইজন্য বিকারী বলা যায়। নামও আছে পতিত দুনিয়া আর পবিত্র দুনিয়া। অর্থাৎ পুরানো দুনিয়া থেকে নতুন দুনিয়া কিভাবে হয়, এটাই তো বোঝার জন্য সাধারণ বিষয়। নতুন দুনিয়ায় প্রথমে স্বর্গ ছিল। বাচ্চারা জানে যে, স্বর্গের স্থাপনা যিনি করেন তিনি হলেন পরম পিতা পরম আত্মা, তাঁর থেকেই সুখ-সমৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। জ্ঞানের দ্বারা দিন, ভক্তির দ্বারা রাত কিভাবে হয় - এটাও কেউ বুঝতে পারে না। বলে যে - ব্রহ্মা তথা ব্রহ্মা মুখ-বংশাবলী ব্রাহ্মণদের দিন আর সেই ব্রাহ্মণদেরই রাত। দিন আর রাত এখানেই হয়ে থাকে, এটাও কেউ বুঝতে পারেনা। প্রজাপিতা ব্রহ্মার রাত, তো অবশ্যই ব্রহ্মা মুখবংশাবলী ব্রাহ্মণদেরও রাত হবে। অর্ধকল্প দিন, অর্ধকল্প রাত।

এখন বাবা এসেছেন নির্বিকারী দুনিয়া বানাতে। বাবা বলছেন - বাচ্চারা, কাম হল মহাশত্রু, তার উপর বিজয় পেতে হবে। সম্পূর্ণ নির্বিকারী পবিত্র হতে হবে। অপবিত্র হওয়ার কারণে তোমরা অনেক পাপ করেছ। এটা হলই পাপাত্মাদের দুনিয়া। পাপ অবশ্যই শরীরের সাথেই করবে, তবেই পাপাত্মা হবে। দেবতাদের পবিত্র দুনিয়াতে পাপ থাকে না। এখানে তোমরা শ্রীমতের দ্বারা শ্রেষ্ঠ পূণ্য আত্মা তৈরি হচ্ছে। শ্রী শ্রী ১০৮ এর মালা হয়ে থাকে। উপরে থাকে ফুল, তাকে বলা হয় শিব। তিনি হলেন নিরাকারী ফুল। পুনরায় সাকারে মেল-ফিমেল থাকে। তাদেরও মালা তৈরী হয়। শিববাবার দ্বারা ঐনারা পূজ্য এবং স্মরণ যোগ্য হন। বাচ্চারা, তোমরা জানো যে বাবা আমাদেরকে বিজয়মালার দানা বানাচ্ছেন। স্মরণের শক্তির দ্বারা আমরাই বিশ্বের উপর বিজয় প্রাপ্ত করছি, স্মরণের দ্বারাই বিকর্ম বিনাশ হয়। পুনরায় তোমরা সত্যোপধান হয়ে যাবে। তারা তো কিছু না বুঝতে পেরেই বলে দেয় যে প্রভু তোমার মায়া অত্যন্ত প্রবল। কারো কাছে বেশি ধন থাকলে, তারা বলে এর কাছে অনেক মায়া আছে। বাস্তবে মায়া ৫ বিকারকে বলা যায়, যাকে রাবণও বলা হয়। তারা তো আবার ১০ মাথা

যুক্ত রাবণের চিত্র বানিয়ে দিয়েছে। এখন চিত্র আছে তাই বোঝানো হয়ে থাকে। যেরকম অঙ্গদ-এর জন্যও দেখানো হয় যে, রাবণ তাকে নড়ানোর চেষ্টা করেও নড়াতে পারেনি। সেটারও দৃষ্টান্ত বানিয়ে দিয়েছে। এছাড়া অন্য কোনও বিষয় নেই। বাবা বলছেন যে - মায়া তোমাদেরকে যতই নড়ানোর চেষ্টা করুক না কেন, তোমরা স্থির থাকো। রাবণ, হনুমান, অঙ্গদ আদি এইসব দৃষ্টান্ত বানিয়ে দিয়েছে। যার অর্থ বাচ্চারা তোমরাই জানো। ভ্রমরীর দৃষ্টান্তও দেখানো হয়। ভ্রমরী আর ব্রাহ্মণীর রাশি মিলে যায়। তোমরা বিষ্ঠার পোকাকে জ্ঞান যোগের ভোঁ ভোঁ করে পতিত থেকে পবিত্র বানাও। বাবাকে স্মরণ করো তাহলেই সত্যোপদান হয়ে যাবে। কচ্ছপেরও দৃষ্টান্ত দেখানো হয়। ইন্দ্রিয়গুলিকে সংকুচিত করে অন্তর্মুখী হয়ে বসে যায়। তোমাদেরকেও বাবা বলছেন যে - যদিও কর্ম করো, তারপর অন্তর্মুখী হয়ে যাও। যেন মনে হবে এই সৃষ্টি-ই নেই। নামমাত্র শব্দও বন্ধ হয়ে যাবে। ভক্তি মার্গে বহিমুখী হয়ে গিয়েছিলে। গীত গাওয়া, এই করা, ঐ করা, কত হাপামা, কত থরচা হয়। কত মেলা লাগে। বাবা বলেন - এই সব ছেড়ে অন্তর্মুখী হয়ে যাও। যেন মনে হবে এই সৃষ্টি-ই নেই। নিজেকে দেখো আমি যোগ্য হতে পেরেছি ? কোনও বিকার তো বিরক্ত করছে না ? আমি বাবাকে স্মরণ করছি ? বাবা, যিনি বিশ্বের মালিক বানাচ্ছেন, এইরকম বাবাকে দিন-রাত স্মরণ করতে হবে। আমি হলাম আত্মা, তিনি হলেন আমাদের বাবা। মনের মধ্যে যেন এটাই চলতে থাকে - আমরা এখন নতুন দুনিয়ার ফুল তৈরি হচ্ছে। আকন্দ বা টগর ফুল হব না। আমাদের তো একদম কিং অফ ফ্লাওয়ার (ফুলের রাজা) একদম সুগন্ধি ফুল হতে হবে। কোনও প্রকারের দুর্গন্ধ যেন না থাকে। খারাপ চিন্তা সব বের করে দিতে হবে। মায়ার তুফান নিচে নামানোর জন্য অনেক আসবে। কর্মেন্দ্রিয়ের দ্বারা কোনো বিকর্ম করো না। এইভাবে নিজেকে পাকাপোক্ত করতে হবে। নিজেকে শুধরাতে হবে। কোনও দেহধারীকে আমি স্মরণ করবো না। বাবা বলেন - নিজেকে আত্মা মনে করে আমাদের স্মরণ করো, শরীর নির্বাহের জন্য কর্মও করো। তার মধ্যেও সময় বের করতে পারবে। খাবার খাওয়ার সময়ও বাবার মহিমা করতে থাকো। বাবাকে স্মরণ করে খেলে ভোজনও পবিত্র হয়ে যায়। যখন বাবাকে নিরন্তর স্মরণ করবে, তখন স্মরণের দ্বারাই অনেক জন্মের পাপ কেটে যাবে আর তোমরা সত্যোপদান হয়ে যাবে। দেখতে হবে যে আমি কতটা সত্যিকারের সোনা হতে পেরেছি ? আজকে কত ঘন্টা স্মরণে ছিলাম ? কাল তিন ঘন্টা স্মরণে ছিলাম, আজ দু' ঘন্টা - তাহলে তো আজ ক্ষতি হয়ে গেছে। চড়াই-উৎরাই হতেই থাকবে। তীর্থযাত্রা করতে গেলে কোথাও উঁচু কোথাও নীচুতে নামতে হয়। তোমাদের অবস্থাও নিচু উপর হতে থাকবে। নিজের খাতা দেখতে হবে। মুখ্য হল স্মরণের যাত্রা।

ভগবানুবাচ তো অবশ্যই বাচ্চাদেরকেই পড়াবেন, তাই না! সমগ্র দুনিয়াকে কিভাবে পড়াবেন। এখন ভগবান কাকে বলা যাবে ? কৃষ্ণ তো হল শরীরধারী। ভগবান তো হলেন নিরাকার পরমপিতা পরমাত্মাকেই বলা যায়। তিনি নিজে বলেন যে - আমি সাধারণ শরীরে প্রবেশ করি। ব্রহ্মাকেও বৃদ্ধ শরীরে দেখানো হয়। সাদা দাড়ি গোঁফ তো বৃদ্ধেরই হয়ে থাকে, তাই না! অনুভবী রথই চাই অবশ্যই। ছোট রথে কি তিনি প্রবেশ করবেন ? তিনি নিজেই বলেন যে, আমাদের কেউ জানেই না। তিনি হলেন সুপ্রিম গডফাদার বা সুপ্রিম সোল। তোমরাও ১০০% পবিত্র ছিলে, এখন ১০০% অপবিত্র হয়ে গেছে। সত্যযুগে ১০০% পবিত্র ছিল, তাই শান্তি এবং সমৃদ্ধিও ছিল। মুখ্য হলো পবিত্রতা। তোমরা দেখও যে, পবিত্র আত্মার কাছে অপবিত্ররা মাথা নত করে, তার মহিমা গীত করে। সন্ন্যাসীদের সামনে এইরকম কখনো বলবে না যে - আপনি হলেন সর্বগুণসম্পন্ন আমি হলাম পাপী নীচ। দেবতাদের সামনে এইরকম বলে থাকে। বাবা বুঝিয়েছেন যে - কুমারীকে সবাই প্রণাম করে, কিন্তু বিয়ে করার পর সেই কুমারী গিয়ে সকলের কাছে মাথা নত করে, কেননা সে বিকারী হয়ে যায়, তাই না ! এখন বাবা বলছেন যে - তোমরা নির্বিকারী হলে অর্ধকল্প নির্বিকারীই থাকবে। এখন ৫ বিকারের রাজ্য সমাপ্ত হয়ে যায়। এটা হলো মৃত্যুলোক, সেটা হল অমর লোক। এখন তোমাদের আত্মাদের জ্ঞানের তৃতীয় নেত্র প্রাপ্ত হয়েছে। বাবা-ই প্রদান করেন। কপালে তিলকও দেন। এখন আত্মাদের জ্ঞান প্রাপ্ত হচ্ছে। কিসের জন্য ? তোমরা নিজেরাই নিজেকে রাজ তিলক দাও। যেরকম ব্যারিস্টারি যারা পড়ে, তারা পড়াশোনা করে নিজেরাই নিজেকে ব্যারিস্টারির তিলক দিয়ে দেয়। পড়লেই তিলক প্রাপ্ত হবে। আশীর্বাদের দ্বারা কিছু হবে না। তারপর তো সকলের উপরেই টিচার কৃপা করেন, সবাই পাস হয়ে যায়। বাচ্চাদেরকে নিজেদেরকেই নিজেদেরকে রাজ তিলক দিতে হবে। বাবাকে স্মরণ করলে বিকর্ম বিনাশ হবে আর চক্রকে স্মরণ করলে চক্রবর্তী মহারাজা হয়ে যাবে। বাবা বলেন যে - আমি তোমাদেরকে রাজাদেরও রাজা বানাচ্ছি। দেবী-দেবতারা হলেন ডবল মুকুটধারী। পতিত রাজারাও তাঁদেরকে পূজা করে। তোমাদেরকে পূজারী রাজাদের থেকেও উঁচু বানাচ্ছি। যে অনেক দান-পূণ্য করে, সে রাজার ঘরে জন্ম নেয়, কেননা কর্ম ভালো করেছে। এখন এখানে তোমাদের প্রাপ্ত হয় অবিনাশী জ্ঞান ধন, সেটাকে ধারণ করে পুনরায় দান করতে হবে। এটাই হলো সোর্স অফ ইনকাম। টিচারও জ্ঞানের দান করতে থাকেন। সেই পড়া হল অল্পকালের জন্য। বিদেশ থেকে পড়াশোনা করে আসে। আসার পরেই হার্ট ফেল হয়ে গেলে তো সমস্ত পড়াই শেষ হয়ে যায়। তাহলে সেই পড়া বিনাশী হয়ে গেলো, তাই না। সমস্ত পরিশ্রমই ব্যর্থ চলে যায়। তোমাদের পরিশ্রম এইভাবে ব্যর্থ যায় না। তোমরা যত ভালো করে পড়বে ততই ২১ জন্ম তোমাদের এই পড়া বজায়

থাকবে। সেখানে অকালে মৃত্যু হয় না। এই পড়া তোমাদের সাথে যাবে।

বাবা যেরকম কল্যাণকারী সেই রকম বাচ্চারা, তোমাদেরকেও কল্যাণকারী হতে হবে। সবাইকে রাস্তা বলে দিতে হবে। বাবা তো অনেক ভালো ভালো রায় দেন। একটাই কথা বোঝাও যে, সর্বশ্রেষ্ঠ শিরোমণী শ্রীমৎ ভাগবত গীতার এত মহিমা কেন ? ভগবানেরই শ্রেষ্ঠ মত হয়। এখন ভগবান কাকে বলা যাবে ? ভগবান তো একটাই হয়। তিনি হলেন নিরাকার, সমস্ত আত্মাদের বাবা, এই জন্য নিজেদের মধ্যে ভাই-ভাই বলতে থাকে, পুনরায় যখন ব্রহ্মার দ্বারা নতুন সৃষ্টির রচনা হয়, তখন ভাই বোন হয়ে যায়। এই সময় তোমরা ভাই-বোন হয়ে পবিত্র থাকো। এটাই হলো যুক্তি। ক্রিমিনাল আই (চোখ) একদম যেন সমাপ্ত হয়ে যায়। সতর্ক থাকতে হবে। আমাদের চোখ কোথাও ধোঁকা দিচ্ছে না তো ? বাজারে ছোলা ভাজা দেখে কিছু মনে হয় না তো ? এই রকম অনেকেরই মনে মনে খেতে ইচ্ছা হয়, তারপর খেয়ে নেয়। কোনো ভাইয়ের সাথে ব্রাহ্মণী কোথাও যাওয়ার সময় ভাই যদি বলে - ছোলা খাবেন, একবার খেলে পাপ হবে না। যে কাঁচা হবে সে শীঘ্রই খেয়ে নেবে। এবিস্যে শাস্ত্রেও অর্জুনের দৃষ্টান্ত দেখানো হয়েছে। এই সমস্ত গল্প বসে বানানো হয়েছে। কিন্তু সবই হলো এই সময়কার কথা।

তোমরা সবাই হলে সীতা। তোমাদেরকে বাবা বলছেন যে - এক বাবাকে স্মরণ করো, তাহলেই পাপ বিনাশ হয়ে যাবে। এটা ছাড়া আর অন্য কিছু কথা নেই। এখন তোমরা বুঝতে পেরেছ যে রাবণ কোনও মানুষ নয়। যখন বিকারে প্রবেশ হয় তখনই রাবণ সম্প্রদায় বলা হয়। যে রকম কেউ কেউ এমন কাজ করে যে তাকে বলা হয়, তুমি তো একদম অসুর হয়ে গেছো। চাল-চলন আসুরিক হয়ে গেছে। বিকারী বাচ্চাকে বলা যে, তুমি তো কুল কলঙ্কিত করছো। এখানে পুনরায় অসীম জগতের বাবা বলছেন, তোমাদেরকে আমি কালো থেকে গোরা বানাতে এসেছি, পুনরায় তোমরা মুখ কালো করে ফেলো। প্রতিজ্ঞা করেও পুনরায় বিকারী হয়ে যাও। কালোর থেকেও কালো হয়ে যাও, এইজন্য পাথর বুদ্ধি বলা যায়। পুনরায় এখন তোমরা পরশবুদ্ধি তৈরি হচ্ছে। তোমাদের এখন উন্নতি কলা হয়। বাবাকে চেনা আর বিশ্বের মালিক হওয়া। সংশয়ের কথা হতেই পারে না। বাবা হলেন হেভেনলি গডফাদার। তাই অবশ্যই হেভেন উপহার হিসেবে নিয়ে আসবেন, বাচ্চাদের জন্য। শিবজয়ন্তীও মানায় -- সেখানে কি কি হয়? ব্রত আদি রাখে। বাস্তবে ব্রত রাখতে হবে বিকারের। বিকারে যেও না। এর দ্বারাই তোমরা আদি, মধ্য, অন্ত দুঃখ পেয়েছ। এখন এই একজন্ম পবিত্র হও। পুরানো দুনিয়ার বিনাশ সামনে দাঁড়িয়ে আছে। তোমরা দেখবে যে ভারতে ৯ লক্ষ আত্মা থাকবে, পুনরায় সব শান্ত হয়ে যাবে। অন্যান্য কোনও ধর্মই থাকবে না যে তালি বাজবে। এক ধর্মের স্থাপনা বাকি সমস্ত ধর্মের বিনাশ হয়ে যাবে। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ঔনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) অবিনাশী জ্ঞান-ধন নিজের মধ্যে ধারণ করে পুনরায় দান করতে হবে। পড়াশোনার দ্বারা নিজেই নিজেকে রাজতিলক দিতে হবে। যেরকম বাবা হলেন কল্যাণকারী সেরকমই কল্যাণকারী হতে হবে।

২) খাদ্য পানীয়ের উপর সম্পূর্ণ সতর্ক থাকতে হবে। কখনো চোখ যেন ধোঁকা না দেয়, এটাও সতর্ক থাকতে হবে। নিজেকে শুধরাতে হবে। কর্মেন্দ্রিয়ের দ্বারা কোনও বিকর্ম করো না।

বরদান:- বীজরূপ স্থিতির দ্বারা সমগ্র বিশ্বকে লাইটরূপী জল দান করে বিশ্ব কল্যাণকারী ভব*

ব্যখ্যা :- বীজরূপ স্টেজ হল সবথেকে পাওয়ারফুল স্টেজ। স্টেজ লাইট হাউসের কাজ করে। এর দ্বারা সমগ্র বিশ্বে লাইট ছড়িয়ে দেওয়ার নিমিত্ত হতে পারে। যে রকম বীজ দ্বারা সতঃতই সমগ্র বৃক্ষ জল প্রাপ্ত করতে পারে, এই রকমই যখন বীজরূপ স্টেজে স্থিত থাকো, তখন সমগ্র বিশ্বে লাইটরূপী জল প্রাপ্ত হয়। কিন্তু সমগ্র বিশ্ব পর্যন্ত নিজের লাইট ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য বিশ্ব কল্যাণকারীর পাওয়ারফুল স্টেজ চাই। এর জন্য লাইট হাউস হও নাকি বাব্ব! প্রত্যেক সংকল্পে যেন এই স্মৃতি থাকে যে, সমগ্র বিশ্বের কল্যাণ হোক।

স্লোগান:- মানিয়ে নেওয়ার শক্তি বিপরীত পরিস্থিতিতে পাশ উইথ অনার বানিয়ে দেবে।*

২৭-০৮-২০২০ প্রাতঃ মুরলী ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

প্রশ্নঃ - কোন্ বাচ্চারা নিজেদের অনেক ক্ষতি করে ?

উত্তরঃ - যারা কোনও কারণে মুরলী ক্লাস মিস করে, তারা নিজের অনেক ক্ষতি করে। অনেক বাচ্চারা নিজেদের মধ্যে মন খারাপ করে ক্লাসে যায় না। অজুহাত দেখিয়ে ঘরে থাকে, ঘুমায়, ফলে তারা নিজেরই ক্ষতি করে। কারণ বাবা তো রোজ বিভিন্ন প্রকারের নতুন যুক্তি বলতেই থাকেন, সেসব যদি বাচ্চারা না শোনে তবে সেগুলিকে ব্যবহার করবে কীভাবে।

ওম্ শান্তি। মিষ্টি-মিষ্টি আল্লারুপী (রুহানী) বাচ্চারা এই কথা তো জানে যে, এখন আমরা বিশ্বের মালিক হওয়ার জন্য পুরুষার্থ করছি। যদিও মায়া ভুলিয়ে দেয়। কেউ তো সারা দিন ভুলেই থাকে। কখনো স্মরণই করে না যে, খুশীর অনুভূতি হবে। আমাদের ভগবান পড়ান সে কথাও ভুলে যায়। ভুলে যাওয়ার জন্য কেউ সার্ভিসও করতে পারে না। রাতে বাবা বুঝিয়েছেন - অধমের চেয়েও অধম যে বেশ্যারা আছে, তাদের সার্ভিসও করা চাই। বেশ্যাদের জন্য তোমরা ঘোষণা করে দাও যে, তোমরা বাবার এই জ্ঞান বুদ্ধিতে ধারণ করে স্বর্গের বিশ্বের মহারানী হতে পারো, ধনী মানুষ যা হতে পারে না। যারা জানে, শিক্ষিত, তারা ব্যবস্থা করবে তাদেরকে জ্ঞান প্রদান করবার। তাহলে তারাও খুব খুশী হবে, কারণ তারাও হল অবলা, তাদেরকে তোমরা জ্ঞান বোঝাতে পারো। যুক্তি তো অনেক আছে যা বাবা বোঝাতে থাকেন। বলো, তোমরাই উঁচু থেকে উঁচুতে ছিলে, এখন নীচু থেকে নীচু হয়েছো। তোমাদের নামেই ভারত বেশ্যালয় হয়েছে। আবার তোমরা শিবালয়ে যেতে পারো - এই পুরুষার্থ করলে। তোমরা এখন অর্থ উপার্জনের জন্য খুবই পতিত কাজ করছো। এখন এইসব ত্যাগ করো। এমন করে বোঝালে তারা অনেক খুশী হবে। তোমাদের কেউ বাধা দেবে না। এই কথা তো ভালো কথা, তাই না। গরীবদের আছেন কেবল ভগবান। অর্থ উপার্জন করার জন্য মানুষ কত পতিত কাজ করে। তাদের এটাই ব্যবসা। এখন বাচ্চারা বলে, আমরা যুক্তি উপস্থাপন করবো যাতে সার্ভিস কীভাবে বৃদ্ধি পায়। অনেক বাচ্চারা অনেক কথায় রুপ্ত হয়। পড়াশোনাও ছেড়ে দেয়। এইটুকু বুঝতে পারেনা যে, পড়াশোনা ত্যাগ করলে নিজেরই ক্ষতি হবে। রুপ্ত হয়ে ঘরে বসে থাকে। অমুকে এমন বলেছে, তাই আসি না। অতি কষ্টে সপ্তাহে একদিন আসে। বাবা তো মুরলীতে কত রকমের পরামর্শ দেন। মুরলী তো শোনা উচিত, তাইনা। যখন ক্লাসে আসবে তখনই তো শুনবে। এমন অনেকে আছে, কারণে অকারণে অজুহাত দেখিয়ে ঘুমিয়ে থাকবে। আচ্ছা, আজ যাবো না। আরে, বাবা এমন ভালো-ভালো জ্ঞানের পয়েন্ট দেন। সার্ভিস করবে তবে তো উঁচু পদ-মর্যাদাও পাবে। এ হল পড়াশোনা। বেনারস হিন্দু ইউনিভার্সিটি ইত্যাদিতে শাস্ত্র ইত্যাদি অনেক পড়ে। অন্য কোনও বিষয় নেই, শাস্ত্র কণ্ঠস্থ করে সংসঙ্গে পাঠ করা শুরু করে দেয়। তাতে কোনও উদ্দেশ্য ইত্যাদি নেই। এই পড়াশুনার দ্বারা সকলের সদগতি হয়। অতএব বাচ্চারা, তোমাদেরকে এমন এমন অধমদেরও সার্ভিস করতে হবে। ধনী লোকেরা যখন দেখবে এখানে এমন এমন মানুষ আসে তখন তাদের আসার ইচ্ছে থাকবে না। দেহ-অভিমান আছে, তাইনা। তাদের লজ্জা বোধ হবে। আচ্ছা, তাহলে একটা আলাদা স্কুল খুলে দাও। জাগতিক পড়াশোনা হল পাই পয়সার, শরীর নির্বহনের জন্য। এইটি তো হল ২১ জন্মের জন্য। অনেকের কল্যাণ হয়ে যাবে। প্রায়শই মাতারা জিজ্ঞাসা করেন, বাবা ঘরে গীতা পাঠশালা খুলতে পারি ? তাদের ঈশ্বরীয় সেবার আগ্রহ থাকে। পুরুষরা তো ক্লাবে ইত্যাদিতে ঘুরে বেড়ায়। ধনী মানুষের এই দুনিয়াই স্বর্গ বোধ হয়। কত রকমের ফ্যাশন ইত্যাদি করে। কিন্তু দেবতাদের ন্যাচারাল বিউটি দেখো, কত সুন্দর। কতখানি তফাৎ। যদিও এইখানে তোমাদের সত্য কথা বলা হয়, তাই এখানে সংখ্যা অনেক কম। তাও আবার গরীবরা। ভক্তির দিকে সবাই চলে যায়। সেখানে শৃঙ্গার ইত্যাদি করে যায়। গুরুরা বিবাহের জন্য আশীর্বাদ ইত্যাদিও করান। এখানে কারো আশীর্বাদ অনুষ্ঠান করা হয় রক্ষা করার জন্য। যাতে কামবিকার রূপী চিতায় পুড়ে না যায়। জ্ঞান চিতায় বসে পদ্মগুণ ভাগ্যশালী হয়ে যায়। মা বাবাকে বলে এই দুর্গতির কর্ম ছেড়ে চলো স্বর্গে। তখন তারা বলে কি করণীয়, এই দুনিয়ার মানুষ আমাদেরকে কু কথা বলবে যে, বংশের নাম খারাপ করেছে। বিবাহ না করানো নিয়ম বিরুদ্ধ আচরণ। লোক লজ্জা, বংশের মর্যাদা কেউ ত্যাগ করতে চায় না। ভক্তি মার্গে গান আছে - আমার তো এক, দ্বিতীয় কেউ নেই। মীরারও গান আছে। নারীদের মধ্যে একনম্বর ভক্ত ছিলেন মীরা, পুরুষদের মধ্যে নারদ, এইরূপ গায়ন আছে। নারদের কাহিনী আছে না ! তোমাদেরকে কোনো নতুন ব্যক্তি যদি বলে - আমি লক্ষ্মীকে বরণ করতে পারি। তবে বলো, নিজেকে দেখেছো ? উপযুক্ত হয়েছো ? পবিত্র সর্বগুণ সম্পন্ন হয়েছো ? এই দুনিয়া হল বিকারী পতিত দুনিয়া। বাবা এসেছেন পবিত্র করে সেসব থেকে মুক্ত করতে। পবিত্র হও, তবে তো লক্ষ্মীকে বরণ করার উপযুক্ত হতে পারবে। এখানে

বাবার কাছে এসে প্রতিজ্ঞা করে বাড়ি ফিরে গিয়ে বিকারগ্রস্ত হয়ে পড়ে। এমন এমন খবর আসে। বাবা বলেন ব্রাহ্মণীরা এমন আত্মাদের নিয়ে আসে যে, তাদের উপরেও প্রভাব পড়ে যায়। ইন্দ্র সভার কাহিনী আছে না ! সুতরাং যে আনবে তাকেও দন্ড ভোগ করতে হবে। বাবা ব্রাহ্মণীদের বলেন, কাঁচাদের আনবে না। তোমাদের অবস্থাও খারাপ হবে। কারণ পতিতদের নিয়ে এসেছে। বাস্তবে ব্রাহ্মণী হওয়া খুবই সহজ। ১০-১৫ দিনে হতে পারবে। বাবা কাউকে বোঝানোর জন্য সহজ যুক্তি বলে দেন। তোমরা ভারতবাসীরা আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্মে ছিলে, স্বর্গবাসী ছিলে। এখন নরকবাসী হয়ে আবার স্বর্গবাসী হতে হবে তাই বিকার ত্যাগ করো। শুধু বাবাকে স্মরণ করো, তাহলে বিকর্ম বিনাশ হয়ে যাবে। কতখানি সহজ। কিন্তু কেউ একটুও বোঝে না। নিজে না বুঝলে অন্যদের বোঝাবে কীভাবে। বাণপ্রস্থ অবস্থায় থেকেও মোহ আকৃষ্ট করে। আজকাল বাণপ্রস্থ অবস্থায় কেউ যায় না। সবাই তমোপ্রধান, তাইনা। এখানেই আটকে থাকে। আগেকার দিনে বাণপ্রস্থদের জন্য বিরাট আশ্রম থাকতো। আজকাল তো আর নেই। ৮০-৯০ বছর বয়স হয়ে গেলেও ঘর সংসার ত্যাগ করে না। ভাবে না যে, বাণীর উর্ধ্ব অবস্থান করতে হবে। এখন ঈশ্বরকে স্মরণ করতে হবে। ভগবান কে, এই কথা সবাই জানে না। সর্বব্যাপী বলে দেয়। তখন স্মরণ কাকে করবে ? এই কথাও বোঝেনা যে, আমরা হলাম পূজারী। বাবা তো তোমাদেরকে পূজারী থেকে পূজ্য স্বরূপে পরিণত করেন, তাও আবার ২১ জন্মের জন্য। তাই পুরুষার্থ তো করতে হবে।

বাবা বুঝিয়েছেন, এই পুরানো দুনিয়া তো শেষ হবে। এখন আমাদের (আত্মাদের) ঘরে (পরমধাম)ফিরতে হবে - শুধু এই চিন্তাই যেন থাকে। স্বর্গে ক্রিমিনাল কথা তো হয় না। বাবা এসে সেই পবিত্র দুনিয়ার জন্য তৈরি করে দেন। সার্ভিসেবল প্রিয় আত্মারূপী বাচ্চাদের তো চোখে বসিয়ে ফিরিয়ে নিয়ে যান। সুতরাং অধমের উদ্ধার করার জন্য সাহসের প্রয়োজন আছে, ওই গভর্নমেন্টে ভিন্ন ভিন্ন দল থাকে। শিক্ষিতরা টিপটপ হয়ে যায়। এখানে তো অনেকেই গরিব সাধারণ। তাদেরকে বাবা বসে উচ্চ স্থানের উপযুক্ত করেন। আচরণ খুব রয়্যাল থাকা উচিত। ভগবান পড়াচ্ছেন। দৈহিক জগতের কোনো বড় পরীক্ষা পাস করলে আচার আচরণ সম্পূর্ণ পাল্টে যায়। এখানে তো বাবা হলেন দীনের নাথ। গরিব বাচ্চারাই কিছু পাঠিয়ে দেয়। এক-দুই টাকার মানি অর্ডার পাঠায়। বাবা বলেন, তোমরা তো হলে মহান ভাগ্যশালী। তোমরা রিটার্নে সব পেয়ে যাও। এই কথাটি নতুন নয়। সাক্ষী হয়ে ড্রামা দেখো। বাবা বলেন, বাচ্চারা ভালো করে পড়া করো। এ হলো ঈশ্বরীয় যন্তু, যা চাই সব নাও। কিন্তু এখানে নিলে ওইখানে (স্বর্গে) কম হয়ে যাবে। স্বর্গে তো সব কিছু পাবে। সার্ভিস করার জন্য বাবার খুব সেবায় উৎসাহী বাচ্চাদের প্রয়োজন। যেমন সুদেশ আছে, মোহিনী আছে, যাদের সার্ভিস করার উৎসাহ আছে। তোমাদের সুনাম হবে। তখন তোমাদের সম্মানিত করবে। বাবা সবরকম ডাইরেকশন দিতে থাকেন। বাবা তো বলেন, এখানে বাচ্চারা যতখানি সময় পাও, স্মরণে থাকো। পরীক্ষার দিন কাছে এলে নিরিবিলিতে গিয়ে পড়া করে। প্রাইভেট টিচারও রাখে। আমাদের কাছে টিচার তো অনেক আছে, শুধুমাত্র পড়াশোনার আগ্রহ থাকা উচিত। বাবা তো খুব সহজ করে বোঝান। শুধু নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করো। এই শরীর তো হলো বিনাশী। তোমরা আত্মারা হলে অবিনাশী। এই জ্ঞান একবারই প্রাপ্ত হয়। তারপরে সত্যযুগ থেকে কলিযুগের শেষ পর্যন্ত কেউ প্রাপ্ত করতে পারে না। তোমরাই প্রাপ্ত করো। আমরা হলাম আত্মা, এই কথাটিতে দৃঢ় নিশ্চয় করে নাও। বাবার কাছে আমরা অবিনাশী উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করি। বাবার স্মরণ দ্বারা বিকর্ম বিনাশ হবে। ব্যস্। এই কথাটি স্মরণ করলেও অনেক কল্যাণ হতে পারে। কিন্তু চাট তো রাখে না। লিখতে লিখতে ক্লান্ত হয়ে পড়ে। বাবা খুব সহজ করে বলেন। আমরা আত্মারা সতোপ্রধান ছিলাম, এখন তমোপ্রধান হয়েছি। এখন বাবা বলেন - আমাকে স্মরণ করো, তাহলে সতোপ্রধান হয়ে যাবে। কতটা সহজ, তবু ভুলে যায়। যতক্ষণ বসবে নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করো। আমি আত্মা বাবার সন্তান। বাবাকে স্মরণ করলে স্বর্গের রাজত্ব প্রাপ্ত হবে। বাবাকে স্মরণ করলে অর্ধকল্পের পাপ বিনষ্ট হয়ে যাবে। বাবা কতখানি সহজ যুক্তি বলে দিচ্ছেন। সব বাচ্চারা শুনছে। ব্রহ্মা বাবা নিজেও এই প্র্যাক্টিস করেন, তবেই তো শেখান। তাই না ! আমি হলাম বাবার রথ (ব্রহ্মাবাবা হলেন শিববাবার রথ), *বাবা আমাকে খাবার খাইয়ে দেন। তোমরা বাচ্চারাও এমনটাই ভাবো*। শিববাবাকে স্মরণ করতে থাকো, তাহলে অনেক লাভ হবে। কিন্তু ভুলেই যায়। যদিও খুবই সহজ। ব্যবসায় যখন কোনো ক্রেতা থাকে না, তখন স্মরণে বসে যাও। আমি আত্মা, বাবাকে স্মরণ করতে হবে। অসুখ করলেও স্মরণ করতে পারো। যদি বন্ধনযুক্ত (বাঁধে) হও তবে সেখানে বসে স্মরণ করতে থাকো, তাহলে ১০-২০ বছরের পুরনো বাচ্চাদের চেয়েও উঁচু পদ প্রাপ্ত করতে পারবে। আচ্ছা !

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন। ঈশ্বরীয় পিতা ঔঁনার ঈশ্বরীয় বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) সার্ভিসে খুব সক্রিয় হতে হবে। যত সময় পাবে নিরিবিলিতে বসে বাবাকে স্মরণ করতে হবে। পড়াশোনা করার

আগ্রহ রাখতে হবে। পড়াশোনায় অমনোযোগী হবে না।

২) নিজের আচরণ খুব-খুব রয়্যাল রাখতে হবে, ব্যস্ এবারে ঘরে ফিরে যেতে হবে, পুরানো দুনিয়া শেষ হবে, তাই মোহ টান সব শেষ করতে হবে। বাণপ্রস্থ অবস্থা অর্থাৎ বাণীর উর্ধ্ব থাকার অভ্যাস করতে হবে। অধমের উদ্ধার করার সেবাও করতে হবে।

বরদান:- ব্রহ্মা বাবা সম মহা ত্যাগ দ্বারা মহান ভাগ্য রচয়িতা এক নম্বর ফরিস্তা বা অ্যাঞ্জেল এবং বিশ্ব মহারাজন ভব*

ব্যাখ্যা: যে একনম্বর অ্যাঞ্জেল বা ফরিস্তা, সে-ই বিশ্ব মহারাজা হওয়ার এই বরদান সেই বাচ্চাদেরই প্রাপ্ত হয়, যারা ব্রহ্মা বাবার প্রতিটি কর্ম রূপী পদক্ষেপ অনুসরণ করে এগিয়ে চলে। যাদের মন-বুদ্ধি সাকারে সদা বাবার কাছে সমর্পিত। যেমন ব্রহ্মা বাবা এইরূপ মহা ত্যাগ দ্বারা মহান ভাগ্য প্রাপ্ত করেছিলেন অর্থাৎ এক নম্বর সম্পূর্ণ ফরিস্তা এবং একনম্বর বিশ্ব মহারাজন হয়েছিলেন, ঠিক তেমনই ফলো ফাদার করা বাচ্চারাও মহা ত্যাগী বা সর্বস্ব ত্যাগী হবে। তারা সংস্কার রূপেও বিকারের বংশ ত্যাগ করবে।

স্লোগান:- এখন সর্ব প্রকারের আধার ভেঙে যাবে, তাই একমাত্র বাবাকেই নিজের আধার বানাও ।*

২৮-০৮-২০২০ প্রাতঃ মুরলী ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

প্রশ্ন: - — সঙ্গমে বাবা নিজের বাচ্চাদের মধ্যে এমন কোন গুণ ভরে দেন, যা অর্ধকল্প ধরে চলতে থাকে ?

উত্তর: - — বাবা বলেন — আমি যেমন মিষ্টি বাচ্চাদেরও তেমনই মিষ্টি করে তুলি। দেবতারা অতীব মিষ্টি। তোমরা বাচ্চারা এমনই মিষ্টি হওয়ার জন্য পুরুষার্থ করছ। যারা অনেকের কল্যাণ করে থাকে, যাদের মধ্যে কোনও মন্দ ভাবনাই নেই, তারাই মিষ্টি। তাদেরই উচ্চ পদ প্রাপ্ত হয়। পরবর্তীতে তাদেরই পূজা হয়।

ওম্ শান্তি। বাবা বসে বোঝান, এই শরীরের মালিক হল আত্মা। প্রথমে এটাই বুঝতে হবে। কেননা বাচ্চারা এই জ্ঞান এখনই শুনছে। প্রথমে এটাই বুঝতে হবে যে আমরা আত্মা। শরীর দ্বারা আত্মা কাজ করে থাকে, ভূমিকা পালন করে থাকে। এমনই সব ভাবনা কোনও মানুষের আসেনা, কেননা তারা দেহ-অভিমাণে আছে। এখানে তোমাদের প্রত্যেককেই এই ধারণা দিয়েই বসানো হয় যে, — আমি আত্মা আর এ হল আমার শরীর। আমি আত্মা পরমপিতা পরমাত্মার সন্তান। এটা স্মরণ করতেই প্রতি মুহূর্তে ভুলে যাও। সর্বপ্রথম এটাই সম্পূর্ণরূপে স্মরণ করা উচিত। যখন মানুষ তীর্থ যাত্রায় যায়, ওদের বলা হয় এগিয়ে যাও। তোমাদেরও স্মরণের যাত্রায় এগিয়ে যেতে হবে অর্থাৎ স্মরণ রাখতে হবে। স্মরণ না করা অর্থাৎ যাত্রা থেমে গেছে, দেহ-অভিমান এসে গেছে। দেহ-অভিমানের কারণে কিছু না কিছু বিকর্ম হয়েই যায়। *এমনটাও নয় যে মানুষ সবসময় বিকর্ম করে চলেছে। কিন্তু উপার্জন (ঈশ্বরীয়) তো বন্ধ হয়ে যায়, তাইনা। সেইজন্যই স্মরণের যাত্রায় শিথিল হওয়া উচিত নয়।* একান্তে বসে বিচার সাগর মন্থন করে পয়েন্টস বের করা উচিত। বিচার কর, কতটুকু সময় বাবার স্মরণে থাকি, মিষ্টি জিনিস তো সহজেই মনে পড়ে যায়, তাইনা!

বাচ্চাদের বাবা বুঝিয়েছেন, এই সময় সমস্ত মানুষ একে অপরের ক্ষতি করে চলেছে। বাবা শুধু টিচারের মহিমা করেন, তার মধ্যেও কোনও কোনও টিচার মন্দ হয়। একজন টিচার অর্থাৎ যিনি শিক্ষা প্রদান করেন, শিষ্টাচার (ম্যানার্স) শেখান। যারা ধার্মিক হন তাদের আচরণ ভালো হয়, স্বভাবও সুন্দর হয়। যদি কোনও বাবা (লৌকিক) মদ্যপান করে তবে তার সন্তানও সেই সঙ্গের দ্বারা প্রভাবিত হবে। একেই বলে খারাপ সঙ্গ, কেননা রাবণ রাজ্য না! রাম রাজ্য অবশ্যই ছিল, কিন্তু সেটা কেমন ছিল, কিভাবে স্থাপন হয়েছিল, এইসব চমকপ্রদ মিষ্টি বিষয় তোমরা বাচ্চারাই জান। সুইট, সুইটার, সুইটেস্ট বলা হয়, তাই না! বাবার স্মরণে থেকেই তোমরা পবিত্র হয়ে অন্যদেরও পবিত্র করে তোল। বাবা নতুন সৃষ্টিতে আসেন না। পৃথিবীতে মানুষ, জানোয়ার, জমি-বাড়ি ইত্যাদি থাকে, মানুষের জন্য সবকিছুই প্রয়োজন, তাইনা। শাস্ত্রে প্রলয়ের বৃত্তান্ত ভুল, সম্পূর্ণ প্রলয় কখনোই সংঘটিত হয় না। এই সৃষ্টি চক্র ঘুরতেই থাকে। বাচ্চাদের আদি থেকে শেষ পর্যন্ত এই বিষয়ে ধারণা রাখতে হবে। মানুষ নানা রকম চিত্র স্মরণ রাখে, সমস্ত মেলা এবং সমাবেশ স্মরণে রাখে। কিন্তু সেসবই হলো সীমিত জগতের। তোমাদের হলো অনন্ত জগতের স্মরণ, অনন্ত খুশি, অনন্ত ধন। বাবা তো অসীম অনন্ত জগতের পিতা, তাইনা। লৌকিক পিতার কাছ থেকে সীমিত প্রাপ্তি হয়। অসীম জগতের পিতার কাছ থেকে অনন্ত সুখ প্রাপ্তি হয়। সুখ আসে ধন থেকে, আর সত্য যুগে অপার ধন। সেখানে সবকিছুই সত্যোপস্থান। তোমাদের বুদ্ধিতে আছে, আমরা সত্যোপস্থান ছিলাম আবারও হতে হবে। তোমরা এটাও জান তোমাদের মধ্যেও নম্বরানুসারে আছে — সুইট, সুইটার, সুইটেস্ট। বাবার থেকেও মিষ্টি হবে যারা, তারা উচ্চ পদ মর্যাদার অধিকারী হবে। সুইটেস্ট সে-ই যে অনেকের কল্যাণ করে থাকে। বাবাও তো সুইটেস্ট, তাইনা! তবেই তো সবাই ঠুনাকে স্মরণ করে থাকে। মধু বা চিনিকে সুইটেস্ট বলা যায় না। মানুষের আচার-আচরণকেই এমন বলা হয়। বলাও হয় না মিষ্টি বাচ্চা, সত্য যুগে কোনও খারাপ কথা হয়না। উচ্চ পদ যে প্রাপ্ত করে, নিশ্চয়ই এখানে পুরুষার্থ করেছে।

তোমরা এখন নতুন দুনিয়া সম্পর্কে জান। তোমাদের জন্য তো নতুন দুনিয়া সুখধাম হবে। মানুষ তো জানেই না — শান্তি কবে ছিল। বলে থাকে বিশ্বে শান্তি আসুক। তোমরা বাচ্চারা জান — বিশ্ব শান্তি ছিল, যা পুনরায় স্থাপন হতে চলেছে। এসব বিষয় সবাইকে বোঝাবে কিভাবে? এমনই সব পয়েন্টস বের করতে হবে যা মানুষ ভীষণ ভাবে চায়। বিশ্ব শান্তি আসুক, এর জন্য মানুষ মাথা ঠুকে মরে, কেননা বিশ্বে ভীষণ অশান্তি। লক্ষ্মী-নারায়ণের চিত্র সামনে রাখতে হবে। যখন এদের রাজ্য ছিল বিশ্বে শান্তি ছিল, একেই বলে স্বর্গের দৈবী রাজ্য। সত্য যুগে বিশ্বে শান্তি ছিল। আজ থেকে ৫ হাজার বছর আগের কথা কেউ-ই জানে না। প্রধান বিষয় এটাই। সমস্ত আত্মারা একত্রে বলছে বিশ্বে শান্তি কিভাবে আসবে? সমস্ত

আল্লামা শান্তিকে আহ্বান করছে যেখানে তোমরা বিশ্বে শান্তি স্থাপনের জন্য পুরুষার্থ করছ। যারা শান্তি চায় তাদের বল যে ভারতেই শান্তি ছিল, যখন ভারত স্বর্গ ছিল, এখন নরক হয়ে গেছে।

নরকে (কলিযুগ) অশান্তি, কেননা অনেক ধর্ম, মায়া'র রাজ্য এই কলিযুগ। ভক্তির আড়ম্বরও রয়েছে। প্রতিনিয়ত এই ভক্তি বেড়েই চলেছে। মানুষও মেলা এবং বিভিন্ন জায়গায় একত্রিত হয়ে থাকে এই ভেবে যে কিছু সত্য অবশ্যই পাওয়া যাবে। তোমরা এখন জেনেছ ওসব করে কখনোই পবিত্র হওয়া যায় না। পবিত্র হওয়ার পথ কোনও মানুষ বলে দিতে পারে না। বাবাই একমাত্র পতিত-পাবন। দুনিয়া একই থাকে শুধু মাত্র নতুন আর পুরানো বলা হয়ে থাকে। নতুন দুনিয়াতে নতুন ভারত, যাকে নতুন দিল্লি বলা হয়। নতুন দুনিয়া যেখানে নতুন রাজ্য স্থাপন হবে। এই পুরানো দুনিয়াতে পুরানো রাজ্য। পুরানো আর নতুন দুনিয়া কাকে বলে তোমরা জান। ভক্তির এতো বিস্তৃতি যাকে বলে অজ্ঞানতা। জ্ঞানের সাগর একজনই বাবা। বাবা তোমাদের এমন বলেন না যে রাম-রাম বল বা কিছু কর। তা নয়, বাচ্চাদের বোঝানো হয় ওয়ার্ল্ডের হিস্ট্রি-জিওগ্রাফী কিভাবে রিপিট হয়ে থাকে। এই শিক্ষা এখন তোমরা গ্রহণ করছ। একে বলে আধ্যাত্মিক এডুকেশন স্পিরিচুয়াল নলেজ। বাবা আল্লামাদের সাথে কথা বলছেন। এর অর্থ কেউ জানেনা। জ্ঞানের সাগর এক বাবাকেই বলা হয়। তিনি হলেন — স্পিরিচুয়াল নলেজফুল ফাদার। তোমরা বাচ্চারা জান আধ্যাত্মিক বাবা আমাদের পড়াচ্ছেন। এ হলো স্পিরিচুয়াল নলেজ। আধ্যাত্মিক নলেজকেই স্পিরিচুয়াল নলেজ বলা হয়।

তোমরা বাচ্চারা জান পরমপিতা পরমাত্মা বিন্দু রূপ, তিনিই আমাদের শিক্ষা প্রদান করেন। আমরা আল্লামারা শিক্ষা গ্রহণ করছি। এটা ভুলে যাওয়া উচিত নয়। আমরা আল্লামারা যে নলেজ প্রাপ্ত করি, সেটা আবার অন্য আল্লামাদের দিয়ে থাকি। এই স্মৃতি তখনই স্থায়ী হবে যখন তোমরা নিজেকে আল্লামা মনে করে বাবার স্মরণে থাকবে। স্মরণেই অনেক কাঁচা, ঝট করে দেহ-অভিমান এসে যায়। দেহী-অভিমানী হওয়ার অভ্যাস করতে হবে। আমি আল্লামা এই আল্লামার সাথে চুক্তি করছি, আমি আল্লামা ব্যবসা করছি। নিজেকে আল্লামা মনে করে বাবাকে স্মরণ করার মধ্যেই লাভ আছে। আল্লামার মধ্যে জ্ঞান আছে যে, আমরা যাত্রা পথে আছি। কর্ম তো করতেই হবে। বাচ্চাদের পাশাপাশি ব্যবসাও দেখতে হবে। কাজকর্ম করতে-করতে এটা মনে রাখা মুশকিল হয়, আমি আল্লামা। বাবা বলেন, কখনোই ভুল কাজ করো না। সবচেয়ে বড় পাপ হলো বিকার। বিকারই বড় সমস্যা তৈরি করে থাকে। এখন তোমরা বাচ্চারা পবিত্র হওয়ার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ, তারই স্মৃতিচারণ এই রাখি বন্ধন। আগের দিনে রাখি ছিল মাত্র কয়েক পয়সার। ব্রাহ্মণ গিয়ে রাখি বাঁধতেন। আজকাল তো ফ্যাশনেবল রাখি তৈরি করে থাকে। প্রকৃতপক্ষে রাখি এই সময়ের জন্যই প্রযোজ্য। তোমরা বাবার কাছে প্রতিজ্ঞা করে থাক — আমরা কখনও বিকারে যাব না, বিশ্বের মালিক হওয়ার জন্য তোমার কাছ থেকে উত্তরাধিকার গ্রহণ করব। বাবা বলেন ৬৩ জন্ম ধরে তো বিষয় বৈতরণী নদীতে ভেসেছ এখন তোমাদের ক্ষীর সাগরে নিয়ে যাব। প্রকৃতপক্ষে কোনও সাগর নেই, শুধুমাত্র তুলনা করার জন্য একথা বলা হয়। তোমাদের আমি শিবালয়ে নিয়ে যাই। সেখানে অগাধ সুখ, এখন এটা তোমাদের অন্তিম জন্ম, হে আল্লামারা পবিত্র হও। বাবার কথা কি তোমরা শুনবে না! ঈশ্বর তোমাদের বাবা তিনি বলছেন মিষ্টি বাচ্চারা, বিকারে যেও না। জন্ম-জন্মান্তরের পাপ মাথায় সঞ্চিত হয়ে আছে, আমাকে স্মরণ করলেই সেই পাপ ভস্মীভূত হবে। কল্প পূর্বেও তোমাদের শিক্ষা প্রদান করেছিলাম। বাবা প্রতিশ্রুতি তখনই দেন যখন তোমরাও প্রতিশ্রুতি দিয়ে বল যে, বাবা আমরা তোমাকে স্মরণ করব। এতোটাই স্মরণ কর যেন শরীরের চেতনাই না থাকে। সল্যাসীদের মধ্যেও কেউ-কেউ নির্ণাবান এবং ব্রহ্মজ্ঞানী হয়ে থাকে, তারা বসে বসেই শরীর ত্যাগ করে। বাবা তোমাদের বোঝান, পবিত্র হয়ে যেতে হবে। ওরা তো নিজের মতানুসারে চলে। এমন নয় যে ওরা শরীর ত্যাগ করে মুক্তি-জীবনমুক্তিতে যেতে পারে। তা কিন্তু নয়। এখানেই তাদের ফিরে আসতে হয় কিন্তু ওদের অনুগামীরা বিশ্বাস করে নির্বাণে চলে গেছেন। বাবা বোঝান — একজনও ফিরে যেতে পারেনা, নিয়ম-ই নেই। ঝাড় বৃদ্ধি অবশ্যই হতে হবে।

এখন তোমরা সপ্তম যুগে বসে আছ, আর বাকি সব মানুষ আছে কলিযুগে। তোমরা এখন দৈবী সম্প্রদায় ভুক্ত হতে চলেছ। যারা তোমাদের ধর্মের হবে, তারাই আসবে। সত্য যুগে দেবী-দেবতাদের বংশ তাইনা। অন্যান্য ধর্মে ধর্মান্তরিত হয়েছে এমন ব্যক্তিরও আসবেন। তারা তাদের নিজের জায়গায় ফিরে আসবেন। নয়তো ওখানে জায়গা পূর্ণ কে করবে। অবশ্যই তারা নিজেদের স্থান পূর্ণ করতে আসবেন। এসবই অতি সূক্ষ্ম বিষয়। অনেক ভালো-ভালো ব্যক্তি আসবে যারা অন্য ধর্মে ধর্মান্তরিত হয়েছে, তারাও এসে নিজেদের স্থান পূর্ণ করবে। তোমাদের কাছে মুসলিমরাও আসবে। এই ক্ষেত্রে কিন্তু অনেক সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে। তারা (পুলিশ) তদন্ত করতে আসবে যে অন্য ধর্মের মানুষ এখানে কেন আসে? যখন জরুরি অবস্থা জারি হয়, তারা অনেককেই ধরে ফেলে। তাদের তখন কিছু অর্থ দেওয়া হলে ছেড়ে দেয়। যা কল্প পূর্বে হয়েছিল, তোমরা এখন সেটা দেখছ। কল্প পূর্বেও এমনই হয়েছিল। তোমরা এখন মানুষ থেকে দেবতা উত্তমপুরুষ হচ্ছ।

এটাই হলো সর্বোত্তম ব্রাহ্মণ কুল। এই সময় বাবা আর বাচ্চারা আধ্যাত্মিক সেবা করে চলেছে। কোনো দরিদ্রকে ধনবান করা — এটাই হলো আধ্যাত্মিক সেবা। বাবা সবার কল্যাণ করছেন সুতরাং বাচ্চাদেরও সহযোগ করা উচিত। যে অনেককেই পথ বলে দেয়, সে অনেক উচ্ছে উঠতে পারে। তোমরা বাচ্চাদের পুরুষার্থ করতে হবে, কিন্তু চিন্তা নয়। কেননা তোমাদের দায়িত্ব বাবার উপর। তোমাদের তীব্র পুরুষার্থ করানো হয়, তারপর যে ফলাফল তোমরা পাও তাতে মনে করা হয় কল্প পূর্বের মতোই তোমরা তা পেয়েছ।

বাবা বাচ্চাদের বলেন — বাচ্চারা চিন্তা ক'রো না। সেবা করার জন্য পরিশ্রম কর। বাচ্চারা যদি এমন না হয় তবে কি করা যাবে ! যদি তারা এই বংশের না হয়, তবে যতই চেষ্টা কর না কেন, কেউ-কেউ তোমাদের মাথা বেশি পরিমাণে থাকে কেউ-বা কিছু কম। বাবা বলেন সবাই আসবে যখন প্রচুর দুঃখের মুখোমুখি হবে। তোমাদের কিছুই ব্যর্থ যাবে না, তোমাদের কর্তব্য সঠিক পথ দেখানো। শিববাবা বলেন আমাকে স্মরণ করলে তোমাদের বিকর্ম বিনাশ হবে। অনেকেই বলে থাকে ভগবান অবশ্যই আছেন। মহাভারত লড়াইয়ের সময় ভগবান ছিলেন কিন্তু কোন ভগবান ছিলেন, এতেই বিভ্রান্ত হয়ে গেছে। কৃষ্ণ তো হতে পারে না। কৃষ্ণ ঐ মুখাবয়বে সত্য যুগে থাকবেন। প্রতিটি জন্মেই চেহারার পরিবর্তন হয়। সৃষ্টি এখন পরিবর্তন হতে চলেছে। পুরানোকে নতুন দুনিয়া ভগবান কিভাবে তৈরি করেন, কেউ-ই জানে না। শেষ পর্যন্ত তোমাদের নামই উজ্জ্বল হবে। স্থাপনা হয়ে চলেছে তারপর ধ্বংস হবে এবং তোমরা রাজত্ব করবে। একদিকে পুরানো দুনিয়া অন্যদিকে নতুন দুনিয়া — অতি চমত্কার চিত্র। বলাও হয়ে থাকে ব্রহ্মা দ্বারা স্থাপনা, শঙ্কর দ্বারা বিনাশ..... কিন্তু অর্থ কিছুই জানে না। প্রধান চিত্র ত্রিমূর্তির। উচ্চ থেকে উচ্চতর হলেন শিববাবা। তোমরা জান শিববাবা ব্রহ্মা দ্বারা আমাদের স্মরণের যাত্রা শেখাচ্ছেন। বাবাকে স্মরণ কর, যোগ শব্দটি ডিফিকাল্ট মনে হয়। স্মরণ শব্দটি অনেক সহজ। বাবা শব্দটি খুব মিষ্টি। তোমাদের নিজেদেরই লজ্জা লাগবে যে — আমরা আত্মারা বাবাকে স্মরণ করতে পারিনা, যাঁর কাছ থেকে বিশ্বের বাদশাহী প্রাপ্ত হয়। এমনই লজ্জা লাগবে। বাবাও বলবেন তোমরা তো অবিবেচক, বাবাকে স্মরণ করতে পারো না যখন উত্তরাধিকার কিভাবে প্রাপ্ত হবে। বিকর্ম বিনাশ কিভাবে হবে। তোমরা হলে আত্মা আর আমি তোমাদের অবিনাশী পরমপিতা পরমাত্মা, তাইনা। তোমরা যদি চাও আমরা পবিত্র হয়ে সুখধামে যাব তবে শ্রীমতে চলো। বাবাকে স্মরণ করলে বিকর্ম বিনাশ হবে। স্মরণ না করলে বিকর্ম বিনাশ কিভাবে হবে! আচ্ছা!

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ওঁনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) সবারকম উপায়ে পুরুষার্থ করার চেষ্টা করতে হবে। কোনও বিষয় নিয়ে চিন্তা করা উচিত নয়, কেননা বাবা নিজেই আমাদের প্রতি দায়বদ্ধ। আমাদের কিছুই ব্যর্থ যেতে পারে না।

২) বাবার মতো অতীব মিষ্টি মধুর হতে হবে। অনেকের কল্যাণ করতে হবে। এই অন্তিম জন্মে অবশ্যই পবিত্র হতে হবে। কাজকর্ম করতে-করতেও অভ্যাস করতে হবে যে, আমি আত্মা।

বরদানঃ:- — প্রতিটি পদক্ষেপে পদ্মগুণ উপার্জন সঞ্চয় করতে সক্ষম সর্ব খাজানা সম্পন্ন বা তৃপ্ত আত্মা ভব*
যে বাচ্চারা বাবার স্মরণে থেকে প্রতিটি পদক্ষেপে ফেলে, তারা প্রতিটি পদক্ষেপে পদ্মগুণ উপার্জন সঞ্চয় করে থাকে। এই সঙ্গম যুগই পদ্মগুণ উপার্জন করার যুগ। এই সঙ্গমেই পদ্মগুণ উপার্জনের খনি প্রাপ্ত হয়। এখনই যত সঞ্চয় করতে চাও ততটাই করতে পার। এক কদম অর্থাৎ এক সেকেন্ডও যেন বিনা উপার্জনে না যায় অর্থাৎ ব্যর্থ না যায়। ভান্ডার যেন সবসময় ভরপুর থাকে। কোনও বস্তুরই অপ্রাপ্তি নেই এমনই সংস্কার হতে হবে। এমনই তৃপ্ত বা সম্পন্ন আত্মা হতে পারলে তবেই ভবিষ্যতে অগাধ সম্পদের মালিক হবে।

স্লোগানঃ:- — যে কোনো বিষয়ে আপসেট (হতাশ) হওয়ার পরিবর্তে নলেজফুল সিটে সেট হও।*

২৯-০৮-২০২০ প্রাতঃ মুরলী ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

প্রশ্ন:- কোন্ শুভ ভাবনা সাথে নিয়ে পুরুষার্থে সর্বদা সচেতন থাকতে হবে?

উত্তর:- সর্বদা এই শুভ ভাবনা রাখতে হবে যে, আমরা অর্থাৎ আত্মারা সতোপ্রধান ছিলাম, আমরাই বাবার থেকে শক্তির উত্তরাধিকার গ্রহণ করেছিলাম, এখন আবার তা গ্রহণ করছি। এইরকম শুভ ভাবনার সাথে পুরুষার্থ করে সতোপ্রধান হতে হবে। এইরকম ভেবো না যে, সকলে কি আর সতোপ্রধান হবে! না, স্মরণের যাত্রার উপর থাকার নিরন্তর পুরুষার্থ করতে হবে, সার্ভিসের দ্বারা শক্তি প্রাপ্ত করতে হবে।

গীত:- এই পাপের দুনিয়া থেকে এখন এসে নিয়ে চলো

ওম্ শান্তি । এটা হলো অধ্যয়ণ। প্রত্যেকটা কথা বুঝতে হবে আর যে কোনো সংসঙ্গ ইত্যাদি আছে, সেই সব হলো ভক্তির। ভক্তি করতে করতে ভিত্তিরিতে পরিণত হয়েছে। তারা বেগর, ফকির এক রকম, তোমরা হলে আরেক ধরনের বেগর। এটা কারোর জানা নেই যে, আমরা বিশাল বিত্তবান (আমীর) ছিলাম, তোমরা অর্থাৎ ব্রাহ্মণরা জানো যে, আমরা বিশ্বের মালিক অত্যন্ত ধনী ছিলাম। আমীরচাঁদ থেকে ফকির চাঁদ হয়েছে। এখন এটা হলো অধ্যয়ণ, তোমাদের ভালো মতো অধ্যয়ণ করতে হবে, ধারণ করে আবার তাদের ধারণ করানোর প্রচেষ্টা চালাতে হবে। অবিনাশী জ্ঞানরত্ন ধারণ করতে হবে। আত্মা যে হলো রূপ বসন্ত। আত্মাই ধারণ করে, শরীর তো হলো বিনাশী। যেটা কোনো কাজের জিনিস হয় না, সেই সমস্ত জ্বালিয়ে দেওয়া হয়। শরীরও কাজের না থাকলে তখন আগুনে জ্বালিয়ে দেয়। আত্মাকে তো জ্বালায় না। আমরা হলাম আত্মা, যে দিন থেকে রাবণ রাজ্য হয়েছে, মানুষ দেহ অভিমানে এসেছে। আমি হলাম শরীর, এটা সুনির্দিষ্ট হয়ে যায়। আত্মা তো হলো অমর। অমরনাথ বাবা এসে আত্মাদের অমর করে তোলেন। সেখানে তো নিজের সময় অনুযায়ী নিজের খুশী মতো এক শরীর ছেড়ে দ্বিতীয় ধারণ করে। কারণ আত্মা হলো মালিক। যখন ইচ্ছা হবে শরীর ত্যাগ করবে। ওখানে (শরীরের) আয়ু লম্বা হয়। পাপের মতো (পাপ যেমন ইচ্ছা অনুযায়ী খোলস ত্যাগ করে)। এখন তোমরা জানো যে, এটা তোমাদের অনেক জন্মের শেষের জন্মের পুরানো চামড়া। ৮৪ জন্ম সম্পূর্ণ করেছে। কারোর আবার ৬০-৭০ জন্মও হয়, কারোর ৫০ জন্ম, ত্রৈতাতে আয়ু কিছু না কিছু কম হয়ে যায়। সত্যযুগে ফুল (সম্পূর্ণ) আয়ু হয়ে থাকে। এখন পুরুষার্থ করতে হবে যে, আমরা সর্বপ্রথম সত্যযুগে আসবো। সেখানে শক্তি থাকে তাই অকালে মৃত্যু হয় না। শক্তি কম হতে থাকে তো আবার আয়ুও কম হয়ে যেতে থাকে। এখন, বাবা যেমন সর্বশক্তিমান হন, তোমাদের আত্মাদেরও শক্তিমান করে তোলেন। এক তো পবিত্র থাকতে হবে আর স্মরণে থাকতে হবে, তবে শক্তি প্রাপ্ত হবে। বাবার থেকে শক্তির উত্তরাধিকার নিতে থাকো। পাপ আত্মারা তো শক্তি নিতে পারে না। পূণ্য আত্মা হলে তবে শক্তি প্রাপ্ত হবে। এটা ভেবে দেখো, আমাদের আত্মা সতোপ্রধান ছিলো। সব সময়ের জন্য শুভ ভাবনা থাকা উচিত। এরকম নয় যে, সকলেই সতোপ্রধান হবে। কেউ তো সতোও হবে! না, নিজেকে বোঝানো উচিত যে, আমরা একদম প্রথমে সতোপ্রধান ছিলাম। নিশ্চয়ের (দৃঢ় বিশ্বাসের) দ্বারাই সতোপ্রধান হবো। এইরকম নয় যে আমরা কি করে সতোপ্রধান হতে পারি। তারপর আবার ভুলে যায়। স্মরণের যাত্রাতে থাকে না। যথা সম্ভব পুরুষার্থ করা উচিত। নিজেকে আত্মা মনে করে সতোপ্রধান হতে হবে। সব মানুষ মাত্রই এই সময় হলো সতোপ্রধান। আত্মাকে এখন সতোপ্রধান হতে হবে, বাবার স্মরণে থেকে, এর সাথে-সাথে সার্ভিসও করলে তখন শক্তি প্রাপ্ত হবে। মনে করো কেউ সেন্টার খুলল, তো, অনেকের আশীর্বাদ তার মাথায় আসবে। মানুষ ধর্মশালা তৈরী করে, যাতে যে কেউ এলেই বিশ্রাম করতে পারে। আত্মারা খুশী হবে তাতে! যারা থাকবে, তারা আরাম পেলে তবে তারা আশীর্বাদ করবে যে ধর্মশালা তৈরী করেছে তাকে। এরপর পরিণাম কি হবে? পরের জন্মে সে সুখী থাকবে। ভালো বাড়ী পাবে। বাড়ীতে ভালো সুখ প্রাপ্ত করবে। এমন নয় যে, কখনো রোগ হবে না। শুধু ভালো বাড়ী পাবে। হাসপিটাল খুললে তবে স্বাস্থ্য ভালো থাকবে। ইউনিভার্সিটি খুললে অধ্যয়ণ ভালো হবে। স্বর্গে তো এই হাসপিটাল ইত্যাদি হয় না। এখানে তোমরা পুরুষার্থ করে ২১ জন্মের জন্য প্রালব্ধ অর্জন করো। এছাড়া সেখানে হাসপিটাল, কোর্ট, পুলিশ ইত্যাদি কিছু থাকবে না। এখন তোমরা যাচ্ছো সুখধামে। সেখানে কোনো পরামর্শদাতা (উজির) থাকে না। তারা হলেন উচ্চ থেকেও উচ্চ মহারাজা - মহারানী, তাদের কি আর উজিরের পরামর্শের প্রয়োজন পড়বে! পরামর্শ তখন নিতে হয়, যখন বুদ্ধিহীন হয়ে যায়, যখন বিকারে নীচে নেমে যায়। রাবণ রাজ্যে একদমই বুদ্ধিহীন তুচ্ছ বুদ্ধি সম্পন্ন হয়ে যায়। সেইজন্য বিনাশের রাস্তা খুঁজতে থাকে। নিজে মনে করে আমি বিশ্বকে অনেক উচ্চ স্তরের গড়ে তুলি কিন্তু তাতে আরোই নীচে পড়ে যেতে থাকে। এখন

বিনাশ সম্মুখে উপস্থিত ।

তোমরা বাচ্চারা জানো যে, আমাদের পরমধামে গৃহে ফিরে যেতে হবে। আমরা ভারতের সেবা করে দৈবী রাজ্য স্থাপন করি। আবার আমরা রাজত্ব করবো। গাওয়া হয় - ফলো ফাদার। ফাদার শো'জ সন্, সন্ শো'জ ফাদার। বাচ্চারা জানে যে- এই সময় শিববাবা ব্রহ্মা তনে এসে আমাদের পড়ান। বোঝাতেও হবে সেই ভাবে। আমরা ব্রহ্মাকে ভগবান বা দেবতা বলে মনে করি না। ইনি তো পতিত ছিলেন, বাবা তো পতিত শরীরে প্রবেশ করেছিলেন। কল্পবৃক্ষে দেখো উপর দিকে একদম শীর্ষস্থানে দাঁড়িয়ে আছেন ! পতিত বলে আবার পবিত্র হওয়ার জন্য নীচে বসে তপস্যা করে আবার দেবতায় পরিণত হন । *তপস্যা করতে পারে যারা তারা হলো ব্রাহ্মণ* । তোমরা অর্থাৎ ব্রহ্ম কুমার- কুমারীরা রাজযোগ শিখছো। কতো ক্লীয়ার। এতে যোগ খুবই ভালো হওয়া উচিত। স্মরণে না থাকলে মুরলীতেও সেই শক্তি থাকবে না। শক্তি পাওয়া যায় শিববাবার স্মরণে। স্মরণের দ্বারাই সতোপ্রধান হবে, না হলে দন্ড পাবে আর পদও কম পাবে। মূল ব্যাপার হলোই স্মরণের। যাকে বলা হয় ভারতের প্রাচীন যোগ । নলেজের ব্যাপারে কারোর জানা নেই। পূর্বে ঋষি-মুনিরা বলতেন, রচয়িতা আর রচনার আদি-মধ্য-অন্তকে আমরা জানি না। তোমরাও পূর্বে কিছু জানতে না। এই ৫ বিকার গুলিই তোমাদের একদম ওয়ার্থ নট এ পেনী (মূল্যহীন) করে তুলেছে। এখন এই পুরানো দুনিয়া জ্বলে গিয়ে একদম নিঃশেষ হয়ে যাবে। কিছুই থাকার নয়। তোমরা সকলে নম্বর অনুযায়ী পুরুষার্থ অনুসারে ভারতকে স্বর্গে পরিণত করার জন্য তন-মন-ধন দিয়ে সেবা করছো। প্রদর্শনীতেও তোমাদের কাছে জিজ্ঞাসা করলে বলো আমরা যারা বি. কে- নিজেদের তন-মন-ধন দ্বারা শ্রীমত অনুযায়ী সেবা করে রামরাজ্য স্থাপন করছি। এখানে তো শ্রী-শ্রী ১০৮, বাবা বসে আছেন। ১০৮ এর মালাও তৈরী করে। মালা তো বড় তৈরী হয়। সেখানে ৮ থেকে ১০৮ খুব ভালো রকম পরিশ্রম করে। নম্বর অনুযায়ী তো অনেক আছে, যারা ভালো মতো পরিশ্রম করে। রুদ্র যজ্ঞ হলে তো শালগ্রামেরও পূজা হয়। অবশ্যই কোনো সার্ভিস করেছে, তাই তো পূজা হয়। তোমরা ব্রাহ্মণরা হলে আত্মাদের সেবাদারী। সকলের আত্মাদেরকে জাগ্রত কর তোমরা । 'আমি হলাম আত্মা' - এটা ভুলে যাওয়ার জন্য দেহ-অভিমান এসে যায়। মনে করে আমি হলাম অমুক। কারোর কি আর জানা আছে যে বলবে আমি হলাম আত্মা, অমুক নাম তো হলো এই শরীরের। আমি অর্থাৎ এই আত্মা কোথা থেকে আসি- এটা কারোরই সামান্যতমও খেয়াল নেই। এখানে ভূমিকা পালন করতে করতে শরীরের ভাব দূত হয়ে গেছে। বাবা বোঝান- বাচ্চারা, এখন আর অবহেলা ক'রো না । মায়া খুবই ভয়ানক, তোমরা রয়েছে যুদ্ধের ময়দানে। তোমরা আত্মাভিমানী হও। এটা হলো আত্মাদের আর পরমাত্মার মেলা। গায়ন আছে আত্মা-পরমাত্মা আলাদা ছিলো দীর্ঘ কাল (সঙ্গমে লাগল সুন্দর মেলা, সদগুরু হলেন দালাল) । এর অর্থও তারা জানে না। তোমরা এখন জানো যে- আমরা আত্মারা বাবার সাথে থাকতে পারি। ওটা তো হলো আত্মাদের ঘর। বাবাও থাকেন সেখানে, ওনার নাম হলো শিব। শিবজয়ন্তীও গাওয়া হয়ে থাকে, দ্বিতীয় কোনো নাম দেওয়াই উচিত নয়। *বাবা বলেন, আমার আসল নাম হলো কল্যাণকারী শিব। কল্যাণকারী রুদ্র বলা হবে না। কল্যাণকারী শিব বলা হবে।* কাশীতেও শিবের মন্দির আছে না! সেখানে গিয়ে সাধুরা মন্ত্র জপ করে। শিব কাশী বিশ্বনাথ গঙ্গা। *বাবা এখন বোঝাচ্ছেন - শিব, যাকে কাশীর মন্দিরে বসিয়েছে, ওঁনাকে বলে বিশ্বনাথ। এখন আমি তো বিশ্বনাথ নই। বিশ্বের নাথ তোমরা হয়ে ওঠো।* আমি কোন কিছু হই-ই না। *ব্রহ্ম তব্বের নাথও হও তোমরা। সেটা হলো তোমাদের বাড়ী। সেটা হলো রাজধানী। আমার বাড়ী তো হলো একটাই- ব্রহ্ম তত্ত্ব।* আমি স্বর্গে আসি না। না আমি নাথ হয়ে উঠি। আমাকে বলেই শিববাবা। আমার পাট হলোই পতিতকে পবিত্র করে তোলা। শিখরাও বলে নোংরা বস্ত্র ধোয় (মুত পলিতি কাপড় ধোয়)--- কিন্তু অর্থ কিছুই বোঝে না। মহিমাও গায় এক ওঙ্কার--- অযোনী, অর্থাৎ জন্ম মরণ রহিত। আমি তো ৮৪ জন্ম গ্রহণ করি না। আমি এনার মধ্যে প্রবেশ করি। মানুষ ৮৪ জন্ম গ্রহণ করে। এঁনার আত্মা জানে যে, বাবা আমার সাথে একত্রিত ভাবে বসে আছেন, তবুও বারে-বারে স্মরণ ভুলে যান। এই দাদার আত্মা বলে, আমাকে অনেক পরিশ্রম করতে হয়। এইরকম না যে, আমার সাথে বসে আছেন বলে স্মরণ ভালো রকম থাকে। না। একদম একত্রিত থাকে। বৃদ্ধিতে পারি আমার কাছে আছেন। এই শরীরের মালিক যেন উনিই। তবুও ভুলে যাই। বাবাকে এই বাড়ী (অর্থাৎ শরীর) থাকার জন্য দিয়েছি। এছাড়া এক কোণে আমি বসে আছি। বড় মানুষ যে তিনি ! আমার চিন্তন চলে, কাছেই মালিক বসে আছেন। এ রথ হলো ওঁনার। ওটা ওঁনারই সামলাতে হয়। আমাকে শিববাবা খাওয়ানও। আমি হলাম শিববাবার রথ। কিছু তো খাতির করবেন। এই খুশীতে থাই। দুই- চার মিনিট বাদে ভুলে যাই, তখন বৃদ্ধিতে পারি বাচ্চার কতো পরিশ্রম হয়, সেইজন্য বাবা বোঝাতে থাকেন- যতটা সম্ভব বাবাকে স্মরণ করো। খুবই লাভজনক। এখানে তো সামান্য ব্যাপারেই বিরক্ত হয়ে পড়ে আবার পড়াশুনা ছেড়ে দেয়। বাবা বাবা বলে পরিত্যাগ করে দেয় ! বাবাকে নিজের করে, জ্ঞান শোনে, সেই জ্ঞান পছন্দ করে, দিব্য দৃষ্টি দ্বারা স্বর্গ দেখে, রাস করে। অহো মম মায়া ! মায়া আসবে, আর আমাকে পরিত্যাগ করে পালাবে। যিনি বিশ্বের মালিক করে তোলেন তাঁকে পরিত্যাগ করে দেয়! বড়-বড় নামী - দামী যারা, তারাও পরিত্যাগ করে। এখন তোমাদের রাস্তা বলে দেওয়া হয়। এইরকম না যে, হাত ধরে নিয়ে যাবে। তোমার চোখ তো অন্ধ নয় । হ্যাঁ,

জ্ঞানের তৃতীয় নেত্র তোমাদের প্রাপ্ত হয়। তোমরা সৃষ্টির আদি-মধ্য-অন্তকে জানো। এই ৮৪ জন্মের চক্র বুদ্ধিতে আবর্তিত হওয়া উচিত। তোমাদের নাম হলো স্বদর্শন চক্রধারী। এক বাবাকেই স্মরণ করতে হবে। দ্বিতীয় কেউ যেন স্মরণে না থাকে। শেষ পর্যন্ত এমন অবস্থা থাকবে। যেমন নারীর পুরুষের প্রতি ভালোবাসা থাকে। ওদের হলো শারীরিক ভালোবাসা, এক্ষেত্রে তোমাদের হলো আত্মিক ভালোবাসা। তোমাদের উঠতে বসতে, পতিরও পতি যিনি, পিতারও পিতা যিনি, তাঁকে স্মরণ করা উচিত। দুনিয়াতে এইরকম অনেক বাড়ী আছে যেখানে স্ত্রী-পুরুষ তথা পুরো পরিবার, নিজেদের মধ্যে খুবই ভালোবাসার সাথে থাকে। বাড়ী যেন স্বর্গ হয়ে ওঠে। ৫-৬ টি বাচ্চা একসাথে থাকে, সকালে তাড়াতাড়ি উঠে পূজায় বসে, বাড়ীতে কোনো ঝগড়া ইত্যাদি নেই। একভাবে থাকে। কোথাও তো আবার একই বাড়ীতে কোনো রাধাস্বামী শিষ্য থাকে তো কেউ আবার ধর্মকেই মান্য করে না। সামান্য কোনো ব্যাপারেই অসন্তুষ্ট হয়ে পড়ে। তাই বাবা বলেন- এই অন্তিম জন্মে সম্পূর্ণ পুরুষার্থ করতে হবে। নিজের পয়সাও সফল করে নিজের কল্যাণ করো। তবে ভারতেরও কল্যাণ হবে। তোমরা জানো যে- আমরা নিজেদের রাজধানী আবার শ্রীমত অনুযায়ী স্থাপন করছি। স্মরণের যাত্রা দ্বারা আর সৃষ্টির আদি-মধ্য-অন্তকে জানলেই আমরা চক্রবর্তী রাজা হয়ে উঠবো আবার নামতে থাকা শুরু হবে। তারপর পরিশেষে বাবার কাছে এসে যাবে। শ্রীমত অনুযায়ী চললেই উচ্চ পদ প্রাপ্ত হবে। বাবা কোনো ফাঁসিতে চড়ান না। এক তো বলেন, পবিত্র হও আর বাবাকে স্মরণ করো। সত্যযুগে কেউ পতিত হয় না। দেবী-দেবতারা সংখ্যায় খুবই কম থাকে। তারপর আস্তে আস্তে বৃদ্ধি হয়। দেবতাদের হলো ছোটো বৃক্ষ (বংশতালিকা)। পরে আবার কতো বৃদ্ধি হয়ে যায়। আত্মারা সব আসতে থাকে, এটা হলো তৈরী হয়ে থাকা খেলা। আচ্ছা !

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ঔনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) আধ্যাত্মিক সেবানিধী হয়ে আত্মাদের জাগৃত করে তোলার সেবা করতে হবে। তন-মন-ধন দ্বারা সেবা করে শ্রীমত অনুযায়ী রামরাজ্য স্থাপনা করার নিমিত্ত হতে হবে।

২) স্বদর্শন চক্রধারী হয়ে বুদ্ধিতে ৮৪ জন্মের চক্র আবর্তিত করতে হবে। এক বাবাকেই স্মরণ করতে হবে। দ্বিতীয় কারোর স্মরণ যেন না থাকে। কখনো কোনো ব্যাপারে বিরক্ত হয়ে পড়াশুনা ছেড়ে দিতে নেই।

বরদান:- বাবা আর প্রাপ্তির স্মরণে সর্বদা সাহস আর উৎসাহে থাকা একরস, অচল ভব*
জন্ম থেকেই বাবার দ্বারা যে সমস্ত প্রাপ্তি হয়েছে সেই সমস্ত লিস্ট সামনে রাখো। যখন প্রাপ্তি অটল-অচল, তখন সাহস আর উৎসাহও অচল হওয়া উচিত। অচল থাকা সত্ত্বেও যদি মন কখনো চঞ্চল হয়ে যায় বা স্থিতি চঞ্চল হয়ে পড়ে, তবে এর কারণ হলো, বাবা আর প্রাপ্তিকে সর্বদা সামনে রাখে না। সর্ব প্রাপ্তি সমূহের অনুভব সর্বদা সামনে বা স্মৃতিতে থাকলে তবে সকল বিঘ্ন সমাপ্ত হয়ে যাবে। সর্বদা নূতন উৎসাহ, নূতন উৎসাহ থাকবে। স্থিতি একরস আর অচল থাকবে।

স্লোগান:- যে কোনো প্রকার সেবাতে সর্বদা সন্তুষ্ট থাকাই হলো ভালো মার্কস নেওয়া।*

সহজ পরিবর্তনের আধার - অনুভবের অথরিটি

বাপদাদা তাঁর সর্ব আধারমূর্তি আর উদ্ধারমূর্তি বাচ্চাদের দেখছেন। প্রত্যেক বাচ্চা আজকের বিশ্বকে শ্রেষ্ঠ সম্পন্ন বানানোর আধারমূর্তি। আজ বিশ্ব আপন আধারমূর্তি শ্রেষ্ঠ আচ্ছাদের বিভিন্ন রূপে, বিভিন্ন বিধিতে ডাকছে, স্মরণ করছে। সুতরাং এইরকম সর্বদুঃখী অশান্ত আচ্ছাদের সহায় হয়ে, বিন্দু বিন্দু দিয়ে, সুখ-শান্তির রাস্তা বলে, জ্ঞান-নেত্রহীনকে দিব্য নেত্র দিয়ে, লক্ষ্যহীনভাবে ঘুরে বেড়ানো আচ্ছাদের ঠিকানা দিয়ে, অপ্রাপ্ত আচ্ছাদের প্রাপ্তির অনুভূতি করিয়ে, উদ্ধারকারী তোমরা সব শ্রেষ্ঠ আচ্ছা। বিশ্বের চতুর্দিকে কোনো না কোনো রকমের চাঞ্চল্য আছেই। কোথাও ধনের কারণে চাঞ্চল্য, কোথাও মনের বহু টেনশনের চাঞ্চল্য, কিছু কিছু ক্ষেত্রে নিজেদের জীবনের প্রতি অসন্তুষ্ট হওয়ার কারণে চাঞ্চল্য, কোথাও প্রকৃতির তমোপ্রধান বায়ুমন্ডলের কারণে চাঞ্চল্য, চতুর্দিকে চাঞ্চল্যের দুনিয়া। এইরকম সময়ে বিশ্বের কোণে তোমরা অনড়-অটল আচ্ছা। দুনিয়া ভয়ের বশে আছে, আর তোমরা নির্ভয় হয়ে সদা খুশিতে নাচতে গাইতে থাকো। যদি দুনিয়া অল্পকালের খুশির জন্য নাচ গান এবং আরও অনেক সাধন সহায় হিসেবে আপন করে, তাহলে সেই অল্পকালের সাধন আরও তাদেরকে চিন্তার চিতায় নিয়ে যাচ্ছে। বিশ্বের এমন আচ্ছাদের এখন শ্রেষ্ঠ, অবিনাশী প্রাপ্তির অনুভূতির আধার প্রয়োজন। তারা সবরকম আধার দেখে নিয়েছে, সবকিছু অনুভব করে নিয়েছে এবং সবার মন থেকে না চাইতেও এই আওয়াজ বের হয় - এর চাইতে আরও অন্য কিছু চাই। এই সাধন, এই বিধি সিদ্ধির অনুভূতি করায় না। আমরা নতুন কিছু চাই, অন্য রকম কিছু চাই। অল্পকালের যা কিছু সহায় হয়েছে, এই সবকিছু খড়কুটোর মতো। তারা প্রকৃত অবলম্বন খুঁজে যাচ্ছে। অল্পকালের উপায়, প্রাপ্তি এবং বিধি দেখে দেখে সেইসবে তারা ক্লান্ত হয়ে গেছে। এখন এইরকম আচ্ছাদের কে দেখাবে যথার্থ আশ্রয়, প্রকৃত উপায়, অবিনাশী সহায়? তোমরা সবাই, তাই না!

দুনিয়ার তুলনায় তোমরা অল্প, খুব অল্প, কিন্তু পূর্ব কল্পের স্মরণিকেও অক্ষৌহিনীর সামনে পাঁচ পাণ্ডবই দেখিয়েছে। সবচেয়ে বড় অথরিটি তোমাদের সাথে। সাইন্সের অথরিটি, শাস্ত্রের অথরিটি, রাজনীতির অথরিটি, ধর্মনীতির অথরিটি এবং অন্য অনেক অথরিটি, তারা তাদের নিজ নিজ অথরিটির আধারে দুনিয়াকে পরিবর্তন করার ড্রায়াল করেছে। তারা অনেক বিষয়ে সচেতন হয়েছে কিন্তু তোমাদের সবার কাছে কোন অথরিটি আছে? সবচেয়ে বড় পরমাত্ম-অনুভূতির অথরিটি। অনুভবের অথরিটি দ্বারা তোমরা সহজে যেকোন কারও মধ্যে সহজে শ্রেষ্ঠ পরিবর্তন আনতে পারো। সুতরাং তোমাদের সবার কাছে এই অনুভবের বিশেষ অথরিটি আছে, সেইজন্য গর্বের সাথে, নিশ্চয়তার সাথে, উদ্যমের (নেশা) সাথে, ভরসার সাথে বলো আর বলবেও যে সহজ রাস্তা, যথার্থ রাস্তা একটাই। এক দ্বারাই প্রাপ্ত হয় আর সবাইকে এক বানায়। এই সন্দেশ সবাইকে দাও তো, তাই না! সেইজন্য বাপদাদা আজ আধার-মূর্তি, বিশ্ব উদ্ধারমূর্তি বাচ্চাদের দেখছেন। দেখ - বাপদাদার সাথে নিমিত্ত কারা হয়েছে। তারা বিশ্বের আধার কিন্তু হয়েছে কারা? তারা সব সাধারণ। যারা দুনিয়ার লোকের নজরে আছে তারা বাবার নজরে নেই, আর যারা বাবার নজরে আছে তারা দুনিয়ার নজরে নেই। তোমাদের দেখে প্রথমে তো তারা হাসবে যে এরাই সেই! কিন্তু দুনিয়ার লোকে যা করে তা বাবা করেন না। তাদের চাই নামজাদা আর বাবার চাই যাদের নামের লেশমাত্রও ঝরে গেছে তাদের নাম গৌরবান্বিত করার জন্য। তাঁকে অসম্ভবকে সম্ভব করতে হবে, সাধারণকে মহান বানানো, নির্বলকে মহান বলবান বানানো, জাগতিক দুনিয়ার পরিপ্রেক্ষিতে যারা অশিক্ষিত, তাদের নলেজফুল বানানো - এটাই বাবার পার্ট, সেইজন্য বাচ্চাদের সভা দেখে বাপদাদাও মৃদু মৃদু হাসেন, সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ ভাগ্য প্রাপ্তকারী এই হারানিধি বাচ্চারা নিমিত্ত হয়ে গেছে। এখন দুনিয়ার লোকের নজরও ধীরে ধীরে অন্য সব দিক থেকে সরে গিয়ে একদিকে আসছে। এখন তারা বোঝে যে যা আমরা করতে পারিনি, তা বাবা গুপ্তরূপে করছেন। এখন কুস্ত মেলায় কি দেখেছ? এটাই দেখেছ, তাই না! সবাই কীভাবে স্নেহের নজরে দেখে! এটা ধীরে ধীরে প্রত্যক্ষ হতেই হবে। ধর্মনেতা, রাজনৈতিক নেতা এবং বৈজ্ঞানিক এই তিন বিশেষ অথরিটি। এখন এই তিন নেতারাই সাধারণ রূপে পরমাত্ম-ঝলক দেখার শ্রেষ্ঠ আশাতে নিকটে আসছে। এখনও ঘোমটার ভিতর থেকে অর্থাৎ অন্তরাল থেকে দেখে, আড়াল সরেনি। ঘোমটার আড়াল থেকে দেখার কারণে এখনও দ্বিধায় আছে। এরাই কি তারা নাকি অন্য কেউ - এটাই দ্বিধার ঘোমটা। যাই হোক, তবুও তাদের নজর গেছে! এবারে ঘোমটাও সরে যাবে। অনেক প্রকার ঘোমটা আছে। এক, তাদের নেতৃত্বের, গদি অথবা আসনের ঘোমটাও তো অনেক বড়। সেই ঘোমটা থেকে বের হওয়ায় সামান্য টাইম লাগবে, কিন্তু অন্ততপক্ষে তাদের চোখ খুলেছে! কুস্তকর্ণ এখন একটু জেগেছে।

বাপদাদা বিশ্বের সকল আত্মাদের অর্থাৎ বাচ্চাদের বাবার অবিনাশী উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করার অধিকারী অবশ্যই বানাবেন । তারা যেমনই হোক, কিন্তু তারা তো বাচ্চাই । অতএব, বাচ্চাদের হয় মুক্তি অথবা জীবনমুক্তি উভয় উত্তরাধিকারই আছে । উত্তরাধিকার দেওয়ার জন্যই বাবা এসেছেন । তারা তো জানে না, তাই না ! তাদেরও দোষ নেই, সেইজন্য তোমাদেরও সবার করুণা হয়, নয় কি ? তোমাদের করুণাও হয়, উৎসাহ-উদ্দীপনাও থাকে যেভাবেই হোক সব আত্মাদের উত্তরাধিকারের অধিকার লাভ করানো উচিত । আচ্ছা !

আজ ক্যারিবিয়ানদের টার্ন । সবাইই তো বাপদাদার অতি প্রিয় । প্রত্যেক স্থানের নিজের নিজের বিশেষত্ব বাপদাদার সামনে সদাই প্রত্যক্ষ থাকে । বাস্তবে, সব বাচ্চার দোষ-স্বীকারপত্র (পোতামেল) বাপদাদার কাছে থাকেই । কিন্তু সব বাচ্চাকে দেখে বাপদাদা খুশি, কোন ব্যাপারে ? সব বাচ্চারা নিজ নিজ শক্তি অনুযায়ী সদা সেবার উৎসাহ-উদ্দীপনায় থাকে । সেবা ব্রাহ্মণ জীবনের অক্যুপেশন হয়ে গেছে । সেবা ব্যতীত এই ব্রাহ্মণ জীবন শূন্য মনে হয় । যদি সেবা না থাকে তোমাদের মনে হয় যেন কিছুই করার নেই, একেবারে ফ্রি - ফ্রি ! তাইতো সেবাতে উৎসাহ-উদ্দীপনা দেখে বাপদাদা বিশেষভাবে খুশি হন । ক্যারিবিয়ানের বিশেষত্ব কি ? তারা সদা কাছে (করীব) থাকে । বাপদাদা স্থূলভাবে এটা দেখেন না, শারীরিক ভাবে তোমরা তো কতো দূরে, কিন্তু মন থেকে তোমরা কাছে আছ, তাই না ! শারীরিকভাবে তোমরা যতটা দূরে, ততটাই বাবার সান্নিধ্য অনুভব করার বিশেষ লিষ্ট তোমরা লাভ করো, কারণ বাবার সদাই চতুর্দিকের বাচ্চাদের দিকে নজর থাকে । তারা তাঁর নজরে সমাহিত হয়ে থাকে । সুতরাং, নজরে যারা সমাহিত হয়ে আছে তারা কি হবে ? দূরে হবে নাকি কাছের হবে ? অতএব, তোমরা সবাই কাছের রত্ন । কেউই দূর নয় । নিয়ার আর ডিয়ার উভয়ই । যদি নিয়ার না হও, তাহলে তোমাদের উৎসাহ-উদ্দীপনা থাকবে না । বাবার সঙ্গ তোমাদের সদা শক্তিশালী বানিয়ে অগ্রচালিত করছে ।

তোমাদের সবাইকে দেখে প্রত্যেকে খুশি হচ্ছে, কারণ কত সাহসের সাথে তোমরা সেবা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত করাচ্ছ । বাপদাদা জানেন, সবার একই সঙ্কল্প, সবচেয়ে বড় মালা আমাদের তৈরি করতে হবে । আর মালার দানা যে চারিদিকে ছড়িয়ে আছে তাদের একত্রিত করে মালা বানিয়ে বাবার সামনে নিয়ে আসে । সারা বছর ধরে এই উৎসাহ থাকে, এই ফুলের তোড়া অথবা মালা বাবার সামনে নিয়ে যেতে হবে । তাইতো এক বছর ধরে পুরো প্রস্তুতি নিতে থাকে । বাপদাদা দেখছেন এই বছর বিদেশের সব সেবাকেন্দ্রের বৃদ্ধির রেজাল্ট ভালো । প্রত্যেকে হয় ছোট, নয়তো বড়, কোন না কোন ফুলের তোড়া প্রত্যক্ষ ফলরূপে এনেছে । সুতরাং বাপদাদাও আগের কল্পের তাঁর নিজের স্নেহী বাচ্চাদের দেখে খুশি হন । ভালোবাসার সাথে পরিশ্রম করেছে । ভালোবাসা দিয়ে করা পরিশ্রম, পরিশ্রম মনে হয় না । তাইতো সবদিক থেকে ভালো গ্রুপ এসেছে । বাপদাদার সবচেয়ে যে ব্যাপারটা ভালো লাগে, সেবায় তোমরা সদাই ক্লাস্টিফাইন হয়ে এগিয়ে যাচ্ছ । আর এটাই সেবার সফলতার বিশেষত্ব যে তোমরা কখনও নিরাশ হও না । আজ অল্প, কাল অবশ্যই বেশি হবে, এটা নিশ্চিত । সুতরাং যেখানে তারা বাবার পরিচয় পেয়েছে, বাবার বাচ্চারা নিমিত্ত হয়েছে, সেখানে বাবার বাচ্চারা অবশ্যই লুকিয়ে আছে আর সময় অনুসারে তারা নিজের অধিকার নেওয়ার জন্য এখানে আসবে আর তাদের আসা চলতেই থাকবে । সেইজন্যই তোমরা সবাই খুশিতে নাচো । তোমরা সদা খুশি থাকো । বাবা অবিনাশী, বাচ্চারা অবিনাশী, সুতরাং প্রাপ্তিও অবিনাশী । তোমাদের খুশিও অবিনাশী । তোমরা সদাই খুশি থাকো, সদাই সর্বাপেক্ষা বেস্ট । ওয়েস্ট (ব্যর্থ) শেষ হয়ে গেলে শুধুই বেস্ট (সবচাইতে ভালো) থাকে । বাবার হওয়া অর্থাৎ সদাসর্বদার জন্য অবিনাশী ভান্ডারের অধিকারী হওয়া । সুতরাং অধিকারী জীবন বেস্ট জীবন, তাই না !

ক্যারিবিয়ানের মধ্যে সেবার বিশেষ ফাউন্ডেশন বিশেষ আত্মাদের ছিল । গভর্নমেন্টের সেবার ফাউন্ডেশন তো গায়ানাতেই ছিল, তাই না ! আর গভর্নমেন্ট পর্যন্ত রাজযোগের বিশেষত্বের আওয়াজ ছড়িয়ে দেওয়া, এটাও বিশেষত্ব । গভর্নমেন্টও তিন মিনিটের জন্য সাইলেন্সের প্রচেষ্টা তো করেছে, তাই না ! গভর্নমেন্টের কাছে আসার চান্স সেখানেই শুরু হয়েছে আর রেজাল্টও ভালো বেরিয়েছে এবং এখনও বের হচ্ছে । ক্যারিবিয়ান সেবাতে বিশেষ ভি. আই. পি.ও প্রস্তুত করেছে এবং তাদের একজনের মাধ্যমে অনেকের সেবা হচ্ছে, তাহলে এটাও তো বিশেষত্ব, তাই না ! নিমন্ত্রণ ছিলই বিধিপূর্বক এমনই ভি.আই. পি.র থেকে, সুতরাং ক্যারিবিয়ানই তো এটা করার ফার্স্ট নিমিত্ত হয়েছে ! আজ চারিদিকের একজাম্পেল হয়ে অনেককে উৎসাহ ও প্রেরণা দেওয়ার সেবায় নিয়োজিত হয়েছে । এই ফলও তো সবাই লাভ করবে, তাই না ! এখনও তোমরা গভর্নমেন্টের কানেকশনে আছ । এটাও কাছের কানেকশনে আসার একটা বিধি । এই বিধিকে আরও থানিকটা জ্ঞানযুক্ত কানেকশনের মাধ্যমে সেবাতে তোমাদের পৃথক হয়েও প্রিয় হওয়ার অনুভব করাতে পারো । যে কোনো মিটিংয়ে সেবার জন্য যখন তোমরা নিমিত্ত হও, এমনকি লৌকিক বিষয়তেও এমনভাবে তোমাদের কথা বলা যাতে তাদের স্বতন্ত্রতাও অনুভব হয় আর নিরহঙ্কার ভাবও অনুভব হয় । সুতরাং তোমাদের জন্য এটাও একটা চান্স যে তাদের সবার

সাথে থেকেও তোমাদের স্বতন্ত্রতা অথচ নিরহঙ্কার ভাব দেখাতে পারো, সেইজন্য এই বিধিকে আরও একটু অ্যাটেনশন দিয়ে সেবার সাধন শ্রেষ্ঠ বানাতে পারো। যারা গায়ানা থেকে আগত তাদের এই চান্স প্রাপ্ত হয়েছে। আদি থেকেই সেবার চান্সের লটারী লাভ হয়েছে। সব স্থানের বৃদ্ধি ভালো। এখন আরও একটা বিশেষত্ব আনো - ওখানে নামজাদা পন্ডিতদের মধ্যে থেকে কিছুজনকে প্রস্তুত করো। ত্রিনিদাদ, গায়ানায় অনেক পন্ডিত আছে। তারা তবুও কাছে এসেছে। ভারতেরই ফিলোসফি তারা বিশ্বাস করে। সুতরাং এখন পন্ডিতদের গ্রুপ তৈরি করো। যেমন এখন হরিদ্বারে সাধুদের সংগঠন তৈরি হচ্ছে, সেইরকম এখান থেকে পন্ডিতদের গ্রুপ তৈরি করো। সল্লেখ তাদের তোমরা আপন করে নিতে পারো। সবার আগে স্লেহের সাথে তাদের কাছে নিয়ে এসো। হরিদ্বারেও স্লেহেরই রেজাল্ট ছিল। স্লেহ তাদেরকে মধুবন পর্যন্ত পৌঁছে দেয়। যদি তারা মধুবন পর্যন্ত আসে তখন নলেজ পর্যন্ত এসেই যাবে। কোথায় যাবে! অতএব, এটা এখন করে দেখাও। আচ্ছা।

ইউরোপ কি করবে? সংখ্যার নিরিখে ছোট বলা যায় না। সংখ্যা যাই হোক যদি কোয়ালিটি ভালো হয় তাহলে তোমরা নম্বর ওয়ান। যা অন্য কেউ আনেনি তোমরা তাদেরকে আনতে পারো। কোনও বড় ব্যাপার নয়, 'সাহসী বাচ্চা, বাবা সহায়।' বাচ্চাদের সাহস আর পুরো পরিবার, বাপদাদা সহায়, সেইজন্য এটা কোনও বড় ব্যাপার নয়। তোমরা যেমন চাও তা' করতে পারো। অবশেষে সবাইকে তো একই ঠিকানায় আসতে হবে। কাউকে এখনই আসতে হবে, কাউকে কিছু পরে। আসতে তো হবেই। যতই তারা খুশি হোক, তবুও কিছু না কিছু প্রাপ্তির ইচ্ছা তো হয়, তাই না! বাতাবরণ ঠিক আছে, সেই কারণে যদি তারা আকুল নাও হয়, তবুও যতক্ষণ তাদের জ্ঞান না হয় অর্থাৎ বোধোদয় না হয় তাদের বিনাশী ইচ্ছা কখনও পূর্ণ হতে পারে না। একটা ইচ্ছার পরে আরেকটা ইচ্ছা উৎপন্ন হতে থাকে। তাইতো ইচ্ছাও সদা সন্তুষ্টতার অনুভব করায় না। সুতরাং যারা দুঃখী নয় তাদের ঈশ্বরীয় নিঃস্বার্থ স্লেহ কি, স্লেহী জীবন কি, আত্ম স্লেহ, পরমাত্ম-স্লেহের অনুভবই নেই। যতই স্লেহ থাকুক কিন্তু নিঃস্বার্থ স্লেহ তো কোথাও নেই। প্রকৃত স্লেহই নেই। সুতরাং হৃদয়ের প্রকৃত স্লেহ, পরিবারের স্লেহ সবাই চায়। এমন পরিবার কোথায় খুঁজে পাবে? সেইজন্য যে বিষয়ে তাদের প্রাপ্তির অভাব অনুভব হবে, সেই বিশেষ প্রাপ্তির আকর্ষণের বিষয়ে বোঝাও। আচ্ছা!

সবাই তোমরা বিশেষ আত্মা। যদি বিশেষত্ব না থাকত তাহলে ব্রাহ্মণ আত্মা হতে পারত না। বিশেষত্বই তোমাদেরকে ব্রাহ্মণ জীবন দিয়েছে। সবচেয়ে বড় বিশেষত্ব তো এটাই কোটি কোটির মধ্যে মুষ্টিমেয় কয়েকের মধ্যে তুমিও আছ। সুতরাং প্রত্যেকের নিজ নিজ বিশেষত্ব আছে। সারাদিন বাবা আর সেবা এই গভীর নির্ণা থাকে, তাই না! লৌকিক কার্য তো নিমিত্ত মাত্র করতেই হয়, কিন্তু হৃদয়ে একনিষ্ঠা, স্মরণ আর সেবায় থাকতে দাও। আচ্ছা!

বরদান:- সদা নিজধাম আর নিজ স্বরূপের স্মৃতি দ্বারা উপরম, পৃথক অথচ প্রিয় ভব*

নিরাকার দুনিয়া আর নিরাকার রূপের স্মৃতিই সদা পৃথক অথচ প্রিয় বানায়। আমরা নিরাকার দুনিয়ার নিবাসী, এখানে সেবার্থে অবতরিত হয়েছি। আমরা এই মৃত্যুলোকের নই, কিন্তু অবতার! শুধুমাত্র এই ছোট বিষয়টা যদি স্মরণে থাকে তাহলে উপরম হয়ে যাবে অর্থাৎ বৈরাগ্য এসে যাবে। যারা নিজেদের অবতার না ভেবে গৃহস্থ ভাবে, সেই গৃহস্থের গাড়ী কাদায় আটকে থাকে। গৃহস্থ অর্থাৎ ভারের স্থিতি আর অবতার একদম হালকা। অবতার ভাবলে নিজের আপন ধাম, আপন স্বরূপ স্মরণে থাকবে আর উপ-রম হয়ে যাবে।

স্লোগান:- ব্রাহ্মণ সে-ই যে শুদ্ধতা আর বিধিপূর্বক সব কার্য করে।*

৩১-০৮-২০২০ প্রাতঃ মুরলী ওম শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

- *প্রশ্ন:-** যারা পুরোপুরি ৮৪-বার জন্মগ্রহণ করবে, তাদের পুরুষার্থ কেমন হবে ?*
- *উত্তর:-** তাদের বিশেষ পুরুষার্থ হবে নর থেকে নারায়ণ হওয়ার। নিজেদের কর্মেন্দ্রিয়গুলির উপর সম্পূর্ণ কন্ট্রোল থাকবে। তারা কুদৃষ্টিসম্পন্ন হবে না। যদি এখনও পর্যন্ত কাউকে দেখলে বিকারী চিন্তা-ভাবনা আসে, তবে তারা কুদৃষ্টিসম্পন্ন, তখন বুঝে নেবে যে, তারা সম্পূর্ণ ৮৪-বার জন্মগ্রহণ করা আত্মা নয়।*
- *গীত:-** এই পাপের দুনিয়া থেকে কোথাও দূরে নিয়ে চল.....*

ওম শান্তি । মিষ্টি-মিষ্টি আত্মা-রূপী বাচ্চারা জানে যে, এ হলো পাপের দুনিয়া। মানুষ পুণ্যের দুনিয়াকেও জানে। মুক্তি-জীবনমুক্তি পুণ্যের দুনিয়াকে বলা হয়। সেখানে পাপকর্ম হয় না। পাপ হয় দুঃখধাম, রাবণ-রাজ্যে। দুঃখপ্রদানকারী রাবণকেও দেখেছো। রাবণ কোনো বস্তু নয় তবুও কুশপুতলিকা দাহ করা হয়। বাচ্চারা জানে যে, আমরা এ'সময় রাবণ-রাজ্যে রয়েছি কিন্তু তা পার হয়ে এসেছি। আমরা এখন পুরুষোত্তম সঙ্গমযুগে রয়েছি। বাচ্চারা যখন এখানে আসে তখন তাদের বুদ্ধিতে একথা থাকে যে -- আমরা সেই বাবার নিকটে যাই যিনি আমাদের মানুষ থেকে দেবতায় পরিণত করেন। সুখধামের মালিক করে দেন। যিনি সুখধামের মালিক করে দেন তিনি কোনো ব্রহ্মা নন, কোনো দেহধারীও নন। তিনিই হলেন শিববাবা, যিনি বিদেহী। তোমাদেরও দেহ ছিল না, পুনরায় তোমরা শরীর ধারণ করে জনম-মরণে আসো। তাই তোমরা জানো যে, আমরা অসীম জগতের পিতার কাছে যাই। তিনি আমাদের শ্রেষ্ঠ মত দেন। তোমরা এভাবে পুরুষার্থ করলে স্বর্গের মালিক হতে পারবে। স্বর্গকে সকলেই স্মরণ করে। জানে যে, নতুন দুনিয়া অবশ্যই রয়েছে। সেটিও অবশ্যই কেউ স্থাপন করবে। নরকও কেউ স্থাপন করে। তোমাদের সুখধামের ভূমিকা কখন সম্পূর্ণ হয় তাও তোমরা জানো। পুনরায় রাবণ-রাজ্যে তোমরা দুঃখী হতে থাকো। এ'সময় এ হলো দুঃখধাম। যদিও কত কোটিপতি, পদ্মপতি রয়েছে তবুও অবশ্যই পতিত দুনিয়া বলবে। এ হলো কাঙ্গাল দুনিয়া, দুঃখী দুনিয়া। যদিও কত বড়-বড় বাড়ি-ঘর, সুখের সমস্ত সাধন আছে, তবুও বলা হবে পতিত পুরানো দুনিয়া। বিষয় বৈতরণী নদীতে হাবু-ডুবু খেতে থাকে। এও জানে না যে, বিকারে যাওয়া পাপ। বলে -- এটা ছাড়া সৃষ্টির বৃদ্ধি কিভাবে হবে ? আবার আবাহনও করে -- হে ঈশ্বর! হে পতিত-পাবন! এসে এই পতিত দুনিয়াকে পবিত্র করো। আত্মা বলে শরীর দ্বারা। আত্মাই অপবিত্র হয়েছে, তাই তো ডাকে। স্বর্গে একজনও পতিত থাকে না।

বাচ্চারা, তোমরা জানো যে, সঙ্গমযুগে যারা ভাল পুরুষার্থী তারাই বোঝে যে আমরা ৮৪ জন্ম নিয়েছি পুনরায় এই আমরা লক্ষ্মী-নারায়ণের সাথীরাই সত্যযুগে রাজ্য করবো। শুধু একজনই তো ৮৪ জন্ম নেয়নি, তাই না! রাজার সঙ্গে প্রজাও তো চাই। তোমাদের ব্রাহ্মণদের মধ্যেও নম্বরের ক্রমানুসারে রয়েছে। কেউ রাজা-রানী হয়, কেউ প্রজা। বাবা বলেন -- বাচ্চা, এখনই তোমাদের দৈবী-গুণ ধারণ করতে হবে। এই চোখ কুদৃষ্টিসম্পন্ন, কাউকে যদি বিকারের দৃষ্টিতে দেখে তবে তাদের ৮৪ জন্ম হবে না। তারা নর থেকে নারায়ণ হতে পারবে না। যখন এই নয়নের উপর বিজয়প্রাপ্ত করে নেবে তখন কর্মাজীত অবস্থা হবে। সবকিছু চোখের উপরেই নির্ভর করে, চোখই ধোঁকা দেয়। আত্মা এই জানালা (চোখ) দ্বারা দেখে, ঐনার মধ্যে ডবল আত্মা রয়েছে। বাবাও এই জানালা দিয়ে দেখছেন। আমাদের দৃষ্টিও আত্মার উপর পড়ে। বাবা আত্মাদের-কেই বোঝান। তিনি বলেন, আমিও শরীর ধারণ করেছি তবেই বলতে পারি। তোমরা জানো যে, বাবা আমাদের সুখের দুনিয়ায় নিয়ে যায়। এ হলো রাবণ-রাজ্য। তোমরা এই পতিত দুনিয়া থেকে কিনারা করে নাও। কেউ অনেক এগিয়ে গেছে, কেউ পিছনে চলে গেছে। প্রত্যেকেই বলে, পার করে দাও। এখন পারে যাবে তো সত্যযুগে। কিন্তু যদি উচ্চপদ প্রাপ্ত করতে হয় তবে পবিত্র হতে হবে। পরিশ্রম করতে হবে। মুখ্যকথা হলো বাবাকে স্মরণ করো তবেই বিকর্ম বিনাশ হবে। এটিই হলো প্রথম (প্রধান) বিষয়।

তোমরা এখন জানো যে, আমরা আত্মারা হলাম অভিনেতা। সর্বপ্রথমে আমরা সুখধামে আসি, পরে পুনরায় দুঃখধামে আসি। এখন বাবা পুনরায় সুখধামে নিয়ে যেতে এসেছেন। তিনি বলেন, আমাকে স্মরণ করো আর পবিত্র হও। কাউকে দুঃখ দিও না। পরস্পরকে অত্যন্ত দুঃখ দিয়ে থাকে। কারোর মধ্যে কাম-বিকারের ভূত আসে, কারোর মধ্যে ক্রোধ আসে, হাতাহাতি করে। বাবা বলেন, এ হলো দুঃখপ্রদানকারী পাপাত্মা। পূণ্যাত্মা কিভাবে হবে ? এখনও পর্যন্ত পাপ করে চলেছো।

এরফলে নাম বদনাম করে দেয়। সকলে কি বলবে! বলে আমাদের ভগবান পড়ান। আমরা মানুষ থেকে দেবতা, বিশ্বের মালিক হয়ে যাই। তারা এমন কার্য করে কী ? তাই বাবা বলেন, রোজ রাতে নিজেকে দেখো। যদি সুপুত্র হও তবে চার্ট পাঠাও। যদি কেউ চার্ট পাঠায়ও কিন্তু সাথে লেখে না যে আমরা কাউকে দুঃখ দিয়েছি বা এই ভুল করেছি। স্মরণ করতে থাকে আর উল্টো কার্যও করে, সেও ঠিক নয়। উল্টোপাল্টা কর্ম তখনই করে যখন দেহ-অভিমানী হয়ে পড়ে।

এই চক্র কিভাবে আবর্তিত হয় -- এ অতি সহজ বিষয়। একদিনেই টিচার হতে পারো। বাবা তোমাদের ৮৪-র রহস্য বোঝান, শিক্ষা দেন। পুনরায় এর উপর মনন করতে হবে। আমরা ৮৪ জন্ম কিভাবে নিয়েছি ? যিনি শেখান সেই টিচারের থেকে ভালভাবে দৈবী-গুণ ধারণ করে নিই। বাবা প্রমাণ সহকারে বলতে পারেন। দেখায় যে -- বাবা আমাদের চার্ট দেখো। আমরা কাউকে সামান্যতম দুঃখও দিইনি। বাবা বলবে, এই বাচ্চা অতি মিষ্টি। ভাল সুগন্ধ নিগত হচ্ছে। টিচার হওয়া সেকেন্ডের কাজ। স্মরণের যাত্রায় স্টুডেন্ট টিচারের থেকেও তীব্রগতিতে এগিয়ে যেতে পারে। তাহলে টিচারের থেকেও উচ্চপদ লাভ করবে। বাবা জিজ্ঞাসা করেন -- কাকে শিক্ষা দাও ? প্রত্যহ শিবের মন্দিরে গিয়ে শিক্ষা প্রদান করো। শিববাবা কিভাবে এসে স্বর্গ স্থাপন করেন ? স্বর্গের মালিকে পরিনত করেন। বোঝানো অতি সহজ। বাবাকে চার্ট পাঠিয়ে দেয় -- বাবা আমাদের স্থিতি এরকম। বাবা জিজ্ঞাসা করেন -- বাচ্চা! কোনো বিকর্ম করো না তো ? ক্রিমিনাল আই (কুদৃষ্টি) কোনো উল্টোপাল্টা কার্য করায় না তো ? নিজেদের আচার-আচরণ (ম্যানার্স), চরিত্র দেখতে হবে। চোখই চাল-চলনের সম্পূর্ণ আধার। চোখ অনেকভাবে ধোঁকা দেয়। জিজ্ঞাসা না করে সামান্য কোন জিনিস তুলে খেলে সেটাও পাপকর্ম হয়ে যায় কারণ আঙা ছাড়া নিয়েছো, তাই না! এখানে নিয়ম অনেক। শিববাবার যন্তু, তাই না! ইনচার্জকে জিজ্ঞাসা না করে কোন জিনিস খেতে পারো না। একজন খেলে অন্যরাও তেমন করতে থাকবে। বাস্তবতঃ এখানে কোনো জিনিস তালাবন্ধ করে রাখার প্রয়োজন নেই। নিয়ম রয়েছে যে, এই ঘরের ভিতরে, রান্নাঘরের সম্মুখে কোনো অপবিত্রের আসা উচিত নয়। বাইরে তো অপবিত্র-পবিত্রের কোনো কথাই নেই। কিন্তু নিজেকে পতিত তো বলে, তাই না! এখানে সকলেই অপবিত্র। কেউ বল্লভাচারীকে অথবা শঙ্করাচার্যকে ছুঁতে পারে না কারণ তারা মনে করে আমরা পবিত্র, এরা পতিত। যদিও এখানে সকলের শরীরই অপবিত্র তবুও পুরুষার্থ অনুসারে বিকার থেকে সন্ন্যাস নেয়। তাই নির্বিকারীর সম্মুখে বিকারী মানুষ মাথা নত করে। তারা বলে, ইনি অতি ধর্মান্বিত-প্রকৃতির মানুষ। সত্যযুগে তো কেউ শ্লেচ্ছ(শূদ্র) হয় না। ওটা হলো পবিত্র দুনিয়া। ক্যাটাগরি একটাই। তোমরা সমগ্র এই রহস্যকে জানো। শুরু থেকে নিয়ে আদি-মধ্য-অন্তের রহস্যকে বুদ্ধিতে রাখা উচিত। আমরা সবকিছুই জানি। বাকি আর কিছু জানার থাকেই না। রচয়িতাকে জানা, সৃষ্টালোককে জানা, ভবিষ্যতের পদপ্রাপ্তিকে জানা যারজন্য তোমরা পুরুষার্থ করো পুনরায় যদি চাল-চলন এমন হয় তাহলে উচ্চপদ লাভ করতে পারবে না। কাউকে দুঃখ দেয়, বিকারে যায় অথবা কুদৃষ্টি নিষ্ক্ষেপ করে তাহলে এও হলো পাপ। দৃষ্টি পরিবর্তন করা অতি পরিশ্রমের। দৃষ্টি অতি সুন্দর হওয়া উচিত। চোখযুগলই দেখে যে --এরা ক্রোধ করছে তখন নিজেও লড়তে শুরু করে। শিববাবার প্রতি সামান্যতম ভালবাসাও নেই, স্মরণও করে না। বলিহারী শিববাবার। বলিহারী গুরু তোমার..... বলিহারী সেই সঙ্করর যিনি গোবিন্দ শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাৎকার করিয়েছেন। গুরুর দ্বারাই তুমি গোবিন্দ হও। সাক্ষাৎকারে শুধু মুখ মিষ্টি হয় না। মীরার মুখ মিষ্টি হয়েছিল কী ? স্বর্গে তো সত্যি করে যাই নি ? সে হলো ভক্তিমার্গ, ওটাকে স্বর্গের সুখ বলা যাবে না। গোবিন্দকে কেবল দেখলেই হবে না, এমন হতে হবে। তোমরা এখানে এসেছোই এরকম হতে। এই নেশা থাকা উচিত যে, আমরা ওঁনার কাছে যাই যিনি আমাদের এরকমভাবে তৈরী করেন। তাই বাবা সকলকে এই পরামর্শ দেন যে চার্টে এও লেখো -- চোখ ধোঁকা দেয় নি তো ? কোন পাপ হয়ে যায় নি তো কি ? চোখ কোন না কোন বিষয়ে অবশ্যই ধোঁকা দেয়। চোখ সম্পূর্ণ শীতল হয়ে যাওয়া উচিত। নিজেকে অশরীরী মনে করো। এমন কর্মাতীত অবস্থা ভবিষ্যতে হবে, সেও তখন, যখন বাবাকে নিজের চার্ট পাঠিয়ে দেবে। অবশ্যই ধর্মরাজের রেজিস্টারে সব অটোমেটিক্যালী জমা হয়ে যায়। কিন্তু যেহেতু বাবা সাকারে (দেহে) এসেছেন তাই বলেন -- সাকারীর (ব্রহ্মা) জানা উচিত। তাহলে সতর্ক করবে। কুদৃষ্টিসম্পন্ন অথবা দেহী-অভিমানী হলে বায়ুমন্ডল অশুদ্ধ করে দেবে। এখানে বসেও বুদ্ধিযোগ বাইরে চলে যায়। মায়া অত্যন্ত ধোঁকা দেয়। মনে অতি অশান্ত। কত পরিশ্রম করতে হয় --- এমন হওয়ার জন্য। বাবার কাছে আসে, বাবা আমাদের জ্ঞান-শৃঙ্গার করান। তোমরা জানো যে, আমরা আত্মারা জ্ঞানের দ্বারা পবিত্র হবো। তখন শরীরও পবিত্র পাবো। আত্মা এবং শরীর দুই-ই পবিত্র হয় সত্যযুগে। পুনরায় আধাকল্প রাবণ-রাজ্য হয়। মানুষ বলবে, ভগবান এরকম কেন করেছে ? এই অনাদি ড্রামা পূর্ব-নির্ধারিত। ভগবান কিছু করেছে কি, না করে নি। সত্যযুগে হয়ই এক দেবী-দেবতা ধর্ম। কেউ-কেউ বলে এমন ভগবানকে আমরা কেনই বা স্মরণ করবো ? কিন্তু তোমাদের অন্য ধর্মের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই। যারা কাঁটা তারাই এসে ফুল হবে। মানুষ বলে যে, ভগবান এসে কি কেবল ভারতবাসীদেরই স্বর্গে নিয়ে যাবে! আমরা মানবো না, ভগবানেরও দুঃখ আছে কি ? কিন্তু এই ড্রামাও নির্ধারিত। সকলেই যদি স্বর্গে আসে তবে অনেক ধর্মের ভূমিকা কিভাবে পালিত হবে ? স্বর্গে এত কোটি হয় না। সর্বপ্রথম মুখ্যকথা হলো ভগবান কে ? তাঁকে জানো। সেটাই যদি

না বোঝো তবে অনেকরকমের প্রশ্ন করতেই থাকবে। নিজেকে আত্মা মনে করলে তখন বলবে যে, একথা তো সঠিক। আমাদের পতিত থেকে পবিত্র হতে হবে। স্মরণ করতে হবে সেই একজনকেই। সর্ব ধর্মেই ঈশ্বরকে স্মরণ করে।

বাচ্চারা, তোমরা এখন এ'স্তান প্রাপ্ত করছো। তোমরা জানো যে, এই সৃষ্টি-চক্র কীভাবে আবর্তিত হয়। প্রদর্শনীতেও তোমরা কত বোঝাও। কিন্তু বেরোয় অতি অল্পসংখ্যকই। কিন্তু তখন কি বলবে যে সে'জন্য করা উচিত নয়, না এভাবে বলবে না। ড্রামায় ছিল, করেছি, কোথাও প্রদর্শনী থেকে বেরোয় আবার কোথাও বেরোয়ও না। ভবিষ্যতে আসবে, উচ্চপদ প্রাপ্তির জন্য পুরুষার্থ করবে। কেউ যদি পদপ্রাপ্তি কম করতে চায় তবে এত পুরুষার্থ করবে না। তথাপি বাবা বাচ্চাদের বোঝান যে, কোনো বিকর্ম করো না। এও নোট করো যে, আমরা কাউকে দুঃখ দিইনি তো ? কারোর সঙ্গে লড়াই-ঝগড়া নেই তো ? উল্টাপাল্টা কিছু বলো না তো ? কোনো কর্তব্যহীন কার্য করো না তো ? বাবা বলেন, যে বিকর্ম করেছে তা লেখো। এ তো জানো যে, দ্বাপর থেকে বিকর্ম করতে-করতে এখন অতি বিকর্মকারী হয়ে গেছে। বাবাকে লিখে দিলে বোঝা হাঙ্কা হয়ে যাবে। লেখে যে, আমরা কাউকে দুঃখ দিইনা। বাবা বলবেন, আচ্ছা! চাট নিয়ে এসো দেখবো। বাবা ডাকেনও এমন করে -- আমার সুসন্তানদের আমি একটু দেখি তো ? সুপুত্রদের বাবা অত্যন্ত ভালবাসেন। বাবা জানেন যে, এখনও কেউ সম্পূর্ণ হয় নি। বাবা প্রত্যেককে দেখেন যে, কিভাবে পুরুষার্থ করছে। বাচ্চারা যখন চাট লেখে না তাহলে অবশ্যই কিছু দুর্বলতা আছে যা বাবার কাছে লুকোয়। সত্যিকারের সৎ সন্তান তাকেই মনে করি, যারা চাট লেখে। চাটের সঙ্গে ম্যানার্সও থাকা উচিত। আচ্ছা।

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ঔ'নার আত্মা-রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) নিজের বোঝা হাঙ্কা করার জন্য যাকিছু বিকর্ম হয়েছে তা বাবার কাছে লিখে দিতে হবে। এখন কাউকে আর দুঃখ দেবে না। সুপুত্র হয়ে থাকতে হবে।

২) নিজের দৃষ্টিকে সু বা স্বচ্ছ করতে হবে। চোখ যেন ধোঁকা না দেয় -- সেবিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে। নিজের আচার-আচরণ (ম্যানার্স) অত্যন্ত সঠিক রাখতে হবে। কাম-ক্রোধের বশবর্তী হয়ে কোনো পাপ করা উচিত নয়।

বরদানঃ:- অতীতকে চিন্তনে না এনে সম্পূর্ণ বিরাম (ফুলস্টপ) প্রদানকারী তীর পুরুষার্থী ভব*

ব্যাখা :- এখনও পর্যন্ত যাকিছু হয়েছে --- তাতে ফুলস্টপ লাগিয়ে দাও। অতীতকে চিন্তায় এনো না -- এটাই হলো তীর পুরুষার্থ। যদি কেউ অতীতকে নিয়ে চিন্তা করে তবে সময়, শক্তি, সঙ্কল্প সবই অপচয় হয়ে যায়। এখন অপচয় করার সময় নেই কারণ সঙ্গমযুগের দুটি মুহূর্ত অর্থাৎ দুসেকেন্ডও যদি অপচয় করো তাহলে অনেক বছর নষ্ট হয়ে যাবে, তাই সময়ের গুরুত্বকে জেনে এখন অতীতের বিষয়ে ফুলস্টপ লাগাও। ফুলস্টপ করে দেওয়া অর্থাৎ সর্ব ধন-সম্পদে (খাজানা) পরিপূর্ণ হয়ে যাওয়া।

স্লোগানঃ:- যখন প্রতিটি সঙ্কল্প শ্রেষ্ঠ হবে, তখন নিজের এবং বিশ্বের কল্যাণসাধন হবে।*